



প্রথম ভাগ ।



553

30p
(4)



শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত ।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গমতী আফিস ।

১৩১৬

[মূল্য ৪১ পাই টাকা ।

হরিশ্চন্দ্র

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোধন।

(বিশ্বামিত্র)

বিশ্ব। এত স্পর্ধা দেবতাদের! এত
অহঙ্কার—এত দর্প কিসের! চণ্ডাল যজ্ঞ
করেছে, তা তোমাদের কি! আমি যে স্থলে
উপস্থিত, আমি যেখানে হোতা, সেখানে
তোমাদের যেতে অপমান! আমি কে, তা
জান না? কল্লিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করে তপঃ-
প্রভাবে স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েছি, তপঃপ্রভাবে
ত্রিশত্বকে বলপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ
করেছি, তপঃপ্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে
ধ্বংস করেছি! থাক সব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
সব বুঝবো! তপস্তায় কি না হয়; ব্রহ্মা শুধু
সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব লয়
করেন; আমি এবার মহা তপস্তায় ত্রিবিভা
সাধন করবো, একা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করবো!
ধর্ম কোথায়, ধর্মের মর্যাদা কোথায়!
ধার্মিকের অগ্রগণ্য সেই চণ্ডাল আমার মত
হোতাকে দিয়ে যজ্ঞ করছে গেল, আর
ধর্মের এমনই প্রভাব—যে তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল
না! ধর্ম নাই! ধর্ম নাই! ধর্ম মিথ্যা
কথা!

(ধর্মের প্রবেশ)

ধর্ম। কে বলে ধর্ম নাই?

বিশ্ব। আমি—আমি—আমার চেন না?

ধর্ম। বেশ চিনি, সেই জন্তই এসেছি,

আত্মমুখে আত্মগুণ-কীর্তন করলে আমার
প্রাণে আঘাত লাগে, তাই তোমাকে সাবধান
করতে এসেছি। ধর্মের প্রভাব তুমি আজও
জানতে পারনি? ধর্মের প্রভাব না থাকলে
কি তুমি কল্লিয়বংশে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ
হ'তে পার, না বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট
করতে পার?

বিশ্ব। না চণ্ডালের যজ্ঞ পণ্ড করতে
পার!—না ত্রিশত্বকে স্বর্গের অর্ধপথে
স্থাপিত করতে পার!—বল বল।

ধর্ম। দেখ, ধর্ম আছেন বলেই চণ্ডালের
যজ্ঞ হয় নাই, ত্রিশত্বও স্বর্গে যায় নাই।

বিশ্ব। ভাল, পুরুষের প্রধান ধর্ম দান
এবং স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম সতীত্ব;—একথা
তো স্বীকার কর? তোমার এমনই মহিমা
যে, যে বলিরাজা সর্ব্বদা দান করলে, তাকে
দিলে পাতালে পাঠাইয়ে, আর ঋচীকমুনি
কে একমুঠো ছাড় দান করেছিলেন
বলে তাঁর অকল্মষ স্বর্গবাসের ব্যবস্থা
করলে!

ধর্ম। কৌশলিক! ক্রোধ সংযত কর,

তপস্বীর ক্রোধ ভাল নয়; ক্রোধে তুমি

হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হতেছ। একটু

দেখ না।

বিশ্ব। ধর্ম—আর রক্তে চাই না!

● 中国书画函授大学肇庆分校

[illegible]

[ଅହାନ ।

বিশ্ব। থাক; আর ফেলবার কোনরকম
নাই। জীবিত লাভের একমাত্র বিয়—
মহত্ব্য; যেন মহত্ব্য এসে বিয় না উৎপাদন
করে। আমরা আশ্রয় ছো অতি নির্জন
স্থান; এই স্থানেই কার্য আরম্ভ করা থাক;
বিলম্বে কি প্রয়োজন, কখনই কার্য আরম্ভ
করবে। কামন্দক।—

(কামিনীকেন্দ্র প্রবেশ)

কাম । ও বাবা, এ কি মূর্ত্তি! এ যে ভগ্ন-
নক চৰ্চিত্ত! দেখি আবার কি নতুন লীলা!

বিষা। কামিনক! আমি কাল থেকে
কোন বিশেষ উপভার নিবিষ্ট থাকবো, সবি-
ধান, কোন রইবা বেন আমার আশ্রয়ের
নিকটে আসতে না পারে। জুগিও আমার
সঙ্গে কদিন থাকালোপ করো না। বাও,
সমিধ-ইশাদি সংগ্রহ করে দিবে এল।

[উভয়ের প্রধান ।

(বিদ্যরাজের প্রবেশ)

বিয়। বিয়-বিশাখবন্ধে লকসেই চেয়েন,
কলকী-স্বা-বন্ধে-কিন-বিয়-বন্ধে-বন্ধে
পালনা করিতে বন্ধ কাকের দেখা যায় না।

বৈশ্য, বক-বাক্য; নার-বকলাই-গায় পূর্ব বিয়ের
সাহসে পক্ষিঃ, অধিক মনেকেই, জ্ঞানাকে
জেনেই রাঁধে, জানকী। দেখে যেখি বিয়রাজ
জাগ্রত হিন্দুঃ তুমি আমার কর্তৃত্ব বলেছ,
তোমার গৃহিণী কষ্ট করে প্রকাশ রাখেন শুভ
অন্ন সাজিয়ে তোমার সম্মখে দিয়ে বসে
ব্যজন করেন ; তুমি প্রাণী মুখে তুলবে,
আর আমি সেই স্বস্তিকা-মূলের ভায়, অর-
নুষ্টি ভিতর একটা স্বস্তিকা হ'য়ে আছি
—বঙ্গ বিয় হ'ল, আহ্নার হ'লো না। তুমি
কটার বিবাহ নিয়ে পাত্র স্থির, অলঙ্কারদি
স্থির করেছে, আত্মীয়-বন্ধনকে নিয়ন্ত্রণ
নিচ্ছে, পাঞ্জীর গাজেও শুভ হরিজ্ঞা স্পর্শ
হয়েছে, এমন সময় আমি বরকষ্ঠার
প্রাণের ভিতর গিয়ে একবার উঁকি খুঁকি
যেরে এলাম, তিনি একটা বিপরীত দাবী
ক'রে বলছেন,—তুমি অল্পম—চমৎকার বিয়
হলো!—এখন তোমার মান, সম্মদ, জাতি
সব যায়। তুমি সংসার সাজিয়ে নিয়ে বলেছ
—মনের মতন সহযোগী, প্রফুল্ল কমল পুষ্প-
কন্ডা, আত্মীয়-পরিজন গৃহ পরিপূর্ণ, কোন
স্বথের অভাব নাই, প্রেমসীকে প্রাণের
পাঁজরা ডাবছো,—আমি একটু জরবিহার
সেজে চুপ ক'রে গিয়ে সেই পাঞ্জরাধানি
খসিয়ে নিলাম—বস ! একবারে গৃহ শূন্য—
নাও সংসার কর, অর্থ আছে, কামড়ে খাও ।
সুবত্তি ! তোমার রূপ ধরে না, যৌবন ধরে
না, সোহাগ ধরে না, ইঁদুর-মতিতে প্রভা-
তের প্রজাপতি সেজে আপন মনে খেলা
ক'রে বেড়াচ্ছ,—পতি প্রেম-দাস, প্রাণ
অপেকা ভালবাসে, দেবীর অধিক মাত্ত
করে—বস ! আমার আর সছ হ'ল না,
একদিন ঘরের বাইরে গিয়ে তোমার হাতের
লোহাটুকু জেদে নিলাম—বস ! বসন গেল,
কুণ্ডল গেল, যৌবন গেল, রূপ গেল, ভজন

আবনটাই একটা বিবাহের বাঁধান। বিবাহ-তার ইচ্ছার ভাল নয় হই কারোই আবার বিব্রত হই, কিন্তু ভালটার দিকেই আমার একটু বেশী টান। আপাততঃ বিবাহ-মিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ি করেছেন, ত্রিবিধা সাধন করে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন,—দেবগণ সপ-স্থিতি—অকৃত্রিম কাণ্ডারী আহি আমি বিব্রত-রাজ,—কিন্তু নিজে কিছু করার ঘো নাই, মহাবীর দ্বারা বিব্রত হইতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না। এক কাজে দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাক। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বর্গের চরম সীমার উপনীত হয়েছেন, আমার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে—শৈশবের বড় সোহাগ, বড় আদর, বড় অভিমান!—হরিশ্চন্দ্রকে দিয়েই বিবাহমিত্রের যজ্ঞে বিব্রত করা যাক। (সহাস্যে) প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে বিব্রত করলেম, ইন্দ্রজিতের নিকুন্তিল যজ্ঞে নষ্ট করলেম, দেবদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করলেম, আর এ তো অস্ত্র-স্বির যজ্ঞ তপস্যা। বরাহরূপ ধরি,—হৃদয় বরাহের সংবাদ পেলে অস্ত্রের বৃগগ-লুক মন কিছুতেই স্থির থাকবে না। শুভল্য অর্থাৎ বিব্রত নীত্রং নীত্রং!

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—*—

বিদূষকের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(বিদূষক ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই, কচি খুকীও নই, আমি সব বুঝতে পারি।

বিদূ। এর আর বোঝানুর্ভু কি, কুণ-

পতির আবেশে কখনো কখনো অকৃত্রিম প্রেম, সমস্ত রাজি ভেগে হিশেদে, তাই আমি আসিতে পারিনি।

মাধুরী। হা গো! হা, ত সব আবার বুঝতে পারি, তা আর এনে কেন? কেখানে ছিলে, সেইখানেই যাও। কুলপতির আবেশে—কুলপতির তো আর খেয়ে দেবে কাক নাই, তাই রাজাকে বলে পাঠালেন যে, সমস্ত রাজি ভেগে পথে বসে তারা শুণো।

বিদূ। আমি কি তোমার মিছে কথা বলছি? তুমি ত জান, আমি সভাবাদী জিতেন্দ্রির পরমাত্মা সমাভন। বিশ্বাস না কর, একবার লোক পাঠিয়ে ধর নাও।

মাধুরী। লোক আর পাঠাতে হবে না। আমার বরণ নাই! (রোদন)

বিদূ। আঃ, ক্রমে বাড়তেই চলে। আর ভালবাহিতে হয় না, নিজস্ব ভিত্তি ধরতে হ'ল।

মাধুরী। মরণ আর কি—বরষ যেন কম্ছে! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন দিনের দিন রস বাড়ছে।

বিদূ। বাড়ছে তো বাড়ছে—বেশ হচ্ছে। কথা বলে কথা বুঝবে না, কেবল ত্যান্ ত্যান্ ত্যান্;—সমস্ত রাজি ভেগে বাড়ী এলেম, একটু সুস্থ হব, তা নয়, ত্যান্ ত্যান্ আরম্ভ করলে, ভাল আপদ।

মাধুরী। আমি তো আপদ হ'ব গো! যে সম্পদ, তারই কাছে যাও, আমার আপদে কেন এলে?

বিদূ। ওগো না, আমার কি তুমি চেন না? আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন দিকলক নাই, তা না হ'লে এমন আহার করতে পারি?

মাধুরী। তা না করে—আমাকে অস্বস্তি হারবার বল পাঁচ কোথায়?

বিহু। তুমি তোমারি কলস হর না যে, দেখ, এই উত্তর মতোই তোমার মনে আছে, সেই পেটে হাত দিয়ে কিনি করে বন্ধি—কাল গভীর রাতি রাজার কাছে ছিলে। আমি কি আর কোথাও বাই, —মন, প্রাণ, উত্তর এক তোমাকেই সমর্পণ করে রেখেছি।

মধুরী। তবে সেদিন যে সোণাটুকু পেয়েছ, সেটুকু আমাকে দাও।

বিহু। জ্ঞানি। আমার যথাসর্ব্বই তো তোমার।

মধুরী। তা'তো জানি; তোমার যথার মধ্যে এই মধুর বাক্য আর সর্ব্বের মধ্যে উন্নতি; তাও যথাসর্ব্ব আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, ও তোমারই থাক; এখন সেই সোণাটুকু আমাকে দাও।

বিহু। তুমি জীলোক, সোণা নিয়ে কি করবে?

মধুরী। যেরে বড় মশা হরছে, ধোঁরা দেব। জীলোকের সোণার দরকার নাই—বা বহু! তোমার কি দরকার? গলার হাঁতলী গড়িয়ে পড়বে নাকি?

বিহু। না, গলার বা তোমার আঁকুলি পরেছি, তাই ভাল, আর হাঁতলীর দরকার নাই। তুমি কি ঠাউরেছ, এই সোণাটুকু গহনা গড়িয়ে পড়বে?

মধুরী। কি রকম বুঝেছো?

বিহু। বুঝি, জীলুকি প্রলয়কর্তা।

মধুরী। তোমার মত পুরুষদের বুদ্ধির চেয়ে আমাদের মনে বুদ্ধি ঢের ভাল। কি মশা কথাটা আমি বলেছি, সোণাটুকু গহনা গড়ালে ভাল হয়, না অবশি রাখলে ভাল হয়? সোণা থাকবে কি আর ছ'দিন থাকবে, তুমি যে-কিছু মত।

বিহু। বসি, তোমার কথা তো শুনে

আমি বাধ্য নই। আমি হলেম পুরুষদের, বর্ণ-বর্ণের গো-জাতি; যথাসর্ব্ব অন্নবস্ত্রের বর্জ্য করে এ রাজ্যের মধ্যে গো-জাতি আর পেলেন না, তাই আমার মিলেন। উপার্জন হল আমার—আর দাও কি না ওঁর গহনা গড়িয়ে; কি মজার কথাটা বহু আর কি। আমার উপার্জন আমি তোমার কেন দেব?

মধুরী। সোনারী উপার্জন করেই তো জীকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেরেমাছবে আমার গহনা কোথায় পাবে?

বিহু। ওঃ সোনারী, ঢের ঢের অন্ন সোনারী দেখেছি। কত বুদ্ধি-কৌশলে কত কষ্ট করে, কত বিজ্ঞা ধরচ করে আমি উপার্জন করুম—আর তঁকে দাও গহনা গড়িয়ে!

মধুরী। ভিকের আবার কষ্ট কি? কৌশল কি?

বিহু। তুমি মেরেমাছবে—জানবে কেমন করে! আমার বিজ্ঞার দৌড়টা কত, তা জান। এ অযোগ্য রাজধানীর মধ্যে মহারাজি আমার মত সুপণ্ডিত আর খুঁজে পেলেন না, তাই তো আমার দান করেন। আমার বিজ্ঞা তুমি কি বুঝবে?

মধুরী। আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই সোণামুখীর পাতা বেটে খেও, নয় তো বিজ্ঞের চোটে পেট কেঁপে যাবে।

বিহু। কি, এত বড় মশা—আমি বাঁরা বাব। পাবতী, কুলকুলিনী, প্রবল বল-বিন্দী কুলবাহিনী—

মধুরী। ও গো ধাম গো ধাম, আর পালাপাল দিতে হবে না, আমি ও সব বুঝতে পারি, আমি তোমার মত অভট্টা নিয়েই নই। এখন কি করবে তা বল?

বিহু। করবে আর কি—সোণাটুকু পুতে রাখ দে, আর রাজা সকাল বেলা এক-

অমৃত-প্রহাৰণী ।

বার করে দেখে কঠরআলা জড়বো,—কেন
রূপেরা করে ওনেছি ।

মাধুরী । কেন, আবার পিঠি গহনা দিয়ে
দেখ না—তাতে তো ভৌমার চৌধু পুড়ে
যাবে না ।

বিদু । কিন্তু পেট তো শুকবে না, এখন
খাম, মনটা ভাল নাই ; কদিন থেকে গাটা
কেনন ছুই ছুই কছে ।

মাধুরী । তাই দেখ ! পেটের পেয়েছে না
কি ?

বিদু । না, পেটের পায়নি—পেয়েছে
দাঁতে, তা'তো তোমার অজানা নেই । মচা-
রাত্র কদিন থেকে অন্তমনস্ক, মহারাগীরও মন
ভার ভার, কে জানে কি রকমটা কিছু
বুঝতে পাচ্ছি না ।

মাধুরী । তোমরা পুরুষ মানুষ—তোমরা
বুঝতে পারবে না, আমরা বেশ বুঝতে পারি,
রাজা-রাণীতে যগড়া হয়েছে ।

বিদু । এ প্রায় তুমি আমি যে, দিন-
রাত্তির রাবণের চুলো জলেই আঁছে । ভাল
কথাতেও যগড়া—মন্দ কথাতেও যগড়া ;
তা নয়, তা নয়, রাজা রাণীর তা নয়, বেন
চক-চকী,—এক জোট, এক প্রাণ এক, পেট ।

মাধুরী । যগড়া কি আমি করি ?

বিদু । তা আমিই কি কলহ-কেমকিলা ?

মাধুরী । না, তা কেন, শুধু আমার
সঙ্গে !—দেখ শুধু লোকের সঙ্গেই যগড়া ।
লোক দেখলেই যগড়া করবার জন্ত ভৌমার
নাড়ীগুলো খামচে খামচে উঠে । কদিন,
আমি শট কথা কই ।

বিদু । দেখ, বাবীনিলা ওরুনিলা মচা-
পাপ ।

মাধুরী । আর ক্রীড়িকা মহাপ্রসাদ ?

বিদু । এ যে বক আনাতন করবে পা

মাধুরী । ভৌমার জগজগত তুমি আপনাই
কছো, আমি শুধুই বৈ তোমার

বিদু । কেন, আরবার আবার রাগিও না,
অল ককেলা । পুরুষত রসম পুরুষত বাবা ।

মাধুরী । আর তোমার কান নাই—এক-
খানা ভাল কাপড় পুতে পাই না, একখানা
ভাল গহনা গারে দিতে পাই না—সামান্য
এর চেয়ে ভাল কি—

বিদু । আবার রোদন না খালি কোথা-
রিতে বসব না । চৌধু দিয়ে জে এক-কোটা
জল বেরছে না, একটা লক্ষা নিজে এনে
চখে দাও, খানিকটা জল বেরুক ।

মাধুরী । আমার আপনা আমার যে
মাছবের হাতে দিয়েছেন, তাতে দিন
রাত্রিই চৌধু দিয়ে জল পড়ছে, আর লক্ষা
দিতে হবে না ।

বিদু । ওঃ, তাই বটে, আমার থিখে কমে
যাচ্ছে, দিন রাত্তির কৈদে কৈদে অকলাপ
কর ?

মাধুরী । ওঃ, কর্তার জলজলাট সংসার !
আমি কৈদে কৈদে হী ভীশালের হাতী গেল,
ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে
গেল, শাল-দোশালা পুড়ে গেল, হীরা-মতি
চুরি গেল,—এই—এই—এই—

বিদু । আমার কথাটা কুরিয়ে গেল, নটে-
গাছটা শুড়িয়ে গেল ।—বলি, আমার অভাবটা
কিসের ?

মাধুরী । আর কিছুই না, কেবল একটু
বুদ্ধিও কিরা—

বিদু । নে বা ছিহ্ন, তা পে ছান্নাতমার
দাড়িয়েই অগ্নীথকে বিয়ে এসেছি । এখন
আমি রাজবাণী জন্ম, একটু বিলাস হবে ;
বাবার দাবার বেন—প্রভাত থাকে—কেন
অনেক দিন থেকে বেলেট ইচ্ছা, স্নান
অসুখ হুমাও পুড়িয়ে দেখ দেখি ।

মাধুরী। আবার গহনার কবিতা দা
করে ক্রমাৎ কি ?—ত্র্যম্বক পুড়িয়ে দাখ্যে
এসে বত পায় খেও ।

বিদু। প্রেরসি ! প্রেরবার ! মানমরি !
তত্ত্বরি । রাগ-রাগিণি । ধৈর্য্য রত্ন ।
মাধুরী । আমার গহনা না মিলে, আমি
কিছুই ধরবো না ।

বিদু। হ্যা—দেখ, রত্ননাট্যকে একটু
“রাধা-কৃষ্ণ” পড়িও,—আর—কুয়োর দাড়ি
গাছটা দিয়ে বেশ একটি জিহ্বাপি-রকমের
খোঁপা বেঁধে—আর—আর—তোমার, আমি
বড় ভালবাসি, এখন তবে আদি ।

[প্রস্থান ।

মাধুরী। যাই বলি, এমন রসিক সোয়ামী
কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অধোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা । কেন বাবা, আজ আচার্য্যের
বাঁচে পড়তে বাওনি ?

রোহিত । আজ ভাঙ্গল—পড়া নাই ।

রাজা । তোমার চোখ ছল ছল করছে
কেন ? কি হয়েছে ?

রোহিত । আজ যা আমার উপর রাগ
করেছেন ।

রাজা । কেন রাগ করেছেন ?

রোহিত । আমি বলেছিলেন, “আমি
ছোট বোড়ার আর চড়বো না, একটা বড়
শেফা কিনে দাও,”—যা বলেন, “তুমি ছাধি-
নীর পুত্র”—

আমি মূল্যবান কাশা, বিলম্বিত
আমি মূল্যবান কাশা, বিলম্বিত

বিশিষ্টবিশিষ্টে ।
বিশিষ্টবিশিষ্টে ।

মুকুর ভাগে ।
মুকুর ভাগে ।

কালরত্ন । মাননমোহো, বিরহিত
কালরত্ন । মাননমোহো, বিরহিত

বলেছেন । তাই
বলেছেন । তাই

কর গিয়ে, আমি রাগীকে দত্ত
কর গিয়ে, আমি রাগীকে দত্ত

তোমার আর কিছু বলবো না ।
তোমার আর কিছু বলবো না ।

রোহিত । দেখ বাবা, আমার বড়
রোহিত । দেখ বাবা, আমার বড়

চাই, ছোট বোড়ার চড়বো না ।
চাই, ছোট বোড়ার চড়বো না ।

রাজা । আচ্ছা, তুমি এখন থেলা কর গে
রাজা । আচ্ছা, তুমি এখন থেলা কর গে

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান]
[রোহিতাশ্বের প্রস্থান]

আজ রাগীর দুর্জয় মান, একে তো সহজেই
আজ রাগীর দুর্জয় মান, একে তো সহজেই

মানিনী, তার উপর কাল রাতে সংবাদট
মানিনী, তার উপর কাল রাতে সংবাদট

পর্যন্ত দেওয়া হয় নি ;—আজ আর রক্ষ
পর্যন্ত দেওয়া হয় নি ;—আজ আর রক্ষ

নাই, তার স্বত্বপাতও তো তুলুম ।
নাই, তার স্বত্বপাতও তো তুলুম ।

(বিদুষকের প্রবেশ)
(বিদুষকের প্রবেশ)

রাজা । এস বরত । চল, অন্তঃপুরে যাই
রাজা । এস বরত । চল, অন্তঃপুরে যাই

চল । কাল রাতে রাণী বাসর-সজ্জা করে
চল । কাল রাতে রাণী বাসর-সজ্জা করে

ছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না
ছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না

বার করে দেখে কঠরখালা জড়খো—বেশন
রূপেরা করে ভনেছি ।

মাধুরী । কেন, আমার গঠের গন্ধ কি মিষ্ট
দেখ না—ভাতে তো তোরি চোখ মুদে
বাবে না ।

বিদু । কিন্তু পেট তো ভরবে না, এ
খাম, মনটা ভাল নাই ; কখন থেকে
কেমন ছুঁ ছুঁ কচ্ছে ।

মাধুরী । চাও কি ?

বিদু । অরণ্য ।
(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝড়ঝড় ঝড় ঝড় ককড় ঝড় কড় কড় ।

বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাদু দে তাদু ।

লাতি লাগা, তীর তাগা, বাঘা তাগা,

জাগা জাগা জাগা চড়ে কোপ বোড়ে গাড়া ।

ভাল ভইস গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,

হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় বণ্ডা বণ্ডা,

হারে রে রে রে রে রে রে ডাক বণ্ডা,

লাগা ডালা খাড়া খাড়া খাড়া ।

[প্রস্থান ।

(হরিশ্চন্দ্র ও পার্শ্বির প্রবেশ)

রাজা । এ কি, কি এ আমার লক্ষ্য

ভ্রষ্ট । আমার বাণ—আমার বর্ণা একটা বহা

বিক্র করতে অক্ষর ! কোথায় অক্ষর,

দেখি দেখি আর নাই । এ—এ—এ—না

না—না—এ কি যাত্রা ! আতর্ক—আতর্ক

হরিশ্চন্দ্রের বর্ণনা-কান্ড ! নদী লোকজন

তো কাহারও দেখতে পাচ্ছি না—

সারথি । মহারাজ ! শ্রীঃ শ্রীঃ, এই

রাজা । চূপ চূপ

[উভয়ের প্রস্থান

লক্ষ্য গর্তাক ।

আমার গঠের গন্ধ কি মিষ্ট

দেখ না—ভাতে তো তোরি চোখ মুদে

বাবে না ।

বিদু । কিন্তু পেট তো ভরবে না, এ

খাম, মনটা ভাল নাই ; কখন থেকে

কেমন ছুঁ ছুঁ কচ্ছে ।

মাধুরী । চাও কি ?

বিদু । অরণ্য ।

(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝড়ঝড় ঝড় ঝড় ককড় ঝড় কড় কড় ।

বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাদু দে তাদু ।

লাতি লাগা, তীর তাগা, বাঘা তাগা,

জাগা জাগা জাগা চড়ে কোপ বোড়ে গাড়া ।

ভাল ভইস গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,

হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় বণ্ডা বণ্ডা,

হারে রে রে রে রে রে রে ডাক বণ্ডা,

লাগা ডালা খাড়া খাড়া খাড়া ।

[প্রস্থান ।

(হরিশ্চন্দ্র ও পার্শ্বির প্রবেশ)

রাজা । এ কি, কি এ আমার লক্ষ্য

ভ্রষ্ট । আমার বাণ—আমার বর্ণা একটা বহা

বিক্র করতে অক্ষর ! কোথায় অক্ষর,

দেখি দেখি আর নাই । এ—এ—এ—না

না—না—এ কি যাত্রা ! আতর্ক—আতর্ক

হরিশ্চন্দ্রের বর্ণনা-কান্ড ! নদী লোকজন

তো কাহারও দেখতে পাচ্ছি না—

সারথি । মহারাজ ! শ্রীঃ শ্রীঃ, এই

রাজা । চূপ চূপ

[উভয়ের প্রস্থান

লক্ষ্য গর্তাক ।

আমার গঠের গন্ধ কি মিষ্ট

দেখ না—ভাতে তো তোরি চোখ মুদে

বাবে না ।

বিদু । কিন্তু পেট তো ভরবে না, এ

খাম, মনটা ভাল নাই ; কখন থেকে

কেমন ছুঁ ছুঁ কচ্ছে ।

এখন বাঘের ছেলে কাঁটা তেড়ে চ'। সম
ভাগে চিল বেটা দয়া করে ফেলে দিবে, কথ
নইলে পাগড়িতে গিয়েছিল আর কি ।
একেই তো শরীর একটু আরোলের হয়েছে, ছি
তার পর এই বনজঙ্গলে এই রকম ক'রে
ছোটা কি আমার পোষার! ত্রিচরণ দুখানি
তো কাঁটা ফুটে ঠিক যেন কাঁটালের মত
হয়েছে, তার উপর সমস্ত দিন অনাহারে ;
বাঘনের ছেলে বিঘোরে মারা গেলুম আর
কি ! এ চুলোর বরাহ তো দয়া ক'রে মরবে
না, আহা, ঘেন বের কনে--একবার দেখা
দেন আর ফুল করে সরে পালান । না
কথাটা বড় ভাল লাগছে না, রাজার বিক্রম
তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা
বরাহ মারতে পালেন না, এও কি একটা
কাজের কথা! মারা মারা! হিরণ্যকশ্যপু না
ঋগুশব্দ কে একজন রাক্ষস মারামুগ দেখে
ছুটে গিয়ে সমুদ্র-মস্থন হয়েছিল, এও তাই ।
যা ঘটবার ঘটুক, আর এ রকম পোষার না।
পেটের অবস্থা যে ক্রমে ক্রমে স-সে -মি-
রা হয়ে দাঁড়ালো। ভগবানের রূপায়
হাঁটুনি গাছটা তো কম হয়নি, সেই বোড়ায়
থেকে পড়ে অবধি কাঁটা তেড়ে-তেড়ে ছুটছি,
পা দুখানি তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে।
(নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা, ডাক্তার না
ভূত! তা আমার আর ভয় কি? আমার
সঙ্গে তো কিছু নাই, থাকবার মধ্যে প্রাপ্তিই,
তা নিয়ে তো আরাগের বেটারের পেট
ভরবে না। মর বেটারা, চেষ্টিয়ে মর-মৃত
পারিস চোঁচ।

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

এ যে দেখছি, আমাদেরই মধ্যপুকুরের

১ম সৈ। এই যে কাছাকাছিই এখানে

রাজা কোঁচ দিকে গেছেন হঠাৎ

বিদু। ভাবনা তো একেবারেই

কথ

ছি

পাক

একটা

একেবারে

ক্ষত গ্রস্থান

১ম সৈ। চল হে এই দিকে

বিদু। (ধীরে) যাও কোঁচ

পের ছেলেকে একা ফেলে কোঁচ

আমাকে সঙ্গে করে নাও

১ম সৈ। আসুন না ঠাকুর

বিদু। তুমি তো আসুন না-ব'লে বগা

ঠাং বাড়ান্ধ, আমি ও রকম করে চলি কি

করে? হুজনে দুখানা কাঁধ লাগে বাবা, ত্রাক-

পের উদ্ধার কর

১ম সৈ। নাও এস--ভাল আপদ

[গ্রস্থান]

যষ্ঠ পর্ভাক

অন্তঃপুর-উদ্যান

শৈব্যা

শৈব্যা। যুগলা করতে গিয়ে! এত বিলম্ব

হ'বার কারণ কি? কোন কি বিষয় হল?

কিনের বিষয়? তার পরাক্রম তো অগতে

কারণ অবিকিত নাই? শুধু একজন-মি-তো

ওঁরা ওঁদের শকপাতী-বই! একতরফতল

কোনই তার ভাবের ও বিক্রমের কথা-নিরন্তর

বক্তব্য করে। তবে কেন বিয়ের আশা-কিছ

শরীরের কোন-অবস্থা? তা হলে তো কি

বার করে দেখে উঠরখালা জড়বো—কেমন
রূপেই করে তুলেছি।

মাধুরী। কেন, আবার গিরি গন্ধী বিচ্ছেদ
দেখ না—ভাতে তো তোরি চোখ মুখে
বাধে না।

বিদু। কিন্তু পেট তো ভরবে না, এ
খাম, মনটা ভাল নাই; কদিন থেকে
কেমন ছুঁ ছুঁ কছে।

মাধুরী। তাহলে—
কি?

বিদু। রত্নরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ
পৃথিবী আর করে কতপক্ষিক
করেছিলেন।

শৈব্যা। বাবা! দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান এ
অগতে আর নাই।

রোহিত। আচ্ছা না, সমস্ত পৃথিবী দান
করেন তো বাস করেন কোথায়?

শৈব্যা। দক্ষিণ সমুদ্র ধক্কের অগ্রভাগ
দিয়ে সরিষে দিলেন আর সেইখানে কুটীর
নিৰ্মাণ করে বাস করেন।

রোহিত। মা! তিনি তো বেশ লোক,
বাবা কেন সেই রকম করে সমস্ত পৃথিবী দান
করুন না। আমি বাপ মেরে সমুদ্র সরিষে
দেব! কেমন, পারবো না মা?

শৈব্যা। (অগত) কেন বুক কেঁপে
উঠলো?

রোহিত। মা! চুপ করে রইলে বে?

শৈব্যা। বাবা! সে তো ভাগ্যের কথা।

রোহিত। মা! বাবা কখন আসবেন?

শৈব্যা। যুগরার আর কত বিলম্ব হবে?

রোহিত। কিরে এলে বাবাকে বলবো, যেন
তিনি ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান করেন। আর্ধ্য
পরতন্ত্রবোধ কথা শুনে পবিত্র আবার কেমন
হলে মনে কিলা হচ্ছে। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে
অভ্যাসনে সর্বস্ব দান করতে পারেন আর
আমরা কলিহ হলে পারবো না?

শৈব্যা। বাবা, তুমি বড় হও, দান করবে
বই কি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজকুমার আসুন, ভোজনের
দান হয়েছে।

শৈব্যা। বাও, আহা কর সে।

[পরিচারিকা ও রোহিতাভের প্রস্থান]

এই বয়সে এই ধর্ম-প্রবৃত্তি! অগভীর
পূর্বজন্মের কত পুণ্যবলে এই অকলঙ্কতা
দিয়েছে—আগমে বিপদে আমার বাছা
রক্ষা করো।

(সবীর্ণের প্রবেশ)

১ম সবী। মহারাজ, মহারাজের কে

সংবার পেয়েছেন?

শৈব্যা। কোন সংবাদই পাইনি, ও
জন্ত বড় ব্যাকুল হয়েছি।

২য় সবী। এর জন্ত আর ব্যাকুল
এ ত জানা কথাই আছে, মেরে মাছবের
যেমন পুরুষ মাছবের জন্ত কাঁদে, পুরুষের
তেমন হয়? আপনি তাঁর জন্ত কাতর—
কি তা একবারও তাবেন, মনের উত্ত
যুগল করে বেড়াচ্ছেন।

৩য় সবী। না নো না, আমাদের মহা
ভেদন ম'ন।

২য় সবী। কে কেমন—তা কি
ভেদন করে বোকা যায়?

১ম সবী। আচ্ছা মহারাজি, ম
বলে কোন লোক পাঠালে ভাল হয় না

শৈব্যা। কোথায় পাঠাব? কোম
আছেন, তার দ্বি কি?

২য় সবী। যুগল করতে গেছেন,
আবার কোম পাঠান কি?

শৈশব! না সখি, আদীর খড় ভাবনা
হয়েছে।

এম সখী। ছেঁবি, উড়িছ হয়েন না।
মাগনার যদনপূজা স্থগিত রয়েছে, মহাদ্রাঘ
অকারণ বিগ্ৰহ করবেন না। ক্রান্তনু আসিয়া
উজোগ করি গে, তিনি ঈশ্বরই আসবেন।

(গীত)

সখীগণ :—

ফুলবাণ! আমাদের মেরো নাকো ফুলবাণ।

তোমার করবো পূজা ধনুকধারি

দিও না ধনুকে টান ॥

শাঙ্কারে ফুল ধরে ধরে, জ্বরে নৈবেদ্য করে,
তোমার তরে দিব ধরে, বধো না কুমারী-প্রাণ ॥
জানি জানি হে অনন্ড, নারী-প্রাণে ভব বন্ধ,
করে বালিকার ব্রত-ভঙ্গ পূণ্ড্র, তা'র অভিমান ॥

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্তাক।

—•—

আজ্ঞা।

(মুনিগণের প্রবেশ)

(স্তব-গীতি)

মুনিকুমারগণ।

ক্ষিতিলতাং বাসরবাণং সুবিহিত-
সরসিহাসম্।

গজ্জতি মিহিরো বিলসসচোরঃ জননিবিতল-
কৃতবাসম্ ॥

মিহহারো মূলসিত কামা, বিলসিত
মিসিন্ধবিতাগে।

মলয়-সরীসো বহতি সুরীসো কলিত
মুকুর রাগে ॥

মুনিকুলবালা জনবিনোদো দলিত
নবভঙ্গমূলে ॥

হরিমোদো ধানসমোদো, বিরহিত
সুখমূলীকূলে ॥

বটহিতালে তালভমালে মূলসিত
ধগকুলগানম্।

মুখমুখতানং লরসভানং কলরতি
বিতুমহিমানম্ ॥

[প্রস্থান।]

(মুনিকুমারগণের প্রবেশ)

করুণা। শুধু কি সলিল ঢালে মো তলার।

পাতাগুলি বেধ তরছে ধূলার ॥

ডালে ডালে ডালে দাগ সখী জল।

জুড়াক মরিকা হ'ক সুশীতল ॥

ঘীরা। দিতে দিতে জল বেধ সখী হার।

পাতাগুলি বেন হেসে হেসে চার ॥

ধুরে গেল ধূলা সবুজের বটা।

নবীন জীবনে কি নবীন ছটা ॥

করুণা। আতপের তাপে আঁহা মরি মরি,

সারাদিন ধরে শুকাবে শুকাবে,

ললিত ললিতা মালতী আমার,

একবারে বেন পড়েছে লতারে। —

আন ঘীরা ঝরি, ধার নে না ঝরি,

তখিব তখন আমি তোমার ধার।

ঘীরা। শূন্য ঘোর বট ঘূর নদীভট,

জল কোথা বল পাই আমি আর ॥

কোট কোট ফুল আমার বহুল,

দিতে হবে নেড়ে তলাটী মো ক্ষর ॥

কেলিরে বহুলে খাই চলে কুলে,

মরি কি মোহাগ করুণা তোমার ॥

अथना । तत्राथ चलिः भवति । तत्राथ चलिः भवति ।
तत्राथ चलिः भवति । तत्राथ चलिः भवति ।

টগবের নদে, কানে কুঁহুচক
ছিছি ছিছি ছিছি কিছু নাহি হারা ।

করণ। কখন-কালে আসছে বধু, আসবে বধু,
আসবে কবে আসবে বধু,

তাইকে বুঝি মই অথবা, অথবা অথবা
ধরতেছে আজ অলির ছা ?

অথবা। এত করণা কেন করণা
আমার উপর তোর

কাজ কি যেনে সমাই জানে
তোমার কপাল জোর।

ফুটবে ফুল বাঁধবে চুল জুড়িয়ে যাবে
আলা।

আসছে বর ধরবে কবর গলার দেবে

খীরা। সাজ হ'ল রক্ত কি লোভোন্মত্তের
 বাংলা পরা।

ফুলের মধুর ছলটা করে বঁধুর
কথা ধরা।

দেখ, দেখ, দেখ, গোধূলিতে আকাশ
গেছে ছেয়ে।

ভুলিয়ে নাকি ঘরের কথা বঁরের
অভা পেয়ে ॥

(গীতা) ২০

কিবা ছায়া ছায়া ছায়া—ভক্তি স্তম্ভীতল ।

আহা! বিমোহন স্তানে, অবাধীন গানে,

কিবা। নিত্য ব্রহ্মী অয়ে চলে কল কল কল ।
 " কলাকা বীর বীর বীর সবীর,

नमः विदितं तद्विदितं नो,
कामेन तत्रा तद्विदितं नो विदितं नो ;

ତାପିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆମିୟାବର ଶାସି
 ଚାମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

(हरिकृष्ण-मार्गधर-अन्वेष) -

রাখা। আহা, শরীর মন পবিত্র হ'ল।
এ তো আশ্রমের উপকণ্ঠ; অদূরে ভগ্নবিগ্ন
দাঁধ করে বাহ্যে, এখানে মুনিভাষা
আশ্রম-ভক্টে ভগ্ন সেচন কচ্ছেন, দেখে চক্ষু
জুড়িয়ে পেল। দেখে সারথি, বিনীতবেশে
আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তুরি অরুচর-
বর্গকে বলে দাত, কেহ যেন আশ্রমের পীড়া
উৎপাদন না করে, সারমেয়াদি যুগয়ার উপ-
করণ যেন একদূর না আসে, আশ্রম-যুগের
প্রতি যেন কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না
হয়। দূরে রথ রাখা কর, আমি একটু পরে
যাচ্ছি।

সারথি । যে আছে ।

[६३]

বীরা । দেখ—দেখ, ঐ অশোকতলার
কে একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ।

অথলা । বোধ হয়, কোন অতিথি হবেন
করণা । চল না এগিয়ে যাও ।

অথলা (অগ্রসর হইয়া) মহাশয়,
আপনি কে ?

ब्राह्म । पथस्थान् पथिक ।

ককণা । অভিধি । আমাদের পরম
সৌভাগ্য, আসন্ন আসন্ন, কটীয়ে আসন্ন ।

রাজা। (স্বগত) মুনিকভাগনের কি
সরল প্রকৃতি, ইহাঁদের আতিথ্য স্বীকার করা
সৌভাগ্য। (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— ৪ —

আজ্ঞাপনাদি।

কাম।

কাম। শিবের উপাসনার নীতিই হ'ল জন
প্রিয় ছিল, আর প্রচুর উপসার আমি
একই ছই। চূপ চূপ! এই গাছ, নড়টো
কেন চূপ! এই হরিণ, আস্তে আস্তে বা।
বাবাজী একটা বিটকেল ব্যাপার না করে
ছাড়বেন না, এবার আমার কিছু খাবার
দ্রব্য প্রস্তুত করেন; গভীরের মারিকিলের
মত এবার একটা কিছু করেন; এই চূপ
চূপ! এবার বাবাজী কিছু বেণী আড়থরের
ঘটা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একা তিনটে হবেন।
মন্ত্রের চোটে তিনটে চণ্ডী না চারুণী
বেদীর সামনে নাবিবেছেন; আর ছই
একটা দিন যদি ভালর ভালর কেটে যার, তা
হ'লেই তো সিদ্ধি। আচ্ছা, আমি যে তাঁর
এতটা কাজ কছি, এই যে দিন নাই, রাত
নাই, শুয়ে বসে ঘুরিয়ে পাহারা দিছি, আমার
বিষয়টা কিছু বিবেচনা করবেন না বা হ'ক,
একটা কিছু করে দেবেনই দেবেন। কি হই?
স্বর্গ—না বাবা, সবত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান
—তাতো হচ্ছে না; ঐ ইচ্ছা হওয়া বাবে।
প্রচুর পরিমাণে পারিজাতের মালা গলার
বাও, ঐরাবত চড়ে বেড়াও, নন্দনকাননে
সুরতি শৈবালদলের উপর আড় হয়ে পড়ে
থাক, আর অঙ্গরাদের গান শোন। কিন্তু
একটা ব্যাঘাত আছে, সহস্রলোচনটুকু বাদ
দিয়ে ইচ্ছা হতে হবে। ইচ্ছাই ছই আর ঘাই
ইই, বায়ুনে কপালটুকু তো কৌখাও যাবে
না। এখন দুটো চৈতন্য হল অস্ত্র, হাজার
চৈতন্য হল রত্ন রত্ন করে করলে তো আর
রক্ষা নাই। সবাই চূপ—আপনি চূপ—

সৈনিক। কি একটিকে সুবিধা আছে;
সৈনিক। কি একটিকে সুবিধা আছে;
সৈনিক। কি একটিকে সুবিধা আছে;
একবারে হাজার চোখে কইমটো চাইলে
বৈষ্ণবের নির্বাণ। একেবারে ছাইয়ের
বিছাটল। আচ্ছা, এই এককাল তো শ্রীমদ্ভগ-
বদ্র কল্প—তবু কয়টা কি শিখতে পারি
নি? একবার পরীক্ষা করতে হবে। ও
আবার একটা কে আসছে।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। প্রণাম হই।

কাম। চূপ। আশীর্বাদ সর্বনাশ মুণ্ডে
বাজং ন সংশয়।

সৈনিক। চকৎকার আশীর্বাদ। এখন
বলতে পারেন, এ পথে মহারাজকে আসতে
দেখেছেন?

কাম। বাপু, এটা তো পথ নয়।

সৈনিক। মহারাজকে কি দেখেছেন?

কাম। কে তোমাদের মহারাজ?

সৈনিক। আপনি আমাদের মহারাজকে
চেনেন না?

কাম। কি করবো বাপু, তৃতীয়া।

সৈনিক। তৃতীয়া—তার আর সন্দেহ
আছে?

কাম। কি বলি, বৈষ্ণব। আমি তৃতীয়া?
আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তুমি
ভাগ্যবান?

সৈনিক। মহাশয়! রাগ করেন কেন?

কাম। এখনই রাগের দেখেছি কি? জান
—মনে করলে এখনই ভঙ্গ করতে পারি?

সৈনিক। মহাশয়! আপনার নামটী
জিজ্ঞাসা কর্তে পারি কি?

কাম। আমার নামে তোমার প্রয়োজন?

সৈনিক। তবে আপনি আমাদের মহা-
রাজকে দেখেননি?

অমৃত-প্রহাৰী ।

কাম । না ! আর কখনো না, এইবার
তুমি কছি দাঁড়া । (চম্ ভীষ্ম কহিলোঃ কহিলোঃ)
কেমন গা, জালা কছে, তিক্তিক কছে—

সৈনিক । আপনি তবে হারানোর হরি-
শ্চন্দ্রকে দেখেননি ?

কাম । কত ইচ্ছা চক্ষু জাতি এখানে
তৈয়ার হচ্ছে, তুমি বল কি না হরিশ্চন্দ্র ! আ
আবাগের বেটা—

সৈনিক । তবে আসি—প্রণাম হই ।

কাম । এস বাপু এস, আরোহ, চূপ ।

[সৈনিকের প্রস্থান ।

হাক—একটা গোল মিটলো । আজকের
দিনটা কোন রকমে কাটাতে পাচ্ছে হয় ।
আর দিনরাত্রিই বা পাড়িয়ে থাকি কি করে ?
আহার-নিদ্রা বর্জন করে কি মাহুত টিকতে
পারে ? পারেন আমাদের গুরুবর ;—তা
উনি তো মাহুতের মধ্যে নন, উনি একটা
কিছুতকিমাকার ! হাজার বৎসর চোক বুঁদে
বসে রইলেন । বাবাজীর বোধ হয় এবার
কিছু লোভের সন্ধান হয়েছ । ভাল খাবার-
দাবারে একটু স্পৃহা হয়েছে । তা বাবা,
ব্রহ্মাটা হও, বিষ্ণুটা হও, শিবটা আর কেন ?
কেবল গীতা আর গুড়ার গন্ধে ব্রহ্মরত্ন
কেটে বাবে যে । চূপ—না হ'ল না, সজ্ঞানে
থাকতে এ জিত ধারবে হ'ল, একটু নিদ্রা
দিই ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় পর্ভাবলী

—১—

ভানোবন ।

(বিবাহিত উপকিট, সমুখে অগ্নিকুণ্ড,
পশ্চাতে ছাত্রাঙ্গিণী জিবিদ্যা)

বিদ্যা । এইবার শেষ আহতি । “অগ্নি-
যৌনে পুরোহিতম্ ।”

জিবিদ্যা । রক্ষা কর রক্ষা কর কে আছে
কোথায় ।

তিনটা অবলা আজি পড়িয়াছে দার ॥

কেহ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরায় ।

অবলা উদ্ধারে আসি জীবন বে দায় ॥

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা । এ কি, আজন্মে স্রীলোকের আর্ন্ত-
নাথ কেন ?

জিবিদ্যা । ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাঁপিয়ে ছদর
অগ্নিমধ্যে কেলে দিবে এই হয় ভয় ॥

রাজা । এ কি ! এ ত দেখছি তপস্বী ।

জিবিদ্যা । তবে বলে শ্রেষ্ঠ বর্ষ আপন রক্ষণ ।

শাস্ত্রবাক্য কড় বীর করো না লজ্জন ॥

রাজা । তবে কি এ তও তপস্বী ?

জিবিদ্যা । সূর্য্যবংশের কেহ নাহি বা ধরায় ।

নহিলে রমণী কে হেন হুঃখ পায় ॥

আগরে উদ্ধার কর বিপদসময় ।

সুখ অনন্ত পূণ্য করহ সক্ষয় ॥

রাজা । (অগ্রসর হইয়া) তর নাই, তর
নাই ! আরে তও তপস্বী, তোমার এই কার্য্য ?
পবিত্র তাপস-বেশ পরিগ্রহ করে, বণিত
অমৃত বীজবৎ পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত
হয়েছ ? তুমি যেই হও, ইচ্ছা চক্ষু বার বরুণ
হৃদয়ে আবার হাতে আজ তোমার নিহুতি
নাই । সূর্য্যবংশের রাজার রাজ্যযথে
স্রীজাতির প্রতি অত্যাচার । বর্ষের জ্ঞানপ-

বেশখারা, এখনই তোমার অপরাধের সম-
চিত দণ্ডবিধান করবো।

বিষা। কিং এম্পেরা। আমার কটুকি,
আমার যজ্ঞে ব্যাঘাত।

জিবিজা। হাঃ হাঃ হাঃ! হ'ল না, হ'ল
না! মজুয়া এসেছে, জোপ হয়েছ, বিজ হ'ল,
সিদ্ধ হ'ল না, হাঃ হাঃ হাঃ!

(জিবিজার অন্তর্দ্বন্দ্ব)

রাজা। ওঁ! সত্য তপস্বী! কে—
আমি তো চিনতে পাচ্ছি না!—

বিষা। কি, আমার চেন না?
জাতিস্বয়ংগ্রহণদুল্লিতে কবিঃ
দূপাধ্বশিষ্ট-স্বত-কানন-ধুমকেতুঃ।
স্বর্গাত্তরাহরণ-ভীত-কগং রুতাজঃ
চাণ্ডালযাজিনমবৈবিন কৌশিকং যামু॥

রাজা। (স্বগত) সন্ধানশ! বিখ্যামিত্র।
রাজর্ষি বিখ্যামিত্র! কবে কি বলেছি!
(প্রকাশে) মহর্ষে! ক্ষমা করুন, আমি
পূর্বে চিনতে পারি নাই।

বিষা। কি, ঐশ্বর্য-মদাক্ত-দমিত কল্লির!
সনাগরা ধরার দণ্ডারণ ক'রে তুমি বিখ্য-
মিত্রকে চেন না?

রাজা। না তপোবন, স্রোতোরের আর্তি-
নাদে আমি বাধিত হয়েছিলুম, তাই কঠোর
তাড়নায় প্রকৃতি দ্বির রাপতে পারি নাই।
স্বধর্ম পালন কথ্যে গিয়ে শাসনবাক্য
প্রয়োগ করেছি, ক্ষমা করুন।

বিষা। স্বধর্ম-পালন! ব্রাহ্মণের প্রতি,
তপস্বীর প্রতি কটুকি কি কল্লিরের ধর্ম!
স্বধর্ম—স্বধর্ম! কথ্যে ধর্ম?

রাজা। দাতব্য রক্ষিতব্যক যোদ্ধব্যং
কল্লিরৈঃ সহ।

বিষা। ভাল, কাকে দান করতে হয়,
কাকে রক্ষা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যুদ্ধ
করতে হয়?

রাজা। গুণবান্ জ্ঞানশকে দান, ভয়া-
ভীকে রক্ষা এবং শত্রুসহিত যুদ্ধ।

বিষা। বেশ! আমি কি তোমার
যতে দানের পাত্র? আমি কি তোমার
কাছে গুণবান্ বলে প্রতীত?

রাজা। সে কি তপোবন! আপনার মত
গুণবান্, আপনার যত দানের পাত্র আমি
আর কোথায় পাব? এমন কি সৌভাগ্য
করেছি যে, আপনি আমার দান গ্রহণ
করবেন?

বিষা। ভাল, আমার বিজ্ঞা ও তপস্তার
অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর।

রাজা। আমি আপনার কাছে অপরাধী,
আর আপনার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ
বিষা। বাকুচটায় প্রয়োজন নাই, কি
দান করবে কর।

রাজা। আমার বথাসর্গস্ব আপনাকে
দান করলুম। ধনজনপূর্ণা এই পৃথিবী আপ-
নার চট্টপে অর্পণ করলুম।

বিষা। স্বস্তি! তুমি দাতা বটে। কিন্তু
দানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক,
নতুবা দান নিফল হয়।

রাজা। অবশ্য। সমস্ত সুবর্ণ দিব।

বিষা। উত্তম—কিন্তু সাবধান! দেখ
যেন দত্তাগহারা হইও না। সমস্ত পৃথিবী
আমার, তা জান? তোমার নিজের দেহ, খুল,
পত্নী ভিন্ন আর তোমার কিছুই নাই। রাজ-
কোষে ধন-রত্ন যা কিছু আছে, সমস্তই
আমার। প্রজাবর্গের যে সকল সম্পত্তি আছে,
তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার নাই।

রাজা। ভাল। আজ হ'তে এক মাস
কাল অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে
হউক, আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে দিব।

বিষা। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমার রাজ্যে
তোমার বাস নিষেধ।

রাজা। ভাল প্রভু, তাই হবে, (স্বগত) কানী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কানীবাস করবে। (প্রকাণ্ডে) একবার কি প্রবেশ করতে পারি ?

বিষ্ণা। কারণ ?

রাজা। পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নেবার জন্য।

বিষ্ণা। আগন্তি নাই।

রাজা। ভগবতী পৃথিবী ! বৈবস্বত মনু হ'তে আরম্ভ ক'রে সকল সূর্য্যবংশীয় রাজারাই তোমার পালন ক'রে সুখশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য ক'রও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীণ পুণ্য কারও ছিল না, এমন গুণবান্ পাত্রও কেহ পান নাই যে, তোমাকে দান ক'রে কৃতার্থ হন, বংশগৌরব বৃদ্ধি করেন। লোভ সংবরণ করতে না পেরে তোমাকে পরম গুণবান্ তপস্বীকুলগৌরব বিশ্বামিত্র-চরণে সমর্পণ করলুম, অপরাধ ক্ষমা করো বনুমতি। প্রণাম চরণে।

বিষ্ণা। গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমহুপালয় শিবশ্চ ভেৎসা ভবতু মা সন্ত পরিপন্থিনঃ।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তীক।

অরণ্য।

জলধর সিংহ ও শম্ভু সিংহ।

জল। আশ্রম থেকে চলে গেছেন, বধও নাই, তবে কোথায় গেলেন ?

শম্ভু। অবশ্য রাজধানীতেই প্রত্যাবর্তন করেছেন, আর কোথায় যাবেন ?

জল। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবেন কি রকম ! কৈ, যুগ্মা-শেষের ভেরী তো

বাজেনি; আর আমাদের রাজা বিকল-মনোরথ হয়ে যুগ্মার দ্বন্দ্ব বেবেন ?

শম্ভু। দ্বন্দ্ব না হয়ে আর করবেন কি ? শীকার দেখতে গেলে তো তবে তাকে লক্ষ্য করবেন ? বরাহ অর্ধেক বন চক্র দিয়ে শেষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও বিস্তর অন্বেষণ করলুম, কৈ, আর দেখতে পেলুম ? আমরাও ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। ঐ মাথবা ঠাকুর বা বনে, তাই বা হয়—মায়া !

জল। শম্ভুসিংহ, তোমার পৃষ্ঠে তৃণ, কটিতে তরবারি, বীরকার্যে মায়া দি কুসংস্কার থাকা অনাবশ্যক। অবশ্যই বরাহ আরও কোন দুর্গমতর বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ মহারাজ পশ্চিমের ঐ পার্বত্য ভূমিতে গিয়ে থাকবেন। চল, আমরাও একবার সেই দিকে যাই।

(বিদূষক ও অপর সৈন্তের প্রবেশ)

বিদু। কি জলধরসিংহ, আবার কোন্ দিকে যাওয়া যাচ্ছে ? আমি তো একেবারে দিগ্বিদিক হারিয়ে বসেছি।

শম্ভু। সে কি, আপনিও কি তবে মহারাজের সঙ্গে নাই ?

বিদু। কি রকম দেখছো ?

শম্ভু। তাই তো, আপনি জানেন না, মহারাজ কোন্ দিকে গেছেন ?

বিদু। আবার কোন্ দিকে যাবেন ? যুগ্মা হয়ে গেল, রাজধানীতে ফিরে গেছেন।

জল। বরাহ বধ হয়নি, রাজধানীতে ফিরে যাবেন, এমন হ'তে পারে না।

বিদু। বরাহ বধ হয়নি ? তার চৌদ্দপুরুষ বধ হয়েছে। আমি ব্রহ্মশাপ দিয়েছি, ভূমি দেখে গে, সে বাসায় গিয়ে বধ হয়ে নিশ্চিৎ আহায়া দিচ্ছে। চল চল রাজধানীতে

যাওয়া থাক, সেইখানেই মহারাজকে দেখতে পাবে ।

জল । ভেরী বাজলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল না, একা রথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবেন ?

বিদু । আরে, আমি না জানলে কি বলছি ?

শব্দ । তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন ?

বিদু । আবার শুন্বো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে ধানযোগে জেলেছি । উগরের মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী আছেন তো জান ? তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছেন, মোচড় দিচ্ছেন, আর দেবা কুণ্ডেশ্বরী বলছেন গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তা'তেই বুঝা যাচ্ছে যে, রাজা আগে আগে গেছেন ; নইলে আমার প্রাণ টানবে কেন ? বিশেষ সেখানে দেবীর মদনপূজা স্তূগিত রয়েছে, অধিক বিলম্ব হ'লে মহারাজী দশভুজা হবেন—চল চল ।

জল । না, মহারাজকে আর একটু অঘে-বুগ ক'রে না দেখে যাওয়াটা ভাল হয় না ।

বিদু । তবে যাতে ভাল হয়, তোমরা কর, আমার সঙ্গে ছখন লোক দাও, এক রকম পাঁজাকোলা কোরে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিক ।

জল । আচ্ছা আসুন, আপনি ক্রান্ত হয়ে থাকেন, আপনার যাবার একটা সুবিধা ক'রে দাঁড় ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তীকা ।

—*—

রাজান্তঃপুর ।

(হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা)

রাজা । দেবি ! এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজা, প্রজা, রাজধর্ম কোন ভাবনাই আর নাই ।

শৈব্যা । তবে কি মহারাজ রোহিতাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে সংকল্প হয়েছেন ? আহা ! রোহিতাশ্ব আমার সিংহা সনে বসলে রাজ-সভার কি অতুল শোভা হবে ! পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন অপেক্ষা অধিক আক্লাব—অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে ? আর আপনার উপদেশে বাছা আমার এই সময় হ'তে রাজকাৰ্য্য স্বয়ং নির্বাহ করতে শিখবে ;—

রাজা । যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো ? —রাজ্য কোথায় ? আমার রাজ্য নাই ! মস্তকে রাজমুকুট নয়—রোহিতাশ্বের কোমল করে, ভিক্ষাপাত্র দিতে উত্তত হয়েছি ।

শৈব্যা । কি কি মহারাজ ! কি বলেন ! অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না ।

রাজা । মঙ্গল কি অমঙ্গল জানি না ! যা' কার্য্যে পরিণত হয়েছে, তা মুখে আনতে শোষ কি ? দেবি ! বিশ্বামিত্রের নাম অবশ্যই শুনেছ ?

শৈব্যা । বিশ্বামিত্র !—সেই ক্ষত্রিয় তপস্বী ?

রাজা । এক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ।

শৈব্যা । তার পর, তার পর ? আপনি কি সেই মহাতেজস্বী ঋষির রোবানশে পাত্ত হয়েছেন ? হা ! ধরনীপালক ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় অর্য্যবংশই কি ব্রাহ্মণের শাপপ্রদা-নের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্র ?

রাজা । দেবি ! শাপ, শাপ না—আমি তাহার অহুগ্রহ লাভ করেছি । তিনি কৃপা ক'রে আমার নিকট পৃথিবী দান গ্রহণ করেছেন ।

শৈব্যা । পৃথিবী দান ! রাজসিংহাসনে

তপস্বী কি প্রয়োজন ? তবে কি ভিক্ষার সঙ্গারগা ধরা লাভের লোভেই বিশ্বামিত্রে ধর্ম-কীর্তনের সহিত আপনার ক্ষুদ্ররাজ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন ?

রাজা। দেবি, দেবি ! অভিমানে আত্ম-বিশ্বতা হয়ে না।

শৈব্যা। উষ্ম হবেন না মহারাজ, শৈব্যা ক্ষত্রিয়গী, রাজরাণী, আপনার মহিষী। যে রমণী বিশ্ব-জয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে, সে পৃথিবীদানে কাতর হয় না। আমি জানি যে, ধর্মী ক্ষত্রিয়সন্তানের জোড়ার বস্ত্র সে ইহা হেলায় দান, হেলায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এও বুঝতে পারছি যে, মহারাজ এ স্থলে কোন কৌশলে—

রাজা। থাক দেবি, যা হয়েছে, তা হয়েছে, আমাদের আর এখানে তিলাক্ষি থাকবার অধিকার নাই ; এস, তোমাকে আর রোহিতাশ্বকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আমি বিশ্বেশ্বরের রাজ্য বারণসীতে যাই।

শৈব্যা। পৃথিবীনাথ ! ব্রাহ্মণের পরিতোষ-বিধানের জন্ত পৃথিবী দান করেছেন, কার পরিতোষের জন্ত ধর্মপত্নী ত্যাগ করবেন ?

রাজা। অভিমানিনি আমার ! তোমায় কি পরিত্যাগ করছি ? প্রিয়ে ! ভিক্ষুকের সঙ্গে কোথায় যাবে ?

শৈব্যা। নাথ ! আমি মতিহীনা অবলা, কিন্তু পতির সঙ্গে যে কেবল রাজসিংহাসনেই বসতে হয়, এমন শাস্ত্র তো কোথাও শুনিনি। রাজলক্ষ্মী এসে তো আর আবার সিংহিতে সিন্দুর পরিয়ে দেননি ; চঞ্চলা যাঁকে ইচ্ছা বরণ করুন না, আমি যাঁকে বরণ করেছি, তাঁরই কাছে থাকবো।

রাজা। আদরিণি ! রাজবালা রাজরাণী হয়ে আজ কেমন ক'রে দুঃখ সহ্য করবে ?

শৈব্যা। যিনি রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষার

খুলি বহনের বল দেবেন, তিনিই তাঁর দাসীকে তাঁর পদসেবা করতে শিক্ষা দেবেন। মহারাজ ! কেন বিশ্বস্ত হচ্ছেন,—যে আদরিণী হই, অভিমানিনী হই, রাজরাণী হই, ঐশ্বর্য-শালিনী হই, সকলই আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ব'লে। আজ যদি আপনি ইচ্ছা পেনেন, আমি শচীরূপে পারিজাত-হার প'রে আপনার বামে বসতেম। বিধাতার নিয়মে যদি আপনার ভিক্ষা কর্তৃত্ব হয়, তবে আমিই আপনার সহচরী হয়ে কলঙ্ক বহন করে বেড়াব। হিমালয় নন্দিনী জগজ্জননী পতির সঙ্গে যোগিনী সেজে কাঞ্চনকায় ভগ্ন-ভূষিতা করেছিলেন। মহারাজ ! জানবেন, আমারও সেই মহাশক্তির অংশে জন্ম। পৃথ্বীনাথ ! পুরুষের বল তাঁর সর্বশরীরে বিভক্ত, কিন্তু রমণীর সনন্ত বল তাঁর হৃদয়ে।

রাজা। শৈব্যা ! শৈব্যা ! তুমি কি আমার সেই শৈব্যা ? আমার কুন্তল-হার-ভারবহনে কাতরা শৈব্যা ? আমার কথার কথার অভিমানিনী শৈব্যা ? আমার আদরিণী গরবিণী শৈব্যা ?

শৈব্যা। হ্যাঁ নাথ, আমি সেই শৈব্যা। তুমি আদর করেছিলে, তাই আদরিণী, তুমি অভিমান সরেছিলে, তাই অভিমানিনী, তুমি গরব বাড়িয়েছিলে—তাই গরবিণী। আমার আদর, গরব, অভিমান, সোহাগ সবই তোমার জন্ত তোমার নিয়ে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই থাকবে। তুমি আদর ক'রে আমার চন্দন মাথাত, আমি চন্দন মাথতেম না, তোমার আদর মাথতেম ; আদরে ধূলা মাখিও, আমি সেই সোহাগে তোমার আদরই মাখবো।

রাজা। কোথা বিশ্বামিত্রে ! এস, দেখ দেখ, তুমি কি সামান্য ঐশ্বর্য নিয়েছ ! দেখ এস, দেখে যাও, তুমি হরিশ্চন্দ্রকে কাঞ্চাল করতে

তার নাই । কি কৌতুভ-লাহিত রত হরি-
চন্দ্রের বন্ধে শোভা পাচ্ছে, কোন্ কলার
মলা তার ক্ষুর-সাগর অলোকিত করছে,
ক ত্রিলোকচূর্ত কি অসীম প্রেমের রাজ্য
জলে লয়ে সে তোমার ছার মৃত্তিকার
পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে,—একবার দেখে
পাও ।

যত কিছু আছে সুখ এই ধরাতলে,
সকল সুখের সুখ ভাৰ্য্যা ভাল হলে ।
স্নেহহীন কুবচনা নারী ভাগ্যে যার,
জীবনে নরক-জালা সদা ভোগ তার ।
শৈব্যা । মহারাজ ! রাজার কি বিলম্ব

আছে ?

রাজা । বিলম্ব ।—না না প্রিয়ে, পরগৃহ
ত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই প্রেরঃ । চল,
এ রাজবেশভূষণও আমার আর অধিকার
নাই, এগুলিও ত্যাগ ক'রে যেতে হবে ।

শৈব্যা । বুঝেছি—মহারাজ বুঝেছি, এ
মণ্ডলকারও এখন আমার নয় ।

রাজা । প্রিয়তমে ! রাজরাজেশ্বরী ?
সর্বস্ব আমার ! কেমন ক'রে তোমার আমি
ভূষণহীন দেখবো ?

শৈব্যা । একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ
থেকে আমি দিবানিশি গলার পরে থাকবো ;
এস মহারাজ, পরিবে দাঁও । (রাজার হস্ত
লইয়া নিজ গলদেশে বেঁটন)

রাজা । দুঃখের এত পুরস্কার ! জগদীশ্বর !
স্নেহের পারিজাত দেখাবার জন্ত, সহানুভূতির
অমৃত পান করাবার জন্তই কি তুমি দুঃখের
হজন করেছ ?

শৈব্যা । নাথ ! চল রোহিতাষকে সঙ্গে
নিতে হবে ।

রাজা । ঐ—ঐ আর এক কাঁটা ।

শৈব্যা । আমার কোলছাড়া ক'রে
বাছাকে সিংহাসনে রাখলেও তো আমার মন

মানবে না । মহারাজ ! যেখানে আমার পতি-
পুত্র, সেইখানেই আমার রাজ্য ।

রাজা । বিখ্যামিত্র ! অবোধা রহিল,—
রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চলো ।

[উভয়ের প্রস্থান ।



(বিখ্যামিত্র, মন্ত্রী, কামদক ও অমাত্যগণ)

বিখা । তোমাদের কারও কিছু আপত্তি
আছে ?

মন্ত্রী । আমরা পুরুষাঙ্কুরে স্বর্গ্যবংশের
অঙ্গে প্রতিপালিত । মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপ-
নাকে সর্বস্ব দান করেছেন, আমি আপনাকে
মহারাজের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ক'রে থাকি ।
রাজর্ষি ! বিনা বৃত্তিতে আপনি আমার সেবা
পাবেন ।

অমাত্যগণ । রাজর্ষি ! মন্ত্রী মহাশয়
আমাদের সকলেরই মনোভাব জ্ঞাত
করেছেন ।

বিখা । হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, যে হরিশ্চন্দ্র এক
কথার সমস্ত দান করতে পারে, তা'র কণ্ঠ-
চারী ছিলে তো ? এখন ছ'পুরুষ বেতন না
নিলেও পায়ের উপর পা দিয়ে চলবে ।

>ম অ । বিজয় ! অপরাধ মার্জনা কর-
বেন, ষা'র ত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃ-
সীমার আবদ্ধ নয় । দেখুন গিয়ে, মন্ত্রী-পুত্র
প্রতিভাকুমার পিতৃ-আজার স্বহস্তে ভাঙার
ধলে দিয়েছেন, বোধ হচ্ছে, এতদূর কোবা-
গীর শূদ্ধ হ'ল ।

কাম । অ্যা—রাজকোষ ?

বিধা । আঃ ! হির হও, কামন্দক ! বুঝে পাচ্ছ না, রাজমন্ত্রী অতি মহাভাব ।

১ম অ । ঋষির । বধার্ঘ আজ্ঞা করেছেন, মন্ত্রিদেব করুণা করেছেন যে, কুটীর নির্মাণ করে ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে ব্রাহ্মকন্যার সেবা করবেন, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, মন্ত্রিবরের হৃদয়ের কিরূপ যেন আমরাও পাই ।

বিধা । তোমরা সকলেই সাধু ! ভাল, আজিকার রাজকার্য কি আছে ?

মন্ত্রী । পাঠ কর ।

২য় অ । ধুমধ্বজ শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতিবেদী রত্নাকর সাধুর উত্তানে অনেক বৃক্ষাদি কর্তন করে নষ্ট করেছে । তা'র আপত্তি যে, ঐ সকল বৃক্ষাদি ঘন হওয়ায় তা'র শয়নকক্ষে বায়ু-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় !

বিধা । কি কি বৃক্ষ ?

কাম । আর তা'তে কাকের বাসা ছিল কি না ?

২য় অ । আত্ম পনশ শাল তাল তমাল হিন্তাল খর্জুর নারিকেল—

বিধা । কি নারিকেল বৃক্ষ ! আমার স্ত্রী জীব-বৃক্ষ । এ তো নরহত্যার পাতক ।

কাম । গুরুতর অপরাধ ! গুরুতর অপরাধ ! প্রভু, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাদশ মাস কাল কোন বিষবৃক্ষে আরোহণ ও লক্ষ বিষপত্র চয়ন, আর সর্বাঙ্গে প্যাট প্যাট ক্যাট ক্যাট কাঁটা কোটান ; আর ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স নয় এমন একটি বিত্তার্থী স্ত্রীস্বামীকে চাতুর্শ্রী করান অর্থাৎ চার মাসকাল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জলপান করান ।

বিধা । হির হও, হির হও ! অপরাধের শাস্তি এক বৎসর খণ্ডরগৃহে বাস ও নাগরিক-গণের অহোরাত্র উপবাস । আর নগরমধ্যে ঘোরণা করে দাও, যে নারিকেল-বৃক্ষ ছেদন করবে, তা'র শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে ।

২য় অ । বসুমিত্র নামে এক ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে একটি পোষাপুত্র গ্রহণ করেছিল, সম্প্রতি তা'র একটি পুত্র জন্মেছে, এখন বিষয় কিরূপ ভাগ করা যাবে ?

বিধা । এ তো দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, যাহা দেখতে হবে । আমার ঘোঁসাদির বিস্তার ব্যাঘাত দেখছি । দেখ মন্ত্রী, আমি দেখছি যে, প্রত্যহ রাজকার্য করা আমার সুবিধা হবে না, আমার নামে তুমি রাজকার্য কর ; যেখানে কোন সম্ভেদ হবে, তুমি আমাকে সংবাদ দিও ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে । আর না, আর না, যেখানে ছ'চক্ষু যায়, সেইখানেই যাই চল ।

বিধা । কিসের কোলাহল ?

মন্ত্রী । প্রজাবর্গ রাজধানী ত্যাগ করে রাজার অহুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ তা'রই কোলাহল ।

বিধা । পুণ্যলোক দাতা হরিশ্চন্দ্র কি আমার তবে প্রজাশ্রু রাজত্ব দান করেছেন ?

(সেনাপতি জলধর সিংহের প্রবেশ)

জল । প্রভু, প্রণাম চরণে ।

বিধা । তুমি কে ? তোমার কি প্ররোজন ?

মন্ত্রী । ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সেনাপতি ।

জল । মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমার অন্ন-দাতা, সেই অন্নদাতার অহুসরানে যাব, তাই মন্ত্রী মহাশয়ের অহুমতি ল'তে এসেছি ।

বিধা । মন্ত্রী মহাশয়ের অহুমতি ! তবে আমি কেহ নয় ? তুমি জান, তোমাদের রাজা আমার সর্বাঙ্গ দান করেছেন ; এ রাজত্ব আমার, তোমরা আমার অধীনস্থ প্রজা মাত্র ; নিজের ইচ্ছামত কোন কার্য করবার তোমাদের অধিকার নাই ।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সমস্ত দান করেছেন সত্য, এ রাজ্য আপনার, তাও সত্য, কিন্তু প্রজার ইচ্ছার উপর তার কোন অধিকার ছিল না। প্রজার ইচ্ছা দান করতে তিনি পারেন না। প্রজার যদি ইচ্ছা না হয়, তিনি কি বলপূর্ব্বক রাজ্যে বাস করতে পারেন ?

বিধা। তুমি কি করতে চাও ? দ্রবণ থাকে যেন, এই অভুলিচয় আজ ক্ষুধারণ করেছে ব'লে খজুশালনার পূর্ব্বসংস্কার বিন্ধত হয় নাই।

জল। আপনার পূর্ব্বসংস্কার থাকতে পারে। কিন্তু জটাবকলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার নয়।

বিধা। বিশেষতঃ যখন সেই জটাবকল-ধারীর কটাক্ষে ক্ষত্রিয়কুল ভঙ্গ হয়।

জল। বড় কষ্টে যে ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করে-ছেন, কেন তা ক্ষয় করবেন ? আবার তো ব্রাহ্মদণ্ড ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন, রাজ-নাতির কুটচক্ষে অপ্রিয়জনকে নির্ধাতন কর-বার ব্যবস্থার তো অগ্রভুল নাই।

বিধা। তোমার বাক্য বিদ্রোহোত্তেজক, — বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাপদণ্ড।

জল। কে বলে বিধামিজের হৃদয়ে দয়া নাই ? দয়াময়, দয়াময়, তা'ই করুন, শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন, তা হ'লে এ দণ্ড-নয়ন রাজচক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না। রাজর্ষি! সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত স্থান।

বিধা। তুমি প্রাণের ভয় কর না ? আচ্ছা, তুমি যথেষ্ট গমন কর।

জল। প্রণাম।

বিধা। মহি! তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, আমার আর বক্তব্য কি ?

বিধা। উত্তম, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেম। সাবধানে রাজকাৰ্য্য কর, সময়ে সময়ে এসে আমি তত্ত্বাবধারণ ক'রে যাব। আর দেখ, অতিথিশালা, পাহনিবাস, আতুর-আশ্রম প্রভৃ-তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখো। রাজ-কোষে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে, তার যেন কিছুমাত্র ব্যয় না হয়। তুমি অর্থ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ; মনে রেখ, রাজকোষের অর্থ রাজার বা অপর কাহারও নিজস্ব নয়, প্রজাবর্গের উপকারসাধনই রাজকোষে অর্থ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। আমি এখন চল্লম, আজ সভাভঙ্গ হ'ক।

[কামন্দক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাম। এক এক বেটী ক্ষত্রীয়েন কেউটে সাপ। চক্র ধরেই আছে। হ'মাস খেতে না দাও, বেটাদের সমান ভেজ। এইবার হয়ে এসেছে, আমাদের ঠাকুর একবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, একেবারে নির্খুল না ক'রে ছাড়বেন না। না বাবা, রাজ্য করা হ'ল না, ঠাকুর বুঝে সুঝেই আমাকে রাজা করেননি, এই বেটাদের উপর সন্ধারি করা আমার মত আলোচাল হরীভকী-খেগো বায়ুনের কাজ ? তবে যদি গুরুদেব তত্ত্বলোচন ক'রে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন, তা হ'লে এক রকম রাজ্য কর্ত্তে পারি ; ও দিকেও তলোয়ারের খাপ খুলবে, আমিও এদিকে চোখ কটমটাছি আর একেবারে তত্ত্ব। তার পর ছাইগাদার উপর ব'সে রাজ্য করি। ও হয় না, হয় না, ও কেমন হয় না ; যদি হ'ত তো ভগবান্ কি আর করতেন না, ও যায় বা, তিনি ঠিক ভাগ

[প্রস্থান।

ক'রে দিয়েছেন । দিবা কুশলভাবো, ভাল পাড়বো, গাই হুইবো, আর চক খেয়ে উল্লসকে ঘোষবানে পরিণত করবো, বেশী হেঁদামা পড়লে ঐ ব্রাহ্মী ভয়করা টুকু রইল ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—o—

বারাণসী—পথ ।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

দুখিয়া । বলিও শীতল মিশির, মহারাজের অনেক বিলম্ব হচ্ছে না ? এখনও একটা হাতী ঘোড়ার দেখা নাই, ভৈরবসপত্র এসে পৌঁছায় নি, এর পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কখন নিজে এসে পৌঁছিবেন, তাঁর তো স্থির নাই ।

শীতল । তাই তো আমি বলছিলাম, আর তিনি এসে পৌঁছিলেই তো কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয়ে যাবে না, পৃথ্বীনাথের দান শেষ হ'তে সাতদিনই নেয় কি এক পক্ষই নেয় ।

অচল । তা হ'ক, আমরা বাটওয়ালা, আমরা আগে পাব, কি বল কেহু তাই ? এরা আরতির বায়ুন, এদের আনাই অস্ত্রায় ; এদের যা পাওনা টাওনা, তা ত মন্দিরে বসেই পাবে ।

কেহু । বাক তাই, যার বরাতে যা আছে, তাই পাবে, কাজিরাতে কাজ নাই । আমি বলছি বরষ চল, ভৈরব কামাখ্যার রাণীর কালীবাড়ীতে গেয়ে আসি । শীতল মিশির বা বহু ; তা ঠিক ; এখানে এখনও দেহ-দেয়ি আছে ।

অচল । কামাখ্যার কালীবাড়ীতে গিয়ে এখন কি করবে ? বব্বা মন্দিরায় বসে দেছেন যে, সেখানে সকালে কেবল সখা কুমারীর বিহার হবে । আমাদের ব্রাহ্মণদের যা কিছু দেওয়া খোওয়া আরম্ভ হবে, সে তিন প্রহরের পর ।

কেহু । শুন অচলজী, অযোধ্যা-নারকের দান পা'বার ক্ষম্ব এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকটা আমার বড় ভাল লাগছে না । তাঁর বারাণসী আসবার কারণ তো শুনেছ ? সমস্ত পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এখানে আসছেন । উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁর কাছে হাতটা পাত্তে আমার কেমন লজ্জা কচ্ছে ।

অচল । কেহু ! বাটওয়ালা তোমার কাজ নয় । লজ্জা কচ্ছে ! আমরা যদি হাত পেতে দান না নেব, তা হ'লে যাত্রীর উদ্ধার হবে কিসে ? কাশীতে আসাই তো দান কর্ত্তে, আর কি পুণ্য বেশী আছে ? আর অযোধ্যা-নাথ বিশ্বামিত্রকে রাজ্যই দান করেছেন, তা ব'লে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে কাশীতে আসবেন না । সেবারে মনে নেই, পঞ্চনদের ঘে ডুইয়া রাজা এখানে দণ্ড নিতে এলো, সেও তো পাশা-খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিল না—তবু তাঁর সঙ্গে এককোটি সোণা ছিল আর জহরৎই বা কত ।

শীতল । হাঁ হাঁ, বড়লোক গরীব হলেও যা থাকে, তা অস্ত্রের পর্ত্ত । মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ভিখারী হয়েও বা সঙ্গে আনবেন, তা'তে দশটা কামাখ্যার রাণীকে কিনতে পারবেন । আমি যাটে ডিকী ঠিক করে রেখেছি, মহা-রাজকে ব'লে ক'রে তাঁর একজন লোক নিয়ে আমার ও পারে যেতে হবে ।

কেহু । কেন ?

শীতল । কেন—দান না ? আমি কি কাশীতে প্রতিগ্রহ ক'রে মহাপাতক করবো ?

ও কহিলে আর পর্বত আরার বারি যেনি ।
মহারাজের দু'কানার পাঁচ হাজার বা ইচ্ছা
হর কেবন, লোক আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে
সেইখানে তা গিয়ে আসবে, তবে আমি নেব,
ডিকী কাড়ার দামডী আমি নিজে দেব ।
কানিতে দান গ্রহণ ! প্রতিগ্রহ !—তা আমি
হ'তে হবে না ।

(বটুকের প্রবেশ)

বটুক । জয় বিশ্বনাথ ! জয় মহাবীরজী !
কেও ভাই শীতল, মহারাজ আছা তো হো ?
আরে কেহু ভাই, এক আধ বিড়ি পান তো
মাদ্রাও । কেও অযোধ্যা-নরেশ আ পৌছা ?
অচল । না, এখনও আসেননি, আমরা
তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি ; তুমি কি মনে
ক'রে ?

বটুক । দান পুণ্ তো কুছ হোঁগা ?

শীতল । তা হবে ; তা বটুকজী, তুমি আর
আমাদের উপর ভাগ বসাতে এলে কেন ?
বিশ পচিশখানা বাড়ী করেছ, সোণা-চাঁদিরও
অভাব নাই, তোমার আর ভিক্ষা করাটা
ভাল দেখায় না ।

বটুক । হাঃ হাঃ হাঃ ! আরে শীতল ভাই,
ব্রাহ্মণকা ধরম ছোড়গা ? আলীষ করকে
দো এক দামডী মিল যায় তো ছোড়নানেই
চাহিয়ে ; কুচ না হোয় ভাঙ্গ খানেকাভি
খরচা তো হো যাগা—

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

এই লেও ভাই, কিন্ কাকাল আগিয়া, পর-
দেশী হোঁগা । কেওরে তু কাঁহাসে আভা ?
আরে বাঃ বাঃ বাঃ, মেরাক বি লায়ো, বাজ্জাভি
লায়ো, তেরা লালচা বড়া ভারি বেধেয়ে,
আবোধ্যা-নরেশ হরিশ্চন্দ্র আভে হে, জর
বেটা লেকে ঘন লেনে আরা—বাঃ বাঃ ।

রাজা । আপনারা কি হরিশ্চন্দ্রের নিকট

দান পাশার প্রত্যাশার এখানে অপেক্ষা
করছেন ?

কেহু । ভাই, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বল !
যিনি স্বেচ্ছায় সঙ্গাগরা ধরা দান ক'রে গৃহ-
ত্যাগী হয়েছেন, তাঁর নাম অমন অবজ্ঞা ক'রে
বলতে নাই ।

বটুক । হাঁ, এ মরদোরা বড়ে লঘে লঘে
বুলি চালাতা, পৃথ্বীনাথকো পাশ দান মাড়নে
আরা আর কর্তেহে হরিশ্চন্দ্র ! হরিশ্চন্দ্র
তেরা বাবাকা কামদার ! মারে ধাঙ্গড় ।

কেহু । থাক থাক বটুকজী, গাঁওগার
লোক—ও কি কথা কইতে জানে ।

রাজা । বিপ্রগণ ! আমি আপনাদের
দাস, চরণে প্রণাম করি । কিন্তু আপনারা বুধা
আশায় সময় নষ্ট করছেন । যাকে আপনারা
পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বলচেন, সে একটা কপর্দ-
কও দিয়ে আপনাদের চরণের সম্মান রক্ষা
করতে সমর্থ হবে না । বোধ হয়, আপনারা
শুনেননি যে, তিনি ষাশসর্ষষ রাজর্ষি বিশ্বা-
মিত্রের ত্রীচরণে উৎসর্গ ক'রে বারাগমী বাস
করতে ঠেকু হয়েছেন ।

শীতল । কেন কেন ? তুমি কিছু পথে
দেখে এলে নাকি ? রাজা এখন কতদূরে
আছেন ? সঙ্গে হাতী ঘোড়া কি খুব বেগী
নাই ? কথানা রথ আছে ?

রাজা । হরিশ্চন্দ্রের আর রথ নাই, স্ত্রী
পুত্র ভিন্ন সঙ্গে অন্ত সাথী নাই, পরিধান-
বস্ত্র ভিন্ন অন্ত সযল নাই ।

বটুক । আরে কহো জী, ভাল। এ কথা ?
দেখেহো কেহু, এ পরদেশীরা কো বাজ্জাকো
আজ্বে কা বমকতা দেখেহো ? কেওরে
আগেসে আগনে দান পৃথ্বীনাথ সে মাদালে
কর আন হামলোককে জাগাজ হো—বুটা !

কেহু । (স্বগত) ভাই তো, এ শিচটীর
অঙ্গে তো বহুম্বা অলদার সব দেখছি

আ মরি মরি, বালকের কি ক্ষমতা রূপ! আর এ বিদেশী পুরুষের ভো কাফালের আকৃতি নয়! (প্রকাশ্যে) তাই বটুকী বা বলেছেন, তা কি সত্য? তোমার পুত্রের অঙ্গে যে অলঙ্কার, তা কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করে পেরেছ?

শৈব্যা। (স্বগত) হা বিশ্বনাথ! আজ কানীবাসীরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী বলে সম্বোধন করছে, এই আবার শুনে হ'ল! এই প্রথম।

বটুক। কৈও বাচ্ছা, ভিক্ষা হার তোমাকে কোন্ দিয়া?

রোহিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা কি পৃথিবীর লোক নও, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্রকে চেন না?

অচল। কৈ—কোথায় মহারাজ?

রোহিত। সে কি! এই যে তোমাদের সামনেই।

রাজা। বাবা! বাবা!

সকলে। অ্যা, কৈ কৈ? (সকলে সতর্কভাবে চতুর্দিক্ দর্শন)

রাজা। (স্বগত) আর গোপনে ফল কি? (প্রকাশ্যে) কানীবাসী বিপ্রগণ! ব্যস্ত হবেন না, এ দাসকেই লোকে পূর্বে হরিশ্চন্দ্র বোলেতো।

(সচিকতে) অ্যা, সে কি!

শীতল। মিথ্যা কথা!

অচল। অসম্ভব!

বটুক। বেশ লাগি!

ফেঙ্ক। রোসো রোসো—ভাল করে দেখ দেখি, এই ভেজা-পুজা আকৃতি কি ভিখারীর? অন্নপূর্ণার ঐ অর্ধ-ছায়া কি কাফালের ঘরে গোড়া পায়? এই প্রকৃত কমন-কোরক কি কখন গোমরা-বুদে প্রকটিত হয়? আমার

এতকণ অঙ্ক হয়েছিলেম, তাই ভ্রমাজ্ঞানিত বহি—দীনমেশী রাজকী চিন্তে পারিনি।

বটুক। কহে তাই সচ, কহে হো। দেখো দেখো, বালককা ললাটে যে রাজটীকা জল রহে হার। পৃথ্বীনাথ! কানীবাসী ব্রাহ্মণকা আশীষ লেগে—সর্বজ জয় রহে!

সকলে। জয় রহে! জয় রহে! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র!

বটুক। জয় রাণীজীকি জয়! জয় কুমারজীকি জয়!

সকলে। জয়! রাণীজীকি জয়! জয় কুমারজীকি জয়!

রাজা। শৈব্যা, অঙ্ক তো রাজমুহূট ললাটে নাই; এস, ব্রাহ্মণগণ-চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

বপ্রগণ! যখন বিশ্বামিত্র ঋষির চরণে সর্বস্ব উৎসর্গ করে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে রাজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি; এখন বুঝতে পারছি, আমি অতি দুর্ভাগ্য। এখন বুঝতে পারছি, কান্দাল কাকে বলে, দরিদ্রের কি মনোভ্রূণ! হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আজ এই প্রথম প্রার্থীকে নিরাশ করতে হ'ল! আপনারা দান গ্রহণ করে আমার কৃতার্থ করবার জন্য আশায় অপেক্ষা করছিলেন, আমি অত্যাগা একটা হরীতকী দিয়েও আপনাদিগের পূজা করতে পারলুম না।

শীতল। অ্যা, সে কি? তবে কি মহারাজ সত্য সত্যই সর্বস্বত্যাগ করে এসেছেন? কথার কথা নয়—সত্যই সর্বস্ব! একেবারে নিঃস্ব, মহারাজ! আপনি তবে কিঙ্গপে কানীবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন?

রাজা। বেব! শুনেছি, অন্নপূর্ণার রাজধানীতে কেহ উপহারী থাকে না, দেবজ

হুঃখ নাই; আমি যে আপনাদের আশার নিরাশ করুলুম, বা জীবনে হয় নাই, তা হ'ল, প্রত্যাশী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার স্বপ্নর নক্ষ হচ্ছে।

রোহিত। কেন বাবা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিকা দিন না; এই তো আমার অলঙ্কার রয়েছে। মা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, আমার তবে এতে কাজ কি? শৈব্যা। ও হো হো, বাছা রে।

রোহিত। কেন না মা, আর তো আমি রাজসভার যাব না, এখানে অলঙ্কার কে দেখবে? বাবা সমস্ত পৃথিবী দিলেন, আর আমি গায়ের এই সামান্য অলঙ্কার কখনা দিতে পারবো না? আসুন আর্য্য! আপনাদের গাঁর যা ইচ্ছা, এই খুলে নিন।

অচল। রসো রসো—আমি আশ্বে আশ্বে নিচ্ছি। দেখ নীতলজী, মতির হার একছড়া আমার।

বটুক। অচল জিবেদী! হটুকে খাড়া রহো। কুমারজী! আপকো বচনসে হাম লোক খোস হোগিয়া, আশীষ করে, আপ পৃথোনাম হো যাইয়ে। আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হামলোক কোই নেই ও পরশ করোগ।

ডেকু। বাঃ বাঃ বটুক তাই! মহারাজ! আপনার এ দশা দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা ব'লে জানাতে পারি না। আপনি ক্লান্ত হবেন না, জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই; আমরা বিনা দানেই আপনার স্তায় দানবীরের দর্শনেই কৃতার্থ হয়েছি। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র মহারাজ!

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র!

রোহিত। না না, আপনারা গহনা নিন, নৈলে বাবার মনের হুঃখ থাকবে না, আমাদেরও যন-কেমন করবে।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিধা। ইস! দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়! আমার এখানে কি দানের ঘট লাগিয়েছেন মহারাজ? এখনও আমার দক্ষিণায় ঋণ পরিশোধ হয় নাই, অথচ গোপনে ধন এনে কানীতে দাতা হচ্ছেন? ও দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দানে পুণ্য নাই!

রোহিত। মুনি! বাবা তো কিছু আনেন নাই। মা বাবা ছুঁজনে আপনাদের গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছেন। আমি আমার এই গহনাগুলি ব্রাহ্মণদের দয়া ক'রে নিতে বলেছিলুম, তা এখন আমি রাজপুত্র নয় ব'লে বুঝি ওঁরা আমার দান গ্রহণ করছেন না।

ফেকু। না বাবা, তুমি চিরদিন রাজপুত্র; তা ব'লে কোন্ পাবাণ তোমার ওই কোমল অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিতে পারে?

বিধা। বলি রোহিতাখ, কার অলঙ্কার দান করছিলে? ওগুলি কি তুমি কুবেরের ভাগ্যর জয় করে এনেছ? তোমার পিতাই তো ওগুলি তোমার দিয়েছিলেন! তবে ওগুলিও এখন কার? মহারাজ তো দেখছি পুত্রকে বেশ সুরক্ষিত করেছেন! এখন ওগুলি কি নিজে হাতে ক'রে দেবেন—না আমিই নেব?

ফেকু। অ্যা, এ কি! এই কি বিশ্বামিত্র ঋষি নাকি?

বিধা। এখনও বিলম্ব ক'রছেন যে? রোহিত, এদিকে এস, দাও—দাও তোমার অলঙ্কার দাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

ব্রাহ্মণগণ। ধিক্ ধিক্—ধিক্ রহে!

বিধা। কি, আমার চেন না?

বটুক। নেহি, আপকো কালটেকরক পচানুতেহে, হাম কেয়া জানোগ। আপ ঋষি হার?

বিধা । হাঁ।—তুমি কে ?

বটুক । হাম ঐ—চণ্ডাল ! আপ' খড়পি খবি হোয়, ত্রাঙ্কণ হোয়, ভব আকসে ত্রাঙ্কণহ ছোড়কে হাম চণ্ডাল হোগা, ঐ হোখা ! আপ' খড়পি অরগমে থায়, তো বিশ্বনাথ-জীকো চরণ পাকড়কে হাম নরকমে স্থান মাজ লেগা । আপ' কা হাতমে বিজলী গিরতি নেহি, আ'থসে লোহ নিকালতা নেহি ? এহি ফুলকা অকসে অলকার উতার লেতে হো !—ছোঃ ছোঃ ছোঃ !

বিধা । দেখ, আমার সঙ্গে বাচালতা ক'র না, অভিসম্পাতের ভয় রাখ না ?

ফেকু । কিসের অভিসম্পাত ? রাজর্ষি—বে যজোপবীতের তেজে আপনি এত আক্ষা-লন কচ্ছেন, তা আপনার আয়াসলব্ধ, আর আমাদের মাতৃগর্ভের স্বত্ব ; আধুনিক ধনীরাই ধন অত্যাচারের জন্ত ব্যবহার করে—যথার্থ ত্রাঙ্কণ কথায় কথায় অভি-সম্পাত প্রদান করেন না ।

বিধা । স্থির হও । তোমাদের সহিত শাস্ত্র-বিচার করবার সময় আমার নাই !

শীতল । না এখন কচি ছেলেটা আসটার গলাটা টিপে হারখানা বাজুখানা নেবার সময়। খবির, আমি আপনার না দেবতার ক'র বেণী বাহবাটা দেব, স্থির করতে পারছি না ।

বিধা । ক্ষুদ্র ত্রাঙ্কণ ! বুঝছো না যে, তোমাদের ক্ষুদ্রতাই আজ তোমাদিগকে বিশ্ব-মিত্রের কোপানল হতে রক্ষা করলে ; মহা-রাজ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রহসনের অভিনয় দেখবেন, না আপনার অজীকৃত দক্ষিণা দিয়ে আমার অবসর দিবেন ?

রাজা । দেব—

বিধা । আবার কি ! আপনি ধনী হয়েও কি দিন গণনা করেননি, আজ বে আপনার প্রার্থিত একমাস সময় পূর্ণ হ'ল। আমি বন-

বালা-ভগবান, আপনার রাজ্যের কোন সাধু মহাজন নাই যে, ঋণপত্র লয়ে নিরঙ্কর যাত্রা-র্যাত করুকো ; আপনি ঋণ পরিশোধ ক'রে সত্যপ্রাণন করবেন কি না, স্পষ্ট ক'রে বলুন ?

শীতল । চল তাই, আমরা ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র—দানগ্রাহী ত্রাঙ্কণ ; এখানে উপস্থিত থেকে মহারাজব ধর্ম্মাঙ্গা রাজর্ষির নরমেধযজ্ঞ দেখা আমাদের উচিত নয় ; আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র ; অতি মহৎ ধর্ম্মবীর রাজ-র্ষির ভয়ঙ্কর সত্যনিষ্ঠা দেখলে সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ব্যথা পায়, দুর্ব্বল চক্ষে জল আসে !

ফেকু । হ্যাঁ তাই, চল, উপস্থিত থেকে রাজরাজেশ্বরের এ অপমান—এ কাতরতা দেখা যায় না ।

বটুক । কহিয়ে খমিরাজ, পৃথুনান্থ'কা সত্য কিরা ?

বিধা । সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দেবার সত্য করেছেন। পৃথবী দান করেছেন, দক্ষিণা ভিন্ন দান তো সিদ্ধ হয় না ।

বটুক । রূপা করকে হামারা সাথ চলিয়ে, হাম আপ' কা কাকন দে দেগা । পৃথুনান্থকো ঋণসে মুক্ত কর দিজিয়ে ।

বিধা । বটে ! তুমি যে একজন রাজ-চক্রবর্তী ভিখারী দেখছি ।

বটুক । হামারা কেয়া—বিশ্বনাথকা ধন ।

বিধা । তা বেশ বেশ, বা দেবে, মহারাজ-কেই দাও, ওকে নিতে বল, আমি ওয় হাতেই দক্ষিণা গ্রহণ করবো ।

বটুক নরেশ ! আপ' কা সুরজবংশকা অন্ন মেয়া বাপ দাশা নে বহত থায়া, অন্নদাতা গরীবকা স্বর্থ লেনেসে আপ'কো সরম্ নৈ হোগা ।

রাজা । (বগত) বিশ্বনাথ ! কে বলে তোমার জগতে দয়া নাই ? সন্দেহতা নাই ? পরহঃ-কাতরতা নাই ? দানগ্রাহী ভিক্ষু

ব্রাহ্মণ আমার নিকট যথাক্রমে প্রত্যাশাগর হয়ে এসেছিল, সেই এখন নিজের কটাক্ষিত ধন দিয়ে আমার এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করতে উত্তত।

বিশ্বা। মহারাজ, ভাবছেন কি? আপনার পুণ্যে কাশীর তিথারীও দাতা হয়েছে! এখন নিন, ব্রহ্মহরণ ক'রে ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন।

কেহু। নরনাথ! আমাদের প্রতি অমূল্য হন, বটুকজীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ ক'রে আপনি ঋণমুক্ত হন; আমরা আপনার জয় জয় ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা। দ্বিজবর! আপনার অলৌকিক সহায়তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি, কিন্তু আশীর্বাদ ভিন্ন আপনাদের নিকট অস্ত্র কিছু গ্রহণে তো আমাদের অধিকার নাই; বিশেষ উদরার ভিন্ন কত্রিয়ের অস্ত্র কিছু প্রতিগ্রহ নিবিড়।

ব্রাহ্মণগণ। সাক্ষাৎ ধর্ম! সাক্ষাৎ ধর্ম!

কেহু। নরেশ! এ কথার উপর আমরা আর কি বলবো! উঃ, এত কষ্টেও ধার্মিকের ধর্ম বিচলিত হয় না! চল বটুক, আমরা বাই, যে কষ্ট লাঘব করতে পারবো না, তা দেখবার প্রয়োজন নাই।

বটুক। চল, নরনাথ! কাশীবাস করনে হোয়, গরীব ব্রাহ্মণ কো দো মোকাম হায়—আপ'হিকা মোকাম জানিয়ে। জয় ধর্মবীর হরিশ্চন্দ্রকী জয়।

সকলে। জয় ধর্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।]

বিশ্বা। ধর্মবীর! এখন ধর্ম রক্ষা কর। তবকেরা তোমার জয়গান ক'রে আমার তো বিলক্ষণ স্নেহ করছে; আপনি কি আমাকে লোক-সমাজে ভিরক্ত করবার জন্যই দান করেছেন?

রাজা। ভগোদন! এতে দানের অপরাধ কি?

বিশ্বা। না না, অপরাধ কিছু নয়, এখন দক্ষিণা দিও, আমিই অপরাধমুক্ত হয়ে বাই।

রাজা। শৈব্যা! কি করি, কি হবে! নিজের সক্ষম না বুঝে কেন প্রতিজ্ঞত হয়েছিলুম? ওঃ ঋণ—ঋণ! কি ভয়ানক শব্দ শৈব্যা!

শৈব্যা। মহারাজ! আমরা তিনজনে মিলে ঋণবরের সেবার নিযুক্ত হলে কি এ ঋণ পরিশোধ হবে না?

বিশ্বা। মহারাজি! আমি ফলমূল্যগারী বনবাসী ভগ্নস্বী, আমার দাসদাসীর প্রয়োজন? বিশেষ রাজ দাস পালন আমার সাধ্যাতীত।

রাজা। তবে কি হবে! কিরূপে আপনার ঋণে মুক্ত হব, আপনিই আমার মুক্তি দিন। দেখছেন তো আমার কিছুই নাই। রাজমুকুট বর্জন করেছি, ধনুর্ধারণে ধন্যহরণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে; জাতিতে ক্ষত্রিয়—ভিক্ষাও নিবেদ। আমার কিছু নাই, কিছু নাই? কি হবে, কোথায় ধন পাব? কিরূপে ঋণ পরিশোধ করবো? উপায় কি? উপায় কি? আমার কিছু নাই! কিছু নাই!

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! সত্যই কি তোমার কিছুই নাই? আমি তো দেখছি, তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

রাজা। ঋষিবর! আমি বাঙ্গের পাত্র হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মুখে বাঙ্গ সাজে না।

বিশ্বা। বাঙ্গ নয়; আপনার জী পুত্র রয়েছে, আপনি নিজে রয়েছেন; এ অপেক্ষা মূল্যবান ঐশ্বর্য জগতে আর কি আছে? আপনি আমার সেবা ক'রে ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন, আমার দেবকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই বারাগসীধ্যায়ে

অপর অনেকের সে প্রয়োজন থাকতে পারে ;
নরিরের তো দেবা বিরূপের অধিকার
আছে ।

বোহিত । ঋষি ! আপনি কোন্ বামুন ?
আচার্য্যের কাছে তো আমি অনেক বামুনের
উপাখ্যান শুনেছি , মাও কত পুরাণের গল্প
করেছেন ; আপনার মত তো বামুনের কথা
কখনও শুনিতে ।

শৈব্যা । বাবা, বাবা, চুপ কর, ব্রাহ্মণের সঙ্গে
উত্তর করতে আছে ? মহারাজ ! ঋষির ঋণ-
পরিশোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি
বুঝতে পেরেছি ; আমরা নিজে ভেবে যা
স্থির করতে পারি নি, উনি অল্পগ্রহ ক'রে তা
ব'লে দিয়েছেন । আজকের সূর্যাস্তের পূর্বেই
ঋণ পরিশোধ হবে । ঋষিবরের কষ্ট হচ্ছে,
স্নান আদিক ক'রে আসতে বসুন ।

রাজা । বুঝেছি শৈব্যা বুঝেছি—আমিও
বুঝেছি—বুঝে প্রস্তুত আছি । কিন্তু তোমরা
কোথায় যাবে ? প্রাণের শৈব্যা, প্রাণের ঐক্য-
তাঁথ । তোমাদের ভিক্ষা ক'রে এনে কে
খাওয়াবে ? বিশ্বনাথ, তুমিই জান ! ভগবান !
দাস আপনাকে উপদেশ গ্রহণ করলে, বাজা-
রেই আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন । আশ্চি-
ক্কর ক'রে আসুন ।

বিখা । উত্তম, উত্তম ! সত্য পালন কর,
ধর্ম রক্ষা কর । রাজ্য কি ? ঐশ্বর্য্য কি ? রজত-
কাঞ্চন কি ? কিছু না—কিছু না ! অকিঞ্চিৎকর
ধূলিকণা মাত্র ; ধর্মই সব—স্বার্থত্যাগই সব ।

[প্রস্থান ।

শৈব্যা । প্রণাম ।

রাজা । চল শৈব্যা, এস রেহিতাথ এস ।
আরও কঠোর পরীক্ষা আছে । অনেক সহ
করতে হবে । বিশ্বনাথ ! বিশ্বনাথ !

শৈব্যা । মা অরপূর্ণা !

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

বারাণসী—দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ ।

কামন্দক ।

কাম । এখনও প্রভুর দেখা নাই ! ঠাকুর
ভাবছেন যে, হরিশ্চন্দ্রকে খুব জল করেছে,
কিন্তু আমি দেখছি যে, হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের
নাকে দড়ি দিয়ে এদেশ সেদেশ ক'রে নিয়ে
ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে । এর ভিতর দেবতাদের কার-
চুপি আছে ! যেমন সৃষ্টি হ্রিতি প্রলয় করতে
গিয়েছিলেন, তেমনি ভগ্নতা টপকতা ঘুরিয়ে
না দিয়ে—নে ছোট, খত বগলে ক'রে পাওনা
আদায় কর । দেবতারা না হ'লে এমন কন্দির
চাল কেউ চালতে পারে না । সেই যেনকাকে
ছেড়ে দিয়ে একবার ঠাকুরকে কাহিল ক'রে
দিয়েছিল, আর এবার গৈবি চালে চরকার
পাকে ঘোরাচ্ছে । আছে বৈকি, আছে বৈকি
—কেন্দ্রভাদের একটু কিছু দেবত আছে বৈকি !
হাড় মাস নিয়ে কি তাদের ত্যাগিলা করে
চলে । ঐ জন্তই বাপু আমি টিকীটা আসটা
দেখলে একটা গড় ক'রে চলে যাই । এই যে
ঠাকুর আসছেন, একেবারে রণমুগ্ধি, সন্ সন্
বেগ—

(বিখামিত্রের প্রবেশ)

বিখা । এই যে কামন্দক—তোমার
স্নানাদি হয়েছে ?

কাম । আজ্ঞা হ্যাঁ, গঙ্গার আরম্ভা জল
আছে, একটা ডুব দিয়ে নিয়েছি—স্নান
হয়েছে কিন্তু আদি টাঙ্গি এখনও কিছু হয়নি ।

বিখা । তোমার এখনই অবোধা যাত্রা
করতে হবে ।

কাম । তবে আদিটে আজ আর হচ্ছে
না ! প্রভু, আপনি কোন্ নাচের পাকা

হরীতকী খেয়েছিলেন, আমার বলে দিতে পারেন ?

বিধা । কেন, পাঁকা হরীতকী কি হবে ?

কাম । বলি, আপনি তো তাই উদরস্থ ক'রে ক্ষুধা ভুজা ভাড়িয়েছেন । আমাকেও যদি গাছটা দেখিয়ে দেন, তা হ'লে তুচারটা গালে ফেলে দিয়ে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হই । এ তীর্থে সে তীর্থে যেখানে ঘুরি—হয় মা গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরস্বতী, কি সরযু একটা না একটা ঠাকরুণ কল্ কল্ ক'রে চলেছেন, ডুবটী দিতেই হয়, নৈলে ধর্ম থাকে না, আর স্নানটী কর্বামাত্রেই জঠরের ভিতর আদির অনল ধূ ধূ ক'রে জ্বলতে থাকে ।

বিধা । আমি তোমার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিনি । স্নানাদি—অর্থাৎ সন্ধ্যা আহিক পূজা সেরেচ ?

কাম । ওঃ ! তাই ত বলি—আপনার কোমল প্রাণ হঠাৎ অত কঠোর হবে কেন ? ব্রাহ্মণের ছেলের আহার হয়েছে কি না, এমন কথা খামকা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন !

বিধা । লও, এই অলঙ্কারগুলি অঘোধ্যায় স্বরী নিকট দাও গে, যেন যত্নে রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করে ।

কাম । ওটা আর কাকেও দিয়ে পাঠান

বিধা । কেন, তোমার কি এই অঘোধ্যা-টুকু খেতে আলস্য হচ্ছে নাকি ?

কাম । নাঃ ! কালী থেকে অঘোধ্যা এই এক দোড়ের পথ, বিশেষ পেটে কোন ভার লেই হ'ল তার আর কি,—তবে আমার অস্ত্র একটা আপত্তি—আপনি তো জানেন প্রভু, আমি কামিনী কাকন ত্যাগ করেছি, ও অলঙ্কারগুলি আর স্পর্শ করি কি ক'রে ?

বিধা । এ তোমার তো নিজের নয়,

পরের দ্রব্য বহন ক'রে লয়ে যাবে রাজ, তা'তে তো আর দোষ নাই ।

কাম । প্রভু, ও আশ্রয় পর নাই । মণি-কাকন হস্তগত হলোই আমার কেমন গেই গুলির বিনিময়ে কীরসর কিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতো ইচ্ছা করে । এমন কি, অস্ত্র ব্রাহ্মণ না পেলে নিজেই সে কষ্ট স্বীকার ক'রে কেলি । স্বামশ বৎসর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, ধর্মজ্ঞানও নিতান্ত কম হয়নি ; ব্রাহ্মণ-সেবার অস্ত্র আর কি আশ্রয়ব্য পরদ্রব্য জ্ঞান থাকে ? তখন কামন্দক একেবারে সম্পূর্ণ নির্বিকার !

বিধা । নাও, মিছে বাক্চাতুরী করো না—ধর, অলঙ্কার ধর । নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে থাকে, এস, একটু বিখনাধের চরণামৃত দিই গে ।

কাম । অত আহার করলে পথ চ'লবো কি ক'রে দরায় ? বিশেষ, আমার একটু অম্বলের পীড়া আছে । বাঃ ! এগুলি বেশ স্নানর অলঙ্কার, প্রভু কোথায় পেলেন ?

বিধা । এগুলি রাজপুত্র রোহিতাশ্বের অঙ্গে ছিল ; ধৃত হরিশ্চন্দ্র গোপনে সঙ্গে আনয়ন করেছিল ।

কাম । যা বলেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধৃত আর রেখা যায় না ! এক কথার বখাসব্ব ত্যাগ ক'রে কেমন খালি হাত-পা হ'ল ! প্রভুকে দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে এগুলি দিয়ে দিলে বৃষ্টি ?

বিধা । যেচ্ছার দিলে ? আমি বহুতে রোহিতাশ্বের অঙ্গ হতে উন্মোচন ক'রে লয়েছি ।

কাম । সাধু ! সাধু !—ছেলেটা কে ? ধর্ম পতিত হয়নি তো ? কিন্তু ভাবছি—

বিধা । কি—কি ভাবছ ?

কাম । এগুলি তো রোহিতাশ্বের অলঙ্কারের অলঙ্কার নয় ?

বিখা। কেন—তাতে কি?

কাম। সেইগুলি হলোই আপনি পরলে

দিখা। সাজতো। সেই কোমর-পাটা—

বিছে—নিমকল—হাঁতুলি।—

বিখা। আমি অলঙ্কার পরবো কি?

কাম। পরবেন বৈকি। ছেলের গা

থেকে অলঙ্কারগুলো কেড়ে আনলেন, এখন

কি ভাঙারে পড়ে গড়াগড়ি যাবে?

বিখা। তুমি কি মনে কর, আমি নিজের

ভোগের জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করেছি?

কাম। না, তাই ত গোলেপড়েছি। নিজেও

কিছু ভোগ করবেন না, আমরা শিষ্য সেবক

আছি, আমাদেরও তো কিছু দিচ্ছেন না।

মথচ একজনকে পথের ভিখারী করে কেন

যে এসব গ্রহণ করলেন, তাও বুঝতে পাচ্ছি

না। অপরাধ না লন যদি, একটা কথা

জিজ্ঞাসা করবো কি?

বিখা। কি কথা?

কাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সে দিন কি

হবে। আমরা কি আবার মার মুখ দেখবো

বিখা। কার মুখ?—কার মা?

কাম। আপনার—দূর ভাই, এই আমার

—আমার গুরু-মার; প্রভু কি একটা দার-

পরিগ্রহ করবেন? তাই পুত্রের জন্য পূর্ণ

হতে এই রাজ্যাদি সঞ্চয় করছেন?

বিখা। বাতুল! কামন্দক, শাস্ত্রাধ্যয়ন

করেও ভোমার প্রলাপবাক্য ঘুচলো না?

কাম। আর বিলম্ব করো না, সাবধানে লয়ে

যাও।

কাম। প্রভু, এই বেলা ভ্রম্য করাটা

শিখরে দিন না, যদি পথে তত্ত্বর উত্তর আসে,

অরুণি কটমটিরে চাইব।

বিখা। যাও—যাও—এ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে

তত্ত্বরের ভর নাই—এই আমার—আমার

রাজ্য, তুমি সেইখানেই অপেক্ষা করো,

আমি দক্ষিণা গ্রহণ করে তথায় উপস্থিত
হব।

কাম। এখনও দক্ষিণা হয়নি বুঝি!

ছেলের পারের গহনা পর্যন্ত গেছে, এখন

নিজে দক্ষিণান্ত না হলে দক্ষিণা দিতে পারবে

না।

বিখা। সে চিন্তা তোমার করতে হবে-

না। হরিশ্চন্দ্রের ধর্মজ্ঞান আছে, সে যেমন

ক'রে পারে হবে।

কাম। যে-ম-ন-ক-র-পা-রে—“যেমনের”

মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নিজে, “করের” মধ্যে রাণী,

আর “পারের” মধ্যে পুত্র—এই তো “যেমন

করে পারে” ভিন আছে—

বিখা। অসুমান মন্দ করনি—যাও।

কাম। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিখা। কার্য—কার্য—কার্য। তপ জপ

ধাই করি, কর্মফল বাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের

কর্মফল দুঃখভোগ, আমার কর্মফল দুঃখ-

দান; তাই সকলেই এখন আমার কাছে

প্রাণের কোমলতার আকালন করে করত,

এও তাদের কর্মফল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরু-

ণের মস্তক অবনত করলেম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বরও আমার ভয়ে শব্দিত হলেন; কিন্তু

এই কর্ম করার কে, তাকে পেলেম না! কে

সে?—কে সে?—কে এ কর্মের কর্তা?—

কে কর্তা?—কে কর্তা?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ।

বারাণসী—বিপদ-পথ

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। ঋণ ঋণ ঋণ! ও—কি জালা

খনের এত জালা! হৃদয়ে শতবাণ সিদ্ধ

সেও বোধ হয় এত যত্না হয় না।
 সালের জীবন ভাঙারে এমন কি উৎ-
 কট ব্যাপি আছে, যার অক্লিষ্ট লোক
 প্রণয়ের হাতনা অপেক্ষা অধিক হয়? বোর
 আরিত্রের নিরন্তর করে পতিত হয়ে যে হত-
 তাগ্য জঠরের জালায় কুকুরের উজ্জিষ্ট অন্ন
 সালারিত চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সেও ঋণী
 অপেক্ষা সুখী! মেহ-প্রণয়ের কোমল তরী
 শতধা বিচ্ছিন্ন হলে জীবনভার অসহনীয় হয়,
 বিকট উন্মাদ এসে মহাব্যস্রের কাকনমন্দির
 প্রকাশন ক'রে ফেলে, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে,
 প্রণয়ের যন্ত্রণার কাছে তাও অতি তুচ্ছ! কেন
 আমি যেচ্ছার সাংঘাতিক শত্রু করাল
 কবলে গিয়ে পতিত হলেম? কেন অগপচাং
 না ভেবে সভ্য ক'রে ঋণাশালে আবদ্ধ হলেম?
 ঋণ! তুই মানবের মহাব্যস্র-অপহারী—
 সহস্র সহস্র দ্রুতের গর্ভধারিণী জননী।
 তোর স্পর্শমুদ্রে মামবের সমস্ত জীবন-
 শ্রোত চিরদিনের জন্য কলুষিত ও কলঙ্কিত
 হয়। মিথ্যা তোর জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রবকনা তোর
 আদরিণী কন্যা। নরহত্যাচারী অপরাধী
 যেমন বৃক্ষপত্রের মর্মে সচকিতে প্রহরীর
 পদশব্দ অহুসিত করে, ঋণগ্রস্ত হতভাগী
 তরুণ পবন-সকারে উত্তমর্ষের আগমন-
 আশঙ্কায়, গৌরব গরিমা মর্যাদায় উলাঙ্গলি
 দিয়ে ভয়ব্যাকুলচিত্তে 'কোথায় মিথ্যা!
 কোথায় মিথ্যা! কোথায় প্রবকনা!' বলে হুপ-
 সনৌপস্থ পশুর ভায় ধর ধর কাঁপতে থাকে।
 কেন—কেন—কেন আমি আপন সক্ষম না
 বুঝে সভ্য করলেম? কিসের দান! কিসের
 ধর্ম! ঋণ ব্যাধি, তার আবার দানধর্ম কি?
 বিশ্বনাথ! তোমার অলজ্ঞা নিরমের সমুখে
 কিছুমাত্র অবিচার নাই। তাগোর বিপক্ষে
 অভিযোগ করবার আমার কোন অধিকার
 নাই। আমি অপরাধী, শত সহস্র অপরাধী!

সক্ষম না বুঝে ঋণ করছি, আমার অতিভার-
 যত অতি সন্ত নাতি হচ্ছে। ঋণীরা কি
 এখনও মানি হয় নি, দেবি।

[প্রবাহন।

(শিবনারায়ণ ও জটাবারীর প্রবেশ)

শিব। কৈ, হাট তো ফাঁক দেবছি, আমি
 কি ভ্রম হলো? হ্যাঁরে জটাবারী, আজ কি
 বার বল দেবি?

জটা। বেশান্তিবার।

শিব। বৃহস্পতিবারই তো, ঠিকই তো,
 তা ভ্রম হবে কেন? ভ্রম হবার মত কি বল
 হয়েছে? তা এই বৃহস্পতিবারেই তো দানের
 হাট হয়, তা আজ একজনও বিক্রীর জন্ত
 আসে নি কেন?

জটা। আর আসবে কোথা থেকে?
 চাকর কি আর পাওরা বাবে? বত রাজা-
 রাজড়ার মরণ নেই—পৃথিবীতে আর জাহগা
 খুঁজে পান না, বত দান দান করেন, সব
 কানীতে এসে। দেখ না, অন্নসত্তের উপর
 আবার অন্নসত্ত খুলচেন। অভিধিশালার তো
 আর ভণিত নাই, গেলেই এক হুটো অন্নও
 আছে, ধন-কড়িও পাচ্ছে, লোক আর পরের
 চাকরী কত আসবে কেন? কানীতে এইবার
 যে বার নিজের মাঝার ক'রে জল ভুলতে
 হবে, আপনার হাতে উজ্জিষ্ট রাজতে হবে,
 চাকর আর এখানে ভুটতে না।

শিব। সে ত পরের কথা পরে যে বাবা,
 আপাতত: আমার একটা দানীনা হ'লে আর
 চলে না। বাড়ীতে বেঁচে এলে তো বাপু,
 তোমার দানীর রশচণ্ডী হুঁটিতে বেঁচে তো
 বেরলে? এখন শুধু শুধু ঘরে কিরলে আর
 রক্ষা থাকবে না।

জটা। তোমার যে দানী দান নেই,
 তাই ত তিনি এত বাড়ান। দানী যদি
 আমার হাতে পড়তেন।

শিব। ও কি কথা রে বোটা ? "মাঝি
আমার হাতে পড়বে" কি কথা রে বোটা ?

জটা। বলি, বলি—

শিব। বলি কি ? এর আমার যদি কি রে
যেটা ? মাঝি মার তবু না।

জটা। ঐ সজ্জা, তাই যদি বলিচি।

শিব। না, খবরদার আর বলিসনে।

তখন বুড়ো হাবড়া হলো ও বা হোক হতো,
শাস্ত্রমত তোর মাঝিকে এখনও বালাজী বলা
যায় ; আমার পরমায় বুদ্ধি হবে বলেই এ
করসে বালা জী বিবাহ করেছে।

জটা। তা বিবাহ যা করেচ মাঝি, তোমার
পরমায় কেন, অনেক রকম বুদ্ধি হবে।

শিব। তা হবে হবে, ব্রাহ্মণীর অনেকগুলি
লক্ষণ ভাল। তবে কি জানিস, কোমলাঙ্গী,
সেই অস্ত্র বড় পরিভ্রমে পটু নন। আমি তো
অশস্ত্র হয়ে পড়েছি, আর তোর দ্বারা তো
কোন কাজ-কর্ম হবার বে। নাই, সুতরাং
একটা স্ত্রী না হ'লে চলে কৈ ? পুরুষ
অপেক্ষা একটা দাসী পেলেই ভাল হয়,
সর্বদা অস্ত্র-পুরে থাকে, তা কৈ, আজ তো
কিছুই দেখছি না।

জটা। ও মাঝি, ঐ কে একটা মাগী
আমছে, সঙ্গে একটা ছেলে।

শিব। কৈ ?

জটা। ঐ যে মাঝি, দেখতে পাচ্ছ না ?

শিব। কে ঐ স্ত্রীলোকটা ? ভটে, মুখ
কিভাবে নে বলছি, সন্ধ্যান। ওদিকে তাকা-
মনি। দেখতে পাচ্ছিনি কোর ভাগ্যবানের
ঘরের ঘেরে ?

জটা। ভাগ্যবানের ঘেরে তো মাঝি
কুটো দিয়েছে কেন ?

শিব। কুটো দিয়েছে, তা কি হয়েছে ?
কোথা থেকে উড়ে পড়েছে।

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষ্মীর সত্যত

যোনের কলো থেকে। দাসী কিনতে এগেছ,
জান না যে, কুটো মাঝারই হলো চিহ্নিত। ঐ
কুটো মাঝার দার, কপাল ভেঙ্গেছে তার।

শিব। ঐ যেহেঁটা দাসী বলে বিক্রী হবে ?

জটা। কেন হবে না ? দাসী হ'লে বুঝি
আর করনা হ'তে নেই, না নাক চোক মুখটি
টিকলো থাকলেই লক্ষ্মী অগো হন।

শিব। আ হা—হা।

জটা। অত গোলো না মাঝি, অত গোলো
না, তা হ'লে দর চড়ে যাবে। আর শুধু গাই
নয়, ঠান্ডে একটা বাছুর বাঁধা দেখছি।

(শৈব্যা ও রোহিতাশের প্রবেশ)

রোহিত। না মা, না মা, তুমি কোথাও
যেও না। বাবা আর তা হ'লে বাঁচবেন না,
আমি কার কাছে থাকবো, কোথায় যাব ?

শৈব্যা। চুপ কর বাবা চুপ কর, কৈ না।
কে আছেন কানীবাসী, কে আছেন করুণরূপ
ব্রাহ্মণ ! কে কুশিনীকে দাসীভাবে আশ্রয়
দেবেন ? ব্রাহ্মণ-সেবার অস্ত্র দাসী আত্মবিক্রয়
করছে। বৎসামাত্র মূল্য দিয়ে কেহ কি দরিদ্র
দাসীকে ক্রয় করবেন ?

জটা। দেখলে, মাঝি দেখলে, আমি তো
বলেছিলাম মাগী দাসী। (জনান্তিকে) মাঝি,
ও শক্ত মত আছে, কিছু তা বলা হবে না।
তুমি চুপ কর, আমি দাঁত কজি। (প্রকাণ্ডে)
বলি হাঁয়ে মাগী, তুই তো দেখছি আপনাকে
আপনিই বিক্রী কর্ত্তে এনেচিস, তোর কর্ত্তা
কে—বাম কে নেবে ?

শৈব্যা। আমার প্রকৃত নিকটেই আছেন,
এখনই আসবেন, আপনারা আমার ক্রয় করুন,
আমি মূল্য ভীকেই দেব।

জটা। বলি মাগী, তুই সব কাজ-কর্ম
পারবি তো ? গোয়াল দেখতে, ইঁদারা থেকে
জল টানতে—তোমার গারে তো এদিকে রক্ত

নেই দেখাচি, ক্যাকাসে বেরে গেছিল,—তুই বলি কত ?

রোহিত । হ্যাগা ঠাকুর ! তোমার ছেলে বেলায় কি তোমার বাপ মা আচাৰ্যের কাছে পড়তে দেন নি ? আবারে রাতে বুনোয়া আসতো—তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথা কচ্চো যে।

জটা । কে রে ছোঁড়াটা ? তাঁবি ডেপো, দাসীর সঙ্গে আবার কি কোরে কথা কইতে হবে ?

রোহিত । আচাৰ্য বলতেন, বিনি যেমন লোক, তিনি তাঁর নিজের ভাবায় কথা কন।

জটা । বটে । তোর আচাৰ্য্যিকে বলিস যে, আমার নিজের ভাবায় বলে যে, তিথারীর ছেলেকে অভ পেট চিরে বিভে দিতে নেই—হতভাগা ছোঁড়া !

শৈব্যা । চুপ চুপ বাছা, ব্রাহ্মণ—গলার পৈতে । বাছা রে আর কেন অভিমান ? ভুলে যা ! ভুলে যা ! যা ছিলি, ভুলে যা । যা শিখেছিলি, ভুলে যা । যা জানতিস, ভুলে যা । বাদের জানতিস, ভুলে যা । বাপ রে, কাকালিনীর ভেলে কাকাল, কাকালের কিছু থাকতে নাই ! কাকালের খুণা-তুকা থাকতে নাই, গীত-প্রায় থাকতে নাই, সভ্যতা থাকতে নাই, কাকালের মানমর্যাদা থাকতে নাই,—অভিমান থাকতে নাই, কাকালের প্রাণে দেহমরতা থাকতে নাই, কিছুই থাকতে নাই । কাকাল কাকাল, পৃথিবীতে তার আর অভ পরিচয় নাই !

শিব । মা, তুমি ছুঃখ কোরো না । ব্রাহ্মণের ছেলে মূৰ্খ হ'লে অনেক যে-য । জটে, যখন কথা কইতে জানিসনে, তখন চুপ ক'রে থাকাই ভাল । দেখতে পাচ্ছিসনে, সন্ন্যাস ঘরের ঘেরে ! অমন রূপ, অমন কথাবার্তা ।

জটা । মায়া, তুমি যেখানে সেখানে আমার মুকথ্য ব'লে অপমান কর ?

শিব । আমি তো কেঁরন কথাই কইনি বাবা, তুমিই তো আসে পরিচয় দিলে ।

জটা । তবে কি মাখার বলিরে দাসীকে ভব পাট কর্তে হবে নাকি ? না হয় তাই করি, ওগো আধিনী, আভাজিনী হোক ! দমায়ন্তী হরে আমারে কৃতভবনে তত গদাধারো ক'রে আমার ও আমার তিরান পুরুষকে কৃতান্ত করুন ; প্রাভঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে তিন পনেরং পাঁচাত্তর পঁচাত্তর ক'রে আটা ছাতুর ছেরাকি করুন, আমার মাখার এক পা আর দায়ীর মাখার এক পা দিরে নিছিন্দি হরে নিলোঁতুরাণাং হ'ন ; আমি পণ্ডিত বেদ-কাস মুকহ ভাবার আপনাকে দাসী-রাণী ব'লে ডাকচি।

শৈব্যা । ঠাকুর, দাসীকে বিজপ করেন কেন ? বালকের কথার রাগ করতে নাই । আপনারা কি বখাৰ্খই আমাকে জয় করবেন ? করেন তো আমি বড়ই উপকৃত হই । অস্ত্র পুরুষের সম্মুখে বাহির হ'ব না, উজ্জিষ্ট ভোজন করবো না ; আর আমার দ্বারা ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবাই পাবেন ।

জটা । নাও মায়া হরোচে, খুব তোমার মনের মত দাসী হরোচে । উজ্জিষ্ট খাবেন না, তা খুব হরোচে, এক কাক কোরো, সকালবেলা বস্ট । বাজিরে ওঁর ভোগ দিরে তার পর তোমার শাপগেরার বাপলিঙ্গি টিকি বা আছে, তাঁদের পেসাদি দিও । আর উনি তো কাঁকেরও থা দেখাবেন না, তা গোয়ালের পচনে ওর একটা আলাদা অভঙ্গপুরে বেঁধে দিও, সেখানে সাত হাত ঘোষটা দিরে পাটরাণী হরে ব'লে থাকবেন ; আর দায়ীকে বলো, মাঝে মাঝে দিরে বাতাস ক'রে আসবে । বাস, দাসীর সেবা দাসী পেয়ে গেলে !

শিব । তুই খাম, বোলকি ছোঁড়া, বাছা, তাই হবে ; তোমার মূল্য কত ?

শৈব্যা। হা হ্যা ক'রে গেল।

জটা। জিন্দা হামকী। জিন্দা হামকী। বা

ওগ বেখতি, ওর ওপর আর এক কথা নয়।

শিব। তুমি কি চুপ করতে পারিস নি ?

তবু বাছা, তোমার একটা মূল্য বলতে হয়।

শৈব্যা। ঠাকুর, আমি একপে ধীর দাসী,

তিনি আমার বিনা মূল্যে ক্রয় করেছিলেন,

আমার এই অকিঞ্চিৎকর বেহের এক কপ-

দিকও মূল্য আছে, তা আমি বিবেচনা করি

না। তবে আমার প্রভু এক ব্রাহ্মণের নিকট

সহস্র সুবর্ণের মত খণ্ডি আছেন, দাসী সেই

ঋণ-পরিণোদ্যেই আত্ম-বিক্রয় করেছে।

জটা। কি কি, কত ? সহস্র। সে ক

হাজার ? খুব লম্বা চোড়া কথা বেখতি বে,

পেরত-বাড়ী ঢুকে তার সোণার গাছে মণি-

কের পাতা ধরিয়ে বেবে নাকি ?—এতো

দাম।

শৈব্যা। আমি আমার মূল্যের কথা

বলিনি, আমার প্রভুর প্রয়োজনের কথা

বলেছি।

জটা। কিনবো তোমার, আর ওজন

হবেন তোমার প্রভু বৃথি ? আর ওজন নরৈই

বা দাসী কেনা কি ?

ব্রাহ্মণ। ওরে গাধা, ওজন নয়, ওজন নয়

—প্রয়োজন। বাছা, আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ,

তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো ফেরন ক'রে ?

আমার বেখতি মত দাসীর অনুসন্ধান করতে

হ'ল।

শৈব্যা। দেব! আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য

জাতির গৃহে বাস করবো না; আপনার বা

অভিকৃতি হয়, কৃপা ক'রে তাই দেন, আমার

ক্রয় করুন।

ব্রাহ্মণ। দেখ বাছা, আমি বৃদ্ধ, অধিক

কথা জানি না। সংসারে ব্রাহ্মণী একাকিনী,

তার তিনি কিকিৎ কোরলো এই মতই একটা

সকলিত বেহের তর করছি। আর আর মূল্যেই

লগরার ইচ্ছা ছিল, তা তোমার অতি স্নেহ-

কণা বেখে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে যে, তুমি

আমার গৃহে থাক, সেই মত পাঁচশত সুবর্ণ

পণ্য দিতে পারি;—এখন তোমার ইচ্ছা।

শৈব্যা। আজ্ঞা, তাই দেবেন, আমি যথেষ্ট

অনুগ্রহীত হলেম।

রোহিত। আর ঠাকুর, আমার মত কত

বেবেন ?

ব্রাহ্মণ। তোমার আবার কি ? তুমি ?

বাছা, এটা কি তোমার—

শৈব্যা। হ্যা ঠাকুর, হুঃখিনীর গর্ভে বয়স

পেতেই এই নিঃ এয়েছিল।

ব্রাহ্মণ। তোমার তো বাপু আমার প্রয়ো-

জন নাই।

রোহিত। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে

পারবো না। ঠাকুর, দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে

বান, আমি অনেক কাম করতে পারবো।

আমার ধনুক দেবেন, আপনার বাটাতে

পাহারা দেব, কোন শত্রু আসতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। বাপু, আমার সামান্য পুরী, শত্রু

কে আসবে যে, তুমি ধনুর্কোণ ধ'রে রক্ষা

করবে ?

রোহিত। আমার বা বলবেন, তাই

করবো। গরু চরাব, আপনার পুজার

ফুল তুলবো। বা—বা, আমার কলে

বেও না মা! মা, আমি একদণ্ড তোমার

কোল ছাড়া থাকতে পারিনে। বা, আমি

তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর, তোমার পায়ে

পড়ি—

জটা। বা বা-বা-বা ছোঁড়া—নিরে চল,

নিরে বাওয়া অবনি বুধের কথা! কাঁড়ি

যোগাবে কে ? ছবেলা গিলবে যে এত এত,

কোথা থেকে আসবে ? ধান গম বড় সত্য—

না।

রোহিত। আগমারও পারে পড়ি, আগনি রাগ করবেন না, আমি বা বোঝি, তার জন্ত আমার কথা করুন। আমার বা দেবেন, আমি তাই খাব—খুব কম খাব—এক এক-দিন খাব না।

জটা। না না না—তা হবে না। ইস্, না খেয়ে থাকবেন! ঢের বেটা অমন কথা বলে।

রোহিত। না ঠাকুর, আমি মিথ্যাকথা বলতে জানি না, আমার দয়া ক'রে চাকর করুন। মা, বল না মা বল, আমার জন্ত আর আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে যা ফেলা যায়—যা কুকুর-বেড়ালে খায়, আমি তাই খেয়ে থাকবো।

জটা। ওরে বাবা, সে মামীর হুকো—কুকুর বেড়াল কি? মামীর দাপটে আমার নামার বাড়ী কাক চিল বলে না। তুমি যে ভাবচ কাঁড়ি কাঁড়ি ছড়াছড়ি বাবে, আর সাপুটে খাবে—তার ঘোটা নাই, মামী আমার পিপড়ের গর্ভ থেকে চিনি টেনে বের ক'রে নেন।

রোহিত। ও মা, কি হবে বা—কি হবে মা! আমি যে তোমার ছেড়ে থাকতে পারবো না মা! তবে আমার ঐ গভার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বাও, আমি ম'রে যাই। ও গো, আমি না ছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচবো?

শৈব্যা। বাট্ বাট্! দুঃখিনীর ধন, অমন কথা বল না বাছ। পিতা, যদি দয়া ক'রে দুঃখিনী কস্তার তার গ্রহণ করেন, তবে তার অবোধ শিশুটিকেও কাছে থাকতে দিন। কুণা ক'রে যে অন্ন আমার দিবেন, তারই ভাগ দিবে আমি ওকে পালন করবো—তাই আহা ক'রে ও আপনাদের সেবা করবে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই চল, বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলবো; এখন তোমার অন্ন থেকে ভাগ দেবে,

তাঁতে আর কোনও কি? কিছু বল বাবা জটা-ধারী, এতে আর তোমার দারী—

জটা। বেশী কিছু নয়, তোমার গিটে যা কতক কাঠের চালা দেবেন। আমার বল মুকখ্যু—তোমার বুদ্ধিতে বলি হারি যাই বাবা। শুনলে না, ওটা বহুকথরা বরা-মারা ছেলে—হিমালয় সাগর বাবে। আর মাগী গাওে গিটে সব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ি হবে, তোমার জল ঘটীতে নেড়ে দেবার জোর গায়ে থাকবে না; ঐ অতগুলো সোণা দিলে, সব পণ্ডেইরম হবে।

ব্রাহ্মণ। তাই ত, তাই ত। হাঁগো বাছা, এ জটাই কি বলে? তা—তা—তা দেখ জটাই, ছেলেটার জন্ত মারাটা হচ্ছে, না পোবার, শুধন—

(বিখ্যামিত্রের প্রবেশ)

বিখা। এই যে মা লক্ষী এখানে। ইনি কোথায়? আমার দক্ষিণা প্রস্তুত?

শৈব্যা। দেব, আপনার আশীর্বাদে অর্কেকের সংস্থান হয়েছে।

বিখা। অর্কেক! এখনও অর্কেক! সূর্য যে অস্ত বান।

শৈব্যা। প্রভু, আমার সাথ্যে আর অধিক হ'ল না। পিতা, কুণা ক'রে দাসীর জন্ত যে সুবর্ণ দেবেন, আজ্ঞে করুন, তা এই ঋষিবরের হস্তে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। একে—আচ্ছা এই নিন। গণনা ক'রে দেখুন, পাঁচশত সুবর্ণ আছে।

জটা। ও বাবা! বলি হ্যাঁগো কঠাক-রূপ, ইনিই তোমাদের মহাজন নাকি? ঋষি-বর বড়ে না? সাজগোজ ভো দেখছি সেই রকম, তার তেতর তেজারতিটুই আছে—

বিখা। কে রে অর্ধাটীন—

জটা। নাও নাও ঠাকুর, অত আর আশ্বাসমতে কাজ নাই, আমি আর তোমার

খাতক কই। বিক্রিয় কয়েক জাল—একিৎ
পেরা প'রে কটিক-কট গলাই বিরে ধরটা
টরটা বেশ করিয়েচ, ছুয়ে কাঁচবারটা খুব
জাঁকিয়ে চলবে। চল যাঁচা চল।

বিধা। যা লক্ষ্য কি আশ্ববিজ্ঞ ক'রে
অর্থ সংগ্রহ করলেন নাকি? সাধু! সাধু!
তুমিই সত্যী পুণ্যবতী! একেই বলে সৎ-
ধর্মী! আমার ইঙ্গিত তবে তুমি বুঝতে
পেরেছিলে? ভাল ভাল—আমার আশীর্বাদে
সত্যী অমরত্ব লাভ কর।

শৈব্যা। দেব, আর ও আশীর্বাদ করবেন
না, যাতে এই দুঃখের বোঝা বিখনাথের
চরণে নীত্র নীত্র নামিয়ে দিয়ে আর্ধ্যপুত্রের
কোলে গজাঙ্কলে এ জীবন ত্যাগ করতে
পারি, সেই আশীর্বাদ করুন। অমরত্ব আমার
পক্ষে শুভ আশীর্বাদ নয়।

বিধা। বৎসে, আমি তোমার সে অম-
রত্বের বর প্রদান করি নাই। পৃথিবীতে সেরূপ
অমরত্ব অনন্ত বাতনার সংস্থান মাত্র। বত-
দিন আকাশে চক্র-সূর্য্য উদয় হবে—বতদিন
জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত হবে—বতদিন
পৃথিবীতে জীবের বাস থাকবে। ততদিন
লোকে তোমার এই অপূর্ণ পতিভক্তি—এই
আদর্শ দাম্পত্যদায়িত্ব—এই নিদাম আত্ম-
বিসর্জন কীর্ত্তন করবে। রমণীললামভূতা
শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই একমাত্র
অমরত্ব, আমি তোমার মেই আশীর্বাদ
করেছি। এক্ষণে তোমার স্বামী কোথায়?
এখনও সম্পূর্ণ গুণ পরিশোধ হয় নাই।

শৈব্যা। হেঁম, তিনি নিকটেই কোথাও
আছেন, আমি জান করতে এসে ধোঁপনে
আত্মবিজ্ঞান করলেম, তাঁর চরণে অহুমতি
লওয়া হ'ল না। অহুমতি প্রার্থনা করবার
সাহস আমার নাই; এ কথা শুনে তিনি
কি করবেন, তা জানতেও আমার স্বংকম্প

হচ্ছে। তাঁর কই তাঁকে বলা করবেন।
আমি ক্ষয়, দুর্বা, ভাবীরবী, পুণ্যভূমি বার-
পসী সাক্ষী ক'রে, তাঁর চরণে বিদায় নিলেম।
অবিনী তাঁর চিরবাসী, তাঁর কার্যেই পর-
পরিচর্য্যার দেহ নিয়োজিত করেম; এখন
প্রাণ অবিরহিতভাবে সেই চরণেই প'ড়ে
রইল। আমার ধর্ম, পুণ্য, দেবতা, স্বর্গ সবই
তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই
মার্জনা করবেন। দেব! আপনি তাঁকে
প্রবোধ দেবেন। স্বামিন্! প্রভু! দেবতা!
নাথ! শৈব্যার বিখনাথ! বিদায় হই। ধর্ম
যদি কর্মকল খণ্ডন করেন, তবে জগতে
আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ হৃদিনের এই
অভিনয়ান্তে, সেই অনন্তধামে অবিলেদ
পতিসুখ ভোগ করবার আশার রুইলেম।
পিতা, চন্দন, আর বিলম্ব কর্বো না, দেখা
হ'লে বাগুয়া হবে না। আর বাবা আর।
রোহিত। মা, বাবা যাবে না? তবে
বাবাকে কখন দেখতে পাব?

শৈব্যা। বাবা, পাবে—পাবে—

জটা। বস, ঐ পর্ষাভ। অনেক রাজ্যের
ঘটা শোনা গেছে, আর না, জঠরের ভেতর
ছটা চুলা অ'লে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ। এস মা, এস।

শৈব্যা। বিবির, প্রণাম হই। বাবা,
প্রণাম কর। নাথ—বিখনাথ—

[বিখনাথ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিধা। যদি জগতে আর্ধ্য-বিসর্জনে, আত্ম-
সংযমে মহাতপা বোঙ্গী স্ববিক্রম কেহ প্রস্তুত
করতে পারে—তবে সে রমণী। পতিব্রতা
রমণী—সম্ভাবনবৎসল রমণীই একমাত্র তপস্বিনী।
আপনার স্বপ্ন শান্তি প্রবৃত্তি বাসনা বেহমরী
রমণী পতির ভক্ত, সম্ভানের ভক্ত সমস্ত বিস-
র্জন বিস্তে পারে। সত্যী আপনার স্বপ্নও
আপনি ছেদন ক'রে প্রদান-বধনে হাসতে

হাস্তে পতির চরণে জালি দিতে পারে।
সহানুভূতি বনবাসী ভগবী অনাহারে অনিদ্রায়
পঙ্কজের অভ্যাচার সহ ক'রে তপ করেন,
সেও বুদ্ধি-কামনার; কিন্তু নরকের বিভী-
ষিকা সম্মুখে যেখোঁ সত্য পতিপদ সেবার
অন্ত লালারিত হন। পতির কার্য্যার্থ
ধর্ম্মার্থ পাণপুণ্য সত্য বিচার করেন না।
অগতে কামিনীই যথার্থ নিদ্ধারী। এ কি
হৃদয়! রমণীর নয়নে জল-কণা দেখে দুর্বল
হও কেন? এখন না—এখন না—এখন না;
কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। দান্তিকের হর্ষচূর্ণ গ্রয়ো
জন, ঐশ্বর্য্য-গর্ভের মস্তকে পদাঘাত করতে
হবে, ধর্ম্মবর্ণী হরিশ্চন্দ্রকে হর্দ্বশার নিরন্তর
ভরে পাতিত ক'রে ধর্ম্মের মুখে কালিমালেশ
করতে হবে। কোথায় ধর্ম্ম? এখনও এল না;
রাজরাণী শৈব্যা বারানসীর দাস-বিপণিতে
বিক্রীত হল, রক্ষা করতে পারলে না! ভুলিনি
—ভুলিনি! তুমিই জানকীকে পাতালে
পাঠিয়েছিলে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কৈ শৈব্যা! কৈ কোথা গিয়ে,
তোমার না দেখে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার
দেখছি! কোথায় গেলে? খান করতে
গেলে, আর তো তোমার দেখতে পাইনি।
অজ্ঞাণা হরিশ্চন্দ্রের সর্বনাশ-যজ্ঞে আহতি
দিয়ে জাহ্নবী কি আমার সর্বস্বদন হরণ
করেন? হ্যাঁ না সর্বগ্রাসী, আমার এইটুকু
স্বপ্নও কি তোমার সইল না?

বিধা। বাতুলের ভায় কি বলছো?
এদিকে চেয়ে দেখ।

রাজা। শিবির?

বিধা। হ্যাঁ, একবার আকাশের দিকে
চেয়ে দেখ, তোমার বংশনিধান অঙ্গগত-
প্রাণ।

রাজা। আমার শৈব্যাকে দেখেছেন?

বিধা। দেখেছি, তোমার পরীপুষ্টের কত
কোন চিন্তা নাই।

রাজা। তার কোথায়?—তার
কোথায়?

বিধা। আমি তো তোমার দূত নর বে,
আজ্ঞামাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করবো।
আমি আর পলমাত্র বিলম্ব করবো না, আজ্ঞা,
পরিষ্কার বলনা কেন যে, আমি দেব না?
আমি নিশ্চিত হয়ে বহুদানে প্রস্থান করি।
আমি আর তো বলপূর্ব্বক তোমার কাছে
কিছু বলতে আসি নি।

রাজা। দেব! সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল
সত্যের বলে আমি আবদ্ধ, কেমন ক'রে বলি,
দেব না? কিন্তু উপায় কৈ? আপনার ইচ্ছিতে
আত্মবিক্রম করতে বিপণিতে এসেছিলেম,
কিন্তু গ্রহ-আমার বিরূপ, বাজারে ক্রেতা
নাই।

বিধা। দেখ, ছলনা রাখ। ক্রেতা নাই!
তুমি চিরদাসবে আবদ্ধ হ'তে স্বীকৃত হ'লে,
আর পাঁচশত সুবর্ণ সংগ্রহ করতে পার
না?

রাজা। পাঁচ শত সুবর্ণ! আমি তো
সহস্রের জন্তে সত্যে আবদ্ধ।

বিধা। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার পরম বুদ্ধি-
মতী সহধর্ম্মিণী স্বামীর অর্ধেক ঋণ পরিশোধ
করেছেন।

রাজা। সে কি? শৈব্যা! ঋণ পরিশোধ?
কেমন ক'রে? কোথায় যে—কোথায়?

বিধা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা
পেতে। শৈব্যা সত্যী, সত্য সত্যই স্বামীর ঋণ
পরিশোধে ইচ্ছা ছিল, তাই সে ক্রেতা
পেয়েছে।

রাজা। ক্রেতা পেয়েছে! শৈব্যা ক্রেতা
পেয়েছে! তবে কি শৈব্যা দাসী? সহস্র
কিন্দরীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী। এ কি—

একি—যেদিনী টলবল করে কেন! আমি বাই—বাই—একবারে বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে বিপুল হয়ে বাই।

বিধা। মহারাজ, ভয়ভাঞ্জে আমি অনেকরূপ নাটকাত্মিন্য দেখেছি, আপনায় এই অপূর্ণ অভিনয় অতি সুন্দর হ'লেও আমার দেখবার স্পৃহা নাই।

রাজা। ঋষিষর! আপনায় বাক্যে বজ্র আছে, কিন্তু দম্ব কচ্ছে না কেন?

বিধা। দম্ব হবার কি এতই বাসনা হয়েছে? তা সাধ পূর্ণ হবে, বিলম্ব নাই। ঐ সায়ার-সানের অস্ত্র সূর্য্য ভাগীরথী গর্ভে অবতরণ কচ্ছেন। ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঐ রক্তপিণ্ড অশুভ হ'লে শুভ তুমি নয়, তোমার সপ্তম পুরুষের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বর্ণ সমস্তই ধ্বংস হ'বে।

রাজা। ভেজস্বী, রক্ষা করুন! ক্রোধ সংবরণ করুন। দয়া করুন। ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশের কীর্তি ভস্ম করবেন না। ও হো-হো-হো! শৈব্যা দাসী! রাজকুমার পরায়ে—পরগৃহে! আর কেন—মাজা করুন, কি করবো? আর অভিমান নাই, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই, যাক্ ইচ্ছা আমার বিক্রয় করুন, আপনায় ঋণ আপনি পরিশোধ করে নিন।

বিধা। এই এককণে তোমার সুখের উদয় হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহবৃত্ত হ'লে।

রাজা। কোথায় কে আছে, কালীবাঈ এস—এস, দাণ ক্রয় কর। কার দানের প্রয়োজন? কার বলভার বহন করতে হবে? কার খেচরচারণের কঠিচ্ছেদনে ভৃত্য চাই? কার অঙ্গনের আবর্জনা মার্জনের দাসীদাসীদের অভাব? এস এস, ক্রয় কর। মুকুটবাঈ-শির আঁকি আচড়ালের পেনা করিতে এসেছ।

বিধা। হরিভক্ত! আশ্চর্যবৃত্ত হচ্ছে

কেন, পরিচর দানে অধিক অপমানকে কেন আত্মান করছো?

রাজা। বস্ত্র! ধন্য ঋষি! অর্ধের ঋণ পরিশোধ হলেও ঋণী থাকবো, ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(পরহা ও ঝিমনের প্রবেশ)

পরহা। কুথারে কুথারে? কে বিক্রী হোবিরে? হাঁরে তু দেখেছিল, এখানে কে বিক্রী হোবে বলে চিলাছিল?

বিধা। দেখ ক্রেতা, উপস্থিত, আপনাকে অর্পণ কর।

রাজা। বাপু, তোমরা কে?

ঝিমন। আরে তু চিনিস না, জানিস না, কালীতে মরতে আসছিল, আর ঠিকাদারকে চিনিস না? এখানে মরবি, বিশ্বনাথ কাণে রামনাম সূকবে, শিব হবি; লেকেন আগে আমার সদ্ধার পরহা ঠিকাদারের হাতে দান কাপড়খানি ধ'রে দিবি তো অলিয়ে পুড়িয়ে স্বর্গে বাবি।

পরহা। আরে বাপরে বাপ! আজকাল ঘাটে বড়া কাম! আট নরী নোকর আছে, তাকি হুটী বাট সাবাল দিতে পারবো না। খালি রাম নাম সত্য হার—রাম নাম সত্য হার। কেজা মুর্দা হামার দান কাপড়টি ফাকি দেকে শিব হয়ে স্বর্গে যার। দেই হামি আর একটী ভাল নোকর চুড়ছি। কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা?

বিধা। দেখ দেখি, এ লোকটী কেমন?

পরহা। এতো সোণার চাঁদ আছে ঠাকুর বাবা! কোন ভাগ্যমানীর বেটা হোবে, ওকি বাট চণ্ডালের নোকরি করে? বুড়া দাহবকে কেন ঠাট্টা করিস ঠাকুর বাবা? বলিয়ে দে, কুখা নোকর সেল?

বিধা। না না, এই ভৃত্য—বল না নীরবে রইলে কেন?

রাজা। প্রভু, এ যে চণ্ডাল, বৃত্তকৰ্ণলহরী।

বিধা। বেশ তো, এই না বলছিলে যে
আচড়ালের সেবা করতে প্রস্তুত ?

রাজা। আজ্ঞে, সেটা—

বিধা। কথার কথা—কেমন! বুঝেছি
বুঝেছি—ধর্মগুরু, সন্তোষ অহঙ্কার সব
বুঝেছি। তুমি ত ধার্মিক—তোমার ধর্ম-
রাজকেও আমি চিনি। ঐ দেখ, পশ্চিম
আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার দেখে
তোমার বংশনিদান লজ্জার হীনভেদ ও
রক্তবর্ণ হয়েছেন।

রাজা। তাই ত, তাই ত! দেব যে অন্ত-
যমপ্রায়! প্রায় কি? এখনই—এখনই
যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবেন। দেব—দেব!
কণেক অপেক্ষা করুন।

যন্ত্রণালং মৃতমতিপ্রবোধঃ

ধর্মার্থসিদ্ধিঃ কুরুতে জনানাম্।

তৎসর্বকামকরকারণক,

পুনাতু মাং তৎসবিতুর্কেরণ্যম্॥

প্রাণের গ্রহণ কর দেব, কণেক অপেক্ষা
কর, তোমার বংশে ব্রহ্মশাপ হয়, কণেক
অপেক্ষা কর। তপোধন! তাই হোক;
অবুট! তোমার লিপি পূর্ণমাত্রার পূর্ণ হউক;
—শৈব্যা দাসী হয়েছে, রোহিত দাসীপুত্র
হয়েছে। আর অভিমান কেন? এখন পদসেবা
করবো—ভৃত্য হবো—ক্রীতদাস হবো, তখন
আর আমার চণ্ডাল বিচার করে কাজ কি?
কে ডাগ্যবান্দু—কে আমার গ্রহণ করবে,
এস, পণ দাও।

পরহ। কিম্ব, কেতো বলিয়ে?

কিম্ব। মাহুঘটা পাগলা পাগলা দেখছি
না? (রাজার প্রতি) হাঁরে, তু কাযটী
করতে পারবি তো?

রাজা। কি কাজ করতে হবে বল?

কিম্ব। কাম খোড়া বহু। দক্ষিণে

ঘাটটি বৃহৎ কিম্বা বোধে, বেতো মুখা
অলবে, তুই সবটির দুগা পাটা নিয়ে লিবি,
আর পাঁচ পণ করিয়ে কোড়ি মুখা পিছু
হিসাব করিয়ে লিবি। দেখিস: তাই, কিছু
সাথিয়ে সুথিয়ে চুরি করিস না, এ কালীজী
শিবের পুরী আছে, চুরিটা করলে তাই
কালীর কোতোয়াল কালভৈরো জাঁতাটীতে
কেলিয়ে হাড় মড় মড় কড় কড় করিয়ে
ডাকিয়া দেব।

পরহ। আর কাজটী ঠিক করিয়ে
করলে, চুরি উরি না করলে, আমি হুঁটা
রাজা মহারাজা মরলে তাই তোকে এক এক
দিন পেটটী ভরিয়ে তাণা সরাপ পিলায়ে
দেবে। কামতো বুঝি? লেকেন স্তোর
চেহারাটা বড়া ভাল। আমির মতন আছে।
তুধু বিহানে এক হামার স্তোরগুলিকেভি
খোড়া চরায়ে আনতে হবে—পারবি তো?

রাজা। দেব! এ কি—এ কি! এও কি
অবুটের লিপি, না তার ওপরে আপনার
রচনা আছে?

বিধা। আমার কেন। বার চির-আরা-
ধনা করেছ, তোমার সেই ধর্মরাজের ধর্ম-
প্রতাপ! এখনও কি ইতস্ততঃ করছ? অর্ধ-
সূর্য্য কখন না দেখে থাক তো ঐ আকাশ
পানে চেয়ে দেখ! দরির খলীর আবার
কার্য্যাকার্য্য বিচার কি?

রাজা। কিছু না, ঠিক—বলেছেন—কিছু
না। আর চণ্ডাল আর। এই মন্তকে তুণ
দিয়ে তোর দাস হলেম। নে, আমার ঋণ-
মুক্ত কর, পাঁচ শত সুবর্ণ এই ব্রাহ্মণকে দে।

পরহ। পাম্ণো?

কিম্ব। (ব্রাহ্মণকে) ঠিকাদার!
বাতটী বলিস না—সুখিন্দা আছে—সুখিন্দা
আছে! দেখছিস না কেমন জোয়ান, মালুম
ভাল, মাহুঘের ছেলিমা, খাবে বি কম, আর

অর্থ ছুটি সাধা আছে, হরি ওরি করবে না ; কিন্তু বিক্রী করলে দুনা মিলিয়ে যাবে ।

পরহ। পায়শো তো খালিরাতে মজুত আছে—ভাই, একঠো ছোট। ডিঙ্গি লেবার বি কাম ছিল—

ঝিমন। ডিঙ্গি উজি হোবে, দোসরা রোজ দেখা যাবে। ঝটসে কেলিয়ে দে, নোকর ঘর লে চ, এখনই দুসরা খন্দের আসবে। হামারা চণ্ডালকা ঘরে ঝটসে কি নোকর মিলতা ভাই ? লিরে লে, লিরে লে ।

পরহ। ভালো তুহারি বাত । (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর বাবা লে, তুই বিক্রী-ওরালা ? (বলিয়া প্রদান) আর ভাই চলি আর—ঘর চলি আর, তুহার নামটী কি ?

রাজা। হরি—হরি নাম বলি ।

পরহ। হরিয়া, বেশ নাম—বেশ নাম, আর ভাই হরিয়া আর ।

রাজা। চল ।

[প্রদান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাক্ষ ।

অবোধা—রাজপথ ।

(ছুইজন বৈতালিকের গাহিতে)

গাহিতে প্রবেশ)

বৈতালিকদ্বয়।— (গীত)

জ্বি-কুলদা। শত রবিভেজা,

পরম সুখে প্রজ্ঞাপ্রদকারী ।

বাস করি শুধে, ঐশি শক্তগণে,

সেব তোমাকে কত লাগে করি ।

রমকীশেশ্বর, জিন্দোকে তব্যা,

তুমি, জলনী-শোক তাঁরে হেরি ।

বৌহিত আসো, অম্বর হাসো,

লভিল চাঁদ মন তামসীহারী ।

কাল কাটে সুখে, সতত হাসি মুখে,

পরমুখ শুনে যারে নেত্রবারি ।

হেরে ধর্মমতি, করে পায় নতি,

জ্যোতাস ভাবে থেকে ঘোর অগ্নি ।

কৌশিক-রোবে, পড়ি পরিশেষে,

সকলি হারাল বিজে দান করি ।

শুণধর পুত্রে, আর কলজে,

সাথে লয়ে হ'ল হার কাননচারী ॥

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিধা। তোমরা এসব গান গাইছ ।

জান, এ ষড়শস্ত্রের রাজত্ব নয়, এখানে হরি-শস্ত্রের যশোগান কেন ?

১ম বৈতা। আমরা ভট্ট, রাজার যশোগান করাই আমাদের কুলধর্ম ।

বিধা। না, ও সব এখানে হবে না ।

১ম বৈতা। যে আক্ষে, এখন অবধি মহারাজ বিশ্বামিত্রের যশোগান করবো, তাঁরও তো কীর্তির অভাব নাই !

বিধা। না না তা করতে হবে না। মহারাজ বিশ্বামিত্র এ কি !

১ম বৈতা। তাজে, তিনিই তো এখন রাজচক্রবর্তী ।

বিধা। যাক তোমরা যাও—তোমরা যাও ।

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রস্থান ।

বিধা। জিতলে কে !—আমি না হরি-শস্ত্র ? সে দিবা মহাশয়ানে ব'লে দিবারাজ

না না ক'রে মহাশক্তিকে ডাকছে, পত্নী, পুত্র রাজা, ঐশ্বর্য—কোন চিন্তাই নাই ।

আবার—রাজত্ব ঐশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে নির্দিষ্ট করে বসলেম—দেখ একবা :

বিবাহ। হোম—তপস্যার অবকাশ নাই।
বজ্র করবার সময় নাই। হোমে সময় নাই।
দিবরাজ কেবল রাজ্য—রাজ্য—রাজ্য।
আচ্ছা বিবাহ, তুমি থাক বেধি তোমার
কত পাণ্ডিত্য আছে, আমি এইবার তোমার
বুকে নেব। ও আবার কিসের কোলাহল ?
(জনৈক নাগরিক ও তাহার পত্নীর প্রবেশ)

পত্নী। ওরে মিনসে, করিস কি—
করিস কি ?

নাগ। আর করবে কি, এই চন্দ্ৰম আমি।

পত্নী। ঘর-সংসারের সমস্ত জিনিস নিয়ে
বাচ্চিস কোথা ?

নাগ। বা'ব আর কোথা, তোমার
ভাল ক'রে শেখাচ্ছি—রোস্; পরিশ্রম ক'রে
মরবো আমি, আর তুমি পাঠাবে সব তোমার
বাগের বাড়ী ; এই চন্দ্ৰম, এই ঘটী, বাটী,
বিছানা, মাহুর, লেপ, কাঁধা, টাকা-কড়ি, গোক-
বাহুর, সর্কস সেই বিখেস মিথিরের গর্ভে
দিয়ে আসছি। তার খুব কিদে ; রাজার
রাণী খেয়েছে, রাজকন্যা খেয়েছে, বোড়ামালা
হাতীমালা খেয়েছে, গোয়ালকে গোয়াল
খেয়েছে আর আমার কটা জিনিস খেতে
পারবে না ?

বিবাহ। তুমি কে হে বাপু ?

নাগ। দেখ তো ঠাকুর, বা কিছু আনবো,
সর্কস দেব ওঁকে, উনি দেবেন বাগের বাড়ী
পাঠিয়ে—তা আর পারি না।

বিবাহ। উটী তোমার কে ?

নাগ। উটী কে বুঝতে পারছ না নাকি ?
ঠাকুরের কি ও পাট নাই নাকি ? কাতের
জল পর্যন্ত শুদ্ধ হয়নি ?

বিবাহ। কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

নাগ। দেখতে পারছেন না কে ? অত
আমার আর কার হয় ? তৃতীয় পক্ষ—
তৃতীয় পক্ষ।

বিবাহ। তৃতীয় পক্ষ কি ? বামিকাজী
তোমার কত ?

নাগ। নেহাৎ মল আঁচেন নি, বরসে
আর আবদারে তাই বটে—কিন্তু সম্পর্কে
ভার্য্য।

বিবাহ। ভার্য্য। তোমার সহধর্মিণী ?
এ তো বালিকা।

নাগ। আজ্ঞে, একে সহধর্মিণী বলে না—
পিত্তরাক্ষী। এর পূর্বে ছুটী বিশ্বমিত্রকে
দিয়েছি।

বিবাহ। বিশ্বমিত্রকে দিয়েছ ?

নাগ। ঐ যমকে দিয়েছি, তা হলেই হ'ল,
ছকনেই তো সর্কগ্রাসী।

বিবাহ। (স্বগত) বাঃ বাঃ। এই তো
উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে। কস্তুর থেকে ঋষি,
ক্রমে দেব উপাধি লাভ করি, এ শোক-
চক্ষে যম দাঁড়িয়ে গেছি।

নাগ। কি ঠাকুর, যমকে পেলে বে ? যম-
ঋষি আপনার ও কিছুতে দৃষ্টি দিগাছেন
নাকি ?

বিবাহ। না, বিশ্বমিত্র কি কার অনিষ্ট
করেছে ?

নাগ। রাম কহো ! অনিষ্ট কাকে বলে,
তাই সে জানে না। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য-
ভার নিয়ে মহা কষ্ট পাচ্ছিলেন, ভবিষ্যৎ
এক গভূষ জল হাতে ক'রে এক কথার উঁকে
সপরিবারে স্বর্গের পথে এগিয়ে দিয়ে সব
আলা মরণ থেকে নিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন।
তা বেশ করেছেন, সেই কপাটুকু অবসার
উপর করে আমিও নিশ্চিত হই।

বিবাহ। তোমার আবার কিসের নিশ্চিত

নাগ। আমার তরানক ব্যাশার রাজা
হরিশ্চন্দ্রকে এই ছোট খাট পৃথিবীটুকু শাসন
করতে হতো, আর আমাকে তৃতীয় পক্ষের
পিত্তরাক্ষীর শাসন সব করতে হয়। ঠাকুর,

এর মর্ম তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না।
এখন ভেবে চিন্তে হির করেছি, নারায়ণের
ছাতা পর্যন্ত গলিয়ে গহনা গড়িয়ে দিয়েছি,
আর তো উপায় নাই, এই পোটলা-পুঁটলী
বেঁধে যাচ্ছি যে, যা কিছু ঢেঁকিটা কুলোটা
গরুটা বাছুরটা ঘরে আছে, সব না বিবেচ-
নিস্থিরের উদরে দিয়ে, এই তৃতীয়পক্ষটিকে
পর্যন্ত দক্ষিণা দিয়ে কাশী চলে যাব। একবার
দেখি, তিনি কত বড় ঋষি, ত্রিবিদ্যা সাধন
করতে গিয়েছিলেন তো, এখন একবার তৃতীয়
পক্ষের বিচার শাসনটা সামলান, আমি ডাঃ
ডেক্সের খালি হাত পায়ে কাশী গিয়ে বম্
বম্ করি। এখন ঋষিকে খুঁজে পেলো হয়।

স্ত্রী। হ্যাঁ রে মিন্‌সে, তোমার এত বড়
স্পর্ক, আমার বিলিরে দেবে? নোড়া দিয়ে
তোমার বে কটা দাঁত আছে, ভাঙবে না!
আর মিন্‌সে ঘরে আর। (টানাটানি)

নাগ। ছেড়ে দে বলছি। আমি যদি
দান করে পুণ্য করি, তোর তাতে কি?

স্ত্রী। ওরে কম্বন্ধে, আগে আমার পা
পুজো করে পুণ্য কর, তার পর অস্ত্র পুজো
করবি, আর কম্বন্ধে!

[উভয়ের প্রস্থান।]

বিধা। স্ত্রী লক্ষ্মীকপিনী বটেন, কিন্তু একটু
বক্রগামিনী হ'লেই সকল অনিষ্টের মূল হন।
বিপ্রব-বিপর্ষ্য-উৎপাতাদি যেখানেই উপ-
স্থিত, অঙ্কলঙ্ঘন করলে তার মূলে কোন-
রূপে না কোনরূপে বিশ্ব-বিমোহিনী রমণীর
সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ-পুরাণা-
দিয় উদাহরণেও তাই নির্দেশ করে; সস্ত্রীতি
তো আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য;
সাধনা করলেম, মহাতপা ঋষি ইন্দ্রাদি দেব-
গণকেও শাসন করলেম, সর্বত্রই বিজয়ী,
সর্বত্রই সর্গকর্তা মন্তক উন্নত করে কার্য
করেছি, আর সেই রমণীকপিনী বিভাজকের

সাধনা করতে পেরেছ, অমনি সাধনাও
নিষ্ফল, সন্দেহ সন্দেহ রাজস্বির পরিত আসন
হতে যাচক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের স্থগিত করে
অবতরণ। যেহেতু বর্জিত সংসারকে মলা-
মিশ্রিত পরিভ্যক্ত বসনের তার পুনরাগমন।
[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—*—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহ।

কদম্বা ও শৈব্যা।

কদম্বা। বলি হ্যাঁগা, এখানে নিশ্চিন্দ
হরে ব'সে যে দড়ি ভাঙচো, আর কি কাজ
নাই?

শৈব্যা। মা, আপনিই তো বলেছেন, জল-
তোলা দড়ি পুরান হয়ে গেছে।

কদম্বা। বসেছিলুম কি, এই দেড় প্রহর
বেলায় ব'সে ভাঙতে। ও হাঙ্কা কাজ তো
যখন ইচ্ছা করা যায়, রাজে সবাই ঘুরুলে
টুহুলে তো নিশ্চিন্দ হরে ভাঙতে পার।
এমন কুড়ে মাহুষ তো বাপু বাপের কালে
দেখিনি, ব'লে কাজ করতে পাচ্ছে আর
দাঁড়াতে চায় না।

শৈব্যা। এখন কি করবো, অল্পমতি
করন।

কদম্বা। ইস্! কাজ করতে বলতে হ'লে
তোমার বৃদ্ধি আমার মিনতি করতে হবে?

শৈব্যা। সে কি মা, আমার মিনতি কর-
বেন কি? অল্পমতি করবেন, আজ্ঞা করবেন।

কদম্বা। বটে। বত বড় বুধ—ওত বড়
কথা। আমি তোমার আজ্ঞা করবো। দাসীকে
আমি আজ্ঞা করবো! তুই আমার আজ্ঞা
করবি।

শৈব্যা। সে কি কথা মা ?

কদম্বা। সে কি কথা আবার কি ? কদম্বা
কদম্বা আমার আজ্ঞা করবি, উঠতে বসতে
আজ্ঞা করবি, আমি বতবার বকবো দাসী,
তুই ততবার বলবি আজ্ঞে। দাসী—দাসী—
দাসী, আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে।

শৈব্যা। আজ্ঞে তাই হবে, এখন কি
করতে হবে বলুন ?

কদম্বা। কেন, ঐ চাকিখানা নিয়ে
কতকগুলো গম ভেঙ্গে কেন্না না।

শৈব্যা। পরন্তু তো মা দশসের গম
ভেঙ্গেছি।

কদম্বা। পরন্তু ভেঙ্গেছ ব'লে কি আজ
আর ভাঙতে নেই ? যাও ভাঙ গে যাও।

শৈব্যা। আমার বলেন—ভাঙছি, কিন্তু
অত আটা একসঙ্গে প্রস্তুত ক'রে রাখলে
নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আপনাই কতি হবে।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বটে ; তবে যাও গোকম
কুটিগুলো একবার ভাল ক'রে মেখে দাও গে।

শৈব্যা। আমার ছেলে তা দিয়েছে।

কদম্বা। ভাল তুলেছ কি ?

শৈব্যা। হ্যাঁ মা, ছুটা কুণ্ড ত'রে দিয়েছি,
ঘড়াও আর খালি নাই।

কদম্বা। এই এর মধ্যে সব কাজ হয়ে
গেছে। খুব ফাঁকি দাও জে ; কি কুড়ে গো
—কি কুড়ে।

শৈব্যা। অল্প কাজ হাতে ছিল না বলেই
দড়িতে নিয়ে বসেছিলাম।

কদম্বা। ও দড়ি এখন থাক, এক কাজ
কর—এই তোমার গে—এই—এই কি
করবে ?

শৈব্যা। যা বল মা

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি, স্থির হও না।
এই—এই—এই তোমার গে—যাও না,
একটা শক্ত কাজ আর দেখে নিতে পার

না ? যেনও পড়ে না ছাই,—এই—এই—
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সিঁড়িখানা এনে, ভেতরের
ছাতে উঠে যাও, গিয়ে—এ—এ—দেখে
এস দেখি, পজার জল কতটা বেড়েছে ?

শৈব্যা। তা মা, এই সিঁড়ীতে খুলে
যাটে থেকেই দেখি না কেন ?

কদম্বা। না না, ঐ ছাতে থেকেই ভাল।
কদম্বা ওপর কথা কও কেন ? হ্যাঁ, তোমার
ছাতে গিয়ে বে আরও কাজ আছে, ঐ
সোনারদের গাছ থেকে উড়ে প'ড়ে এত
ছাত নিমণাতা অড় হয়েছ, সেইগুলি সব
পরিষ্কার করে নাবিরে আন।

শৈব্যা। কোন্ দিকে কেলবো ?

কদম্বা। কেলবে কি ? যেন কছে। কি
অমনি আলগোছে আলগোছে কেল দিয়ে
নিশ্চিন্তি হবে ; কি কুড়ে গো—কি কুড়ে।
শুকনো পাতা কি কেলবার জিনিস, গোরালে
সাঁজাল দেওয়া হবে, উন্ন দরানর কাজ
লাগবে। আঁচলে ক'রে চাউঁচাউঁ ক'রে
সব আঙে আঙে নাবিরে নিয়ে এস। অমন
চোদ্দ হাত বাঁশের চমৎকার সিঁড়ি হয়েছে,
টপাটপ ক'রে উঠবে আর নাববে, তাতে আর
কি ; আর কতবারই বা উঠা নাবা করতে
হবে, তিরিশ কি পঞ্চাশবার—এই বই ত নয়।

শৈব্যা। তাই বাই মা।

কদম্বা। হ্যাঁ, ভাল কথা—শোন, তোমার
আজ উপস, আজ আর ত কিছু খাবে না ?

শৈব্যা। সে আজ তো না মা—কান
বে বগী।

কদম্বা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কাল বগী, তা কি
আর জানিনি, পেটে একটা ধরিনি ব'লে
উপসই যেন করিনি, তা ব'লে কি বগী কবে,
মার্কণ্ড কবে, জানিনি ? পুতের মা হয়েছে, তা
ব'লে বগী দেখিয়ে আমার ঠাট্টা কেন ?
আমি বগীর উপসের কথা বলছি, আজ

কেউ উপসর্গ কি করবে না ? সবটা মাহু, তোমার ভাল জন্মেই বলছি।

শৈব্যা। আমি ত জানি না। আজ কিসের উপসর্গ ? বল বল, আজ কিসের উপসর্গ ? সবটাকে কষ্টে হয় ?

কমলা। হাঁগো হ্যা—এ আর জান না, তারি ফল। আজ যে আমিলা গুরুবার, সবটা মাহুবকে আজ একটা আমিলা খেয়ে থাকতে হয়, তা' হ'লে আর জন্মে শতক পতি পায়। দূর মরুগে ছাই, কি বলতে কি বলি, একশো পতি নয়—একশো পুত্র পায়।

শৈব্যা। আহা না, ভাগ্যে ব'লে দিলে, আরি তো জানতেম না। অবশ্য আপনিও উপবাস করবেন।

কমলা। আ ভাগ্যি ! আমার উপস করবার যে আছে, আমার যে কুঞ্জতে বিছের ঘরে কাকড়া, আমার উপস করবার বো নাই। আহা, কতটা সে দিন পাঞ্জী পড়'ছিলেম, তাই শুনেছিলেম, এ বছরের মত পুরির বছর অনেক দিন হয় নি। কি মাসে চ'টা সাতটা ক'রে ভাল ভাল উপসের দিন আছে। তুমি বাছা ভাগ্যমানী, সব-গুলি ক'রে নেবে, আর আমি একটাও করতে পারবো না, এমন কুঞ্জও হয়েছিল ! ঐ যে কিসের ঘরে কি বলুম ?

শৈব্যা। কাকড়ার ঘরে বিছে।

কমলা। হ্যা হ্যা বাছা, তা কর বাছা, তুমি বাছা দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাণ্ডী পাণ্ডেপিতে গিলে ক্যাল ক্যাল ক'রে চেয়ে দেখবো, যেমন কপাল !

জটা। (নেপথ্যে) এখানে কেন ? চ'তোর মার কাছে টেনে নে যাই !

(জটাকারী রোহিতকে ধরির প্রবেশ)

জটা। আজ তোর হয়েছি কি, একবার দেখাছি মজা !

রোহিত। তোমার পারে পড়ি মামা ঠাকুর, মী'র সাঁদে' নয় ; মায় সাঁদে' আমার বের'না, তা' হলে মা বড় কান্দবে, আমার ঘাটের ঘারে নিয়ে গিয়ে বড় ইচ্ছা মার।

জটা। তা' হ'লে আর মজা হ'ল কি রে বেটা ! তুই বাপ' বাপ' ডাকবি, তোর মা আছড়াপিছড়ি থাকবে, তবে মায়ের মজা হবে।

কমলা। কি হয়েছে জটাই—কি হয়েছে ? ছোড়াকে মারছো কেন ?

জটা। মারবো না, আমার অমন আকন্দ গাছের লকলকে ডগাটা একবারে আঁধ হাত ধানেক মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

রোহিত। দিদি মা, আর আমি অনন কাজ করবো না, আঁকসি দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ ভেঙে গেছে।

জটা। হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে, আঁকসি দিয়ে পাড়া কেন ? গাছে উঠে পাড়তে পারিস নে ?

রোহিত। আমি যে গাছে উঠতে পারি না মামাঠাকুর।

জটা। গাছে উঠতে পার না ! চাকর হয়েছিল, গাছে উঠতে জানিস্ নি ? বেতের চোটে গাছে উঠতে দেখাব, পিঠের চামড়া তুলে দিছি। (প্রহার)

রোহিত। ও মা, এখান থেকে যাও, সরে যাও, ও মা, এখান থেকে সরে যাও, ও মা, তুমি দেখতে পারবে না না, তুমি সরে যাও—সরে যাও, আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন।

কমলা। ওঃ ! এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আশর পা—মা সরে যাবেন, তবে ছেলে মার থাকবে ! অপকর্ষ করিস কেন ? কল্লই তো মার খেতে হবে !

শৈব্যা। মাগো, এবার কথা করতে বল।

এখন থেকে আর ও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ করবে। আহা, বাছার নদীর শরীর অমন বেজাঘাতে কতবিকট হয়ে যাবে।

কন্থা। ও মা, কোথায় বাব গো। কালে কালে হলো কি। না—পৃথিবীতে আর ধর্ম নাই। গরীবের ছেলের আবার নদীর শরীর। বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে। অ্যা, ও জটাই, বলে কি যে? চাক-রাগীর ছেলের আবার মার গেলে লাগে। তার বুঝি আবার ভদ্রের লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা, এত ঢং হার, তার পরের বাড়ী চাকরী করতে আসতে নাই।

শৈব্যা। ঠিক-ঠিক মা, আমার স্মরণ ছিল না। দুঃখিনীর আবার কষ্ট কি? অন্টের প্রহারে যে অহোরাত্র জলছে, বেজ-ঘাতে তার আর কি হবে?

জটা। ঐ নাও, ঠাকরুণ আবার বেদ-বাস আরম্ভ করলেন। মামো, মাগীকে এখন থেকে যেতে দিও না, ও দেখবে, আমি ছোড়াটাকে শিটবো, তাই ত এখানে টেনে এনেছি, চলে গেলে আর মজাটা হবে কি?

রোহিত। না গো, তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে বেলী ক'রে মেরো, মাকে দেখতে দিও না।

শৈব্যা। মা, যদি তোমার গড়ে একটা হতো, তা হ'লে বুঝতে যে, সন্তানের যাতনা দেখলে মার প্রাণ কি করে।

কন্থা। নাও, তোমার আর বাক্যবরণা মিটে হবে না। জটাই, হু বা মারবি, তার দাঁড়িয়ে বেরি কছিস কেন, যা হয় ক'রে নে না।

শৈব্যা। বাছা রে, সন্তানের নিরাপদের স্থান মারের কোল, কিন্তু ত'ও আমার

তোকে দিবার স্বাধীনতা নাই। কাকিলের আশ্রয় দীননাথকে ডাক, আমি অতাপিনী এখন থেকে যাই।

কন্থা। বাছ কোথা? আমার আশ্রয় না ক'রে যে চলে যাচ্ছ? জানি, আমি মনিব, তুমি দাসী?

শৈব্যা। জানি, জানি মা, আমি তোমার দাসী। জানি মা, যে দিন তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনতা বিক্রয় করেছি, সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহ-জীবনের সর্ব্ব্ব তোমার বিক্রয় করেছি। জানি মা, শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, আমার মন প্রাণ তোমার দাসী, আমার সুখ-শান্তি তোমার দাসী, আমার ঠিক্তা অজ্ঞতব তোমার দাসী, আমার স্নেহ, মারি, বাৎসল্য তোমার দাসী, আমার আর নিজের সুখ-দুঃখ নাই, শুভাশুভ নাই, সবই মা তোমার। জানি মা, এ দম্ব প্রাণ যদি বেজাঘাত দেখে কেটে যায়, শুধু তুমি অজ্ঞমতি করে হাসতে হবে। জানি মা, যদি ছেলের মুখচূষন ক'রে এ পোড়ার মুখে একটু হাসি আসে, তোমার হৃদয়তে সে হাসি ঠোঁটের কোণে লুকাতে হবে।

জটা। জানি তো সব, তবে চ'লে যেতে চাচ্ছিলে কেন? দাঁড়িয়ে দেখ একবার কি করি।

শৈব্যা। কি করবে ব্রাহ্মণ, কি দেখাবে? এ পাষণ্ড প্রাণে আর কত সহ্য করতে পারে, তাই দেখাবে? ব্রাহ্মণ, তুমি জান কি আমি কি দেখেছি? জান কি, আমি কি সহ্য করেছি? জান কি, সহস্র পল্লবিত শাখা-প্রসারিত বুটবৃক্ষ বজ্রাঘাতে বহু হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি? অনন্ত অনলগম্পা মহা-সাগর শুষ্ক হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর জান কি—কার হাত ধ'রে তুমি—তুমি—

তুমি পীড়ন করো—আর আমি বেঁচেছি
দেখছি ?

জটা । (বগভ) ও বাবা, কে রে, রাক্ষসী
না ইন্দিরের শত্রু ? আচ্ছা দাসী তো মামা
এনেছে । (প্রকাশ্যে) ঐ নে বাপু, তোর
ছেলে নে, বেরাড়া ছেলে—পারিস আপনি
শাসিত কর ।

[প্রস্থান ।

কদম্ব । ও জটাই, গেলি কেন—গেলি
কেন ?

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান ।

রোহিত । মা—মা—আবার—

শৈব্যা । ছাধিনীর ধন—বাবা রে, অকলের
নিধি (ক্রোড়ে ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান ।

ভৃত্যীয় গভীর্ণতা ।

—*—

দ্রুশান ।

চরিত্র ।

রাজা । চণ্ডালের দাসত্ব—কদম্ব ভোজন
—মৃতকবলাহারণ । শূকর-চারণ—কিন্তু তবু
তৃপ্তি—তবু ক্ষমতার অনেক লাঘব—
আমি কুপমুক্ত । অহো—হো—হো—কি সে
আলা ! শপের আলা ! কি বিবের আলা !
চরণে দাসত্বের নিগড় পরেছি বটে, কিন্তু
প্রাণের কি কঠোর বয়্রাধারিনী নিগড়
খ'সে গেছে, বিশ্বাসিজের ধনে তো মুক্ত
হলেম, বহুমতীর ঋণমুক্ত হয়ে কবে চ'লে বাব ?
আর কেন গৃহীতে থাকা ? কার জন্ত
থাকা, আর কিদের বন্ধন ? বে ছু'টি কৃষ্ণ-
ডোরে ক্ষমর বাঁধা ছিল, সে ছুটি তেঁই ছিন্ন
হয়েছে, বাঁদের বেঁধে প্রজাপুঞ্জের পোক
বিস্তৃত হতেম, তা'রা তো আর আমার নাই !

মাই—কোথার গেল ? কোথার ভাসিয়ে
দিয়ে এলেম ? হরিশ্চন্দ্র । বড় দর্প ছিল, তুমি
ধার্মিক, পুণ্য-সকরের দর্পে তুমি একদিন
মনে মনে বড় ক্ষীণ হয়েছিলে, দর্পহারী
মধুসূদন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড়
প্রশস্ত ক'রে দিলেন । পতি হয়ে পত্নীকে
রক্ষা করতে পারলে না । পিতা হয়ে পুত্রকে
পালন করতে পারলে না । রাজধর্ম তোরক্ষা
করেছ—পতির ধর্ম, পিতার ধর্ম কি রক্ষা
করতে পেরেছ ? ধর্ম । বলি হারি তোমার
লীলা । কিসে তুমি থাক, কিসে তুমি যাও,
কিছুই বুঝ্লেম না । এক বুঝি বে, কীর্ত্তিপূর্ণ
স্বর্গবংশে খুব কীর্ত্তি রেখে গেলেম । মা
ভাগীরথী, তুমি এই বংশের কীর্ত্তি, মা
কলকলনাদে ভগীরথের কীর্ত্তি ঘোষণা করতে
করতে তুমি যে তরল নীলিমার মিশিত ততে
বাচ্ছ, সেই অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ত্তি ।
আবার তোমার তীরে চণ্ডালবেশে দণ্ডারমান
হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-কার্য ও জীপুত্র বিক্রম ও
সেই বংশের অদ্ভুত কীর্ত্তি ।

(চণ্ডালব্রতের প্রবেশ)

ঝিমন । আর তাই হরিরা, তুই বোসে
বোসে খালি কি শোন্তে থাকিস বোলতো ?
এত ভাবনা কিসের ? তোর খানাপিনা কি
মনের মোতো হোর না রে তাই ?

পরহ । আরে খানাপিনা কেমন ক'রে
হোবে বোলতো ঝিমন ? হামাগোর সাতে
ধাবে না । অমাবস্তার রাতে এমন পকাইত
হ'ল, তিন ঘড়া সুরাচ চলো, ওতো মিনের
পুরাণো ঘুতুহাকে মারলো, টহলা মাতারি
চর্ম্মিসে কি মিঠা পকোড়া বান'লো । তু
খালি, হাম খালে, সবকোই খালি, আর টহ-
লাকে মাতারি এতো কিরা দিয়ে হরিরা'কে
বোলো, হরিরা খেলো না ।

রাজা । তবু, তোমার বস্ত্রের ক্রটি নাই ।

তোমার সহস্রবিক্রম হেঁহ আমি কখন বিশ্বাস
হ'ব না। তোমাদের সকলেরই নিকট
আমি কৃতজ্ঞ। অহংকে থাক করে তোমার
আমার জন্ত; তোমাদের নিকট আমি যথেষ্ট
দ্রব্য-সামগ্রী পাই, আমার কোন অভাব হয়
না, আমি যা আহার করি, তা যথেষ্ট পাই।

স্বামিন। হরিনা, তু ভাই কোন রাজার
বাড়ী কাজ করেছিল, বড় মিঠা মিঠা ব্লি
নিখেছিল, তোর মত মিঠা কথা এ বুড়াকে
নিখাবি, এ বরসে পাবো ?

রাজা। ভাই, তত্ততাবা মিটতার আড়খর-
পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সরল কথা-
বার্তা। সরল বনের তাব প্রকাশের বর্ষা
উপযোগী। তোমাদের এই ছটাখটাইন
কথার আমারও বড় প্রতি-সুখ হয়। ভাই,
নিজ অবস্থার অনন্তই হলো না, তা হ'লে
হুঃখকে নিমন্ত্রণ করে বসে আনবে।

পরাহ। নিমন্ত্রণ খাবি, বোল্ মাঝই
রাতে যোগাড় করি। তুই আগনি রশ্মি
করবি, কোরে সে। দাঁতুই বড় চিকণচাকণটী
হয়েছে, বোল্ তুহার জন্তে যেয়ে দিই, আর
পাঁচ সাতটা কুকড়া বি কাটিয়ে লিই। ইয়ারে
হরিনা, তু পুরা খাবি না কেন ? আমি
ওনেছে, বোড়া বোড়া রাজারাজকা কত্রি-
বাচ্ছা, বাবুনের মত জুই পলায়, বড়া বড়া
শুরার খার-ইয়া ইয়া দাঁত। অসলে গিরে
চুড়ে চুড়ে বড়া বড়া শুরার আপনি খেয়ে
খায়।

স্বামিন। আরে খার কি রে খার কি,
শুরার না কাটলে রাজা বিটালের বাপের
ছায়াকি হয় না। হরিনা, তু কি জানিনা, তুই
তো রাজার বাড়ী নোকর ছিলি।

রাজা। জানি, তুবি যা বলছ, তা কতক
সত্য বটে, কিন্তু যুগমানত বতবরাহ। গ্রাম্য-
শূদ্র-কুতুটিদি ভোজন-আর্থাভ্যতির নিষিদ্ধ।

পরাহ। না বাবা হরিনা, তু কলিঙ্গ করি
বুড়ো-ওরা কর, মৈত্র বুড়া বুড়ো মোয়ে
বাবি, মোয়ে বাবি-বাচবি না।

রাজা। প্রহু, তুবি শক্তি হও না, অনেক
অর্থ দিয়ে তুবি আমার ক্রয় করছ, আমি
কেয়ার এ জীবন মট করবো না; তোমার
কার্য্য করবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

পরাহ। আরে ছো: ছো: ছো:। এ
স্বামিন, হরিনা বাউরা। আরে বেটা, আমি কি
হামার লোকসানের কথা বলছি ? বড়া আক-
শির মত হামারা ওতো সোশা টামির তার-।
ভাবিন, পেটটা ভোরে খেয়ে দিন ওয়ার
হ'লেই হামারা খুশি থাকি। পলায়তীর
কলম, আমি সে জন্ত বলি না। দেখ বাবা,
তুই কোথা ছিলি, যেখিনি-জানিনি সে জুলা
কোথা ছিল, এখোন হানাবের ঘরে আস-
ছিল, নামনে খাওয়া লাগা করছিল, টহলার
মাতারিকে যা বলছিল, এখন যে বাবা তু
হামার ছেলিয়ার মাকিক হইয়েছিল; এই
দেখ সব এরা বি নোকর, তা আমি কি
নোকর দেখি, কেউ কাই আছে, কেউ
ছেলিয়ার আছে, কেউ ভাতিকা আছে, তুই
বি ভেবনি হইয়া গিছিল বাবা। এখনো যে
তোর বেমোটা হলো হানাবের যে সব জুখু
হোবে। বাপ দায়ার ধরম আছে বুর্দা
জালাই, কিন্তু তোর বুর্দাটা এখানে কে
জালাবে বাবা ? এ বুর্দার বুর্দাটা যে কাটিয়ে
যাবে বাবা। টহলার মাতারি রোরে-রোরে
বাউরা হোবে বাবা। তোমার বুবে-বাহ
আছে, তুই সত্যইকে বাহ করিতেছিল
বাবা।

রাজা। ক্ষম। তুবি চতাল, আর-আর
আমি মার্জিত-কর। সত্যই তুনি
আমার শিতা, প্রহু ব'লে, অস্বাভাবিক
কর-কত কলম-কত-কাল এরকম বতবর

কথা বলিনি। তবুও তির পরিণামি পাঠ শুনে
 শুনে অকটি হয়েচে, বাসেদ্যেয় এমন অধুর
 তাবার কেউ আদারকে অনেক দিন সভাধ
 করেনি। সঙ্কর-চর্চা। দুর্দশার পাঠ-
 শাস্যর অনেক শিক্ষা হয়। মাংসভোজন
 অল্পে আবরণ হলে কনি-থে, বিভাসিকা
 ব্যতীত জগতের উৎকর্ষলাভ হয় না। অহো,
 কে জানেই যে, শব্দবাহক চণ্ডালের কর্ণ
 অধিক-এমন কোমল জগৎ থাকে ?
 আশা, এমন কত যোজনগড়া হুরতি কুহ
 তবাবৃত্ত ঘন বনবদ্যে আসনি প্রকৃতি
 হয়ে আপনিই শুকাবে বার। কে জানে,
 লোক-লোচনের অধুর অস্তরে কত কৌতু-
 লাহিত রত বনির পতীর কামিনীর গর্ভে
 অন্যমনে গড়াগড়ি বার।

বিষয়। মণ্ডলী, বুলি কুহ কুহ বুলি,
 হরিয়া কি বোড়ো ? আমি শুধু তবিরে
 তবিরে তবুলি শিখি, কুহ কুহ বুলি।
 হরিয়া বোলে যে, মণ্ডল তু বুড়া ভাল। আশি,
 তোর মন বি বোড়ো না। তোর যাকি
 মিঠা বোন তবোর আশির বিচে বোড়া বি
 আছে। হরিয়া ভাই, ঠিক বলছ—ঠিক
 বলছ; পরাধ মণ্ডলজাতিতে চণ্ডাল আছে,
 দেকেন প্রাণটিতে রাজা আছে—ভাই রাজা
 আছে।

পর্যাহ। আরে হো: হো: হো:। হরিয়া
 এখন কাজটি করিসনি বাবা—করিসনি।
 বুজ আসনি ছুঁচর দিন বাব হিয়া লেকড়ী
 বিছারে বোবো, গলাদারী আভন মীতা
 কোরে লিবে। খোসাবুদী বোল হাবার
 মাথাটি বিগারে দিসনি বাবা। আরে বাপরে
 বাপ! বুড়া হয়েচে—হানি কহত দেবেছি,
 খোসাবুদী বুলিই বুড়া কল। সেপারের বাবা,
 বুড়া কল-কল, পরাধ-নে দিকতা।

জান। কামার কতগল। চণ্ডাল

দাবক কহত বসে বলে। আসি। কখন কখন
 কখন হজিরেদক, কলগারিগণ, দে-ব্রাধ
 শৈল্পকে আশর মিঠা। বোবো বেন তাঁর
 এই চণ্ডালের তার মক। ক কলগার হরি-
 যিম। হরিয়া, আশ। আই কু বোড়ী
 লিমে। বাবাসে কু মিঠা। কী কিলে হানি।
 গোর সাধে বোলে। ধাধি, কু তবতে রবি,
 হামলোক হোইব না, রে কল আশ একসাথে
 কু কু করি। ভাই, আসি মণ্ডলী। বোটা
 টহলাকে লগন বোবো, মাই বোবো, মেই
 ঠিক মেইছে, আশ লগন বোবো। ঐ বনো,
 ঐ শুনে, দেয়াল কোক আসছে, গান-
 বাজনা। কত গল। সার ভুতে আসছে।

(চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

প্রাণ—আরে পারিয়া তরফকে মাই পানি
 তরফকে বাই।

রজিলা দাখরি শির পর গাগরি জরগল।

মারী।

তাল কল। কল। কল। আশে আশে কল। কল।
 কল। কল। কল। কল। কল। কল।

পুরুষগণ—বাবা। ডক। বাবা। লখা। জর গল।

মারী।

হরজি। মটাগটা। জর গল। মারী।

প্রাণ—কল। কল। কল। কল। কল। কল।
 কল। কল। কল। কল। কল। কল।

কোড়ি কোড়ি রহব কাহে মেরি বাবা।

কল। কল।

নাচ কল। কল। কল। কল। কল। কল।
 কল। কল। কল। কল। কল। কল।

পুরুষগণ—বাবা। ডক। বাবা। লখা। জর গল।

মারী।

হরজি। মটাগটা। জর গল। মারী।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

বারাণসী—উপকণ্ঠ্য পথ।

(ধর্মের প্রবেশ)

ধর্ম। ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্ব, বুদ্ধিকার আধি-
পত্য লঙ্ঘনবিধানে নরমতে ধরিত্রীকে প্রাবিত
করে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করবার বীর
অনেক পল্লভ হইয়া যায়। স্বদেশের কাই বল,
বাধীনতা-রক্ষাই বল, সকলই শোভা-মাং-
সর্ষের, সকলই আত্মপরিচয় প্রকৃতি বার্ষের
রূপান্তর মাত্র। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্মের
অন্ত আত্মবিসর্জন করতে কর জন পারে?
সত্যের সত্য, সৌন্দর্যের সত্য, পরের সত্য, আপ-
নার সুখ প্রার্থনা যশ মান যেহ প্রাণের যেহ প্রাণ
ধর্মের অসিতে ছেদন করতে কর জন বীর
সমর্থ হয়? ঐশ্বর্যচক্রের কোন্ বীরকে অধিক
প্রাণসন্নিহিত, কোন্ বীরকে তাঁর অমায়িক
কীর্তি? হৃদয়ন দলানন-বধ, না জীবনাবধিক
জানকী-বর্জন? মানবের সংসারী চক্ হার এ
তত্ত্ব বুঝে না। আজ যদি হরিকন্ড অযোধ্যায়
সিঁতামন লয়ে একজন জাতির সহিত
বিরোধে ক্ষত হইতে প্রাণাধারের হৃদয়ে নিভ
পথায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করতেন, তা হ'লে
লোকে রাজধর্ম বীরধর্ম ব'লে তাঁর জয় ঘোষণা
করতো, কিন্তু যে অলৌকিক বীর্যের
প্রভাবে তিনি সত্যের সত্য বার্ষকে মুখে
পরাত ক'রে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে তা
যত্নব্রত বা অমায়িক সাময়িক হৃদয়তার
পরিচায়ক ব'লে মনে করছে। কি দ্রব? কি
দ্রব? অপস্রকে ক্ষয় করা কো অতি দুঃস্বপ্ন,
নিজ-ব্যাজারি বদলান পড়তে কো তা

নিভা ক'রে থাকে। কিন্তু, সত্য জয়ের
কোই সত্য—সংসার। সত্যনাকে জয়
করতে হ'লে অলৌকিক বীর্যের আবশ্যক।
রক্ত হরিকন্ড। রক্ত হরিকন্ড। কিন্তু এখনও
পরীক্ষা, বাকী, শেষ পরীক্ষা—জাতি কঠিন
পরীক্ষা মানব-স্বপ্নের অস্তি কোমল তরুণে
মায়ায় অস্তিত্বের আবরণে সাম্প্রতিক
আঘাত। আহ! একে উজ্জ্বলনা অরুণার
দাস পকেত্রিয়সম্পন্ন পুরুষের দেহ, তার
উপর একটা বহুরিপুণ্ডিত মন—লীলাঙ্গল
এই মায়াকানন; পরমায় অতি বল, তাতে
পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, কঠোর হ'তে কঠোর-
তর, অসিচর্চ-সম্পত্তে পরীক্ষা। মানবের যে
পথে পথে পথচলন হবে, তাতে বিচিত্র কি?
উপায় নাই। নিরম বিধাতার অশঙ্কনীর
বিধান। ভাল, ভয় নাই; যেমন সর্বস্বত্যাগী
হ'রে হরিকন্ড, তুমি আমার মাত্র আশ্রয়
ক'রে আছ, আমিও তেমনি তোমার আমার
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে তেজোরান রাখবো।

[প্রস্থান।

(কাব্যদক ও বিদুষকের প্রবেশ)

বিদু। বলি, দাড়াও না ঠাকুর, তোমার
চিনিছি, চিনিছি, দ্বিচ্চ চিনিছি, মাণিকবোড়
তোমরা প্রাণে পাঁখা আছ, ভোলবার যো
কি? যখন চিনিছি তোমার বাপু, তখন
সন্ধানটা না নিয়ে ছাড়ছি।

কাব্য। কি চিনেছ? ঠিক, আমি তো
কোথাও তোমার দেখেছি বলে, বোধ হয়
না, তুমি কাকে মনে করছো, বল দেখি?

বিদু। আর কাকে মনে করবো? ইহ-
দেবতার আরগাটা জুড়ে নিয়ে তোমার কণ্ঠ
আর এই ক'বছর ধ'রে ক'লে আছেন, অপর
কিছু আর মনে করবার যো আছে? তোমার
দ্বিচ্চ চিনিছি, বলি, তুমি তো দেখে—সেই

কাম। সে আবার কি ?

বিহু। বলি আমার নামের বিবাহবিজ্ঞের
চোলাবন্ধন, তখন তুমিও তো একটা কল্পনা-ভূত
টুটু কিছু হবে। কি একটা নতুন নামও বে
তোমার আছে ছাই তুলে বাজি,—কি—কি
—আহা—হা—হস,—বস,—হ্যাঁ—হ্যাঁ—
কাম—কাম কামগছক না তোমার নাম ?

কাম। আমার নাম তো কাম-গছক,
মহাশয়ের নাম কি লোট-ডডেল ?

বিহু। কতকটা এগিয়েছ বটে।

কাম। দাঁড়াও দাঁড়াও তো, ওহে-হো-
হো—বটে—বটে—তুমি সে বিটলে না ?

বিহু। কেন বাবা, তোমার কোন্ হস্ত-
কীর জবাবদারীতে আশুন ধরিয়ে দিইছি যে,
বিটলে হলেম ?

কাম। বলি, তোমার অবোধ্যার বেখে-
ছিলেম না, মহাশয় হরিন্দ্রের সত্য ?
তুমি সেই ছ্যালা বাহুন না ?

বিহু। হ্যাঁ দেখ, রাজচক্রবর্তীর খড়্‌তুতো
তাই, তুমি ঠাউরেছ মন্‌ নয়, তবে তখন
ছ্যালামিটি সখের ছিল, এখন কিছু পেলা-
দারী রকমের দাঁড়িয়েছে।

কাম। কান্ধিতে কি কলারের চোঁটার আসি ?

বিহু। না বাবা, তোমার গুরু মিট
ব্যবহারে ছুট হরেই মিটারকে পরদারেন্
মাড়বৎ করেছি। কান্ধি এসেছিলেম মহা-
রাজকে অবেষণ করতে, তা এতদিন ধ'রেও
তো তাঁর সন্ধান পেলেম না। রাজারাজ্ঞা
পোষাক ছাড়লে খুঁজে বার করা বড় দায়
বাবা ! তবে দণ্ডী বেঞ্চডাট্টা যাই লাভুন,
আমার চোখে এড়াতে পারবেন না। রাতে
রাতে এই এতদিন ধ'রে ঘুসলেম, সুকিরে সন্ধান
রেবার লত মিছেও বহরপী লাভলেন, কিছু-
তেই কিছু হ'ল না, তিনজনের একজনকেও
পেলেম না, এইবার সন্ধান পাও বোধ হয়।

কাম। আমার কানে রাজার সন্ধান
পাবে মনে কছো বুঝি ? তবে খুব ঠাউরেছ !

বিহু। বলি, আছে কি ? আছে ?—তোমার
গুরুঠাকুরটী রাজাকে কেঁপেছেন, না বাড়ে
বশে উদরহ করেছেন ? যে সর্বগ্রাসী কিনে !
শেষে যে রাজার হাড় ক'খানা পার পেয়েছে,
মনও তো বোধ হয় না।

কাম। কি, আমার নামনে আমার
গুরু নিশ্চয় কর ?

বিহু। জগতে যে অকর কীর্তি রেখে
গেলেম, তাই বোষণা কছি, নিশ্চয় হ'ল বুঝি ?

কাম। জান, আমিও সেই ভেজবী
বিবাহবিজ্ঞের শিষ্য ? মনে করলে এখনই
তোমার ভণ্ড করতে পারি।

বিহু। সত্যি নাকি ? ক'রে কেল্‌ বাবা
ক'রে কেল্‌ ? তোমার গেরুয়া চিস্টের মিথ্যা,
একবার দাঁত খুঁধি চিরে চেটিরে—চা—
হাড় ক'খানা ভুড়ুক, বরং আমার ছাই-গাদা
ক'রে তুই তাতে শুধ, তাতেও আমার
আপত্তি নাই, কিন্তু পুরোপুরি বিডে পেয়ে-
ছিল তো বাবা ? একবারে নিছক ছাই করতে
পারবি, না বললে ছেড়ে দিবি ? বোকা বাবা,
জানিস যদি, রাজার সন্ধানটা হ'লে দে, এক-
বার কি অবহার আছে দেখি, তার পর যা
হয় করিস।

কাম। হরিন্দ্রকে পূর্বে কান্ধিতে দেখেছি
বটে, কিন্তু এখন কোথায় কি অবহার
আছেন, আমি তো তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না।

বিহু। ধ্যান কাম ক'রে দেখ না বাবা,
যদি কিছু জানতে পারিস।

কাম। ধ্যান—ধ্যান—

বিহু। ধ্যানের নাম শুনেই অজান হও
বোধ হবে। ও বিডেই হরনি বুঝি ? কবি-
গিরির ভণ্ড কল্যাণী শিবে দিইছে—তা
ঠিক হয়েছে, যেন গুরু চোলা!

কাম। শুক, তুমি কহো কি? বিখ্যাত
কি আর আমার শুক আছে? আমিও
অনেক দিন তাঁকে পরিত্যাগ করেছি।

বিহু। কেন বাবা, তুমি কেবার
সময় কঁটা চেলাকে কাঁকি দিয়েছেন
কি?

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন স্তব্ধ
করেছিলাম, “সহ্য উত্তম” “কর্মকল” এই
সব বলে বুকুতো; আমিও ভাবতুম, আচ্ছা,
তাই থাকি, দেখি শেখা কি গড়ায়। কিন্তু
যখন ছেলেটার গানের গহনাগুলো খুলে কেড়ে
নিলে, তখনকার তক্তি থাকলো না; আমার
দিয়েই সেই গহনা অযোধ্যার পাঠিয়ে দিয়ে-
ছিল। গজার ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, তা
বিশ্বাসঘাতকতাটা আর কয়েম না, মস্তকে
পুঁটুলিটা দিয়ে সেই অবধি গুরুদেবকে হুয়ে
থেকে প্রণাম করেছি। রাজার এখনকার
অবস্থা জানবার জন্য আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছি,
এস, হুই জনেই অহুসান করি। কিন্তু সন্ধান
পেলেই বা কি করবো?

বিহু। কবুবে আর কি? কবুবার উপায়
কিছু কি আর তোমার দরাস ঋষি রেখেছেন,
তা থাকলে রাজ্যভক্ত লোক সেই সময়
এসে নৃতন রাজ্য স্থাপন করে দিত। তবে
আমার কথা এই বলতে পারি যে, এক-
বার তবু গেলে আর তাঁর সন্ধান ছাড়বো না।
রাজা আসবার সময় কাঁকি দিয়ে লুকিয়ে
পালিয়ে এসে, আমি জানতে পারিনি
বলেই তো জ্বাঙ্গীর কাছে অনেক মিটার
থেকেছি।

কাম। এখানে ভূমি কোথা আছে?

বিহু। যখন বিখ্যাতের কপাল
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন আর থাকবার
স্থানের ভাবনা কি? যেদিন যে না করা করে
ডাঙিয়ে দেয়, সেদিন তার দোরেই রাজপাতি

বিহিরে নিই, এখন চল—তোমার কোথাও
বান্দ-দোমারী চোরারী আছে নাকি?

[উত্তরের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

বারাণসী—সন্ধান।

(আকাশে যৌতুর মেঘগর্জন, বজ্রাঘাত
ইত্যাদি।)

(পরাধ ও যিমনের প্রবেশ)

যিমন। সর্দার, এ সর্দারজী! আরে কাহা
বে রে?

পরাধ। আরে ভেইরা যিমনু, তু কাঁহা—
তু কাঁহা? বুড়া মাহু বহাট্টা ধরিয়ে লে—
ধরিয়ে লে—কি আঁধার রে বাপ, কি
আঁধার! নাড়ে তিন কুড়ি বরস তাই মশানে
গুজারলো, এমন আঁধার কতি না দেখলো।

যিমন। ঠিক সর্দার বাবা, ঠিক বলচুস—
যেন লাখে মশানের করলা গিয়ে সারা
আকাশে ঘরিয়ে দিয়েছে, আকাশ ভরে কালা
ঢালিয়ে দিয়েছে, বাপু, রে বাপু!

পরাধ। আর দেখচুস যিমন, এক এক-
বার এক একটিকে বিজলী চমকছে যেন
নরা চুড়ি-আলিয়ে দিয়েছে

যিমন। হামার আঁখে তাই বিজলী চমক
লাগছে, হামি-কুহু আর দেখতে পাচ্ছে না।
(মেঘগর্জন)

উত্তরে। আরে বাবা—আরে বাবা—
সীতারাম! সীতারাম!

পরাধ। কি আঁধার রে বাপু, কি
আঁধার! মশিনানে আজ কি দেখবার
কিছুই করবে তাই?

যিমন। না সর্দার বাবা না, আজ বড়

কেন প্রাণ—কেন প্রাণ—কেন প্রাণ এত
অহির হচ্ছে? (বেগবর্জন)

শৈব্যা। ওহো হো-হো, কি জীবন! এই
যে কালিদাসের রজনী! অসহায় নিরাশ্রয়
বৃতপুত্র কোলে আমি একাকিনী। কিংবা,
আরও কি দেখাবে? বিপরীত বস্ত্রের ভো
খুব দেখালে। ঐ আকাশে কাল জ্যোৎস্নার
রক্ত প্রাণ দেখেছি, আজ আবার কপালীর
করাল ছায়া দানবের অনল সুংকার দেখছি।
কে আমি আজ এখানে! অদৃষ্ট আর কত
বিজ্ঞ কবুবে? আমি কে, যে আজ এখানে।
যার ইজিতে নত সহস্র হাস নালী—(মহ-
গর্জন)

রাজা। কে এ! কে এ! জগতে আরও
হরিশ্রম আছে নাকি? আরও শৈব্যা,
আরও রোহিতাশ।—অদৃষ্ট! এক সঙ্গে কত
রাজারানীকে পথে বসিয়েছ!

শৈব্যা। বাপ রে! বাপ রে আমার! তোর
এই সোণার অল অনলে আহুতি দিতে হবে,
তোর সুখ চেয়ে যে বাপ আমি সকল ক্লেশ
ভুলেছিলাম।

রাজা। রাজচণ্ডাল! এ সন্ধ্যা তো
অনেক শুবছো, এখনও কি অচিৎ হয়নি?
আরও তনতে বাসনা? ওঠ ওঠ, কর্তব্য পালন
কর, প্রতুর্গার্য পালন কর। চল, অত্যা-
গিনীকে পুত্র-সংকারে সহায়তা করি। এ
জীবন স্থানে একটা জীমূত প্রেত দেখলেও
অনাথিনী কতকটা আশ্বস্ত হবে। (অগ্রসর
হইয়া) দেখ, তুমি করে বাও, দান রেখে বাও,
না কবুবার, আমি করবো এখন, তোমার
আর বেগুতে হবে না। তুমি স্নানভাষাভিনী
নও, আমি বুঝতে পারছি।

শৈব্যা। তবু! তুমি কে?

রাজা। দেখি! অচিৎ তবু নই, এই
অসহায়ক কল্পিতের হাব মাম। সে কারো

এসেছে, এক কণক ভোমার নই, ভোমার নামে
না। তাই বলছি—প্রাণ-বায় আমার দিলে
তুমি চলে যাও।

শৈব্যা। তুমি চণ্ডাল হ'লেও অচিৎ তব-
দব বুঝলে, কিন্তু ভোমার উপকার নিজে
পাচ্ছি না, করা কর,—এ কল্পিত সন্তানের
বেহ কেমন করে চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব।

রাজা। কল্পিত-সন্তান! কল্পিত-সন্তান!
আর তুমি একাকিনী। তবু, ভোমার কি
কেউ নাই, এ দালকের পিতা কি—

শৈব্যা। বলো না—বলো না চণ্ডাল, শুধু
ঐ কথাটা শুনে বাকী, এ লম্বাটের সব
গিরেছে, কেবল বড় বস্ত্রে—বড় আশার
সিন্দুরটুকু রেখেছি।

রাজা। পিতা জীবিত! না আমি তবে
সে কেমন নিষ্ঠুর—কেমন কঠিন তার প্রাণ
জীবিত আছে, অথচ আত্ম তার প্রাণ আত্ম
হরে কেঁদে উঠেনি। সর্ব্বথ পরিভ্যাগ ক'রে
সে এখনও এ স্থানে ছুটে এসে পড়েনি।
পুত্র মৃত—বনিতা পাগলিনী—সে কেমন
পিতা? কেমন সে পতি—

শৈব্যা। কেন তবু, সদর হয়ে আবার
নিদ্র হচ্ছে। পুত্রহার কাছালিনীকে কেন
পতিনিদ্রা শোনাচ্ছে? চণ্ডাল, তুমি জান না,
কা'কে কি বলছো, জান না চণ্ডাল, যে তুমি
কোমলতার আধার; দেবতাকে কঠিন বলছো;
জান না যে, সত্যের অসত্য, বেহের সাগর,
হরার পরোষি শুণ্মিথিকে আমার—আমার
সমক্ষে সুচল বলে বজ্রহস্ত প্রাণে বিবধান
বিদ্ধ করছো।

রাজা। পতিভ্রাত। অপরায় কহা কর।
একটা পুত্রভন বর্ষকথা মনে এসেছিল,
তাই মনের হিক ছিল না।

শৈব্যা। তবু, মনের আশা হারা না।
বাহ্যকে আশার—কি আর বলবো চণ্ডাল—

বাঁহীকে আঁহী—অত্যাধিক কৰ্মবোধে
বলিতে—ও—ও—ও! মুক্কে বে কেটে বান,
আঁহী বন্ধত পানিনি।

ৰাজা। বুঝিছে দেবি, বন্ধনে বন্ধ
হয়েছে।

শৈব্যা। বৃত্ত! না না,—না হলেও তো
হ'ত পারে। ওগো কে তুমি, মায়ের প্রাণে
আশা লাগে না? বলে যে, ও কত হ'লে মৃতের
মত দেখলেও মিত্র বৃত্ত হ'ব না। ভনেছি,
তোমাদের জাতি অনেক মনস্তত্ব চিকিৎসা
জানে; ওগো, দেখ না, যদি আমার
বাঁহীকে—অকালের নিধিকে—আমার সৰ্ব্ব
ধনকে—আমার হারাণ জয়দেবতার
পছিত রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার। এই
আমি মুখের কাপড় খুলে দিচ্ছি, তুমি একবার
ভাল ক'রে দেখ দেখি। যে অন্ধকার, এখানে
কি আলো পাওয়া যায় না? কেমন ক'রে
দেখবে? (বিদ্যুৎ প্রকাশ)

ৰাজা। কি—কি—কি এ! না না!
বিদ্যুৎ, আর একবার—আর একবার
দেখি। ভগবান! আর একবার। ইহলোকে
সৰ্ব্বমুখ গিরেছে, আমার পরলোক নাও, একটা
বিদ্যুতের চমক ভিচ্কা লাগে, তার পর বা
ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মৃতকে বজ্রাঘাত
করো।

শৈব্যা। কেন—তুমি—কেন।—তুমি
কে? তুমি কেন অমন করে?

ৰাজা। তুমি কে? ও মুখও বেন দেখেছি,
চকিতে তবু বেন চিনেছি। তুমি কে? বল—
বল—ভাল ক'রে কথা কও। না না, শোকে
তোমার স্বর বিকৃত, বুঝতে পাছিনি। তার
মোহনের স্বর তো কখনও শুনিনি, সে সব
আমার কাণে নাই; তুমি বল, স্মৃতি ক'রে
বল—বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয়?
বল—তুমি হরিভক্ত বলে ক'কেও চেন না

আমি? তোমার রোহিত ব'লে একটা পুত্ৰ
ছিল না তো?

শৈব্যা। ছিল! ছিল!—পেছ—আমি নাই!
না ক'লে ভাকবার আর নাই! তুমি কে?
তাই কি অমন ক'রে উঠলে?—দেই—দেই
মহাৰাজ। আমার ভগ্নস্বর!

ৰাজা। ছুঁও না, ছুঁও না, চণ্ডালকে ছুঁও
না, দ্রীপুত্ৰ-বিজয়কারী চণ্ডালকে ছুঁও না।

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান,
তবু তোমার দয়াময় বলতে হবে, তা হবে
না? কেমন নিমিষে পুত্ৰশোক তুলিয়ে
দিলে। খুব দেখালে। খাঁড়ার স্বারে প্রাণের
কাঁটা তুলে। রাজস্বয়ম্বর সহস্র কিল্লীটের
অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ডগ্রহণ করে স্বপ্নানে
মৃগাল তাড়না কছে। বাঃ! বাঃ!

ৰাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আছি—যিনি, মনোবান নয়।
পতি আমার, আরাধনার যথেষ্ট আমার,
অত্যাধিক ইহকাল পরকাল, খুব কাজ
করেছি, খুব কুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব
বন্ধ রেখেছি, ঐ নাও—তোমার পুত্ৰ নাও,
তোমার রোহিতাধিকে নাও, এমন রাজনী
কাছেও দেখে যায়!

ৰাজা। বিশ্বাসিত! বিশ্বাসিত! কল্পিত-
ত্যাগী কল্পিতহিংসক ভগবানগী বাজিক,
আরও দক্ষিণ বাকী আছে। এই নাও ভাগী-
রখী—অনন্তলে অধেষণ করো, পাৰ্বে। (বেগে
গমনোন্মত্ত)

শৈব্যা। (জ্বরে ধমিতা) নাথ—নাথ—
কোথা বাও?

ৰাজা। আর কেন শৈব্যা—আমি জীবনে
কাজ কি?

শৈব্যা। রাজধানীতে কথার কথার অভি-
মান করতেন, তাই কি আজ আমার শাস্তি
দেবে? তাই কি শৈব্যার শেষ শৈব্যা ঘটবে?

তোমার জীবনে যদি কান্না না থাকে, স্নান,
তবে এ ছবি এখানেই বা এত কিছরের জন্য
তীরে দাঁড়াত, এ অচেনা লোকের পুতুল
কোলে কইরে বলে আঁপ বিই দেব, তার পর
তোমার বা সাথ থাকে, করো।

রাজা। তুমি যাববে ? যাবতে পারবে ?
বসন্তের সব মুকুলিতা নভিকা জামার—
তোমার চকের উপর অসলে ডালি মির।
তুমি এক ব্রাহ্মণের দাসী হয়েছিলে । মরবার
জন্ত তাঁর অহমতি করে এসেছ ?

শৈব্যা । তুমিই কি তোমার চণ্ডাল
প্রভুর অনুমতি লয়েছ ?

রাজা। না, মরবারও অধিকার নাই,
দাসের নিজ মেহপ্রাণেও অধিকার নাই। না,
মরা হ'ল না, বুক ফেটে গেল। শৈব্যা, মরতে
পেলেম না! শৈব্যা, ওঃ—ওঃ—ওঃ! শৈব্যা—
প্রাণের শৈব্যা আমার—

नैव्या । नाथ—नाथ—

রাখা। কি হবে, বল আমার কি হবে, এ
স্বত্তি লয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবো ? ওহো
হো হো! শৈব্যা, তোমার কি হবে ? অভাগিনী
কালিনীর কি হবে ? ঐ আবার প্রভাতের
আলো আসছে, আবার এই সংসার দেখিতে
হবে।

(বিজ্ঞানমিত্রের প্রবেশ)

বিধা। অবশ্য দেখতে হবে। কেন দেখবে না? সঙ্গারের ঘোর ঘটনাবৃত্ত অমাবস্তা দেখলে, কোমুদী-হাসি-রাশি-ভাসিত পূর্ণিমা দেখবে না? তোয়ার পুজের মুখচূষন করবে না? যোহিতাধকে রাজসভার বসতে দেখবে না?

রাজা। ষরি। কস্ত্রিরের মর্ষবাতনা নরে
বিক্রপ করা কি বাস্তবিক ব্রাহ্মণের অধিকার-
ভুক্ত ?

বিষ। রাজব। —না, এ সম্বোধনে

তোমার সম্বন্ধেই আমি যা জানতে চাইনি
তোমার বিকাশ করতে আমি নিঃস্বার্থ
দিতে আমি নি, তোমার সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যপর-
বৃত্তা, স্বপ্নের অসূর বল—আনৌকিক বহ-
ধেব নিকট পরাকর স্বীকার করতে এসেছি।
হরিচন্দ্র! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বাসময়কে কেউ
চমকৃত ও মোহিত করতে পারে নাই, তুমি
করেছ। আমি হুটিকর্তাকে ও ভুচ্ছ করেছি,
কিন্তু হরিচন্দ্র, নরমেহে তোমার কাণ্ড দেখে
তন্ত্রিত হয়েছি। আর রাজলক্ষ্মী বইয়সী
মানবী, তোমার আর কি বলবো, তুমিই
সত্য সহধর্মিণী! স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা
অধিক প্রশংসা আর আমি জানি না। চরা-
চরে ধেবনের তোমাদের কীর্তি কীর্তন
করবে। আপাততঃ আমার প্রথম বক্তব্য
সম্পাদন করি। অধোধ্যায় প্রজাপুত্রের আশা-
কমল, তোমাদের জীবনসর্বস্ব লোহিতাশ
বিবাহু, এই যজ্ঞীয় শাস্তিজল-সেচনে তার
চৈতন্য হ'ক। (জলসেচন)

ব্রোহিত । মা—মা—

শৈব্যা। বাপধন যে আমার, ডাক—
ডাক, আবার বল, আবার বল।

রাজা। জীবনাধার রোহিত আমার!
আবার তোমার দেখলেম—

রোহিত । যা-যা-যা-

শৈব্যা । বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, আর
কে কোল পেতে পাড়িয়ে দেখ,—মহারাজ.
চিনতে পাচ্ছ না ?

রোহিত । অং। বসি-বসি-বসি,
এমন ।

রাজ। চণ্ডাল—চণ্ডাল রেহেহিত। বাপ
কি কখন পুত্র ত্যাগ করে, তার গুণধারি-
ণীকে বিক্রয় করে ?

শৈবা। মহারাজ! এ আনন্দের দিনে
কেন উৎসর্গ করেন?

অন্য লোকেই তোমার ভার আমার সমান করেছে।

বিধা। বর্ষ, তুমি আছ, আমি বলছি তুমি আছ। কলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে দাও, কিন্তু আছ। বিরাহিত বর্ণী, কিন্তু মুক্ত-কণ্ঠ, তুমি সত্য সত্যই আছ।

(বিদূষক, পরাহ ও কামরূপের প্রবেশ)

পরাহ। হুঁসনি ঠাকুর বাবা, হুঁসনি, হামি চণ্ডাল। আরে আমার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা।

বিদু। হেঁচব না কি রে বুড়ো, তাকে হেঁচব না কি? তুই চণ্ডাল! আমার মহা-রাজকে তুই ছেলে বলেছিল, তাকে কাঁধে ক'রে নাচতে নাচতে আমি কাশী প্রহরকিণ করবো—হেঁচব না?

পরাহ। আরে বাবা, আমার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! হামি পাগল হয়েছে রে—পাগল হয়েছে! হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! আরে উই-লাকা মাতারি, হামার হরিয়া রাজা রে—তুহার-হরিয়া রাজা! পরাহ চণ্ডালের ছেলিয়া—হরিয়া রাজা রে রাজা।

বিদু। চণ্ডাল কি! চণ্ডাল কি! আমার মত সাতটা বাবুনের সাতপাছা পইতে হলে তবে বুড়ো তোমার মত হয়। তুই আমার রাজাকে প্রাণ দিয়ে বধ করেছিল, আমি সব শুন্লেম।

বিধা। কামরূপে, কোথা থেকে?

কাম। আজ্ঞে, জানেনই তো, বুদ্ধি ওদ্ধি ভেমন কখনও স্থগিতা রকমের নয়, তাই আপনাকে ঘুরে বেঁকে সমস্ত করেছিলেন; কিন্তু প্রভু, আপনি যে যথো যথো বেবভাবের নাকানি চোকানি পাওরান, তা বেশ করেন। এই মত পথানবীর মতন এত বড় একটা দল-কলে প্রাণ নিয়ে একটা সিংহাসন রাজার মুকে

না দিয়ে, বেবভাব কি না এই চণ্ডালের হাড় মাংসের ভিতর ঘুরে দিয়েছে! প্রভু সব করেছেন, এক পত্ন বদলল দিয়ে এই চণ্ডালটীর কিছু করে দিন, এ লোকটা চণ্ডাল!

পরাহ। আরে, কুহু করতে হবে না রে, কুহু করতে হবে না। হরিয়া, তুই বাবা মটু-কটী মাখার দিবে বোস হামি একটাবার দেখিবে এইখানে শুয়ে পড়ি, মরিবে ঘাই। হামার হরিয়া রাজা রে, হামার হরিয়া রাজা!

রাজা। রাজর্ষি, এই মহারতব কোমল-জ্বর চণ্ডাল দারুণ দুর্দ্ধিনে বাৎসল্যস্নেহে আমার প্রাণে শান্তি দান করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, আমি তাও অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি এর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুন।

পরাহ। স্বর্গে! ও বাবা, সেখানে বামুন আছে, রাজা আছে, ভদ্রর ভদ্রর আদমি আছে, হামি সেখানে গিয়ে কি করবে বাবা! হামার হরিয়া রাজারে, হামার হরিয়া রাজা!

রাজা। চণ্ডাল! পিতা!

পরাহ। বোল বোল আবার বোল, হামার স্বর্গ হয়েছে রে স্বর্গ হয়েছে। হামি রাজার বাবা রে রাজার বাবা। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

বিধা। সাধুস্বর চণ্ডাল, কুসুমবলের সঙ্গে কুসুম কীটও বেবভাব পিরে হান পায়। তোমার নিজের স্বর অতি মনোহর, আবার এই বারান্দীর দ্বারদাসি অকাধিক শবের অকোটিজরার দ্বারা তোমার অসামান্য কণ্ঠকল থগুন হয়েছে, হরিচন্ডের সাধু সঙ্গে তোমার স্বর্গে অধিকার হয়েছে, যাও, স্বর্গের প্রভাবে ও আবার আশীর্বাদে তুমি সেই-খানে যাও। বেধীন্দ্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বকী-বরজ, রাজা-প্রজা বিচার দাই, যেখানে বিভূত

পবিত্র আত্মারাজকে আগিলন দিবার জন্ত কছি, ত্রিলোকে অবস্ত করবে। 'বতো ধর্ম-
আনন্দময় পরমাত্মা তত্র জ্যোতির্ময় অত- ততো জয়ঃ!'

বিস্তার ক'রে পদ্মাসনে বসে আছেন, তুমি সকলে। "বতো ধর্মততো জয়ঃ!"
সেইখানে যাও। ধর্ম, আমি আবার বলি, ধর্ম। জয় ধর্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!
তুমি আছ—আছ—আছ। আমি তোমার সকলে। জয় ধর্মবীর হরিশ্চন্দ্রের
নিন্দা করেছি, আনিই তোমার জয় ঘোষণা জয়।

ধ্বনিকা-গতন।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

(প্রহসন)

দৃশ্য—কলিকাতা।

সাধারণ বাসাবাটীর গৃহ।

চাটুজ্যে। না দিবি গার্লস, কলকাতার থাকতে আর চুল ছাটচিহ্নি ; বেটা করেছে কি ! সামনে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখে ঘাড়টা একবারে মুড়িয়ে দিয়েছে ! বেটাকে বল্লম, বেশবাতে মাথা হাক্কা হয়, এমন ক'রে দে ; এখনি হাক্কা হওয়া চুলের যাক, ঘাড়ের ক্লিছু না বাঁধলে মাথার পাখাশ ভাঙা ভায় ! এক রকম, এখানে বেশের লোকের সঙ্গে বড় একটা লেখা হ'বার সম্ভাবনা নাই, তা হ'লে নেড়া না হয়ে আর রাস্তার বেরনো যেত না । এখন শীগুগির শীগুগির নেওয়া যাক, ৮ টার ভোঁ বেজে গেছে, ৯টা বেজে এক মিনিট হ'লেই আবার তড়বীর মূৰ্গে হ'বে । কাটা-কাপড়ের দোকানের চাকরী লক্ষ্যারির শেষ । (দ্বারে আঘাত) বাজাযাকি কেন গো, অব্যস্তিত দ্বার, ঢলে এস ভেতরে ।

(ভবভারিণীর প্রবেশ)

ভব। শেরার হই গো চাটুজ্যে বশাই, কেমন—কোন কই হয়নি তো ? খুঁজিয়েছিল বেশ তো ?

চাটুজ্যে। সেটা বড় বিশেষ ঠিক ক'রে বলতে পারেন না ; যে বালিশটি দিয়েছে, তার মাথায়নে তো কিছুই নাই, হ'রুড়োর দুটা-

টাক বেড়মুটোটা ক'রে ভুলোর বীচি আছে বটে, তা' বে আসাততঃ খোলের ভেতর পড়িয়ে তা'তে কল হরে বালিশ ভবুস্তি হবে, এমন তো আমার বিশ্বাস হয় না । তা' একটা চলনসই বালিশ দিলে বড় উপকার হয় ।

ভব। সে কি, দেব বই কি ! চকুবত্তী মশায়ের ভেতর হকুম নয়, তাড়াটের যা'তে কোন কষ্ট না হয় । এই স্থলের ছেলেরা ষায়, কত লুপ্যাত করে । তা বখন যা' আবিস্তিক হ'বে, আমার অহুহতি করে অবজ্ঞা করেই আমি আজ্ঞা করে দেব !

চাটুজ্যে। ভাল ভাল ; তবে এই আরসি-খানা একবার সামনে ধর দিকি, পাগড়ীটে ঠিক করে নিই ।

ভব। এই যে, লাগ না । ও মা ! ৬ চাটুজ্যে মশাই, ৬ কেমন ক'রে চুল কপচেছো গো ! সামনের চুলে যে কাঁচি ছোঁয়ারনি ! পুরো একটা পরমাণু নাগনি বুঝি ? তাই খালি গেছনটা কপচুচ দিয়েছে ; বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে বাপু ।

চাটুজ্যে। মজর পড়েচে ? তা' হোগগে বিচ্ছিরি ; চেহারাই বা এমন কি কার্ভিকের বৈষাভ ভেয়ের বস্ত ! এখন বেরনো যাকি । তার কথা ভব, এ সব জিনিসপত্র তহরপ হরাকেনক কটর ? আমার কাঠ-

ভব। হরি ! সে কি চাটুজ্যে মশাই ! চাটুজ্যে। নাও শোন ; শুধু কাঠ নয়—

ছুটে, করলা, তামাক, চীকে, তেল, দেশানাই,
মসলা-টসলা বা রাধি, তাই বেধি ক'রে যার।

তব। রাম! রাম! **ভাড়াটে** **ভাড়াটে**
উপর তো বাপু অসল-টসল করোবিস

চাটুছো। উহঁ, তা কি বলছি? তবে
তোমার বদছিনেব কি যে, এ কাজটা যে
বেড়ালে কছে, সেটা আমার বিশ্বাস হয় নহে।

তব। এ কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

চাটুছো। কথাটা সর্ব্বনেশে নয়, তবে
কিছু দিন এই রকম চলেই আমার যে সর্ব্ব-
নাশ হবে, সেটা নিশ্চয়। আমার কথা পড়লো
তো বসি, যখনই ঘর ঢুকি, তখনই বেধি, ঘর
ধোয়ার পরিপূর্ণ—এর মানে কি?

তব। তা—কেন—তবে বুঝি রান্নাঘরের
ধোয়া জামাটা টানলা দিয়ে পেরিবিজ্ঞি করে।

চাটুছো। এ সে ধোঁরা নয়। গাঁবার
ধোঁরা—রান্নাঘরে তো আর গাঁবার ডালনা
রাঁধা হয় না, বাড়ীওয়ালা কি গাঁবা টাঙা
খার? চকবতীর ও বোপ আছে নাকি?

তব। মহাতারত! মহাতারত! অমন
কথা বুঝে পুস্করণ করো না; ছাপোঁয়া
মনিয়া—সে গতরে খেটে, রেখে, ঘর ভাড়া
দিয়ে সংসার চালায়, তামাক ছিসিমটা পর্য্যন্ত
আহার করে না, তাকে অমন কথা-বলো না।

চাটুছো। তবে কোথেকে—?

তব। তবে—হ'বে—বোধ হয়—ই। ঠিক।

চাটুছো। ইঁ ইঁ ঠিক, ঐ অস্ত, ঐ অস্ত—

তব। কি অস্ত? কি?

চাটুছো। সেটা তুমিও কি বলবে ঠাউরে
উঠতে পারি না, আমিও তোমার মনের কথা
আলোচ্য কর্তে পাচ্ছি।

তব। না, তাবছিনেব যে, বো-ছতরি
ঘরের ভাড়াটে কারুঁই মধ্যে মধ্যে হুঁপাট-
ছিনেব বেলা-বেলা খাটকন, সেই ধোঁরা হয়
তো এই ঘরে কেঁকন ক'রে ঢুকে থাকবে।

চাটুছো। কোথাকার ভাড়াটে?

তব। এই সিঁড়ির উপর বো-ছতরি

চাটুছো। তা, আজ তুমি একটা আমার
সংসার উন্টো দিলে। ছেলেবেলা থেকে জানা

ছিল যে, ধোঁরা উপরেই উঠে যায়, কিন্তু এ
ধোঁরামির তুমি কিছু বিচিত্র গতি; আমার
ঘরে ঢোকবার অস্ত চিরকালের পছতি উঠে
এ নীচের দিকে নেবে আসে।

তব। তা—কেন—এ্যা—

চাটুছো। লোকটা কে? ঐ বাবুটা বুঝি,
হামেলা বা'র সঙ্গে আমার সিঁড়িতে
বেধা হয়? যখনই আমি নেমে যাই,
বেধি সে উপরে উঠছে, আদিগ উঠি, সেও
নেমে যায়?

তব। তাই—তাই—সেই—সেই।

চাটুছো। তা'র ইচ্ছা চাপকানে সর্ব্বনাশ
যে তেল-কালি লেগে থাকে। আমার বোধ
হয়, নিশ্চয়ই কোন ছাপাখানার কর্ম করে।

তব। ইঁা, তাই বটে, আর এদিকে বড়
তন্দরলোক বাবু।

চাটুছো। বাই, বেলা হ'ল বেরই, ঘরটা
বেধো তব।

তব। এস—এস, ছপগা ছিরিছরি। যা
মোদ্দা! সেই যেমন-সমন কেবল, তেমনি
সবেরই আভাজ্য করবেন।

চাটুছো। ইঁা, রাজি নটা হ'বে; তুমি
আমার উনোনে আঙন দিও না, আমি এসেই
ঘরাব; আর বাসিনের কথাটা তুল না।
(কিছু দূর গিয়া) ইঁা, পোলাটাক দুধ এনে
য়েষণে তো তব, তোমাদের উল্লেই হলিরে
যেখ, যেন বেশ একটু সর পড়ে থাকে।

[প্রস্থান।

তব। পেল্ল, না বাঁচলেব। ঘরে থাকতে
পাঠে বাঁচলেব—এসে পড়ে, এই করে আমার

বুকটো খড়াসু খড়াসু করছিল। হরির ইচ্ছের একদিনও ছুঁকনে ঘরের ভিতর সামান্যামনি পড়েনি, আর পড়বেই বা কোথেকে ? বাড়ুজ্যে মশাই ছঘড়ী না পড়তেই ছাপাখানার যার, সেখান চৌগর রাত কাজ করে, সকালবেলা খবরের কাগজ বেগ করে দিয়ে, তবে ন'টার সময় বাসার ফেরে। এদিকে চাটুজ্যে মশাই ন'টার আগেই দোকানে যার, ছঘড়ীর কম আর ফেরে না ! চকবতীর অন্তেট ভাল, এক ঘরে দোতরপা ভাড়া মারছে। আমারই বা মন্দ কি, এক ঘরের বই কাজ কত্তে হয় না—হাইনে দিকে ছুঁজন। তা আমি না বুদ্ধি দিলে এ শলা চকবতীর ঘটেও আসতো না। একটা লোকসান—আমাদের হেঁসেলে ছুঁকনের একজন ও খার না, তা মাসের মধ্যে দশদিন হয় তো রাখে, না হ'লে জলটল খেয়েই তো কাটার। মরগু পে, বাড়ুজ্যে মশায়ের আসবার সময় হয়েছে, এই বেলা চাটুজ্যে মশায়ের কাগড়, গামছা, খড়ম-টড়ম-গুলো সরিয়ে রেখে বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখি। বাড়ুজ্যেকে বলবো, অত ক'রে গাঁজা না খার। চাটুজ্যে ধোয়ার কথা বলতে আমার একবারে অন্তরবিদ্ধি হয়ে গেছেলো। দিই আবার শিরোর বললে দিই। ইনি শোবেন দক্ষিণ-শিরোরি, ইনি পূর্ব শিরোরি, যার যেমন পিরবিত্তি। চাটুজ্যের কথাটা দেখ দিকি ! আমার এখন বাসিনের দিকে ! এ সেকলে জিনিস, তিনিহি চকবতী মশায়ের ঠাকুরদার যি মা এ বাসিন দিকে মাঝার দেবার জন্তে তৈরির করেছি, এ সব জিনিস এখন আমার না।

মেগণ্যে চাটুজ্যে। দেখতে পাও না, বাড়ির ওপর পড় যে—

(বাড়ুজ্যের প্রবেশ)

বাড়ুজ্যে। (ঘরের দিকে) ভূমি আমার ওতুলে যে, তোমার চোখ নাই ?

তব। কি ! কি হয়েছে গা বাড়ুজ্যে মশাই ?

বাড়ুজ্যে। তোমার আগনার কাজ দেখ পে যা।

তব। ও মা, এ কি বেকাজ গা ! মুখ টুক যে একবারে শুকু হরে গেছে !

বাড়ুজ্যে। সারা রাত ভেগে খবরের কাগজ ছাপালে মুখ “শুকু” হবে না তো কি চমচল করবে নাকি ?

তব। তা বাপু, তেমনি সময় দিনী ভূমি ঘুমতে পাও।

বাড়ুজ্যে। তা'তেও তোমার আগতি আছে নাকি ? বেশ, এখন ভূমি পথ বেশ, আমি কাগড়-চোপড় ছেড়ে একটু শুই।

তব। শোও—শোও, আমি স'রে বাচ্চি !

বাড়ুজ্যে। রসো, আমার বল তো, ও লোকটা কে ? হায়েসা দেখতে পাই, আমিও উপরে উঠি, সে নেবে যার, আমিও নেমে যাই, সেও উপরে ওঠে ?

তব। হাঁ ও—সে—এই—তা—না—

বাড়ুজ্যে। ভূম দে রে তেনে না—

তব। এই দো-ছুতরির ঘরের ভাড়াটে।

বাড়ুজ্যে। বটে ? তা এই কথাটা বল-বার জন্ত রাগিণী তাঁকছিলে কেন ? ও কি করে—নাগুতে বুঝি ?

তব। নাগুতে কি গো ? বেরানু।

বাড়ুজ্যে। তবে অমন ভয় মত পাগড়ী বাধে কেন ?

তব। ওনাকে যে সাহেব বিবির সঙ্গে কথা কইতে হয়। রাগবাঁজারে সেই বেখানে সাহেবদেহের পোষাক বিক্রী হয়, ও সেই-খানে কাজ করে। বড় ভয়লোক বাপু, নির্জলা গিরতির। হ্যাঁ ভাল কথা, আমার বিনিষ্ট ক'রে অহুক করতে বলেছে যে,

তুমি বাপু অত ক'রে গাঁজা না খাও, ধোঁয়ার গন্ধেতে —

বাড়ুজ্যো। বটে, গাঁজার ধোঁয়া সর না! গাঁজার নিষেধ করেছে! এক কাজ কর, তোমার “নির্জলা চরিত্রগুণালা” ও মশাইকে বোলাও যে, কলকাতা তাঁর স্থান নয়; “গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাগনী সমতুল”—পারে গিয়ে বাসা করুন।

তব। সে কি বাড়ুজ্যো মশাই! তুমি কি আমাদের একটা ভাড়াটে ওঠাবে?

বাড়ুজ্যো। একই কথা—না হয় আমিই পথ দেখবো; এই তোমার পরিচায়ক ক'রে ব'লে দিচ্ছি, তব, বারদিগর গাঁজার নিষেধ হয়েছে, আমিও ডেরা-ডাঙা তুলেছি, তার আর হুটিস-ফুটিস নাই।

তব। দেখ যা ভাল হয়। এখন আমার কোন কাজ আছে?

বাড়ুজ্যো। বিশেষ।

তব। বল।

বাড়ুজ্যো। আঙে আঙে দরজাটা তেজিবে দিবে নীচে যাও, আমি বাঁচি!

তব। কি বাবু! এমন তো পিরিমিতে দেখিনি—স্বাচ্ছন্দ্য! [তবর প্রস্থান।

বাড়ুজ্যো। মাসী জানে, আমার সারারাত্রি জেগে খাটতে হয়, দিনের বেলায় যে একটু আড় হব, তা বেশ মাসীর সর না; একটা ছল পেলে ত জানর জ্যানর জ্যানর ক'রে বক্তে আরম্ভ করে। যাক্ এখন যুমে তো চোখ চুপে আসছে, রান্না-বারা আর ভাল লাগে না, মাথাধগার গলী থেকে এই পাঁড়কটীখানা আনি পেছে ছুপ মিরে খাওয়া বেশ চলবে। এখন খেয়ে শুই? না শুয়ে খাই? উহ—

ব। খেয়ে উঠে তার পর শুই? না শুয়ে উঠে তার পর খাই? শুয়ে উঠেই ভাল। থাক কটীখানা এই ডাকের উপর। একখানা ঢিকে

খরাই, তামাকটা খেয়ে শোয়া যাক। (দেশালাইয়ের বাস গুলিরা) ই মফা! কাল সন্ধ্যাবেলা য়েখে পেছি, এগটা কাঠী আছে, আজ একটাও নাই; না, তব বেটী জানালে। আমার কাঠ, করলা, তেল, মসলা, যি বেটী সব সরার, আমি বিলক্ষণ টের পাই; তার উপর আমার দেশালাইয়ের বাল্লটা রেখেও নিশ্চিন্ত নাই! হুয় তোর—নে তামাক খাওয়া। আর হুয় তোর—নে দেশালাই! (বাল্ল জানালার বাহিরে নিক্ষেপ) চোখ একবারে জড়িয়ে আসছে, শুইগে, আর পারি নে; থাক, আর কাপড় ছেড়ে কি হবে? চাপকানটা শুধু খুলে রাখি (বিছানার গমন) মশারিটা কেলে দিই, নইলে মাছিতে তিত্তিবিরক্ত করবে।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(তবর প্রবেশ)

তব। বাড়ুজ্যো মশাই শুলে?—ও মা! দিনের বেলায় মশারির ভেতর ঢুকেছ নাকি? (মশারিতে উঁকি দিয়া) বাড়ুজ্যোমশা—ও মা, পড়েছে আর ঘুমিয়েছে?—আহা, বামুনের ছেলে—সারারাত্ত জেগে গাখার খাটুনি খেটে মরে—থাক থাক, যুবক একটু।

[প্রস্থান।

(চাটুজ্যোর প্রবেশ)

চাটুজ্যো। “কিং ন করোতি বিধি যদি তুষ্টং।” কোথায় তাবহি একটু দেরি হয়ে পড়েছে, এখনি বহুনি খেতে হবে, না বোকানে ঢুকতেই কর্তা বলেন, “চাটুজ্যো, বাসার বাও, আজ ছুটী, আমি এখনিই বোকান বন্ধ ক'রে হগলী যাব।” হরি হরি। চাটুজ্যোকে আর পার কে? ছিপ হুতো হইল বড়ী সব মনে পড়ে গেল; এখন যুঝাঝা অবধি ঠেল যাবি, না বেশগেছে খোঁটারে বাগানে মালীর হাতে আটগত্তা পরয়া ত'জ্জি যিরে কাজ সারি? পরে বিবেচ্য, আপত্তত; পেটী ঠাণ্ডা করা

থাক। ছুধ আছে, এক পরসার কলা আনা গেছে, এখন ছুটি মুড়কি আনলেই স্নাত্তিমত কলারের বন্দোবস্ত হয়। (দেবাজের নিকট গিয়া) এ কি, পাউরুটী এল কোথেকে? ভব তবে বুঝি ক'রে আনিয়েছে, বেশ হয়েছে, আর মুড়কি আনতে হবে না। আহা, যার ভাব নাই, তার কটু নাই! ভবমুন্দরী আমার সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ! তবে এখন একটু ভানাক খেয়ে নেওয়া থাক। এ কি, দেশালারের বান্ন পেল কোথা? না, এ ভবী বেটী হাড়-নাড়ে জালালে—কিছু রেখে নিশ্চিত নাই। এই রেখে বেরিয়ে গিয়েছি, আর এর মধ্যে দেশালাইয়ের বান্নটা সাত করেছে! বেটী চোরের আঁদি। হু হোক গে, বাই, রুটীখানা দেখছি বাসি, নীচে থেকে একটু নেকৈ আনি গে, কলা ছড়া থাক এই তাকের উপর, দেখি বেটী দুখটা কি ক'রে রেখেছে—বেটী তারি পাঞ্জি।

[কোরে দোর বন্ধ করিয়া প্রস্থান ।

বাড়জ্যে। (মশারি হইতে মুখ বাড়াইয়া) কে ও ভব? এগী ভিতরে এস; ঢের ঘুম হয়েছে! এখন আগিরে দিবে আর অত মায়া হচ্ছে কেন? এ কি বা:দিব্যা একছড়া চাটিম কলা বে। (বিছানা ত্যাগ) ভব বুঝি রেখে গেছে; দেখেছে আমি পাউরুটী কিনে এনেছি, কলা দে ছু দে বেশ লাগবে বলে আপনি বহু ক'রে কিনে এনে রেখে গেছে; ভবর মত কীতপত্তা ক'রে পাওয়া যায় না! আর ভবর জড়ই এ বাসার থাক। বাড়ীওয়ার সঙ্গের তো এক প্রকার ভাসুর-ভাড়বো সম্পর্ক, ভাড়া দিয়ে চিঠি নেওয়া, মাসকাবারে একবার দেখা। (কলা লইয়া) দিব্যা পুরট কলা! এ কি, রুটী পেল কোথা? খ্যা কট, কোথাও তো নাই? ইহুবে? রাম—সাধ্য কি! ভবে—ও বেটী! পাঞ্জি বেটী। চোর

বেটী! বজাত বেটী! ভব বেটী! তাই বেটী ভাড়া লাভি—বেটী দোরদে পালাছিলে বেটী? হারাবজা! বেটী কলার বেটী! সিঁদেল বেটী! বেটী, তোমার আমি পুলিটোলাও পাঠাব! বেটী আমার রুটী চুরি ক'রে বোন-পোকে খাওয়াবে? আমার কোথেকে ছুড়িয়ে মুড়িয়ে এনে আমার ভক্তে ছুটা ছুটো কলা রেখে বাওয়া হয়েছে? আমার রুটী তোমার বোনপো থাক আর আমি তোমার কলা খাই! তাই ছাই ভাল হোক; ভবী বেটীর ঠোটে কলা—বা: তোমার ভবীর কলা কোম্পানীর নর্দমার (প্রক্ষেপ)। এখন দেখি ছুধের কি করেছে বেটী।

[অপর দিক প্রস্থান ।

(ছুধের বাটী হস্তে চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। ছুধটা বেশ পর পাড়িয়ে রেখেছে! রুটীও বেশ মচমচে হয়েছে, থাক এইখানে এখন কলা দিবে—কৈ কলা—কলা পেল কোথা? আমার কলা পেল কোথা? আমার কলা—ও তাই বেটী, তাই বেটীর আস্তি! আমার কলা চুরি করবে বলে বেটী পাউরুটী ফান পেতেছিলে। বেটী, আমি রাধাবাজারের বাত, আমি গোরাকে দমবাজি ঘেরে পরসা আমার করি! তুমি বেটী আমার কাছে উড়বে! বেটী তোমার এক ভাচনেচে মিরোন পাউরুটী দেখিয়ে আমার অমন পুরট কলা গাপ করবে? কলা আবার যাবে কোথায়? বের করবই! এখন বেটীর পাউরুটী—ছোটলোক, লম্বীছাড়া পাঞ্জী পাউরুটী বাত এই খানার বাত। (প্রক্ষেপ)

(ছুধের বাটী হস্তে বাড়জ্যের প্রবেশ)
কে মশার আপনি?

বাড়জ্যে। বটে বটে, তুমি কে হে?

চাটুজ্যো। আপনি এখানে কি চান ?

চাটুজ্যো। (বগত) এই সেই ছাপাওয়ালা।

(হুয়ের বাঁটা ছাপন)

বাড়ুজ্যো। (বগত) এই সেই কাটা-

কাপড়ওয়ালা। (হুয়ের বাঁটা ছাপন)

চাটুজ্যো। আমার দোহতরির ঘরে
আপনি বান।

বাড়ুজ্যো। আমার দোহতরি ? তোমার
দোহতরির ঘর।

চাটুজ্যো। তাখ ছাপাওয়ালা, যদি মার
খাবার সাথ না থাকে তো তামর ভালর
আমার ঘর থেকে বেরোও।

বাড়ুজ্যো। তোর ঘর ? বন্ আমায় ঘর,
ছোট লোক কাটা-কাপড়।

চাটুজ্যো। এই দেখ কার ঘর—হা হা হা!
এই দেখ কাগজ, গেল মাসের ভাড়া চিঠি।

বাড়ুজ্যো। কাগজ ? এই দেখ দেখ দেখ
দকে ঐ ঐ ঐ, দেখলি ?

চাটুজ্যো। ঢের ঢের ঢের দেখছি—
ছাপাখানার কৃত।

বাড়ুজ্যো। চুপ রও ! রিপূর কর্ম (হুয়ে)
ও রিপূর ক—অ—

চাটুজ্যো। হু বোটা। কমা, সেমিকোলন,
কএর আরগার ক, হরের আরগার ড।

বাড়ুজ্যো। টেক্ টেক্ টেক্, নো টেক
নো টেক—

চাটুজ্যো। (কম্পোজ, কালী দেওয়া
ও ছাপার ভদী)

বাড়ুজ্যো। কমিইন্ মিস্ ইওর কালস
সপ ; হেকারটিপ, বনেট, মসলিন—

চাটুজ্যো। (চীৎকার) ওরে, চোর চোর।

বাড়ুজ্যো। ওরে ডাকাত রে! খুন করছে রে।

চাটুজ্যো। অ—ভব।

বাড়ুজ্যো। অ ভব—ম—ম—ম—

উত্তরে। ও ভবী—ই—ঈ।

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। কি কি, হয়েছে কি ?

(উত্তরে ভবতারিণীর হৃৎধারণ)

বাড়ুজ্যো। রিপূর কর্মটাকে এখনই ঘরে
ক'রে দে।

চাটুজ্যো। তেলকানিমাখা কুতটাকে বের
করে দে লীগ'সির।

ভব। বলি বাবুতা—

চাটুজ্যো। (ভবকে টানিয়া)। বন্ এর
মানে কি ?

বাড়ুজ্যো। বন্ এর মানে কি ? (ভবকে
টানিয়া) এ কার ঘর ?

চাটুজ্যো। ই্যা, বন্ মাগি, এ কার ঘর ?

বাড়ুজ্যো। আমার ঘর কি না ?

ভব। না।

চাটুজ্যো। নাও, শুন্লে ? এ আমার ঘর !

ভব। না না, এ তোমাদের হুঁজনকারই
ঘর।

উত্তরে। হুঁজনকারই ?

ভব। ঠাকুর মশাইরা শোন, রাগ করো
না। এই গে দেখ (চাটুজ্যোর প্রতি) ও
ঠাকুরটা দিনেই ঘরে থাকেন, আর এঠাকুরটা
(বাড়ুজ্যোর প্রতি) খালি রেতেই ঘরে থাকেন।
তাই চক্ৰবর্তী মশাই বলেন যে, পুরুষনিকের
বারাণ্ডার ঘরটা বন্ধিন না ঘেরয়েত সম্প্রতি
হর, তম্বিনকার মত এই এক ঘরেই—

উত্তরে। পুরুষনিকের বারাণ্ডার ঘর কবে
টিক হবে ?

ভব। কাল হরে যাবে, এমনি অছপান
হকে।

চাটুজ্যো। আমি সেই ঘর নেব।

বাড়ুজ্যো। আমিও।

ভব। হুঁজনেই যদি সেই ঘর নেবে, তবে
হুঁজনে কেন এই ঘরেই বাসবান কর না ?

উভয়ে । তাও তো বটে ।

চাটুজ্যে । বেখুন, আমি আগে বলেছি ।

বীড়জ্যে । বাধিত হ'লাম, পুত্রের বার-

গার ঘর ম'শারের, এখন যাও ।

চাটুজ্যে । যাও ! আরে—আরে—আরে—

ভব । ঠাকুর, তোমরা বকড়া করো না ;

আগে এই—এই—এই মধ্যস্থি ধানে একটা

বেড়া—ছিল—

উভয়ে । তবে নাও বেড়া ।

ভব । রোস দেখছি, যদি সে ঘরটা আজই

ঠিক পিরিকল ক'রে দিতে পারি, এখন বাবু

হু'মনেই একটু শেড়লা হোন ।

[ভবতারিণীর প্রস্থান ।

চাটুজ্যে । কি গেরো ? (পদচারণ)

বীড়জ্যে । (চৌকীতে বসিয়া) ম'শাই,

একটা পরামর্শ দেব কি ? পাইচারী কর্তে

ইচ্ছা হয় তো দিবা গঙ্গার ধার আছে, ঘান,

তোকা হাওয়া ।

চাটুজ্যে । হজুর, আপাততঃ সে রকম

কিছু কচ্ছিনি ।

(অস্ত চৌকীতে উপবেশন)

বীড়জ্যে । ভাল, ক্ষতি নাই ।

চাটুজ্যে । কিছু না ; আচ্ছা, আপনি

বেড়াতে যেতে পারেন, আমি আপনাকে ধরে

রাখছিনি ।

বীড়জ্যে । অস্ত আত্মীয়তার কাক কি ?

(গাঁজার কলিকা দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, এক ঊপ

তৈয়ের যে—জুলে আছি । ঘোম ম'হাযেব ।

(কলিকা ও টাকে লইয়া ধূমপানের উত্তোগ)

চাটুজ্যে । ও কি ও, কি কচ্ছো ?

বীড়জ্যে । কি কছি ? গাঁজা চড়াছি ।

চাটুজ্যে । ছুট । (উঠিয়া জানালা উন্মো-

টন)

বীড়জ্যে । ও কি ও, কি কর ? আমার

দখে আলো বরষাও হয় না ।

চাটুজ্যে । আবারও নাকে গাঁজার গন্ধ

বরষাও হয় না ।

বীড়জ্যে । জানালা বন্ধ কর, জানালা

বন্ধ কর ।

চাটুজ্যে । কলকে রাখ, কলকে রাখ ।

বীড়জ্যে । (রাগিয়া) এই নাও হৈল ।

চাটুজ্যে । (জানালা বন্ধ করিয়া) এই

এ নাও বন্ধ হ'ল ।

বীড়জ্যে । হাই, আমি আমার বিছানার

বাই ।

(শয্যায় গমন)

চাটুজ্যে । (দৌড়িয়া শয্যায় বসিয়া) মাগ

কর ঠাকুর, ওঠ, আমি কাকেও আমার

বিছানা ঘাঁটতে দিই না ।

(উভয়ের উত্থান)

বীড়জ্যে । তোমার বিছানা । আচ্ছা এ ,

তুমি যুগি লড়তে পার ?

চাটুজ্যে । না ।

বীড়জ্যে । না ! তবে এস লাগে (যুগি

লড়ার ভঙ্গী)

চাটুজ্যে । দেখ, তুমি চুপ ক'রে বস তো

বসো, নইলে আমি এখনই পাহারাওয়াল

ব'লে চেষ্টাব ।

(উভয়ের বিপরীতদিকে মুখ করিয়া উপবেশন)

বীড়জ্যে । বলি শুনছেন ?

চাটুজ্যে । কি বলুন ।

বীড়জ্যে । অবহাগতিকে কিছুকাল যখন

হু'মনকেই এক ঘরে থাকতে হচ্চে, তখন

কাটাকাটি ক'রে মরার আবশ্যক কি ?

চাটুজ্যে । কোন প্রয়োজন দেখছি না,

কাটাকাটি করার আমার বিলম্বন আপত্তি ।

বীড়জ্যে । আর মরুন পে, আপনাদের উপর

আমার কোন বিশেষ বিষেবস্তাব নাই ।

চাটুজ্যে । আমারও মরণের ক্ষেত্রে কোন

সাংখ্যাতিক শঙ্কতা নাই ।

বাড়্যো । বিশেষতঃ সবই ভবীর ঘোষ ।
চাট্যো । সম্পূর্ণ । (উভয়ের চৌকী
টানিয়া নিকটস্থ হওন)

বাড়্যো । কেমন মহাশয় ?

চাট্যো । আজ্ঞে ইয়া ।

বাড়্যো । আসুন, একটা পান ইচ্ছা করুন,
(পান প্রদান)

চাট্যো । আসতে আজ্ঞা হয় । (পান
লইয়া নমস্কার)

বাড়্যো । নমস্কার, নমস্কার ! আপনার
গানটান গাইতে আসে ?

চাট্যো । কখন কখন সন্ধ্যের দলে দোচা-
রকি করেছি ।

বাড়্যো । তবে একটা দোহারকই গান
না । (কিঞ্চিৎ পরে) আজ্ঞা, কখন থিয়েটার
দেখতে গেছেন ?

চাট্যো । না, আমার পরিবার আপত্তি
করে ।

বাড়্যো । আপনার পরিবার ! আপনার
স্ত্রী আছে না কি ?

চাট্যো । হবে—ঈগুগিরি হবে ; সম্বন্ধ
হয়েছে ।

বাড়্যো । তবে সে তো হওয়াই ! আজ্ঞা
আজ্ঞা, বড়-খুশী হলেম ।

চাট্যো । (দীর্ঘ নিশ্বাস) খুশী !—উঠ-
ছেন যে ? কোথায় যান ? বাবেন না, এখানে
সে আর আসছে না ।

বাড়্যো । ও বুঝেছি বুঝেছি, কাছা-
কাছি হাঁড়ীকাড়া আছে—কেমন ? ভারী
চালাক অগ্নি (কাঁধ টিপিয়া)

চাট্যো । কি রকম কথা মশার ? দেখুন,
ও সব কথা নিয়ে ভাবাশা নয় মশার ! আমার
স্ত্রী—অর্থাৎ আমার কন্যে—অর্থাৎ আমার
তবিত্যৎ পত্নী, যার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'লে
বে আমার স্ত্রী হবে, সে—তিনি—সবসংজ্ঞাত

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—দূর ছাড়া ! ব্রাহ্মণকাঁদিনি—
দূর কথা, অন্ন ভক্ষণ অসম্ভব আচ্ছ, পণ্ডিত
ছ'টা রেড়ির কল—

বাড়্যো । কি কি, কোথায় ?

চাট্যো । কাছাকাছিই—রেডম্বর বাগে ।

চমকে উঠলে যে ?

বাড়্যো । না কিছু ভা—ভার পর ?

চাট্যো । রেড়ির কল নিয়ে এতদিন একটু
মোকদ্দমা চলছিল ব'লে কিছু হয়নি ।—
আহা, পৌজাগ্যক্রমে হাইকোর্টের মোকদ্দমা
সম্পন্নগমনে চলে ।—হ্যাঁ এখন মোকদ্দমা
আপোনে মিটে গেছে । এইবার শীঘ্রই
আমাদের শুভকার্য সম্পন্ন হবে । আপনি
বিবাহিত ?

বাড়্যো । আমি ? ঠিক নয় ।

চাট্যো । আইবুড়ো ? বেশ দিব্য, সুখী ।

বাড়্যো । না, তাও ঠিক নয় ।

চাট্যো । তবে স্ত্রীবিমোগ হয়েছে ?
মহাশয় মদ-বিধবা ?

বাড়্যো । তাই বা কেমন ক'রে বলি—

চাট্যো । মাপ করবেন মশার, আমি
তো কিছু বুঝতে পারেন না । না আইবুড়ো,
না বিবাহিত, না বিধবা, তিনের একও নয় !
আপনি এমনতরটা কেমন ক'রে হলেন ?

বাড়্যো । কেমন ক'রে হলেন ?

চাট্যো । তা বই কি, এ কি মনিষিতে
হতে পারে ? জীবন্ত থাকবে তো নয়—
দেখি ওনি, শুনি ওনি ।

বাড়্যো । তা সম্ভব ! কিন্তু আমি তো
জীবন্ত মনিষি নই ।

চাট্যো । (পক্ষাৎ চাহিয়া) কান্ড হোল
মশার, ও রকম ভাষাশা আমি ভালবাসি না ।

বাড়্যো । ভাষাশা নয় মশার, সত্যই
বলছি, আজ তিন বৎসর হ'ল, আমার মৃত্যু
হয়েছে—হায় ! হায় ! ও হো হো হো !

চাটুজ্যে । (সভরে) আপনি চুপ করুন ম'শার ।

বাঁড়জ্যে । বিশ্বাস না করেন, নাম ধাম ব'লে দিচ্ছি আমার আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ী জিজ্ঞাসা করুন । দেখবেন আমার নাম করেছে তারা ডুকরে কেঁদে উঠবে । তা হ'লে তো বিশ্বাস হবে ?

চাটুজ্যে । মহাশয় ! প্রিয়বন্ধো ! জ্বর-মাধব ! যদি এমন কোন উপায় থাকে যে, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'বার পর মরে যাওয়া যায়, তার র আবার কলে কোশলে এ পৃথিবীতে থেকে কাজকর্ম করাও চলে, তা হ'লে আমার বলুন—বলুন, মরে-বাঁচা প্রাণের পক্ষা-নন তৈলিক ম'শার ।

বাঁড়জ্যে । ওঃ, তবে দেখছি, আপনি আপনার বাগদস্তা সুন্দরীকে লাভের জন্য ততটা পাগল নন ।

চাটুজ্যে । না, তা নয়—তবে কি জানেন, প্রথমে একটু বাধা আছে, ব্রাহ্মণ-মন্দিরী চন্দ্রবদনীর মেজাজটা কিছু উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা খাতের, আমার এই কাহিল অরে তা যে সহ হয়, এমনটা বোধ হয় না ।

বাঁড়জ্যে । বটে, তার তো সহজ উপায় আছে, আমি যা করেছিলাম, তাই করুন ।

চাটুজ্যে । তাই করবো, কি বলুন ।

বাঁড়জ্যে । লগে ডুবে মরুন ।

চাটুজ্যে । (সভরে) আবার ঐ ঘুরো । চুপ করবেন মশার ।

বাঁড়জ্যে । ওহুন, তিন বৎসর হ'ল, জর্জগাজ্যে নইহাটিতে আমি একটা কাহিনীর দরবীচোরা হই, সুদীনকুমারীর আশ-বরসেও ছটাখানি বেশ অধিকাল আছে ।

চাটুজ্যে । (স্বগত) ভিনবাদ পূর্বে চুঁচড়োতে ঠিক আমারও ঐ রকম হয়েছিল । (প্রকাণ্ডে) চুপ করলেন যে, বলুন বলুন ।

বাঁড়জ্যে । সুন্দরীর প্রেমজাল এড়াবার জন্য আমি আসামে চা-বাগানের চাকরী স্বীকার করলাম ।

চাটুজ্যে । (স্বগত) আমিও !

বাঁড়জ্যে । দানন নিলেম ।

চাটুজ্যে । (স্বগত) আমিও কি—আশ্চর্য !

বাঁড়জ্যে । দানন নিয়েই যেন বড় কোড হয় ।

চাটুজ্যে । (স্বগত) আমারও তাই । বাঃ বাঃ ! কি চমৎকার মিলে যাচ্ছে ।

বাঁড়জ্যে । আমার প্রণয়িনী, এক্সেন্টের কাছে তাঁর গোমড়া পাঠিয়ে অনেক উপরোধ করে আমার দাননের টাকা আর আর খরচা সমেত ঘিরে আমার খালাস করতে চাইলেন, এক্সেন্ট রাজি হলেন, আমি প্রথম একটু এমিক্ ওমিক্ করেছিলাম, কিন্তু পরে রাজি হলেন ।

চাটুজ্যে । (স্বগত) আমারও ঠিক ঐ, তবে আমি একেবারে রাজি হয়েছিলাম—তার পর ?

বাঁড়জ্যে । শুভ বিবাহের দিন স্থির হ'ল, ক্রমে দিন ঘনিরে এল—

চাটুজ্যে । (করুণস্বরে) ই্যা দাদা, দিন ঘুনিয়ে এল দাদা রে ? তোর দিন ঘুনিয়ে এল ?

বাঁড়জ্যে । ই্যা তাই রে, প্রাণের লক্ষণ । দিন বত নিকট, প্রাণ তত আতুল । এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ ফুটলো, বুকেতে পালিয়ে, সে অমূল্যমণি আমার মত নরনারীর লজ্জা নয় । সুন্দরীকে খুলে বহন ; কোথা এ প্রশস্যের কথার ভুট্টা হবেন, না স্পর্শী একে-বারে বদমস্ত মাতালদিনীর ন্যায় আমার দিকে কাঠের চেলা হস্তধাকমাদিনী আমিও রূপদে প্রস্তুত ! বীধ-শব্দে দৌড়ানোর উত্তাপ

করলেন; “ব্রাহ্মী ব্রাহ্মপাতক” জান তখন
রইল না। প্রেরণীকে ভাগ করে ছুরো বলে
সঙ্গে চম্পট। দুদিন পরে শমন প্রাপ্তি;
অন্তপুরী যুবতী বানিকা—জাত বাবে, ভ্যানে-
জের নাগিল।

চাটুজ্যো। কি সর্বনাশ! পাড়ার উকীল
ছিল না কি?—তার পর?

বাড়ুজ্যো। সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! দুশ-
রীর গোমতা আমলারা যোকদমার রীতিমত
যোগাড় করতে লাগল, বাঙ্গালী উকীল সাজী
মাটি নিয়ে শামলা কেটে নিলেম, আমার
কৌলদারীতে কেলবারও শলা হতে লাগলো।
আমার যেন হাইডোকোবিরা হ’ল, প্রাণে
খিকার জমিল! শেষ হতাশ হয়ে বা করবার
নয়, তাই করতে গল্প করলেম। একদিন
সন্ধ্যার সময় কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরুলেম;
গঙ্গাবারে ময়রার ঘোঁকানে ব’সে ভাষাক
খেলেম, নোকানীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে
চাইলেম, নিধাস পড়তে, লাগলো চোখ পুঁছ-
লেম, তার কথাই উঠে। উঠে ছোট ছোট
উত্তর দিলেম, তার পর উঠে গঙ্গার কিনারার
এলেম, বাটের দিক ছেড়ে আবাটার গেলেম,
কেউ কোথাও নাই, চারদর, আদা, জুতা খুলে
কিনারার রাখলেম, একখান বড় পাথর
পড়েছিল, ভুলেম, একবার আকাশের দিকে
তাকালেম, গঙ্গার দিকে চাইলেম, বুকের
ভিতর থেকে তাকলেম, “বা গো”, পাথরখানা
ঝোরে জলের মাঝখানে ছুড়লেম, “খপা” —
আমিও মাঠের দিকে দাখ।

চাটুজ্যো। রলো রলো, আমি কতক কতক
ব্যাপারটা বুঝছি, তুমি নিরুদ্দেশ—জলের
ধারে—তোমার কাপড়-চোপড় পাওয়া
গেল—

বাড়ুজ্যো। ঠিক ঠাইয়ে, আমার পকেটে
না চাবরের খেঁচাই—কেন নাই একই কাগজে

লেখা ছিল, “তোমার জন্ত আমার শেষ
এই গতি হল—দিগম্বরী—প্রাণেশ্বরী!”

চাটুজ্যো। দিগম্বরী! (চমকিত ভাবে
বাড়ুজ্যোর হাত বরির অগ্রসর হওত)
দিগম্বরী!

বাড়ুজ্যো। দিগম্বরী।

চাটুজ্যো। কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর কত?

বাড়ুজ্যো। কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর
কত।

চাটুজ্যো। এক মেয়ে—জমী জারাত রেড়ির
কল সব তারই?

বাড়ুজ্যো। এক মেয়ে—জমী জারাত
রেড়িরকল সব তারই।

চাটুজ্যো। চুঁচুড়োতে?

বাড়ুজ্যো। নৈচাটিতে।

চাটুজ্যো। হলো—ইস্পার কি ওস্পার!
কুলীনের মেয়ে মেলের ঘরের অভাবে এদিন
বিরে হয় নি!

বাড়ুজ্যো। তাই?

চাটুজ্যো। বয়েস বছর পঁচিশ।

বাড়ুজ্যো। বছর পরবর্তী।

চাটুজ্যো। সে যার যেমন নজর—নিশ্চরই
সে। মশার, আপনি কি তবে খুদিরাম
বাড়ুজ্যো?

বাড়ুজ্যো। আদিই সেই! ছিলেম তো
খুদিরামই, এখন একেবারে নেই রাম
বাড়ুজ্যো।

চাটুজ্যো। আর বার কয়েক আপনি এই
শেলাখাত করেছেন, আমি কিনা তাকেই
বিবাহ কর্তে যাচ্ছিলাম?

বাড়ুজ্যো। ও! তবে আপনি কি পুঁটি-
রাম চাটুজ্যো?

চাটুজ্যো। আচ্ছা হাঁ, অবলা গরীব ব্রাহ্ম-
পের এই নাম।

বাড়ুজ্যো। আমি সব শুনেছি, বড় আন—

দেব বিবর। পরম সুখে কালান্তিপাত কর।
ভাল কথা, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

চাটুজ্যে। বাপ রে, সে কি? আর কি
আমি তোমার চোখের হাড় কত পেরি!
তোমার প্রণয়িনীর হাতে তোমার প্রত্যাশ
ক'রে আমার কাঁধ।

বাঁড়ুজ্যে। আমার প্রণয়িনী? তোমার
বল।

চাটুজ্যে। আমি বলে ডুবে মরেছি, আর
আমার কেমন ক'রে হবে?

বাঁড়ুজ্যে। কি বাজে কথা কও; আমি
তোমাকে দিগবরীর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেব,
তবে নিশ্চিত হ'বে।

বাঁড়ুজ্যে। তোমার বাগ্মতা বনিতার সঙ্গে
আলাপ করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা
নাই।

চাটুজ্যে। আমার বাগ্মতা, সে কি কথা?
প্রাণে সমস্ত তোমার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে। তা'তে কি এসে যায়? আমার
অপঘাতবৃত্ত হ'ল, তার পর তোমার সঙ্গে
সমস্ত ঠিকঠাক হ'ল।

চাটুজ্যে। বেশ।

বাঁড়ুজ্যে। বেশ কি?

চাটুজ্যে। আমি অতি অধন, তুমিই তার
যোগ্যবর! আমার প্রাণ অতি অমল কমল
ধবধবে ধবল শাখা, আমি আমার স্তম্ভ ভাগ
করলেম, তুমি পরমসুখে পৌর-প্রপৌরাদি-
ক্রমে ভোগ-মগল করিতে রহ।

বাঁড়ুজ্যে। সগাশর সুহৃদ। পরমসুখ
বিতরণ! সোপান লকা পেলেও তোমার বস্ত্রের
ধন অমূল্য রতন দিগবরীকে আমি আশ্রয়
করবো না। আমি চলে য—নমস্কার।

(প্রদ্যোত)

চাটুজ্যে। (ধরিয়া) দাঁড়াও, দাঁড়াও।

বাঁড়ুজ্যে। ছাড় আমার, রিপুকণ্ঠ, ছাড়,

ছাড়—ছাড়—আমার ছাড়, আমি
নিজ বৃত্তি ধরবো।

চাটুজ্যে। খুঁজ খুঁজ, এ বৃত্তিটা তবে
কার? (ছই গালে চোকোর)

বাঁড়ুজ্যে। কি! আমার অপমান? আমার
সুখের উপর অপমান? নাকের উপর অপমান?
দান এর কল কি? এখনই হেঁচ নেহে—এস
লাগে।)

চাটুজ্যে। বেশ, আমিও রাজি—লাগে!
হাতা-হাতি নয়, হাতিয়ার চাই।

বাঁড়ুজ্যে। বেশ—বেশ!

উত্তরে। তব—তবী।

(তবতারিণীর প্রবেশ)

তব। কি ঠাকুর! কি—কি?

বাঁড়ুজ্যে। ছ'খানা কাটাগি।

চাটুজ্যে। অথবা বঁটী।

বাঁড়ুজ্যে। অত্যাধে—জাতি।

তব। বঁটী কাটারী কেন গো

বাঁড়ুজ্যে। তোর তার ধরকার কি?
নিরে আর শীগির।

তব। আচ্ছা আচ্ছা, কাটারীই দিচ্ছি।

চাটুজ্যে। দাঁড়াও, তুমি কাটাকাটি কর-
বার জন্য ছ' ছ'খানা ধারাল কাটারী ধরে
রাখ।

তব। ওঃ গোড়া কপাল, কাটারী কোথা?
ছোটো খালি বাট পড়ে আছে?

চাটুজ্যে। শুধু বাট? অথবা বেহি। অথবা
মেহি। আজ বাটের মুহ।

[তবতারিণীর প্রস্থান।]

চাটুজ্যে। বলি, শুনেছেন?

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ, কি বলবে, প্রকাশ
ক'রে বল।

বাঁড়ুজ্যে। সুদূরবর্তে আপনাতর মত কি?

চাটুজ্যে। অতি ছোটগোক অসত্যের
কাণ্ড।

বাড়জ্যো । আমারও ঐ মত, তবে বাটে বাটে নানা হয়, তাতে তো আপত্তি নাই !

চাটুজ্যো । হাঁ, সে আলাদা কথা ।

বাড়জ্যো । কিন্তু এ বড় বেলিকম্বো ! কোথাও কিছু নাই, ছ'খানা কাটারির বাটে ঠোকাঠিক করি, এই বা কি ছেলেমানুষি ?

চাটুজ্যো । কিছু না, একটু ইয়ারকি মাত্র ।

বাড়জ্যো । একটা কথা শোন, কেন তুমি দিগম্বরী ঠাকরুণকে বিয়ে করবে না ?

চাটুজ্যো । কেন ? আমি তো আগেই বলেছি, তাঁর মেজাজের সঙ্গে আমার বনে না, তোমার ভা'তে বেশ সুখে থাকবে ।

বাড়জ্যো । সুখী ? আমি যখন মনে মনে জানছি, তোমার সে যেন বঞ্চিত কচ্ছি ! চাটুজ্যো, আর ও কথা বলো না ।

চাটুজ্যো । বাড়জ্যো, আমার কথা তুলো না, তোমার সুখেই আমি সুখী হব ।

বাড়জ্যো । কি ছেলেমানুষি কচ্ছে ?

চাটুজ্যো । আচ্ছা পাগলামি কোচ্ছে তো ?

বাড়জ্যো । আমি তা'কে বে করবো না ।

চাটুজ্যো । আমি কলিমিস্তিরের ঘাটে বাব, তবুও তাঁরে নিয়ে ছাম্ভাতনার যাব না ।

বাড়জ্যো । আচ্ছা, এক কাজ করা থাক, স্তম্ভিতে যার অদৃষ্টে পড়ে ।

চাটুজ্যো । অতি সদবুদ্ধি ।

বাড়জ্যো । কড়ি পাড়ান থাক—কেমন ?

চাটুজ্যো । বেশ বেশ । কড়ি পাড়ানই বেশ ।

বাড়জ্যো । (বগত) বড়ই মজা হয়েছে, ভবীর বোনপোর দশ-পচিশের কড়ি ক' কড়া আমার কাছে আছে । সে কড়িগুলোর কিছু ভারিক আছে, ক্রমাগত ছকাই পড়ে !

চাটুজ্যো । (বগত) ঠিক হয়েছে । দোকা-নের ছোঁড়াটা সে দিন কড়ি খেলছিল, মিলি বড় বড় সীগে-ভরা কড়ি দেখে ছোঁড়াকে

গোটা কতক পরনা দিয়ে নিয়েছিলেম—কেনেই ছকা । ক্রাঙ্ক ঠিক কাজে লেগে যাবে !

বাড়জ্যো । ঠেক মশাই !

চাটুজ্যো । আহুন, আপনি আগে পাড়ান, যে যার নিজের কড়ি !

বাড়জ্যো । বা ইচ্ছা ; যার কম চিত হবে, সেই দিগম্বরীর বর হবে ।

চাটুজ্যো । বেশ কথা ।

বাড়জ্যো । তবে আহুন ।

চাটুজ্যো । আহুন ।

বাড়জ্যো । (কড়ি পাড়াইরা) এই—এই ছকা !

চাটুজ্যো । বেড়ে পাড়িগছেন ! এই নিন (কড়ি পাড়াইরা) এই ছকা !

বাড়জ্যো । আপনি কতটুকি ?—এই ছকা ।

চাটুজ্যো । এই ছকা ।

বাড়জ্যো । ছকা ।

চাটুজ্যো । আপনার দিকি কড়ি !

বাড়জ্যো । আপনার কড়িও চমৎকার !

চাটুজ্যো । আহুন বদলাবদলি করি ।

বাড়জ্যো । আহুন । (কড়ি বদল)

চাটুজ্যো । হ—ছকা !

বাড়জ্যো । ছকা !

চাটুজ্যো । ছকা !

বাড়জ্যো । ছকা ।

চাটুজ্যো । কি পেরো । আপনি ক্রমাগত ছকাই পাড়াতে থাকবেন ?

বাড়জ্যো । বতকণ না পড়তা কিরবে, এই রকমই চলবে ।

চাটুজ্যো । দেখি তোমার কড়ি—সীগে ভরা !

বাড়জ্যো । তোমার দেখি—ও সীগে পোরা !

চাটুজ্যো । জুজুরী !

বাড়ীজো । ঠাকরী ।

(উভয়ে তর্কাতর্কি খাতির। বুলী লড়ার ডলী)

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

উভয়ে । পুঁবের বারাতার ঘর তৈরের ?
ভব । একটু বিলম্ব আছে । সে কাটা-
রির বাট, তো খুঁজে পেলুম না । এই এক-
খানা চিঠি আছে, কাল ডাকখানা দিয়ে
গেছে, আঁচলের খোঁটে বেঁধে রেখেছিলাম,
দিতে ভুলে গেছি ।

চাটুজো । আঁচলের খোঁটীতে বরাবর
বেঁধে রেখেছ ? বেশ করেছ ।

ভব । হেঁ বাবু, অপরাধ গেরণ করো
না শাবু ; আমি গাঁটেখে চার পরমা বেবাগিন্
মাত্তল দিয়েছি ।

চাটুজো । তা দিয়ে থাক তো সব কত্তর
মাক !

[ভবতারিণীর প্রস্থান ।

নৈহাটী, নৈহাটীর ডাকঘরের মোহর !

বাড়ীজো । নিশ্চয়ই দিগম্বরী প্রেম-
লিপি ।

চাটুজো । তবে পড় না । (চিঠি প্রদান)

বাড়ীজো । আমি পোড়ব ?

চাটুজো । অবস্তা । আমি কি এমনই
মূর্থ যে, আপনার স্ত্রীর চিঠি পড়বো ?

বাড়ীজো । আমার স্ত্রী ! এ যে পরিহার
আপনার নামে শিরোনাম চ-ট্টো-পা-
খ্যা—হ ।

চাটুজো । এটা কি “চট্টো” ? আমার
ঠিক “বন্দ্যো” “বন্দ্যো” বোধ হচ্ছে !

বাড়ীজো । পাগল নাকি—নিম, খুলে
কেনুন ।

চাটুজো । (পত্র দেখিয়া) অবাক ! এ কি !

বাড়ীজো । (পত্র অইয়া) অবাক ! এ কি !

চাটুজো । (পত্র পাঠ) “নিজ্ঞাপনক
বিশেষ । সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরদ্রষ্টনা-

ক্রমে আপনাদের তাবি-সহধর্মীগণ, পরলোক
হইয়াছে ।” মহাশয়ের সহধর্মিণীর কথা
বলছে—

বাড়ীজো । না না, আপনার ! যাক,
আর তাতে এল গেল কি ? মোক্ষাৎ সে
আপনারই ছিল ।

চাটুজো । তা কেমন করে ? আপনার
সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ ।

বাড়ীজো । তা হোক না—তার পর হো
আপনার সঙ্গে । যাক, আর ও তর্কে
দরকার নাই, পড়া যাক । “দিগম্বরী ঠাক-
রানী নৌকাযোগে জিবেগীতে স্থান করিতে
রওনা হন,” সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভয়ানক
ঝড় হয় ; বোধ হয়, তাহাতেই নৌকাডুবি
হয়, তখন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ;
ছ’দিন পরে জেলেরা দেখে, তলা-ফুটো হইয়া
হগলীর চড়ায় আটকাইয়াছে ।” আহা হা,
ভ্রাক্ষণের মোহর ! কি ভয়ানক অবস্থা ।

চাটুজো । এ নৌকার অবস্থা লিখে
ম’শাই ।—“আমি তাঁহার প্রধান কর্মচারী,
কাগজাদি তত্ত্বাস করিয়া দেখিলাম, তাঁহার
মোহরাক্রান্ত একখানি উইল আছে, তাহাতে
লিখিত আছে—যতপি কুমারী অবস্থায়
আমার মৃত্যু হয়, তবে বাঁহার সহিত আমার
সম্বন্ধ স্থির হইবে, তিনিই আমার সমস্ত সম্প-
ত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন ।” আহা হা !
অভাগিনী প্রণয়িনীর কি উচু প্রাণ ।

বাড়ীজো । ওহো, সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী
আমার ।

চাটুজো । হার হার, এমন স্ত্রীকে নিয়ে
মুগ্ধি খেলছিলেন !

বাড়ীজো । তাই তো, কি মৃগা ! এ
রতন কড়ি পাড়িয়ে হারালিলেয় ।

চাটুজো । ম’শাই, আপনিই বখাওঁ বহু,
তাপনি আমার হৃদয়ে রেতঃপ্ৰসূত হয়েছেন—

বাড়জ্যো। ও বিবর আপনার কাছে আমি হার মানলেম; আপনি কি সন্তুষ্ট! আপনার নিজের পত্নী হলেও আপনি এত ক্ষুণ্ণ হতেন কি না সন্তোষ।

চাটুজ্যো। আমার নিজের পত্নী? আমারই তো, প্রায়ই তো হয়েছিল।

বাড়জ্যো। আপনার হয়েছিল? এই এত-কণ বে বেশ জানীর মত কথা কচ্ছিলেন; বলছিলেন, বধন আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষ হই, তখন সে আমারই।

চাটুজ্যো। আপনিও তো বেশ বিচক্ষণের মত বলছিলেন যে, আপনার অপযাতনৃত্য হয়েছে?

বাড়জ্যো। মিথ্যা কথা, আমি তা স্বীকার করি না।

চাটুজ্যো। হী, আপনার নৃত্য হয়েছে।

বাড়জ্যো। এ বিবর আমার।

চাটুজ্যো। আমার—আমার।

বাড়জ্যো। আমি মথল করবো।

চাটুজ্যো। আমিও করবো।

বাড়জ্যো। আমি আদালত করবো।

চাটুজ্যো। আমিই কোন্ ছাড়বো? হৃগণী কর করবো।

বাড়জ্যো। রসো, একটা পরামর্শ আছে, আদালতে গিয়ে বিবরটা ভয়রূপ না করে, এস না কোন ভাগ করে নি?

চাটুজ্যো। সমান সমান।

বাড়জ্যো। হী, বেশ কথা, সমান সমান—আমার দশ আনা।

চাটুজ্যো। পরিকার কথা—চুল চেরা ভাগ—আমার বার আনা।

বাড়জ্যো। তা হ'লে তো হলো না।—আধা আধি।

চাটুজ্যো। রাজি।

বাড়জ্যো। হাতে হস্ত দাও।

চাটুজ্যো। এই নাও।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছে গো?

ডাকের চিঠি আছে, নে বাও।

চাটুজ্যো। আবার ডাকওয়ালা?

বাড়জ্যো। কাল ডাকওয়ালা—আবার আজ ডাকওয়ালা?

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। এই আর একখানা চিঠি গো, আর চার পরসো হলো।

চাটুজ্যো। আচ্ছা ভব, এবারও পরসোটা তোমার মাক কল্লেব। এও যে মৈত্রী থেকে।

(পত্র পড়িয়া) অবাক! এ কি!

বাড়জ্যো। (পত্র দেখিয়া) অবাক! তাই তো।

চাটুজ্যো। (পত্রপাঠ) “স্বপ্নের বিষয়—মিথ্যা আশঙ্কা”—

চাটুজ্যো। “হঠাৎ বড়—নৌকা ডুবি—আপনার ভাবিপত্নী দিগম্বরী ঠাকুরাণী—”

চাটুজ্যো। “আমাদের লোকে তুলিয়া—”

বাড়জ্যো। “শান্তিপুত্র লইয়া যায়—”

চাটুজ্যো। “এত প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছেন—”

বাড়জ্যো। “কল্যা কলিকাতার রঙনা হইবেন—”

চাটুজ্যো। “ওত কার্য্য নীচ সম্পাদন প্রয়োজন! ঠাকুরাণী নিজে নিজের মালিক, নিজেই আপনার সহিত সাক্ষ্য করিয় দিন স্থিরাধি করিবেন, বেলা ১টার সময় বাসার” থাকিবেন—

উভয়ে। বেলা কত?

বাড়জ্যো। চাটুজ্যো; আ তোমার কত স্বপ্নের দিম?

চাটুজ্যো। বাড়জ্যো, তোমার স্বপ্নেই আমার আশা।

বাড়জ্যো। বড় আশেপ হচ্চে, আজ

মৈল-ডে, এখনই আমার অবির বেরতে হবে,
উপস্থিত থেকে তোমাদের শুভমিলন দেখতে
পেলেম না ; আসি এখন—নমস্কার।

(গমনোত্তত)

চাটুজ্যে। ও কি ! ও কি ! আমিই স'রে
বাছি । এত কালের পর আপনাদের পুন-
মিলন হবে, এ সময় কি আমার থাকা ভাল
বেধার ? আসি আমি—গুড বাই।

বাঁড়জ্যে। আপনার ভ্রম হচ্ছে, আমা-
রের শেষ তর্কে তো মীমাংসা হলো যে, আপ-
নার সঙ্গে সব্বদ্বই প্রকৃত।

চাটুজ্যে। না, আপনার সঙ্গে।

বাঁড়জ্যে। আপনার সঙ্গে।

উভয়ে। আপনার। (একটার তোপের শব্দ)

বাঁড়জ্যে। অ্যা ও কি ! তোপ পড়লো ?
তবেই তো এল ! (গাড়ীর শব্দ) ঐ যে গাড়ী
দাঁড়াল। (জানালার কাছে গিয়া)

চাটুজ্যে। একটা স্লীলোক নামছে না ?

বাঁড়জ্যে। সেই মোটাসোটা চেওড়।
চৌড়া দিগবরী।

চাটুজ্যে। তোমার ভাবি-স্বী।

বাঁড়জ্যে। তোমার।

চাটুজ্যে। তোমার। (উভয়ে দরজার
কাণ দিয়া)

বাঁড়জ্যে। শুমছো, উপরে উঠছে ?

চাটুজ্যে। দরজা বন্ধ কর, বন্ধ কর,
ঠেসিয়া দাঁড়াও। (উভয়ে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান)

নে-ভব। চাটুজ্যে ম'শাই, চাটুজ্যে ম'শাই !

চাটুজ্যে। আমি এই কতক্ষণ হলো
বেরিরে গেছি।

বাঁড়জ্যে। আমিও বাড়ী নাই গো।

নে-ভব। চাটুজ্যে ম'শাই, দোর খোলো,
দোর খোলো, আমি ভব।

চাটুজ্যে। কী ? তবেই যে, স্লীলোকটা
গাড়ী থেকে নামলো, সে গেলে কোথায় ?

নে-ভব। চোলে গেছে।

চাটুজ্যে। সত্য বলছো ?

বাঁড়জ্যে। ভুল্ললোকের ছেলে হয়ে ?—

হ্যা ভব, সত্য ?

নে-ভব। হেঁ হেঁ, চাটুজ্যে ম'শাইকে
একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

চাটুজ্যে। কৈ, দাঁও।

নে-ভব। দরজা খোল।

চাটুজ্যে। চৌকাঠের ফাঁক দে ও'লে
দাঁও, (চিঠি লইয়া) এ আবার কি ?

বাঁড়জ্যে। তাই তো!

চাটুজ্যে। (পত্র পাঠ) "সম্প্রতি ঠাকুরাণীর
কুটী দেখান হইয়াছিল, তাহাতে জানা গেল,
তিনি আপনা অপেক্ষা বজ্রিশ বৎসর তিন
মাসের বড়—"

বাঁড়জ্যে। "সুতরাং সব্বদ্ব ভুল করিয়া
কল্য রায়ে অন্ত পাত্তের সঙ্গে তাঁহার শুভকার্য
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—"

চাটুজ্যে। "তিনি এক্ষণে শান্তিপুরে
মানিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী হইয়া-
ছেন।" বোম্বার! তেরেরার!

বাঁড়জ্যে। তাখিনিখা খিনিক না। বেঁচে
থাক মুখোজ্যের পো! হাতের 'নে' কয় থাক।

চাটুজ্যে। বেঁচে থাক, বেঁচে থাক। (নৃত্য)

বাঁড়জ্যে। তেল লেগে থাক দিগিগ
দিনা। (নৃত্য)

ভব। (দরজার মুখ বাড়াইয়া) বারাত্তার
ঘর অপরিষ্কার হয়েছে গো।

চাটুজ্যে। চমৎকার হয়েছে! আমার
দরকার নাই।

বাঁড়জ্যে। আমি ত চাই নেই।

চাটুজ্যে। আর কি আমরা ভিন্ন হই,
মানিক-জোড় হুতী তাই!

বাঁড়জ্যে। টুকু আমাদের তকাং করে,
ওরে দেখিরে দে না—দে না তারে।

চাটুজ্যো । বাঁড়ুজ্যো ।

বাঁড়ুজ্যো । চাটুজ্যো । (আলিঙ্গনোত্তত

- চাটুজ্যোর হাত ধরিয়া) একটী কথা বলবো,

কিছু মনে করবে না ? দেখ, আমার একটী

ভাই খেটেরা পুজার দিনে আঁতুড়ে মারা

পড়ে, তোমার সুখের দিকে আমি যত চাচ্ছি,

আমার ভতই তাকে মনে পড়ছে । ওঃ হো !

হো ! হো !

চাটুজ্যো । কি আশ্চর্য্য, আমিও তোমার

ঠিক ওই কথা বলতে বাচ্ছিলেম । উঃ হ !

হা হ !

বাঁড়ুজ্যো । আতা ভাট রে । ওঃ । একটী

কথা বল । আমার একটী কথার উত্তর

দাও ! তোমার বাঁ-কাঁদে একটী লাল জড়ুল

আছে ?

চাটুজ্যো । না ।

বাঁড়ুজ্যো । জড়ুল নাই । তবে ভাই না

হয়ে আর বার কোথা । (আলিঙ্গন)

চাটুজ্যো । বাঁড়ুজ্যো !

বাঁড়ুজ্যো । চাটুজ্যো, চাটুজ্যো !

উত্তরে । আমরা আজ থেকে "চাটুজ্যো-

বাঁড়ুজ্যো" দুটী সহোদর !

চাটুজ্যো-বাঁড়ুজ্যো । - - - আমরা দুটী

সহোদর ।

ব্রজলীলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

যমুনা-বক ।

(আবক্ষোক্ষমা গোপীগণ)

গোপীগণ।—আও আও অলি, করি জলকেলি,

সব সখা মিলি, যমুনা উছলি ।

বঁধুরা বিহনে, নিশি আগরণে,

মনন-মহনে, তহু যার জলি ;—

জলন জুড়াক্তে, তাই জলে উলি ॥

কাচলি ফেলছি খুলে, হুকুল রেখেছি কুলে,

সরম গিরেছি তুলে ;—

আও সখি দলে দলে, কাল জলে খেলি ॥

২

রাধিকা।— সখি রে !

চেউগুলো ওলো ভেঙ্গে দে না।

চেউ বৃকে এসে বসে মানা মানে না ॥

তরঙ্গের কিবা রঙ্গ হেরি,

তবে অঙ্গে খেলে নুকোচুরি,

উঁকি ঘেরে হেরে বাঁধুরী ;—

লহরীর চাতুরী কিছু বুঝা যায় না ॥

৩

গোপী।— বন্ধুনার কাল জলে,

কারা ভালাইয়ে দিই ।

ভেসে ভেসে কত ঘুরে বাই ।

সই লো ভেসে ভেসে, বাই লো হেন বেশে,

মনন-বাঙ্কিনী বধা নাই ।

বিবালিশি বধা কালারে পাই ॥

৪

কৃষ্ণ।— সোণার কমল জলে ভাসে,

তাই দেখিবারি মাগে, আশা এ পুলিনে ।

কদম্বেরি আড়ে থাকি, চুপি চুপি রূপ দেখি,

আঁখি আড়ে থেকে লুকি,

রাখার আঁখি কি কি বলে ;

কা'র হিরার ছায়া আছে নরন-নলিনে ॥

৫

প্র.গো।—আমার যেমনি বেগী তেমনি রবে,

চুল ভেঁজাব না ।

বি.গো।— আমি খুব ডুব দেব সই,

তো'র সলা তো শুন্বো না ॥

তৃ.গো।— আমি জল ছেঁটাব, জল ছড়াব,

তো'দের গারে দেব,

চ-প গো।— আমার ভবে চলে যাব

জলে রুব না ।

সকলে।— আর তাই সঁতরে সঁতরে,

এপারে ওপারে করি আনাগোনা ॥

৬

কৃষ্ণ।—বিবসনা ব্রজাবদনা যমুনা-সলিলে

রঙ্গে তকে সোণার অঙ্গ, অপাঙ্গে নেহালে ॥

মাধুরী হেরিয়ে চিত্ত হ'ল মাতুলার,

এ শোভা ঢাকিতে বিতে যার না পারা,

আঁখি দিব বন্ধুনার এ রূপ আঁপিলে ।

নাগরীরে দিরে কাঁকি বাঘরী হরিরে রাখি,

লাঞ্জেতে মুদ্রিবে আঁখি, কুলেতে গালিলে ॥

৭

গোপীগণ।—ওলো সই কোঁ এ কি হইল ।

বলন সব কোথা গেল, কে করে পলাইল ॥

কুমতি, কাঁচরী, আদিয়া, বাঘরী,

হরি হরি হরি, কে হরন-বিশ ॥

প্র.গো।—চরিত্রই হয়ে হু বাস বুঝি বজনী।

পুত্র হ'তে কোথা যেন বংশীরধ ভনি।

সকলে।—ওই দেখ কদম-ডালে,

রাঙ্গা ছটা চরণ দোলে

কাল্য বিনা হেন ছালা কে খেলিবে খনি।

কৃষ্ণ।—সবি হরি কি মাধুরী হেরি ব্রজনারী।

গোপীগণ।—বসন দাও না কিরে

পারে যদি হরি।

কৃষ্ণ।—শীত বড় কটিভটে, গলে বনমালা,

বসনে কি প্রয়োজন বোর ব্রজবালা,

বাসে যেখে এসে বাস কেন হে চাতুরী।

গোপীগণ।—রাধার মাথার কিরে,

দাও হে বাঘরী কিরে,

কুলবালা লাজে মরে কি কর মুরারি।

কৃষ্ণ।—কটি বেড়ি কলকলে, বসুনা-লহর চলে,

বাঁপিভেছ হৃদিকল চাক করতলে।

লাজমাখা আঁখি হ'তে মতিঝারা বরে,

এলোকেশী শশীমুখী যদি সর-বরে।

গোপীগণ।—ননীচোরা বাসচোরা

ছাড় না চাতুরী।

চোরেরে কিরে না হেরে ব্রজকুলনারী।

কৃষ্ণ।—সরমে মরম অলে যদি হে গোপিনী।

বোড়করে দিবাকরে পুঙ্খ লো ভাবিনি।

গোপীগণ।—সাধি হে তপন, হর হে কিরণ,

আলোক বলকে, স্রব-গোলকে,

নাস হরি হেরে, গোলোকবিহারী।

কৃষ্ণ।—জলমায়ে আলো ঢেলে বেধ দিলহরি।

হৃদিলে বিরলে রতন রেখেছে গোপিনী।

গোপীগণ।—ছি ছি কে কোথা আছে,

কেউ বেখে পাছে,

অরি কিরে পাছে পাছে, জান না জিহরি।

উহ উহ শীতে যদি, ললিল সহিতে নাহি,

পারে যদি বংশীধারী, আমরা মানিলাম হারি।

কৃষ্ণ।—ভাগ এই লহ বাস,

পূরাও প্রেমিক-আশ,

প্রেমবাঞ্ছা কিসে তোব, বল গো কিশোরী।

গোপীগণ।—প্রেমময়ী আর কি পাবে,

প্রেমমুখা দান দিবে,

তরু তরি এস তীরে বাছাও কঁপারী।

১০

গোপীগণ।—এখন বল না কালা

কোখার বাখে।

বে লাজ দিয়েছ আজ কুণ্ডে তার সাজা পাবে।

আর আর সহচরি, লম্বট শঠেরে ধরি,

কিশোরীর কুণ্ডে, চোরের বিচার হবে।

আজি গো বাসর-দারে, বাঁশি ফেলে অসিকরে'

সারা নিশি ভ্রাম, পাঁজারা দিবে।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রাবলীর কক্ষ।

(চন্দ্রাবলী ও সখীগণ)

১১

চন্দ্রা।—ছি ছি কেন বলে গেল।

আসবে বলে আশা দিয়ে,

ভ্রাম আবার নাহি এল।

চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, ভ্রামচাঁদে ঘেরাইয়ে,

আমার আশা নিশি, কুণ্ডে বসি গোহাইল।

রাধারে গোভালবাণে, আসবে কেন মম বাসে,

পড়ে তার প্রেমকণনে আমার শুধু নহা হ'ল।

সখীগণ ।—ভ্রামের প্রেমের লীলা সহী লো
বল না ।

মন নিরে মন দেয় না কালা এয়ি ছলনা ।
কাছর মোহন বেণু, জিনেছে লো ফুলধনু,
মনে মোহিরে মাধব মাতার ললনা ॥

চন্দ্ৰা ।—পারে ধরে সাধি, নিরবধি কাঁদি,
তবু সে গো করে ছল ।

কি শুণে তুলাব, ভ্রামপ্রেম পাৰ,
বল সাধি দ্বারা বল ॥

সখীগণ ।—চতুরা সে রাই, তাই ত কানাই,
সদা বাঁধা প্রেমকাঁদে ।

কত খেলে কান, প্রতি পলে মান,
বঁধু পদে পড়ে কাঁদে ॥

তুমি শো সরলা, পীরিতি-বিহ্বলা,
জান না পূর্ব-মন ।

যতন বিহনে, পেলে প্রেমধনে,
সদা করে অযতন ॥

কর দেখি মান, রাখে কি না মান,
দেখি দেখি সাধি কালা ।

ভোর চাকু পায়, মুকুট লুটায়,
তবে ত ঘুচিবে জালা ॥

চন্দ্ৰা ।—হেরিলে বরান, থাকে নাহি মান,
প্রেমের তুলান প্রাণেতে গো বহে ।

সে বন্ধি অঁধি, কি যে বলে সাধি,
অঁধিতে অঁধিতে কত কথা কহে ॥

মধুর মধুরী প্রেম-ময় বলি,
ইন্দ্রজালে যেন লয় মন হরি ।

মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেবে সকলি, সাধি লো পাসরি ॥

কি যে হ'ল জালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায় ।

সহে না বরণা, কর লো বরণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায় ॥



সখীগণ

কোন কথায় কখন
(ক'রো) ক'রো না লো ॥

আগিলে সে কাল শবী, মানভরে রবে বসি,
চেও না লো ফিরে কতু চেও না লো ॥

চন্দ্ৰা ।—বার ভরে কুলমান, দিছি সাধি বলিদান,
কেমনে তার অপমান করিব লো ধনি ।

সখীগণ ।—মোরা কি বলিব আর,
জান তার ব্যবহার,
মর্থ বুঝি কর্ত কর ভ্রাম-সোহাগিনি ॥

চন্দ্ৰা ।—সাধি কাঁদি পদতলে,
সাধ ভ্রাম-হাসী বলে

তাই কি কত কাঁদাইলে অবলা বালায় ।

কোথা আছ প্রাণসখা, মরি নাথ দেহ দেখা,
তোমা বিনা প্রাণ রাখা, হলো বুঝি দায় ॥

সাধি সব পায়ে ধরি, আন হরি দ্বারা করি,
নহে প্রাণ পরিহারি, বিরহ-জালায় ॥

সখীগণ ।—

তবে চল লো চন্দ্ৰাবলি ভ্রাম-অবেদনে ।

খুঁজি দিবে মর্ত্যরাজে কুলাবনের বনে বনে ।
ধরি রাখালের লাজ, ভ্রামের মত বঁকা বাঁজ,

কুজে কুজে খুঁজি আন,
তোমার সেই প্রাণধনে ।

দেখি চল কোথা কালা
করে কেলি অর সনে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

যমুনা ।

(ভরী'পরে কৃষ্ণ, রাখিকা ও গোপীগণ)

১৯

গোপীগণ।—ভরী ধীরে বাহ কাহ কি ছলে

ভাম জোরে বাহিলে হবি উছলে ॥

গা টলে, পড়ি চলে,

আহা এমনি এমনি এমনি করে,

হলে হলে একটু হেলে,

থেকে থেকে এমনি টলে,

আহা এমনি এমনি এমনি চলে,

ঐ শুন কিশোরী কি বলে ॥

২০

কৃষ্ণ।— আমি নবীন পাটনী ।

কাজের কি আনি ধনি ॥

পসরা সরারে রাখ, দখিঘট ধ'রে থাক,

আমারে দূব না প্যারি টলিলে ভরগী ॥

কোলে পরে ব্রজবালা, লহরী করিছে খেলা,

হের তার হেলা দোলা, চতুরা গোপিনি ॥

(রাখালবেশে চম্পাবলী ও সখীদ্বয়ের

কূলে প্রবেশ)

২১

চম্পা ও সখীগণ।—সুদূর সুদূর নুপুর বাজে,

চল লো আজ রাখালসাজে,

খুঁজি গিরে শঠরাজে সারা ব্রজ কূলে ।

আবারি কবরী কুসুম-চূড়া, পরেছি নানারি

পরেছি বক্সা,

নারীর নিশানা বুক, ঢাকা সবকূলে ।

মদুর মদুর বইছে বার, পুলকে সই উল্লাসে

করম,

হৃদযাত্রারে বিকি থিকি, কিন্তু কি জলে ।

মোহিনী যমুনা উজান চলে ওরগী ধ্বরে

সইরে খেলে,

হনীল লহরী দেখ, হেলে ছলে চলে ॥

২২

চম্পা।—

সখি, ওই না আমার ঠাম ।

সেই সে মোহন আঁখি সেই বাঁকা ঠাম ॥

ভরী'পরে কর্ণ ধ'রে, গোপিকারে পার করে,

পূরার রাখার হৃদি-কাম ॥

২৩

সখীদ্বয়।—

দেখ দেখ কালা কারা ব্রজে কূলে ।

তোমার সখার সাজ, সখাগণে দেয় লাজ,

মোহন নয়ন পশে প্রতিমূলে ॥

মুখ ফুল কোকনদ, বাড়াইছে বায় পদ,

নর কিবা নারী, বুঝিবারে নারি,

রূপ হেরে তবু মন যায় ভূলে ॥

২৪

চম্পা ও সখী।—

ভাল ভাল হে গোপিনি,

পাটনী পেরেছ ভাল ।

কাল নার, কাল নেয়,

কাল-জল করেছে আলো ॥

সুখাই ওহে ব্রজগোপাল,

কোথা গেল তোমার গো-পাল,

ভাল নাকাল, হোলে রাখাল,

ভাল রাখার প্রেমের জাল ॥

২৫

কৃষ্ণ।—

মরি কি মোহন বেশ ওলো চম্পাবলি ।

কেলে প্রেম-কাঁদেতে, বল কারে কাঁদাতে,

ফুল ফুলে আজি রাঁপ হৃদি-কলি ॥

হেরিবে মোহিনী বেশ, পাগল হ'লো মহেশ,

আজিকার হরেশ, মোহন বেশে বাবে তুলি,

যাও লো বালা কুঞ্জে চলি ॥

২৬

চম্পা।—

নাহি তার ভাবন, রাখার জীবনন,

লব না হে হরি ।

কুকুণা কুৎসিতা আমি, উপবাসে যাপি বাণী,
তুমি ভ্রাম তাহে বাম;
আখা দিবে তুবে এসে যমুনায় বাহ তরী ॥

২৭

কুক।—

চন্দ্রযুখী চন্দ্রাবলি কম অধীনে।
আমি প্রায়ে নবীন ব্রতী, তুমি লো প্রবীণে ॥
তোমার আমি ভালবাসি,
“দাসবো বোলে” বলে আসি,
দেখে রাখার মধুর হাসি আস্তে পারিনে।
রাখা মম প্রেমের গুরু, বলি রাখা “কুপাং কুকু”
রাখা বাঁধা বে মোর আখা জীবনে ॥

২৮

চন্দ্রা।—

নিম্ন কপট ভ্রাম বিকৃ দিকৃ হে
তোমার।
প্রথম মিলনকালে, কামি তব পদতলে,
রাখার বাধার কথা বলেছিহু ভ্রামরার ॥
তবে কেন সে সময়, রসভাষে রসময়,
ছলে ছলি ভুলাইলে ভিখারিণী অবলায়।
বাও যাও হে লম্পট, থাক রাখার নিকট,
করিরে কপট, আর ছল’ না আয়ার ॥
[চন্দ্রাবলি ও সঙ্গীগণের প্রস্থান।

২৯

গোপী।—

করি এ কলি ও কলি, তুমি ভ্রম
হে অলি,
কেমন কল তার আজি ফলিল বল।
ভাল ভাল শঠরাজ, তুমি বে গেলে লাজ,
আনিরে যমুনা-মাঝ তরী কেন টলমল।
চাপি পুনঃ কর্ণধর, শ্রীমতীরে পার কর,
কুঞ্জেতে বেও না আর করি প্রেমছল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন-পথ।

রাধিকা ও সখীগণ।

৩০

রাধা ও সখী।—

হাসি হাসি পূর্ণশরী,
সুনীল আকাশে ভাসি,
হাসাইছে বসুমতী আজি সিত করে।
তারারল ঝলমল, রক্ত ধরীতল,
উতলা বিরহিণী, ধরিতে নাগরে।
রাসেতে বসিবে অধিস, বলে গেছে শাম্বলী,
দেই আশে কুঞ্জে বসি, পুলি লকণরে ॥

৩১

রাধিকা।—

বোলশ’ গোপিনী ভ্রাম-

সোহাগিনী,

রাধা অভাগিনী কোন্‌ গুণ ধরে।
এ শারদ নিশি বাবে কি লো হাসি,
পাব কি লো নটবরে।
নিম্ন কালিরে, প্রতিজ্ঞা পালিরে,
বাঁচাবে কি শর-শরে ॥

৩২

বলা।—

রতি-মুখ সারে, গতমতিসারে,
মদন মনোহর-বেশে।
ন কুক নিভঘিনি, গমন বিলম্বন-
মহেশ্বর তং স্বরূপে ॥
ধীর-সমীরে, যমুনা-তীরে,
বসতি বনে কমলালী।

গোপী-পীন-পরোধর-মর্দন-

চকল কর-কুশলী।

নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং
বাদ্যরতে যুত্বেবগুং ।

মহতে নহু তে, তহু সতত
পবনচলিতমপি রেণুং ॥

পতিত পতন্ত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিত ভবহুপমানং ।

রচয়তি শরনং, সচকিত নয়নং,
পততি তব পদমানং ॥

মুখরমবীরং ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিসুলোলং ।

চল সখি কুঞ্জং, সহ গোপীপুঞ্জং,
ঈলয় নীলনিচোলং ॥

উরসি মুরারে, রূপহিত হারে,
ঘন ইব তরল বলাকে ।

তড়িতিব শীতে, রতি-বিপন্নীতে,
রজসি স্নকৃত বিপাকে ॥

বিগলিত বসনং, পরিকৃত রসনং,
ঘটয় জঘনমপিধানং ।

কিশলয়-শরনে, পঙ্কজ-নয়নে,
নিধিমিব হৃদযনিধানং ॥

৩৩

তোমার মিলন আশে, মদনমোহন বেশে,
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্রাম ।

বিলম্ব করো না প্যারী, অধীর মুরলীধারী,
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম ॥

বৃক্ষপত্র খসে বার, চকিত নয়নে চার,
অজুমানি তব পদধ্বনি ।

সুখের রজনী বার, চল যথা ক্রামরার,
ব্যাঝে কাজ নাহি বিনোদিনী ॥

৩৪

রাধা ।—

চল সখি চল চল, যদি মম সচকল,
মিলন বিহনে, ধৈর্য না ধরে ।

যদি মম ক্রামরার, ব্যাঝ হেরি চলে বাক,
তালিষ জীবন-কিরিব না ধরে ॥

সখি মোর করে ধর, নয়নে না হেরি আর,
পূর্ণিয়ার নিশি, সতিমির যানি ।

কত কথা উঠে মনে, পাব কি লো ক্রামরনে,
কি আছে ললাটে, কিছু নাহি জানি ॥

৩৫

সখীগণ ।—

কৃন্দাবন-বিহারিণী, সুকুমারী বিনোদিনী,
নটবর নয়ননে বার ।

শরতের চাঁদ মুখ, হেরে শশী পার হুখ,
অমৃত অধরে ধরে তার ।

লালসা-পূর্ণিত নেত্র, রতিপতি-রঞ্জনৈঃ,
আবেশেতে আধা মোহা প্রায় ॥

ফুক্তিত কেশের রাশি, নিতম্ব চুমিছে আসি,
কাদম্বিনী বর্ণে ভাজ পায় ।

তাহাতে মতির বারা, পুরাতনী পুতধারা,
গঙ্গা যেন যোগীশ্র-জটায় ॥

আমাদের রাধারাগী, অবনীতে নারারাগী,
প্রেমধর্ম্মে সপি প্রাণ কায় ।

চলে কৃষ্ণভাবিনী, আলো করি যামিনী,
হৃদি পূর্ণ প্রেম-পিপাসায় ॥

নরেন্দ্র-কুমারী সতি, হরি চাকু পাশ রতি,
ভ্রামরুপ সদত ধোয়ার ॥

পুরাইতে মনোভুগ, ভাব দেখে দাসধত,
রাজবালা শ্রীমতীর পার ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নিধুবনের দ্বার ।

কৃষ্ণ উপহিত ।

৩৬

কৃষ্ণ ।—

কিশোরী কেন এল না ।

যানে কি মগন পুঁদঃ হলো সে ললনা ॥

এ যে দেখি ঘোর দার, কিসে প্রবোধিরাধার,
হৃদে বাঁধা সে আবার, করি না ছলনা ॥
সাজারে রাস-বাসর, বিহারে নাহি দোসর,
হানিতেছে স্বর-শর, কি করি বল না ॥
কারে বা স্বধাই আমি, নীরব নিভৃত ঘামী,
বল বল যদি পার, বল ওহে নিশাকর,
বল কিসে যার যাতনা ॥
(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

৩৭

সখীগণ ।—

চলতে পার না আমি ।
ভি ছি রাধা বিনোদিনী ॥
আজি না রাসের নিশি,
কুঞ্জে বসি শ্রামশী,
বনে বনে তবে কি লো, যাপিবে ঘামিনী ॥
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)
এই লও মনচোর, তোমার হৃদয়তার',
হায় ক'রে কণ্ঠ পর,
মইলে রবে না শ্যামসোহাগিনী ॥

৩৮

কৃষ্ণ ।—

আহা মরি মরি ।
বাজে যে চরণে, কুসুম মলিতে,
কত বাধা পেলে কাননে চলিতে,
কেমনে সহিলে বল লো কিশোরি ॥

নিরঞ্জন করি এ ছার জীবন;
তব ঋণ কতু হবে কি হুমোচন,
এস প্রাণেশ্বর, এস হৃদে ধরি,
এস কোলে করি, কাননে বিচরি ॥

৩৯

রাধিকা ।—

রমণী-হৃদয়-হার,
রাধার প্রাণ-আধার ।
কার দার চাহ শুধিবারে ॥
রমণী-সর্বস্ব সার, দিচ্ছে যে প্রেমধার,
বিনিময়ে গুণময়, রাধা কিবা দিতে পারে ॥

৪০

সখীগণ ।—

না না কোলে কর,
চাঁদ হৃদে ধর,
মোরা দেখি সখী মিলে ।
শুন শুন রাই, কাঁদিবে কানাই,
হেন সাথে বাধা দিলে ॥

কৃষ্ণ ।—

এস প্রাণেশ্বর, হৃদে ধরি ।
এস কোলে করি, কাননে বিচরি ॥

৪১

রাধিকা ।—

বা জান তা কর সখা,
বিনা তব মন রাধা,
কিছু জানি না ঐহরি ॥
(রাধিকাকে স্বচ্ছ লওয়ার ছলে কৃষ্ণের
উপবেশন ও সহসা অন্তর্ধান)

৪২

রাধিকা ।—

কই হুসই কালা কোথা গেল ।
কোলে করা ছল ক'রে কোথা লুকাল ॥
অবলা রমণী ব'লে, কেন ভুলাইলে ছলে,
দেহ দেখা ওহে সখা হৃদয় বিকল ॥

৪৩

সখীগণ ।—

কৈন না স্বপনি চল নাগর আনি ।
দিব লো দিব লো মণি সাগর ছানি ॥
বৈর্যা ধর সখি কালা কোথা দেখি,
কোথা গেল দেখি সে যে পোবা পাখী,
কৈন না কৈন না পরাণ বাঁধ না,
মুরারি তোমারে দিবে না বেদনা,
আনিব শ্যামেরে ঢুড়ি তেব না ধনি ॥

[সকলের প্রস্থান ।

ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ

ନିଧୁବନ—ରାମସଂସ୍ଥ ।

କୃଷ୍ଣ-ସିଂହାସନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସିନ,
ପାର୍ଶ୍ବେ ସଖୀଗଣ ନୃତ୍ୟରଞ୍ଜନ ।

୫୫

ସଖୀଗଣ ।—

ଶୋଭେ ରାଧା-ଧନୀ, ଶ୍ରୀମତୀ-ପାଶେ,
ମିଳି ଟାଣେ ଟାଣେ ।
(ହେରି) ମଧୁର ମାଧୁରୀ, ଋପେର ଲହରୀ,
ଚିତ୍ତ ପଡ଼େ କାନ୍ଦେ ।

ରାଧା ସୁଧାକର, ଶ୍ରୀମତୀ ସେ ଚକୋର,
ବାଧା ସୁଧା ଶାଢ଼େ ।
କିଶୋରୀ ବିଜୁଳୀ, ଘନ ବନମାଳୀ,
ଦୌହେ ଦୌହେ ବାଧେ ॥

୫୬

ରାଧିକା ।—

କେନ ଛଳନା ।
କିବା ଅପରାଧ ଶ୍ରୀତି ପଦେ ବାନ୍ଧ,
ସାଧ—ଶ୍ରୀମତୀ ବଳ ନା ॥

ହୀନସ୍ଥିତି ନାରୀ, ପ୍ରେମେର ଡିବାସୀ,
ପଦେ ଡା'ରେ ଘଟନା ।

ଆ କରି ଛଳ, ବଳ ବଳ ବଳ,
ତାଜିବେ ନା ଲଳନା ।

୫୭

କୃଷ୍ଣ

ଶ୍ରୀମତୀ-ପ୍ରାପ୍ତବନ, ଛନ୍ଦ-ଭୂଷଣ !

କେନ ଡା'ର ଅକାରଣ ।

ବ୍ରଜପୁରେ ପ୍ରେମେର ତର, ଏସେହି ବଶୋଦାର ସ୍ବରେ,
ପ୍ରେମିକା ଗୋପିକାର ଆମି ସଂପେହି ଜୀବନ ।
ସ୍ବନ ଲୋ ଶ୍ରୀମତୀ ସତୀ, ତୋମାର ପ୍ରାଣେର ପତି,
“ପାଦମେକୋ ନ ଗଞ୍ଜିତି” ତାଜି ଏହି ବୁଲାଇବନ ॥

୫୮

ସଖୀ ।—

ଆଜି ବ୍ରଜ ଯାତିଲ ରେ ।
ଧରା ହାସିଲ ରେ ॥

ଡାଲି ପରିମଳ, ହାସେ ଫୁଲମଳ,
କୋକିଳ କାକଳୀ କରେ, ମଧୁର ଲହରେ ରେ ।
ହାସେ ରାଧା-ଧନୀ, ହାସେ ଶ୍ରୀମତୀ-ଧନୀ,
ହାସି ନଡ଼େ ଶୋଭେ ଧନୀ, ସୁଧା ବରାଳ ରେ ।
ରାସେର ରଞ୍ଜନୀ, ହାସିଛି ଗୋପିନୀ,
ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ରାଣ ହାସି ନବ ହାସି ରେ ॥

ସବନିକା-ପତନ ।



বিবাহ-বিভ্রাট

শ্রীঅয়তলাল বসু প্রণীত।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষগণ।

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| গোপীনাথ সরকার ... | ... গৃহস্থ ব্যক্তি (বয়ের পিতা)। |
| চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... | ... প্রতিবাসী ধনী। |
| মদননাথ মিত্র ... | ... কত্থার পিতা। |
| নন্দলাল সরকার ... | ... গোপী বাবুর পুত্র (বর)। |
| লোকনাথ দে ... | ... মদন বাবুর ভগ্নপতি। |
| মিটার সিং ... | ... বিলাত-ফেরত ডাক্তার। |
| গৌরীকান্ত কারকরমা ষটক। | ... বিলাসিনীর স্বামী। |

পরামাণিক, ভৃত্য, মূদী, রেলওয়ে কন্টেবল ও প্রতিবাসিগণ।

স্ত্রীগণ।

| | | |
|------------------|-----|----------------------------------|
| গিরী | ... | ... গোপী বাবুর স্ত্রী। |
| সুসন্তকুমারী | } | ... বাসর-সদিনী। |
| নৃত্যকালী | | |
| মনোমোহিনী | | |
| বসন্তকুমারী | | |
| কুমুদিনী | ... | ... মদন বাবুর কত্থা। |
| ঠানুদ্বিদি | ... | ... মদন বাবুর পুতী। |
| বিলাসিনী কারকরমা | ... | ... উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গমহিলা। |
| স্বী। | | |

বিবাহ-বিভ্রাট

(সামাজিক নাট্য-লীলা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্তাক্ষ।

(গোপীনাথ বাবুর বহির্কীর্টি)

গোপীনাথ সরকার ও চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আসীন।

চন্দ্র। তবে ও টাকাটাও বাড়ী মটগেজের
সঙ্গে ধ'রে দিয়ে রেজেষ্টরী করে দিন, খতে
আর আমি রাধতে পারি না।

গোপী। আর ঘেরে কেটে দাদা ডেডুটা
হাস, এতদিন সয়ে'চ, আর এই ক'টা দিন;
এই এখনই ঘটকের আসবার কথা আছে;
হোমলক্‌ডের মধ্যমনিজের ঘেরে—
বৎসর উত্তীর্ণ হয়—আর রাধতে পারে না,
আমার ঘরেই বাড় পাতে হবে।

চন্দ্র। ছেলের বে দেখিয়ে দেখিয়ে কত
দিন টালছেন বলুন দেখি? আর, এক
ছেলের বে দিয়ে কি এখন রাজা হবেন বে,
রাজ্যের ঘেরা শুধবেন? ধার কতে ভো
আর বাকী রাখেননি কারো। আমার দু-শো
লোক জিজ্ঞাস্য করে, “আপনার টাকার কি
কাজেন? আপনি চুপ করে আছেন বলেই
আমরা কিছু করিনি।”

গোপী। তা দাদা, তোমার কথা মানবে
না, এ ভ্রাতাটে এমন লোক কে আছে?
একটু সকলকে ধামিয়ে রেখ ডাই, ফুল-খব্বার
পরদিন আর কারও একটা পরমা বাকী
থাকবে না।

চন্দ্র। আপনারা ভো মৌলিক, কুলীনের
মেয়ে আনতে হবে—তা'তে এমন কি টাকা
পারবেন যে, সব দেনা শুধবেন? শুধুন, কেন
মিছে সুদ বাড়ানছেন—বাড়ীখানি ছেড়ে দিন।

গোপী। বাড়ী ছাড়ব কি? এল-এ
পাশটা অবধি তোমরা অপেক্ষা কতে ভো আর
একখানা বাড়ী কত্তম। এখন কি আর
বলানি-কুলীন চলে?—এখন কুলীন-মধ্যমা
কালেজের ‘পাশ’, মুখী কনিষ্ঠ উঠে দিয়ে
এখন এম-এ-বি-এ-করেছে। কিছু ভেব না—
আমি যদি সোণার ঘোড়শ কোট করি,
তা হ'লে তাই দিগেই ঘেরে পার কতে হবে।

চন্দ্র। কি কস'রে কারখানাই ধরে-
ছেন। আপনাদের ^{সর্বস্ব} ~~কস'রে~~ দেখাদেখি
~~আমাদের~~ ^{সর্বস্ব} ~~কস'রে~~ ঘেরে আতে
আতে ঐ সর্বস্বনে চাপ চুকে।

গোপী। বাতে বিলকণ লাভ, তা আবার
সর্বস্বনে চাপ কি?

চন্দ্র। বুঝতে পারতেন ঘেরে থাকত
যদি।

গোপী। থাকলে সে খরচাও হেলের
খণ্ডের বাড়ি নিয়ে চালাতুম; এই সময় সব
চাপিয়ে দিতুম।

जय । आशा,—नरकाग्र ब्रम्हाई कि नर-
नर ।

গোপী । কেন, এতে আর দোষ কি ?

চন্দ্র। আপনার কিছু না, বিধাতার
কতকুর্বাতে—চোখের চামড়াটা কম দিয়ে-
ছেন।

গোপী। চক্ষুগজ্জা করে ব্যবসা চলে না,
আপনারা কি সন্দের বেলা কমতি করেন ?

চক্ষু তাও তো বটে, ছেলের বিষয়ে আর
ভেজারতি এক ই কথা।

(ঘটকের প্রবেশ)

খট। কল্যাণ হোক, এই যে ছোট বাবু
এখানে বসে, নমস্কার, ছোট বাবু, ভাল তো ?

৮২। হ্যাঁ, নমস্কার—তুমি এখানে যে ?

ঘট। বাবু আর কুলাচাৰ্য্য উভয়েই
সকল গতি।

চক্ষু। কুলাচার্য্য না পাশাচার্য্য। সরকার
মশাই বলছিলেন যে, এখন কুল উঠে গিয়ে
পাশ হয়েচে।

গোপী। চন্দ্রবাবু আমার পরমাত্মীয়,
ওঁদের সঙ্গে আমাদের ~~কিছু~~ ভেদ
নাই।

বট। বস সোক উরা, আমার প্রতি
তাহী অগ্রহে। এদিককার তো এক প্রকার
কথাবার্তা ঠিক ক'রে এসেছে, যক্ষণ বাবুর
সম্পূর্ণ মৃত।

গোপী। বত তো হ'তেই হবে, পাশ-
করা ছেলে গেলে আর অন্যতর কার?
এখন বেড়া খোঁজার বিষয় কি?

বট। পা সাজান একিকে সমস্তই দেবে ;
 ছড়ি মুট—ওগর হাতের সমস্ত—সিঁথি,
 চিক—

শ্রী। যেহেতু কিংবদন্তি যেটি নেট। ?
যে। মা, দিয়া একহান্না, কামবর্ষের
উপর চন্দ্রকার মুখশী।

গোপী । তবে সূট হিসাবে চলবে না,
গহনা সব হালকা হ'য়ে পড়বে, ও ভরি
দিলাবে খর্যাই ভাল ।

চত্র। বলেন কি মশাই, সেটা কানক
কানকদের ঘরে কি ভাল দেখায় ? ও-চল
মোশারবেদের ঘরে আছে।

গোপী। লক্ষ্মীও তাই ভবের ঘরে
আছে, টাকার বিষয়ে সোশালবেশের লক্ষ্যে
চলই-অর্থাৎ ও ভবি হিঙ্গাবই দিতে
হবে।

ঘট। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিবাহের পর প্রভু-স-
পক্ষ।” তা সোপানরবেশেরাই হ'ল আজ রবি-
জন, আর বিবাহ বিবরে আমরা বা ঢালাব,
তাই চলবে। “কর্ণশা-বাধাতে বুদ্ধি” ঘটকের
বুদ্ধিতে কর্ণ কণ্ঠে সবাই ব'ধ্য। আচ্ছা, তা
হ'লে কি রকম হবে ?

গোপী । যোজন এক-শো তরির কম
আর গা-সাজান; ক'রে গহনা হয় না, এক-শো
তরি সোণা ধর ।

ঘট। তা হ'লে বড় চাপাচাপি হয়—
পেরে উঠবে কেন? আমি কি আর
সাধারণত আপনার দিকে টানতে কত
করবো? তবে টানতে টানতে না হিঁকি বার

সোণী। আর কপোত হ'লো—না হয়
এক-শো পাঁচের, বাছা, কাজ নাই, বেড়-
শো ডিরই ধর; আখারের পেরই ঘরের
বোঝীতো আর বুট বোঝা পরবে না, গহ-
নাতেই পা ঢাকতে হবে; পারে তো আর
সোণার গহনা পরবারীতি নাই, পুঁকীপর
একটা বড় নিয়ম চলে আসছে, কাজেই
মানতে হবে, কি বলেন মশাই ?

চন্দ্র । ওখানটার মুসলমানের দৃষ্টান্ত ধরেই খাটিয়ে নিতে পারেন ।

গোপী । কেন, মুসলমানেরা পারে সোণা পরে নাকি ?

চন্দ্র । এমনি তো শোনা আছে ।

গোপী । তা থাক, তার আর কাজ নাই, আমি গেরস লোকের উপর বেশী পেড়াপীড়ি করতে চাই না । এই এক-শো ভরি সোণা আঠার টাকার দরই ধর—আঠার-শো টাকা, আর বানি গড়ে নিশেন দু টাকার হিসাবে—ও ধর দু-শো টাকা, এই হ'ল দু-হাজার ; আর রূপো দেড়-শো ভরি দেড়-শো টাকা, একটু খেঁচো হয়—তা মরুক গে ; আর বানি এক টাকা করে দেড়-শো—হ'লো—তিন শো—দুয়ে তেইশ-শো—

ঘট । গহনার টাকা কি নগদ নেবেন নাকি ?

গোপী । না তো কি ? আজকালকের বাজারে গহনাও গড়াতে আছে ? তাক্রা ব্যাটারা সব চোর, খাদে পানেই সর্বনাশ করবে, বেচতে গেলে আধা কড়িতে বেচতে হবে ; নগদ টাকার চেয়ে আর কিছু আছে ?—হাজা শুকো নাই ।

চন্দ্র । তবে আপনি বানি ধরছেন কেন ?

গোপী । ভায়, এইটে আর বুঝতে পারি না ? গড়তে গেলে তাঁর তো লাগতো, টাকাটা তাক্রাকে না খাইয়ে জাবারের ঘরে গেলো মিত্তিরজা মশায়ের লাভ, না শোকসান ?—কি বলেন ঘটক মহাশয় ?

চন্দ্র । মিত্তিরজা মহাশয়ের লাভ বে দিন থেকে কত প্রসব করেছেন, সেই দিন থেকেই ।

ঘট । ছোট বাবু, কতখান আর পৌরী-দান মদান কথা, এতে ব্যয়ভরণ চাই, এ একপ্রকার হুগোৎসব ব্যাপার ।

চন্দ্র । তবে বলিদানের আড়ম্বরটাই কিছু বেশী, তোরার মুখে ময় আর সরকার মশায়ের হাতে খাঁড়া ;—সাবধান ! বেন দম বন্ধর মুখেই কোপটা পুড়ে, নইলে বেধে যাবে ।

গোপী । হাঃ হাঃ হাঃ ! বুঝেছ ঘটক মশাই, নাতি সম্পর্ক বলে খুব ঠাট্টা কচ্ছে । (অমৃত) বড় ক্যাট ক্যাট বোলতে আরম্ভ করেছে, টাকাগুলো কেলে দিতে পারেন বাচি ।

ঘট । কত ধরেন তবে ?

গোপী । হ্যা, ঐ গেল তেইশ শো—আর সিঁথির কথা বলছিলে না ?—তা কি জান, ও জড়োয়া জিনিস কেনা আর টাকাগুলো জলে ফেলে দেওয়া একই কথা ; তা ও হিসাবে বেশী কাজ নাই, আড়াই-শো টাকাই ধর ;—এই হ'ল সাড়ে পচিশ-শো, কেমন ? আমার আবার হিসাবে ভাল এসে না । আর মুক্তার মাংগার ধর গে—কত ধরবে ?

চন্দ্র । গোপীনাথ বাবু, কচ্ছেন কি ? এ যে নেহাত ডক্তলোকের গলায় ছুরি খেঁচা হয় ! আমিঃ বরং কিছু হুদ ছেড়ে দিতে রাজী আছি । আমি—কোন ময়দা মিত্তির বুঝেছি, তিনি অত টাকার মাহুদ নন তো ।

ঘট । ছোট বাবু বলছেন ঠিক, এত চাপান দিলে পেরে উঠবে না ; আর আমার আপনিও বেঘন, তিনিও তেমন, হুঁমিকেই তো টানতে হবে ।

গোপী । পাঁচ আরগার ঘুরে এস, এল—এ পড়া ছেলে এর চেয়ে কোথার সত্তা পাও, তাখ, কিন্তু এই হিসাবে হয় তো আমার কাছে আসবে স্বাকার করে বাও ।

ঘট । দেখুন, বাবু ময়, এমনি ক'রে ননি, ময়দা বাবুর সম্পত্তির মধ্যে ঐ বাড়ী-

খানি, আর একশোটা টাকা যাইনে; ছোট
বাবুও তো সব জানেন বলেন ।

গোপী । তা ঐ বুজার মালারও আড়াই-
শো টাকাই ধর, পুরোপুরি আটশ শো
টাকা ; খটি-বিছানা কাজ নাই, ওসন ঘর
নাই, কেশখার রাধি, আর রূপোর বাসন
নেওয়া খালি চেয়ের শোয়াআ বাড়ান, তা
তোমারই কথা রাখনুম—বেশী কাজ নাই—
হুঁয়তে সাত-শো টাকা ধরে পুরোপুরি
পরিশ্রম-শো টাকা হল, আর নগদ পাঁচ-শো
টাকার বা কথা আছে ।

চন্দ্র । সর্বনাশ ! চার হাজার টাকা
নগদ ! তা হ'লেই তো ভদ্রলোকের বাস্ত-
খানিতে হাত পড়বে ।

গোপী । তাই, আজকাল যেয়ে পার কি
অমনি হয় ? আজ এই বলছি, আর ছ'মাস
বাদে একটা পাশ বাড়লেই হুণ্ডে দিতে হবে,
তাঁ আমারও একটু টানাটানি হয়েছে, আর
বেশী দিন ধরে রাখতে পাচ্ছি, তাই আথা
কড়িতেই ছেড়ে দিছি ।

বট । তা দেখুন, আমি কথা শেষ ক'রে
যেতে চাই, আমার সঙ্গে মিত্ররজা মশায়
নেহাত ঘটক সম্পর্ক নয়, আমার পুরুষ-
ক্রমে ওদের আশ্রিত ; আদি বাড়ী ওদের
আমাদেরই দেশে, তা চার হাজার টাকার
কম আগনি রাজি হচ্ছেন না ?

গোপী । না, তা হ'লে আমার মারা
যেতে হয়, আর আমি রাজি হ'লেও ছেলে রাজি
তবে না, আর তার পরামর্শই অমত করবেন ।
গিন্নী বলেন, নন্দলালের বে বহি দশ হাজার
টাকার কম ঘর ঢোকে, তবে তাকে ছে-
লে তার পা দিতে দেব না ।

বট ও বাবা । তবে গিন্নীকে ডাকুন,
তিনি থেকেই সব ঠিকাবেলা হোক, “দুই
বুঁকি ছক লাগনি” ব্রীলোকের বুঁকিতে হ'ল

বার ; শেষ যেটাকে না ভাসিয়ে দেওয়া
হয় ।

গোপী । না, সে ভয় নাই, আর গিন্নী
এই আড়ালেই আছেন, তাঁর কোন কথার
অমত হ'লে কবাব নাড়া দেবেন, আমার
সঙ্গে এই বলাবস্ত আছে ।

বট । তবে এই চার হাজার টাকা ?

গোপী । হ্যাঁ, আর ছেলের সোণার ঘড়ী,
ঘড়ীর চেন, হীরের আঙী আর সোণার
চসমা ।

বট । চসমা ।

গোপী । ছেলে কি তবে শুধু চখে
কালেজে বাবে ?

বট । কেন, চকের কোন ব্যাম হ'য়ে-
ছিল মাকি ?

গোপী । তুমি দেখেছি কিছুই ধবর রাখ
না, এল এর বিজ্ঞা এখন সূক্ষ্ম হ'য়েছে,
চসমা হ'লে স্পষ্ট দেখা যায় না ।

চন্দ্র । সর্বানন্দ হ'লে, তবে একটা
প্রধান অঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন ?

গোপী । কি মাথা—কি মাথা—বল তো,
বুড়ো হয়েছি, কত রকম কি মতন হয়েছি,
সব জানিও না, মনেও পড়ে না ।

চন্দ্র । একটা সোণার লাজ, বিজার চাপে
ছেলে বুকে পড়লে চাড়া দিতে হবে
তো ?

বট । হাঃ হাঃ হাঃ ।

গোপী । হাঃ হাঃ হাঃ । তোমাদের নব-
দের কি কি সরকার, তোমরাই ভাল জান ।
(স্বগত) সোণার লাজের মাকি ?

বট । তা ওগুলো কত ধরেন ?

গোপী । না, ও সবের আর নগদ না,
নন্দলাল ও সব লখ ক'রে পরবে, নগদের মধ্যে
আর ফলস্বার্থ হ'লো টাকা ।

বট । তা মিত্ররজা যদি এ সব দিতে

~~করলার ধামা খালি, দালি, উরকারী~~ তো
সবার মরণ হয় ।

বউ । ওগো বাছা, আমার ওপোর কেন ?
~~আমি তো তোমার~~ — আমি তো তোমার
কখনও চক্ষে দেখিনি ।

বৌ । না, তা বেধবে কেন ? গরিব-
ছুপাকে দেখতে হ'লে সবাই চক্কর মাথা
ধেয়ে বসে, চক্কর আঙুল লাগে—

গোপী । আরে, চুপ করা ~~আমি তো তোমার~~,
তিনি ঘটকঠাকুর, ওঁর সঙ্গে কি বকচিস ?

বৌ । হলোই বা ঘটকঠাকুর, আমি তো
আর বের ক'নে নই যে, ঘটককে ভয় ক'রে
চলতে হবে—আমার সবাই বলবার কে ?

গোপী । কে বলেছে কি তোকে, তাই
বল না ?

বৌ । কেন, কে না বলেছে ? রাজিওছ
বলেছে, এই তোমার আদরের মুলী মিন্বে,
সোড়ারমুখো মিন্বে, গিন্বের দোকানে
আঙুল লাগে না । ওর বাড়ীতে জোড়া মড়া
মরে না ।

গোপী । কেন, মুলীর সঙ্গে আবার লাগতে
গেছিল কেন ?

বৌ । লাগতে গিছিলুম । সে কি না
আমার হুগা লোক, তাই লাগতে গিছিলুম ;
তবে ভাববো হাটে হাঁড়ী ? বেশ শুদ্ধ ধার ক'রে
রেখেছ, আন না ? ছেলের বে যে টাকা দেব
দেব ক'রে আমাকেও টাল বে রেখেছ—বেশ-
শুদ্ধ লোককেও রেখেছ ; কেন, আর লোক
হবে কেন ধার ? বেশ করেছে মুলী মিন্বে ।
সে বলা তো আমার হরনি, তোমাকেই
হয়েছে—~~আমি তো তোমার~~ ।

গোপী । তা বেশ হয়েছে, আমাকেই
হয়েছে, এখন ভূই বাড়ীর কেতর বা ।

বৌ । বাড়ীর কেতর বাব তো খাবে কি ।
নেমে উঠে চিরিয়ে আবার চালটা ধরে নেই,

করলার ধামা খালি, দালি, উরকারী তো
চুলোর ব'ক ।

গোপী । (স্বগত) ~~আমি তো তোমার~~
হয়েছে । (একান্তে) তা তোরা সব না
চুকলে তো আমার বলবিনি, গিল্লোরও
বেধন—

(মুলীর প্রবেশ)

বৌ । এই যে মিন্বে বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে ।
কি, বাড়ী বয়ে গাল দিতে এসেছিল না কি ?
আ মর মিন্বে, আন্দাজ কম নয় ।

মুলী । কি রে ~~আমি তো তোমার~~ অত রেগেচিল কেন ?

বৌ । ~~আমি তো তোমার~~ ~~আমি তো তোমার~~ বাই দেখি
মাঠাকরুণের কাছে, কেমন কষ্টা বুঝে নেব !
আমার এখনি-হিসের গুণা চুকিয়ে চাই ;
আমি চোছ পোনের বছর কলকাতার এসেছি
—বড় বড় মরে কর্ম করেছি—~~আমি তো তোমার~~
~~মুলী~~ বেশে আমার : দেওরের তিন-
ধান লাফল, তাত তো আর জুটেবে না ।

[বীরের প্রস্থান ।

গোপী । কি হে চিনিবাস, চালটাল
মাগিস কেন ?

মুলী । কোথেকে আর দেব বলুন ? বেড়
বছর সব হুগিরে আসছি, তা পুজোর সময়
পর্য্যন্ত একটীও পরমা বিলেন না ।

গোপী । আর ভাবনা নেই, যেরে কেটে
কার্তিক মাসটা ; অগ্রহায়ণ মাসের ৬ । ১ ।
১০ । ১৫ই চারটে লালের একটা লাগারই
লাগাব ; এই ঘটক ঠাকুর বলে, তখন আগাম
ছ ম টাকা দিও না, কারবার কালোরা ক'রে
ভুলো না—কে ।

মুলী । বড় বাব এক দান ধ'রে সববি
তো ঐ কথা বলেছেন, চেয়ে চেয়ে বেড়
বৎসর কেটে গেল, কিছু মনে করবে না ।

আপনার যে খাই, তা কেউ দিবে উঠতে পারবে না।

গোপী। চিনিবাস দিতেই হবে, সে কাল আর নাই; তখনকার চেয়ে এখন দেড়া দিতে হবে, তখন ছিল এক পাণ—

চিনি। এখন কি বড়বাবু দেড় পাণ?

গোপী। না হে, এখন ছেলে এল—এ।

চিনি। এলে ফেলে সব বুঝি মশাই টাকা এলে।

গোপী। এই সামনে কখন বটক, জিজ্ঞেস কর একে, বাইরে থেকে আসে তো আর কেন খয়ের টাকাটা বার করি?

বট। ই্যা হে, এবার আমি যখন কাজে হাত দিয়েছি, তখন নিশ্চয় থাক গে; সব ঠিক, অগ্রহারণ মাসের মধ্যে সব শেষ করে দেব, আমি তোমার জামিন নইলুম।

গোপী। তুমি যেন ক'রে যাও যেন নগর দেখেছ, টাকা বাজার তরেছ; যাও, জিনিস-পত্র পরটিকে লাগে।

চিনি। আজ—তা দিচ্ছি—কবে না দিয়েছি, যোদ্ধা—

গোপী। দেখেছ? নগর টাকাটা পেলে কি না, চিনিবাসের আর হাসি ধরে না! যাও—যাও—নাও গে।

চিনি। আজ—

গোপী। আবার আজ কি? যাও—যাও।

চিনি। দেখুন ঠাকুর, আপনার কথা তবে রাখলুম।

বট। পরে দেখে নিও, যেমিথ্যা হবে, তবু বটকের কথার নড় চড় নেই।

চিনি। চলেম তব, প্রণাম হই।

বট। কল্যাণ হোক—এস।

[দূরীর প্রস্থান।]

আমিও তবে একপে বিদায় হই।

গোপী। ই্যা, বেলাও হয়েচে—আমিও স্নান করবো। দেখুন, আপনি ঘরের লোক, যেহাই-বাড়ী যেন এ সব কথা না ওঠে, আমি নগর পকাশ টাকা দিয়ে বটক বিদায় করবো।

বট। রাম! রাম! আমরা এখানকার কথা ওখানে বলে কি আর ব্যবসা চলে, আপনি উষ্ম হবেন না, এখন আসি তবে—কল্যাণ হোক। বিদায়ের কথাটা বা বলেন—দেখেন কি?

গোপী। ই্যা, তার আর নড় চড় হবে না। আহুন, আহুন, প্রণাম।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

(বিলাসিনীর বসিবার ঘর)

বিলাসিনী। কারকরুমা ও মিটার সিং।

সিং। গত বৎসর আমার এখান থেকে ছাড়বার কিছু পূর্বে—সকল রকম দেখে আমার বেশ অসুস্থ হইয়াছিল যে, আপনি আমার বেশ অসুস্থ হইয়াছিল যে, আপনি উমাচরণ ওপ্টাকেই সুখী করবেন।

বিলা। অসুস্থ হইয়া ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি একপ্রকার বিবাহ কস্তে স্বীকারও করেছিলাম বটে, কিন্তু তার বার হুড়া হওয়াতে কাচা গলার দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, হুড়মাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী বলে কি ক'রে নিই?

সিং। নৈস্টো পা? নৈস্টো পা? গেডীর নামে?—horrible!

বিলা। (Shocking) ষকিং।

সিং। মিটার কারকরুমা করেন কি?

বিলা। আগে টিচার কস্তেন, আমি তা

চাড়িয়ে একটা প্রেস ক'রে দিবেছি। কামিনী ওটোকাঘির বাবীতে আর এতে মিলে একখানা বাবলা কাগজ বার করেন, আর এদিকে আমার সংসারের সকল কাজকর্ম দেখেন।

সিং। সুখী মিটার কারকরুয়া বার এমন হ্রী। এবার এম-এর ভক্ত কি subject সব-কেই নেচ্ছেন আপনি?

বিলা। physics, কিস্ত্র, জীলোকে বিজ্ঞান,না পেখাতে আমাদের দেশ উৎসব যেতে বসেছে; বিলাতে বোধ হয় অনেক জীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন?

সিং। বিজ্ঞান। অগ্নিগ্ৰাউণ্ড রেলওয়ের এলিনু-ড্রাইভার, দায়ার-মানু পর্যন্ত লেডী; বিজ্ঞান জীলোকের হাতে পড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, দে মর গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে।

কিলা। পাগে যেটে লেডী মেসার আছেন ক'জন?

সিং। তিনজন। আমাদের প্রাইম-মিনিটারের খুড়া একজন, আর দু'জন আই-রিশ মেসার, এক। তিনজনেই ইণ্ডিয়ার ভক্ত ভারী লড়াই করেন।

বিলা। আপনি ছিলেন কদিন হলো?

সিং। এ—এ—ইয়ে—বাওয়া আসা নিয়ে—কম হাস।

বিলা। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এক-একটা দিনে একবার বাই।

সিং। কবে—কবে? কান—হাস, সেইখানেই এম-এ—মেসের, কান।

বিলা। নৈটিজ জীলোক গেলে লাহেবেল বক্ত করে বোধ হয়?

সিং। লুকে নেয়—লুকে নেয়। কান—হাস, You will be a curiosity there। ও! আপনি বাড়ীতে থাকার পোবার time

পাবেন না। Tea there, Dinner here, Picnic abroad, Yachting, Skating, Riding, Driving Sightseeing, Crystal palace, কাথ Vaux Hall, holiday everyday। আর Presents। Rings brooches, Dresses a-la-Paris আর অমনি barristerটা হ'য়ে আসবেন। আপনি মিডল সার্ভিসে enter কতে পারেন, আপনার এখনও উনিশ হয়নি। রাই ফোন। আপনি নিশ্চয়ই যান; এই বেলা থেকে চাল-টালগুলো প্র্যাকটিশ ক'রে নিন। আপনি গাউন টাউন পরেন না কেন? আপনার তে বড় চমৎকার দেখায়।

বিলা। কেন, এ ফ্রেসে কি আমার কুং-সিত দেখায়?

সিং। কুংসিত? angel।—angel। but I'll prefer you as an English angel to a native angel.

(গৌরীকান্ত কারকরুয়ার প্রবেশ।)

বিলা। ওয়েল গৌর ডিরার, কি খবর? এস জোয়ার মি: সিং-এর সঙ্গে introduce ক'রে দিই, Mr. Sing my old friend, Mr. Karforma my dear husband,

গৌরী। বড় আনন্দিত হ'লেম, নাম শোনা ছিল মাঝ,আলাপ হ'ল;—মাগা হ'ল কবে?

সিং। This day week—কয়েক রোল হণ্ডা।

গৌরী। আপনি কোন্ সার্জিন চেকছেন?

সিং। Surgeon, Physician, Accoucher M. B., L. R. C., P. L., R. G. S. (Edin.), late Clinical clerk, Reti- uada Lying-in-Hospital, Member Obstetrical Society London & &c.

গৌরী। বা: বা: বা! সুখ আনন্দ

জো। এই মাস আটকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল পেলেন? বেলাই এক-জামিন দিতে হ'বেছিল যেখানি।

সি। Nothing of the kind; বিলাতে আবারের বড় কলঙ্কস্থানকে এক-জামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে compell করে insult করে না। আমাদের ইংলিশ manners দেখলেই বিজ্ঞ হ'য়েছে বুঝে নেয়, কি দিলেই বুঝতে পারে, respectable, আর ভিজি মের; আমাদের একটি প্র্যাকটীশ জমলেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এন্-ডিটা। আনিয়া দেবার ইচ্ছা আছে।

গৌরী। বাড়ীতেই আছেন?

সি। না, কাগজ ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে, আমি 5-1 গোরহাৰ লেনে আছি।

গৌরী। Excuse me, কিন্তু কাগজ ছাড়ার হানি কি?

বিলা। Husband—husband—

সি। don't mind Mis karforma, আমাদের বিলাত-কেরতদের duty হচ্ছে, লোকটেক এ সব বিষয়ে enlighten আলো-কিত করা; কি জানেন Mr. karforma, এখন আমার পাগলই মনে করুন, আর বাই করুন, সময়ে এই ড্রেপ whole worldকে ব্যবহার কতে হবে, সুয়েজ পার হয়েই যেখান, সব এই ড্রেপ।

গৌরী। কিন্তু asiat—

বিলা। Shut up; তোমার কাগজ বের কর।

গৌরী। হ্যা, ঠিক এক বেবে দিয়ে একটা কলি কখা, কি নিয় কখাই আমার একটা ভারী উপকার কতে পারেন; আজ-কাল কাগজে বিলাতের কথা থাকলে খুব পণ্যর বাড়ি, আপনি যদি বিলাতের তারিখ

দিয়ে পত্র ধরণে কতগুলো সেখানকার বর্ণনা ক'রে আমার কাগজের ভিত্তি চিঠি দেন।

সি। মি: কারফরমা, আপনি হচ্ছেন আমার dearest friend, বিলাসিনী কার-ফরমার husband, আপনাকে oblige করা আমার প্রথম কর্তব্য; কিন্তু there is one drawback প্রায় এক বৎসর বিলাতে থেকে বাঙালী একপ্রকার ভুলে গেছি, এই যে আপ-নার সঙ্গে কথা বলছি, সে অনেক কটে মনে মনে ইংরাজীকে ভয়ভয় ক'রে; আর বাঙা-লীর সঙ্গে ইংরাজী কথা কইবই বা কি, এই ভয়; কিন্তু দেখা আমার কামতের বাইরে। তবে আমি এক কর্তব্য কতে পারি, একখান অনেক দিনের published old Diary আমার কাছে আছে, পাঠিয়ে দব, date বুলে translate ক'রে নেবেন, exactly suit কর্কে।

গৌরী। থাক, বড় oblige হ'লেন।

সি। Nothing--Nothing—don't mention.

বিলা। ও বেলা আমার কি উত্তর ক'রেছ?

গৌরী। কি থাকে বল?—ক'রে দিছি।

বিলা। বেশী কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরব; আজ আমাদের "পুক-বন" সত্যর anniversary, রাজে কিছুতে পারব কি না বলতে পারিনি, তোমার মাছের খোলটোকা না হয় পড়ে ক'র, আমার এক পেট sago-pudding, আর গান চেয়েক কটলেট কেজে দিও; কিন্তু যেখা যেন সেদিনকার মত পুড়িয়ে কোল না।

গৌরী। স্বস্তার আলো টিক আচ বোঝা যায় না।

বিলা। What a stupid (this dear

husband of mine is as stupid mr, Singh as—as—as—

সিং। What d'ye call it.—

বিলা। yes quite so, I half regret my choice in taking him for my partner ; আমি তোমার হুঁশ দিন বলেছি যে, আমার অবসরমতে ঘটাধানেক ক'রে আমার কাছে ব'লে একটু একটু সারেলের লেকচার শুনো, তা তোমার হ'ল না, theory of heat জান না, তা হবে কি ক'রে ?

গৌরী। তা হিও একখানা বাজলা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও, তোমার গ্যানোট আমি বুঝতে পারিনি—

বিলা। গ্যানোট বুঝতে পার না ? sic ! গোটা দুই সোজা কথা মনে রাখ না, আর থার্মোমিটারের useটা শিখে নাও, তা হ'লেই হলো : এক-শ ডিগ্রি centigrade এ boiling point, সরসের তেল হুঁশ ডিগ্রিতে জলে উঠে। ১২৫ কি ১৩০ ডিগ্রি হ'লেই বেশ ডাঙ্গা হয়। কাট করলার জাল। সারেল শিখলে বরফের জালে রাখা যায়।

গৌরী। বরফের জাল ? বরফ—বরফ !

বিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ বরফ ; বাকে আইস বলে, তাবতে তাবতে আমরা যা মাথার দিই (বিস্মিত হ'লে তোমরা বা ধাতু—সেই বরফ, Sir humphrey Davyর মতে হুঁশান বরফ ঘষাবি করলে রীতিমত heat পাওয়া যায়। আজ বাদে কাল আমি সারলে এম-এ দেব, আমার husband কি না heat এর theory বোঝে না।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। শুভ ডে মি: কারকরুমা, নরকার Mrs. dito শুভ-ডে শুভ-ডে নীলকন্ঠন বাবা।

সিং। Mrs. singh, if you please—

নন্দ। তেরি শুভ, তেরি শুভ, excuse me নীলকন্ঠন বাবু, I mean Mr. Singh.

আমি আপনার বাড়ীতে গিরেছিলের, সেখানে শুভলম, আগনি গোরস্থানে আছেন, গেলুম সেখানে, আপনার খানসামা বসলে, মিসেস কারকরুমার বাড়ীতে গেছেন, অমনি এখানে এলুম।

সিং। আমি তো Noontimeএ বাড়ীতে থাকলেও Not at home ; বা হোক,—আবস্তক কি ?

নন্দ। এই বিলাতের সব কথা জিজ্ঞাসা করবো ব'লে। আচ্ছা, আপনি তো এই দশ-মাস ছিলেন, দশমাসে সব সাহেবদের মত হওয়া যায় ?

সিং। ভাল Intelligence থাকলেই পারে।

নন্দ। আপনাকে বলি, আমি এবার এম-এ দেব, সেকেক ইয়ারে পড়ছি, সেখানে একজামিন দিলে হয় না ?

সিং। আপনার সেখানে কি বাবার ইচ্ছা আছে নাকি ?

নন্দ। ইচ্ছা ? যাবক !

সিং। আপনার কাদারের মত হবে ?

নন্দ। আবস্তক ? বুড়োদের মত আর কোন্ সংকার্যে হয় ?

সিং। তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে ?

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিক হ'য়েছে।

সিং। তাঁর মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন, কি রকম ?

নন্দ। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া বাবে

বিলা। বিবাহ। কিরূপ পাঞ্জী ?—কি পাশ করেছে ?—কি মতে বিবাহ ?

অমৃত-প্রস্রাবনী ।

নন্দ । যে সব বিশেষ কিছুই জানা যায় নি,
বাবাও তাঁকার কথা ঠিক কচ্ছেন, 'আমিও
তাই হাতাবার অপেক্ষার আছি ।

বিলা। কিরূপ পাঞ্জী জানেন না? দেখতে
 কেমন?—আপনার চেয়ে বড় কি ছোট—
 কতদূর লেখাপড়া জানেন?—আপনাকে বেশ
 রেখে চালাতে পারবে কি না?—কিছুই
 জানেন না? হয়তো কোন অপরিজ্ঞ সেকেন্দে
 বে-আইনি মতে বিবাহ হবে,—এ সব না
 জেনে—না ঠিক ক'রে আপনি বিবাহ করতে
 বাঞ্ছন?

নন্দ। যেখন আমি এক চিলে ভিন পাৰী
শারবো। সমাজকে শাসিত করবো, 'বাবাকে
শিকা দিব, আর আমার স্বস্তর হবার বে
বেরাদবি রাখে, তারেও শাস্তি দিব। বাবা
যেমন লাভের লোভে আমাকে একটা
আনোয়ারা জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই আনোয়ারার
বাণ যেমন বাবাকে ঘুৰ দিয়ে আমার
মত educated manকে একটা ~~অসুখ~~
মুখের সহচর ক'রে দিচ্ছেন, আর সমাজ
যেমন এ সব দেখে শুনেও বিদ্যাচালের মত পা
তেলে দিয়ে প'ড়ে আছে—আমিও তেমনি
বাসে-বোসে টাকাটা হাত করবো অথচ
বিবাহ null and void হবে।

विना । किञ्च—वाणिज्यमना किं हवे ?

নব। There are ten thousand bachelors to choose from বাকে ইচ্ছা, বেশ বে করতে পারে। I will get one milk white wife with a pair of cat's eyes.

সিং। Nothing like it my lady।
আপনি এ কাজ করেন, যদি এতে কোন
পাগ থাকে, তবে বিলাত হাজার তা কেটে
বান্বে, বিলাত হাজার উপবোধী। (গণ)। আপ-
নার কোনকিছর আছে, হাট-কোটের দান

আপনি রাখে পারবেন। you will make
a capital john Bull.

নন্দ। তা দেখেইনেবেন, একবার কলা-
গেছে পার হ'লে কে আমাকে বাঁদাগীর
ছেলে বলতে পারে দেখব। বাঁদলা কথাটা
তুলে যাওয়া বার কি ক'রে বলুন দেখি ?

সিং। That's secret amongst our
fraternity; আগে প্যাসেজ এন্গেজ
করুন, তার পর প্রাইভেটলি বলে দিব।

নন্দ । আর আপনার মত ঐ গানের
গছটা ?

সিং । তাও হবে ।

বিলা। নন্দাবু, আগনি বিলাত গেলে
দরনিবারিণী সভা" চালাবে কে ?

মন। আমাদের সেকেণ্ড ইয়ারে সবাই
উপযুক্ত লোক, একজন যে হর ভার নেবে ;
আর একবার ক্রিমে আসি, চান্স কি - "ভাত
কাপড়-নিরাস্রিয়ী সত্তা" কব্বো।

বিলা। পৌর, তুমি ব'সে এ সব কি শুদ্ধ?
 বাও, ব্রাহ্মণের বাও, কিছু বুঝতে পার না,
 শুধু ট পিড়ের মত চেয়ে আছে।

গৌরী। এই ঘাই। (স্বগত) খুব সান্নে-
 টিকি ~~কান~~ পেয়েছি বাবা, - ~~মনি~~ বেন
 পুলিশ।

[গৌরীকান্তের প্রস্থান।]

সিং। আপনার হাজব্যাও খুব তো
docile.

বিলা। পতির প্রধান গুণ স্বী-ভক্তি।
 পতি-স্বীকার-ভক্তি করে, যে ব্যক্তির
 পুত্র-পুত্র, আর আমরা যদি স্বামীকে দমন
 কতে না পারবো, তবে আমাদের হাই এজ-
 কেশনের হল কি ?

নন্দ। দেখুন দেখি,—আর ইপিড বাবা
কি না আমার একটা ব্যান্বেনে মেয়ে জুটিলে
দিয়েছে। ঘোঁষটা দিলে থাকবে, দাঁত চড়ে

কথা কইবে না, নাচতে জানে না, গাইতে জানে না, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, খবর রাখে না।

সিং। তা আজ বাই, আমার মেডিকেল এডভাইস গ্র্যাটিসের সময় হলো, ডিসপেন্সারীতে বসতে হবে।

বিলা। উঠবেন?—আবার দেখা হবে কবে?

সিং। যবে ইচ্ছা করেন [No dog ever answered his Mistress' whistle so willingly and promptly.]

বিলা। Fie—flatterer!

সিং। Then call your mtrior by that name.]

বিলা। আমি কাল ইতনিঃ আপনার ভিজিট রিটার্নন কত্তে যাব—বাড়ীতে থাকবেন তো?

Oh sure!

সিং। At home and alone, we will have a cup of tea and sweet tete-a-tete—now goodbye. (shakeshand) Now Nanda babu, come to me any morning বা বা iuformation চাই, লব হবে।

নন্দ। শুধু information, আপনাকে আমার ^{স্বার্থের} বানিয়ে ছেড়ে দিতে হবে; আমি আজ থেকেই ছুরি কাটা আর আগুন পোড়ান অভ্যাস কত্তে শুরু করবো।

সিং। বেশ বেশ; Ta-ta for the present old chap—expect you to-morrow evening Mrs. karforma,

বিলা। I remember.

[সিংহের প্রস্থান।

তবে নন্দাবু, বিবাহ কত্তে চলেছন?

নন্দ। বিবাহ! হয় বিবি, নয় আপনার মত গ্র্যাঞ্জুয়েট। আহা, গোর বাবুর কি অদ্ভুত!

বিলা। কি, jealousy হয় নাকি? নন্দ। কার না হয়? আমি বিলেত থেকে কেরা অবধি যদি আপনি ক্লিস্ থাকতেন?

বিলা। ওরাইকও তো উইডো হয়।

নন্দ। Would to God! সে দিন কি হবে!

বিলা। আপনি সারেন্স পড়ছেন, পড বরেন যে? গড মানেই নাকি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বরেন্স, যে দিন গ্যানো কিনেছি—সেই দিন বুঝেছি, গড নেই, তা আজ আসি, আপাকে আর কত দেব।

বিলা। কই কি—কিছু নয়; তা যাবার আগে দেখা হবে তো?

নন্দ। দেখা হবে না, আমাকে একখানা আপনার ফটোগ্রাফ দিতে হবে।

বিলা। কত বিধি দেখবেন, আমার ফটোগ্রাফ নিয়ে আর কি হবে?

নন্দ। আপনি গাউন পরলে কোন্ বিবি আপনার কাছে লাগে? তবে শুভবাই।

[নন্দাবুর প্রস্থান।

বিলা। বেহারী—

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী। বহু মহারাজ! ২৫

বিলা। বাবু কা করতা?

বেহারী। মশো গিরতা। ৩২

বিলা। জলদি হারার খানা লোয়ানো বোলো, হার গোলখানা সে আতা হার।

[বিহারের প্রস্থান।



ভূকীয় গর্ভাক্ষ।

গোপীনাথ বাবুর গৃহ।

গোপীনাথ সরকার।

গোপী। চার হাজার হু'শ নগদ ; চার হাজার হু'শ যদি হলো—তার থাকছে কত ? চার হাজার আলাদা ধ'রে রাখ, থাকে হু'শ ; হু'শর ভেতর বের ধরচ, গারে হলুদ—আইবুড় ভাত—নাকৌমুখ—গুরু, পুরোহিত, নাগে—বর আসা যাওয়া এ সব নিয়ে পক্ষাশের কম আর হতে না। ঘটককে বলেছি পক্ষাশ, তা দিচ্ছিন—পনের দেব, বেণী পেড়াপীড়ি করে, আর পাঁচ, তা হ'লে হলো পক্ষাশ আর কুড়িতে সম্বর, থাকে গে একশ ত্রিশ ; তা হ'লে আর রইল কি ? চিনিবাস যুবীকেই দিতে কুলাবে না ! ওদিককার বড় ধর গে চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে বাড়ীখানা খালাস ক'রে নেবার—সেও হুদে আসলে তেরশো টাকার উপর হয়েছ, —

(বীর প্রবেশ)

বী। ধোপা এয়েছে গো, কাপড় দেবে ?

গোপী। তের-শই ধর—

বী। তরসু আসতে বলবো ?

গোপী। খতে আর গহনা বাঁধা—সেও পাঁচ লাভ-শ।

বী। কি বিড়ির বিড়ির হিসাব কোচ্ছ গো ? আমার কথা কাণে তুলছো না যে ?

গোপী। কি হয়েছে ?

বী। না, এমন কিছু নয়, আজ মাসের ক-দিন ?

গোপী। ভেইশ দিক। এই-তো প্রায় দু হাজারের উপর হু'শ হাতেই বেরিয়ে যাচ্ছে,—

বী। এখন কি হবে—দেবে ?

গোপী। কি দেব ?

বী। এতকণ পরে বলুকি না কি দেব !

গোপী। কি বল না ছাই, আমার এখন খোজাখোজ ঠিক নেই, মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

বী। উঃ ! তবু এখনও টাকার পুটলি ঘরে তোলেনি, ধোপা এয়েছে, কাপড় দেবে আর সে টাকা চাচ্ছে।

গোপী। তা কাপড়-চোপড় দিগে না, এখানা আর ছাড়বো না, বেশ করসা আছে।

বী। আর টাকা ?

গোপী। টাকা ? বল্গে কুলশয্যার পর-দিন সব চুকিয়ে দেব।

বী। এ চুলোর কুলশয্যা কবে হবেগা ? —মনিষ্যার হাড় জুড়বে !

গোপী। আ মন্ড্রোই ! ব্যাটার বেতে অকল্যাণের কথা কসু ?

বী। একে আর বেটার বে বলে না—প্যাটার হাট। মেয়ে দেখা নাই, ঘর দেখা নাই, কেবল টাকা—টাকা, আমাদের গরিবের ঘর হ'লে একঘরে কর্তো।

[বীর প্রস্থান]

গোপী। বেটাকে নে আর চলে না, মাইনেটা জমে গিয়ে বড় মুখ ছুটিয়েছে, অস্তর ব্যক্তির দেনা জুটে আছে, পাওনা-দারেরা একেবারে মুখেরে আছে, এর ভেতর দু-এক ব্যাটা মরে,—তা কি বজ্রাত ব্যাটার। মরবে। ছেলেটার বে দে কিছু পাব—ব্যাটার। মার্কণ্ডের প্রমাই নিয়ে বলে আছে !

(গিরীর প্রবেশ)

গিরী। এর বে দিগে থুরে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না।

গিরী। হ'হ' ! গুরুর কথা না শোন কাণে, প্রাণ বাবে তোমার ইচ্চাটা টানে ! আমি তো বলেছিলাম, অত কমে রাজি হয়ে না, বললান আমার চার হাজারের

টুছেলে ! কর্তাপনা করা এমন মেনী-মুখের
কাজ নয় ।

গোপী ! কি জান, এই দিতেই তাদের
সর্বনাশ হবে ।

গিন্নী ! তাদের সর্বনাশ হলো তো
আমার কি ? আচ্ছা, কে আমার সাত
পুরুষের কুটুম গো ! নন্দলালের পারে
যেয়ে দেবে, তাদের চৌদপুরুষ উদ্ধার হয়ে
যাবে, এতে গোড়ারমুখো মিনুকের টাকা
খরচ কত হাতে আগুন লেগে যার !

~~আমি যে মাগিই বা কেমন ? কেমন কথা ?~~
চৌধুড়ার আমাইকে দিতে চৌধুড়ার ?
গায়ে গহনা টেনে নেই ? বেচুক না ।

গোপী ! আমি একটা ঠাউরে আছি,
আগে সব ঠিক হয়ে যাক না, নন্দকে আড়ালে
শিথিয়ে দেব এখন—সম্প্রদানের সময়
একটা কোট করে ব'সবে ।

গিন্নী ! আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর—
আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের
ভেতর বোটার যদি ভালমন্দ হয়—নন্দর
তদ্বিনে পাশ বাড়বে, দেখো দেখিন—তখন
ছেলের কের বে দিবে আমি দোতারা বাড়ী,
আর নিজের গা-ভরা গহনা কত পাবি কি
না ।

(দ্বার প্রবেশ)

বী । বাইরে বাও গো—সব এয়েছে ।

গিন্নী ! কে এয়েছে ?

বী । সেই মড়িপোড়া মিনুকে, একটা
কুপো, আর একখানা বেবো কাঠ—

গোপী ! মড়িপোড়া মিনুকে কে রে ?

বী । সেই তোমার সখের ঘটক—বে
এই ছেরাদের বোপাড় কোছে ।

গিন্নী ! ও কি কথা রে ?

বী । তাদের ছেরাদের কথা বলছি,—

যার ট্যাক খরচ, তারই তো ছেরাদ ! আমরা
দেব, আমরা ভেদে দেবো বই নক ।

গিন্নী ! (হসাসে) গিন্নী যেন কি !

গোপী ! বুঝি ছেলে দেখতে এয়েছে ;
গিল্লি, কপাটের আড়ালে দাঁড়াবে এস, দেখি,
যদি কিছু আরও বাড়তে পারি । ঝি, যা
দেখিন চট 'রে, নন্দকে ডেকে আন, বুঝি
এই চক্রবর্তীর বাড়ীতেই আছে ।

[কর্তা ও গিন্নীর প্রস্থান ।]

বী । বাবা !—বাবা !—বাবা !—এ কি

বোটার বে দেওয়া গা ! আচ্ছা, বোটার মেরে
হ'য়েছে বলে কি যত অপরাধ ! একেবারে
জবাই করা । [কুড়াগিন্নীতে মুখোমুখি ক'রে
কেবল পরামর্শ আটছেন । গিন্নী আবার কর্তার

বাবা, বলে বাড়ীখানা ছেলেকে লিখে দিক
না ; সব চুক যাক । এরা কয়েত না কসাই ?
কোথেকে এক উছনের পাশ পাশ হয়েছ—

ছেলে পাশ হলো তো ! অমন যা-বাগের
হাঁসের মত পেট হলো, যত লাও, খাঁই আর
যেটে না । আচ্ছা, সেবার ঘোষের উপরো
উপর ছুটো মেরের বে দিবে একেবারে সর্ব
নাশ হয়ে গেল ; ভিটে গেল, চাকর লোকজন
ছাড়িয়ে দিলে,—আচ্ছা, তাদের ঘর থাকলে
কি আর এ হতভাগা সংসারে ঢুকি পোড়া

কোম্পানীতে এত কড়ে, এর আর একটা
কিছু করতে পারে না ? বাটে বাটে বেমন
মড়িপোড়ার রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলে-
মেরের বেরও ভেদনি একটা কিছু ক'রে
দেয়, তা হ'লে মুদকরাস বরের বাপগুলো
জবাই বাই, কোথা আবার মনীর গোশাল
আছেন, হুঁজে আনিবে, পাশ ক'রে তো
রাখা ক'রেছেন, কেবল দেখতে পাই,
চমু উটর মাথা খেয়েছেন,—নাকের ওপর
সারী খড়খড়ী বসিয়েছেন ।

[বীরের প্রস্থান ।]

চতুর্থ পর্ভাক।

গোপীনাথের বহির্জাতি।

গোপীনাথ, ময়ূধ বাবু, লোকনাথ বাবু ও বটক।

বটক। কৈ—তামাক দিলে না? চাক-

বেয়া সব গেল কোথা? ও গোপাল!

রাখালে!—বাজার টাজারে গেছে বুঝি?

সংসারে কাজ তো কম নয়;—ঝি। ঝি।

আসছে—এই আসে আর কি। (গোপীনাথ

বাবুর সব সেকেন্দ্রে চাল—বুঝলেন ময়ূধবাবু।

শৈতন্যক সেকেন্দ্রে ঘরদোর কিছু বদলাননি,

বসেন, চতুর্থপ জেঙ্গে দানান ক'রে কি

কাজদের কীর্তি লোপ করছে?—যেহে পরম

মুখে থাকবে, নিজের ঘেয়ে হয়নি, খাণ্ডীর

বৌ-অন্ত গ্রাণ হবে; সোণার সংসার, কিছুই

অজাব নেই, চাকর-দাসীতে খাটবে, যেহে

পারের ওপর পা দিয়ে ব'সে থাকবে। গোপী-

নাথ বাবু নিজে পছন্দ ক'রে সব ভার ভারী

গহনা গড়িয়ে দেবেন, তাই নগর টাকা

নিচ্ছেন।

গোপী। মহাশয়ের কার বাড়ী কর্তৃক করা

হয় বলেন?

ময়ূধ। swindle smuggle compa-

nyর বাড়ী ক্যাসএ থাকি।

গোপী। ক্যাস আপনাব হাতে? তবে

উপরিও বণ টাকা আছে?

ময়ূধ। বৎসাহাভ। সে কাল আর নাই,

কোন বড্ডে সংসার চালান, আর নিজে এই

আড়তখানি করেছি।

বটক। (অন্যদিকে) চুপ চুপ।

গোপী। আড়ত করেছেন? কৈ, বটক

মশাই, সে কথা তো আমার বড়ো মি?

বটক। সে লোকসেনে আড়তের কথা

আর মুখে আনতে আছে এই শীতের মর-
সুখটা দেখেই তুলে দেখেন।গোপী। তুলে দেবেন কেন? জামা-
ইকে দিন না।

বটক। (স্বগত) এই সায়লে রে!

ময়ূধ। আজ্ঞা, সেখান আমার পরি-

বারের স্রীষ্ম।

(বীর প্রবেশ)

বী। গিন্নী বলছেন ভালই তো, ব্যান

কেন জামাইকে দিক না?—ময়ূধের

আর আচ্ছাদিত কি?—এক দিন আর কবে

হবে?

বটক। ওরে বাছা—তুই এয়েছিস?

হুই ককে তামাক আন দেখি।

বী। রোস, আমার এখন একডাঁই বাগন

পড়ে রয়েছে; তামাক কোথা?—বাজারে

টোকা লাগতে যাব, তবে তো সব আসবে,

—একলা মাহুদ আর কত করবো?

গোপী। তুই এখন যা যা, পাগলী

কোথাকারে! নন্দ কোথায়?

বী। দাঁড়াও এখন, আধ ঘণ্টা ধরে

সিঁতি বাগান হোক; সে জলের ঘটা পড়েছে

আরসি বেরিয়েছে, আঁচড়াচ্ছে—আঁচড়া-

চ্ছেই, পোড়া চুল আর ফেরে না, সে শোয়া-

রের কুঁচি সোজা হবে কেন? ব্যাটাছেলের

অত সিঁতে কেন গো? সিঁহুর পরবি নাকি?

গোপী। যা যা, তুই বাড়ীর ভেতর যা;

আমার বাড়ী এদিন রয়েছে, আজও কথা

কইতে শিখলে না, বা আপনার কাজ কর গে

বা।

বী। তা বাছি, বাব না তো কি দাঁড়িয়ে

থাকবো? কৈ, যেহে বাপ কোন্টী? এ

যোটা মাহুদী বুঝি?—বলি ইয়া গো বাছা,

বসে বসে নৌপ মোচড়ালে চলবে না, আমার

ভাগ্য দানাতার চাই; কর্তা তো টাকা

পাব—দেনা শোধ করবে, মেয়েকে সর
কর্তে হবে আমার সঙ্গে; গিন্নী ঠিক ক'রে
আছেন, বৌ এলে আর এইসেলে ঢকবেন
না। আমি এখন সরলার বেয়ে বসে বসে বসে
বসে।

গোপী। ওরে বাপু, তোর গুড়ীর পায়ে
পড়ি—বাড়ীর ভেতর যা।

ময়ূখ। হবে—হবে, তোমার হবে বৈ কি।

বৌ। হাঁ। হাঁ।

[বীরের প্রস্থান।]

গোপী। পুরোণে লোক হ'লে বেশ মাথায়
চড়ে, তার ওপর আমার ~~হাত~~ পাগল, তবে
বিশ্বাসী লোক বলেই রাখা। বাবু কি নাম?

লোক। আজ্ঞে, আমার নাম ত্রিলোক-
নাথ ~~কল~~ দে।

ময়ূখ। উনি আমার ভয়ীপতি, বাসদেব-
পুরে হাইস্কুলের হেডমাষ্টার, পূজার ছুটিতে
বাড়ী এসেছেন।

ঘটক। যত লোক গো, ভাকরহাটির দে
ওঁরা, যত মুখী কুলোনের সঙ্গে ওঁদের ক্রিয়া
আর লেখাপড়ার একেবারে কেমনী, এখন-
কার পাশকাস নয়—ওঁরা সেকলে।

(নন্দলালের প্রবেশ)

গোপী। এস বাবা বস, এই দেখুন,
এইটা আমার পুত্র।

ঘটক। কান্তিক—কান্তিক জামাই হবে!
ময়ূখ বাবু, দেখুন, চেহারাটা একবার—তবু
এখনও নয়নি।

ময়ূখ। নামটি কি বাপু তোমার?

নন্দ। এম্ সরকার।

ঘটক। বাবলা ক'রে বল বাবু, নাম
বাকলার বলতে হয়, ইংরাজী লেখাপড়ার
কথা পরে হচ্ছে।

নন্দ। ছুঁই কে?

ঘটক। আমি কে, জান না? আমিই কুল-

ধার—প্রজাপতির পাখানা, আমি না হ'লে
কি বে হয় বাপু? আমি ঘটক।

নন্দ। ঘটক? দালাল? তোমার লাই-
সেন আছে?

ঘটক। আমার লাইসেন্স কাইসিনি
সব তোমরা।

নন্দ। Idiot!

লোক। পুরো নামটি কি বাপু?

নন্দ। নন্দলাল সরকার; কিন্তু এখনকার
ইউনিভার্সিটিতে হাণ্টারের মত চলিত, সেই
মতে এম্ সরকার বলেই Sufficient
হলে—লোকেরও বুকে নেওয়া উচিত।

লোক। ঠাকরের নাম?

নন্দ। কি ঠাকুর?

ময়ূখ। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন।

নন্দ। সাধেনেই ব'সে আছেন—জিজ্ঞেস
কোত্তে পারেন; আমার কবুনাথিং টবল
দেওয়ার আবশ্যক?

ময়ূখ। (স্বগত) বাবা, এ কি ছেলে
পো! ঘেন জাহাজী গোঁরা।

ঘটক। ছ'টো লেখা-পড়ার কথা জিজ্ঞেস
করুন দে মশাই, এখনকার সব কালেকের
ছেলে, বাপ-পিতামোর নামের ধার ধারেনা।

নন্দ। আবার তুমি কথ কইচ? কথার
কি বোক, ইংরেজী পড়েছ?

লোক। পড়া হচ্ছে কোথায়?

নন্দ। সেকণ্ড ইয়ার ক্লাস ক্রিচাট
ইন্সটিটিউশন, কলেজ ডিপার্টমেন্ট।

লোক। One divided by Zero কত
হয় বল দেখি?

নন্দ। What a question! আজনি
গ্র্যাডু হট?

লোক। না বাপু।

নন্দ। তবে আপনার কাছে আমি এক-
কারিষ্মি হতে পারি।

ময়খ। উনি একজন সেকেন্সে-senior scholarship holder, পাকা লেখাপড়া জানা লোক, হাই স্কুলের হেডমাস্টার।

নন্দ। হ'তে পারে, স্কুলের পড়া এক রকম চালাতে পারেন, কিন্তু সেকেন্সে লেখাপড়া কলজে চলে না; Univers'tyর vast area of different knowledge grasp কন্যার capacity ই ওদের নাই। physics, Dynamics' acoustics' Optics উঃ! এ সব আইডিয়াই কোজে পারবে না।

গোপী। একটু বল, বা জিজ্ঞেস কছেন, শোনই না, এত শিখেছ—কিছু পরিচয় লাগে।

নন্দ। পরিচয় আর দিব কি! আমার "চাননিবারিনী সত্যর" সব লেকচার পড়েন নি—Graduates Guardainএ সব বেরিয়েছিল, গেল Anniversaryর স্পিচে বলেছিলেন—Of mans first dis-
odience the evil treat befell on
the intellectual biped breed nothing
exceles in enormity' the curse that
alighted like a bombarded bomb-
shell on the heads of Bengalees,
(hear hear, loud applause) I mean
the use and abuse of sinful sheets
vulgarly kuown as Chadar—এই
চাদরের চষরে পড়িয়া বকবাসী বে কি রাশি
রাশি জুখাণ্ণবে নহন হইতেছে, তাহা বলিতে
গেলে ওয়েবেটারের Emphasis বুজিয়ে
পাওয়া যায় না;—(ঐশ্বর্য বস করতালি) আর
কণ্ঠ বলাও—এই নিন, এই pamplinet এ
সব আছে, পড়ে নেবেন।

বটক। বেখুন ময়খ বাবু, মোরসাণ বাবু
বেখছেন। একেবারে অমিত্যার কেন্দ্র নেন।
ইন্দ্রাজী বেরল বেন ভূবড়িতে আঙন দিলে,

আর বাকীলাও—কিবা ভনিতো! নিন, বেলা
হ'ল, আশীর্বাদ ক'রে ফেলুন—বটারি বাকী।
ময়খ। এক বাবু, দীর্ঘজীবী হ'রে থাক।
(মোহর প্রদান।)

নন্দ। আমার মাণ করুন, আর বসতে
পারি না বিলাসিনী কারকন্যার বাড়ীতে
আমার এনগেজমেন্ট আছে, সেখান থেকে
গোরস্থানে যাব, Mr. Sing নেমন্তন্ন করেছেন।
বটক। এস এস, আহা রানি কর গে,
বেলাই হ'য়েছে।

গোপী। ওটা আমার কাছে নয়—
তোমার প্রেমারীনের কাছে রেখে বাও,
হারিয়ে ফেলবে।

নন্দ। তুমি আর আমাকে political
economy শিখিও না। Good morning
to all of you.

[নন্দলালের প্রস্থান।]

ময়খ। বাবাজী দেখতে শুভতেও ভাল
—লেখাপড়াও হঠকে, কিন্তু মোজাজটা কিছু
রক্ষ।

গোপী। আপে ছিল না, এই বছর
বেড়েক হ'ল হয়েছে; বোম্ব টর, ওটা কাল-
কের গরমি, গোরি মাটারদের কাছে পড়ে
কি না।

বটক। ই্যা ই্যা, হ'তেই পারে, "যথা
নিযুক্তোশি তথা করোমি" যেমন করাও,
তেমনি করে। আর মোজাজের গলগলি পাক-
এই মোজাজটা একটু বুলাবুলাই রকম-র।

[লোক। ওটার লড়াই ভাববেন না—অতটা
ধাকবে না।] এই এস-এ কানটা সর্ব্বনেশে
ক্লান্ত, আমিও বেশ বেখেছি; ওটা পার
হ'লেই অনেক জাণ্ডা হ'রে আসবে। একে-
বারে স্কুলের বতের হাত, এড়িয়ে কলজে
গোঁক, প্রোকেপরে কনু ব'লে ডাকে, উঃ

উঁচু subjectএর ছ-এক পাতা গ'ড়ে পরম
হ'য়ে ওঠে।

ঘটক। দেখেছ, মাটির মাহুঁব কি না—
ঠিক ধরেছে; মাটির না হ'লে ছেলেও চেনে
না, আর গরলা না হ'লে গরুও চেনে না।

মন্থ। তবে অকুশলি হয় তো আর
উঠি, আবার একবার আলিপুর বেঁচে হবে ;
একখানা সন্ধানে আছে।

গোপী । সাক্ষী দিতে ? ওঃ ! আপনার
তবে অনেক কাজ ।

মন্মথ । ই্যা, এক গেরো ।

গোপী । না না, পেরো নয়, মাসে দু'-
একটা অমন জুটলে ভাল, ওতে দু'পরমা
আছে । ৪

লোক। সবক'ই, বাঁই মশাই এক হাত
বড় মিলেন। সত্য সত্য ব্যবসা শুরু করেছ
না কি ?

মন্মথ । বাই/মশাইদের চাপাচাপিতে
চুরি না কোন্ডে হ'লে হয় ।

গোপী । হাঃ হাঃ হাঃ ।

ষ্টক। হা: হা: হা: ! ভাল ভাল—দু'পক
 থেকে আমার একখানি ছোটখাট কোটা
 ক'রে দিতে হবে, এবার হরগোবী-বিলন
 ক'রে দিচ্ছি।

(বীরেন্দ্র প্রবেশ)

স্বা। ই নাও, তামাক খাও।

ঘটক। এস এস।

বী। ওরে আমার ইষ্টাকুর! তোমার
ওয়েই নিয়ে এলুম কি না? মেয়ের বাপকে
দেখ—আমার ভাগা নানা ভসর চাই।

গোষ্ঠী : মাঝ-বয়স্ক বৃদ্ধা

মদ্রা। না আমরা কেউ ভাবিক বাইনে,
জুনি বায়নের হ'কো এনে দাও।

স্বী। বাড়নের হাঁকো কোঁথার খুঁজতে
যাব ?

গোপী । যেখানে পাস্‌ খুঁজে আন্‌ ।

बटक। धाक धाक, आर काज नाई।

मन्त्रार्थ । तबे अग्नि मन्त्राई—नमस्कार !

গোপী । নমস্কার, নমস্কার !

গোবিন্দ। বলাই, আমার কষ্ট কতজন কেন ?

~~— वास्तविकता ही आहे — वास्तविकता !~~

[লোকনাথ ঘটক ও মন্মথের প্রস্থান ।

গোপী। তুই ~~কি~~ কি ঠাউরেছিস বল
 দেখি ? লোক মানিস না, জন মানিস না, যা
 মুখে আসে, তাই বলিস ?

(গিল্মীর প্রবেশ) .

গিটো। তাই বলতে আমিও আসছি—
ছোট মুখে বড় কথা,—~~হুঁ কখনো~~ !

বী। ও বাবা! কত-গিরাতে ছ'জনে
বে একবারে তেড়ে এলে,—কি মারবে না
কি ?

গিন্নী। ঝেঁটিরে বিষ ঝেঁড়ে হেব, বেরো
বেটা আমার বাড়ী থেকে, আমার খাস—
আমারই ছেলেকে গাল!

স্বা। কি গাল দিলেম তোমার ছেলেকে ?
 ওঃ! মুখ দেখ! ঝাঁটা! !—তের ঝাঁটা
 দেখিছি।

গিন্নী। আমার ছেলের চুল শোরের
ক'চি ? গোড়া চুল ? হালকা-বালু-বালু ? পাজী-

সৌ। গান ধরবো না কি ? শুনেবে এক-
বার গান ? চুটোবো মুখ ?

গোপী । থাক থাক গিরি, আর কথা
কাজ নেই, অমন গোক দ্বাধতে নেই, ওকে
বিদেয় ক'রে দাও ।

স্বা। দাও না বিয়ের করে—বাচ্চি চলে,
দাও—এখুনি আমার বাহিনে পত্তর চুকিয়ে
দাও।

মাঝামাঝি রাজী করুন, চলুন, বাড়ীর ভিতর
চলুন, আমিও যাচ্ছি।

গোপী। হ্যাঁ হ্যাঁ নাথ—ব্যানের ঠেঁয়ে
কিছু থাকতে পারে।

ময়ূধ। পরম শত্রুরও না মেয়ে হয়,
আমুন ঘটকঠাকুর।

[ময়ূধ ও ঘটকের প্রবেশ।

গোপী। পরামাণিক, চট যা, নন্দর কাণে
কাণে বাঁলে দিগে, নিমেন আখা আখি। আছে
আছে, ^{হাতের} ~~মস্তক~~ হাতে আছে। আর নাথ,
সব টাকা আজকের মত নন্দ নিজে রাখে,
আমায় যেন সাফ রাখে। আর আমার হাতে
টাকা না থাকলে—গুরু, পরামাণিক, ঠাকুর-
প্রণামী, শব্দাতোলা নিগুণের জন্তেও পেড়া-
পাড়ি কোত্তে পারবে না। যা—চট, যা।

পর। যে আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝিয়ে
দিচ্ছি।

[পরামাণিকের প্রবেশ।

গোপী। আমার ছেলে তো, তার আবার
এলে পড়েছে, ঠিক সময় কোট করেছে;
বাহবা নন্দলাল! দেব, দেব, ওর বরাবর সাধ
বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করে, টেবিল চেয়ার
কিনে বসে, দেব—কিনে দেব; টাকা পকাশ
বাট নন্দর প্রতি খরচ করুক, না হ'লে ভাল
দেখার না, ধস্তে গেলে এসব টাকা তো
ওই। আঃ, বাতটে পোহালে বাঁচা যায়।
পাণ্ডানার ব্যাটারের সঙ্গে ^{একটা} ~~একটা~~ রক
কোত্তে হবে; একবারে টাকা চুকিয়ে দেব,
কিছু কিছু ছুট দেবে না? না দেয়—একটা
পরশাও দিচ্ছি—নালাস করুক গে, খরচা
ক'রে মজুক। তার পর কোশানীর কাগজ
কিনি, না ^{বাকী} ~~কেন~~ খাটাই? ^{বাকী} ~~কেন~~ মত টাকা
বাড়াবার সুবিধে কিছুতেই দেই। ^{চক্রবর্তী} ~~চক্রবর্তী~~
বড় নাক উঁচু করে চলতে, এইবারে বেগবে।
গিন্নীর মনকাঁমনা সিঁদ্ধি হয়, মন্থর বিবে

পাশ হতে হতে এই বৌটির ভাল মন্দ হয়,
তা হ'লে দশ ভাজারের একটা পরশা কম
নয়! একপ্রকার বড় মাহুজ চণ্ডী বার।
আজকালকার ছেলে যে ছ'বিয়ে কোত্তে চায়
না, আবার তাও বলি—সতীনে যে মেয়ে
দেবে, সে আর পরশা দেবে না। গিন্নীরও
অজ্ঞার, একটা বেটা বিহীন বসে রইলেন—
দেব না তো সব গহনা খালীস ক'রে, ফের
বেটা বিউক, যে দিক, গচন খালীস করুক।

(ঘটক ও ময়ূধের প্রবেশ)

ঘটক। জানি প্রাজাপতির লীলা, সিঁদ্ধি-
দাতা গণেশ সব শুভ কর্কেন, আর যেখানে
শ্রদ্ধা আছেন—সব শুভ! সব শুভ!

গোপী। কি কি? কি হ'ল কি?

ময়ূধ। আর হবে কি? খোড়ে পুড়ে নগর
সোজংটা টাকা বেকল, আর আমার পরি
বারের কাকালে পনের উরির সোশার গোট
ছিল—দিলেম।

ঘটক। বেশ হয়েছে—উত্তম করেছেন,
আর ও কথা উত্থাপন করবেন না, সব
আপনার মেয়েরই রইল, দেখে নেবেন
আমার কথা, মেয়ে ঐ গোট কাকালে দিয়ে
আবার এখানে আসবে, ও টাকা আপনার
মেয়েরই বাক্স থাকবে; আজকালকার
মেয়ে, স্বামীকে কাশে ধ'রে ওঠাবে বসাবে;
বেধলেন তো গোপীনাথ বাবু এক পরশাও
হাতে করেন না।

গোপী। রাম রাম! ~~আজকালকার~~
~~ভক্তব্রত~~, আমি ও টাকা ছুঁই? আর আমার
আবশ্যকই বা কি? বা হোক, এখন তো
সব চুকে গেছে?

ঘটক। নিশ্চিয়ে। বর-কনে বাসরঘরে
গিরেছে, বিস্তর মেয়েছেলে জড় হয়েছে;
ময়ূধ বাবুর মত বড়মাহুজ হুটন, খরচেরও
ক্রটি করেননি।

ময়খ। এখন আনুন, আপনি কিছু জল-
টল খাবেন।

গোপী। আমি—আর না, বাই—গিরে
একটু গড়াই গে, আবার সকালে আসতে
হবে; নষ্টার পরই বায়বেলা পড়বে, এর
মধ্যেই এদিককার সব সৈরে বর-কনে নিয়ে
বেতে হবে।

ময়খ। কিছু মুখে দেবেন না, সেটা কি
ভাল দেখায়?

গোপী। না, আজ থাক—থাকই তো,
এখন বর হ'ল—^{এত পর}রোজ খাব, ~~প্রেরিত~~ ~~হাত~~
~~খাব~~ ~~এক~~ ~~খাত~~ ~~খাব~~, এখন আসি।

ময়খ। তবে আর কি বলবো; কিন্তু
একটু যা হোক—

গোপী। কিছু না, কিছু না—আপনি
শরন করুন গে, রাত্রি অধিক হয়েছে, আর
বাড়ীর ভিতর ব'লে দেবেন, নন্দকে একটু
ঘুমুতে দেয়, নইলে অস্থখ করবে।

ঘটক। হাঁ, আজ তাই যাবে। এখন
চলুন, আমিও বাসার যাব, তার পর দুই
বেয়ারে কাল সকালে আমার সন্তট কর্জেন;
তা হ'লে শুভকার্যের চূড়ান্ত হয়ে যাব,
ব্রাহ্মণ—আশীর্বাদ কোত্তে কোত্তে যাব।

গোপী। তবে আসি এখন।

ময়খ। ^{আমিও} ~~ময়খ~~ ~~ময়খ~~—প্রণাম হই
ঘটকঠাকুর।

ঘটক। কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক—
~~দুঃখ~~ ~~কাল~~ ~~কাল~~, ~~রাজা~~ ~~রাজা~~ ~~মত~~ ~~কাল~~
কোরে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

বাসর-বর।

২০ নন্দাল, সুরতকুমারী, নৃত্যকালী,
মনোমোহিনী ও বসন্তকুমারী।

১। নৃত্য। কি হে বর। একমনে ভাবছি কি ?
দুটো কথাবার্তা আমারে সঙ্গে কত, আমার
তোমার সঙ্গে রাত আগতে এলুম।

নন্দ। (স্বগত) ঠকা হবে না, বাসরে
বোবা বেরসিক না বলে।

২। সুর। কি, নৃত্য কি বোলে ? ওর কথার
উত্তর নাও, ও তোমার বড় শালী।

নন্দ। কি নাম কল্লল ওর ?

৩। সুর। নৃত্য—নৃত্যকালী।

নন্দ। বেশ নাম তো,—নৃত্যকালী কি ?

৪। সুর। নৃত্যকালী কি আবার ? নৃত্যকালী
—তোমার শালী।

নন্দ। আপনি দেখছি একজন এসিক
কবি, মুখে মুখে কবিতা রচনা কোত্তে
পারেন, আমি কালী কল্লিলেম নৃত্যকালী
—কি ?

৫। সুর। (প্রোহি) কি আবার ? কারেত,—তোমার
শালী কি ডোম হবে নাকি ? ওর স্বত্তররা
বোস, কালেজে পড়েছ, আর এটা জান না ?
মে তো ~~কাল~~ শালার কাণ ম'লে।

নন্দ। তাই মলুন, নৃত্যকালী বোস।

৬। সুর। ও না, কোথার যাবো। হাঃ হাঃ
হাঃ। নৃত্যকালী হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আর
ঠাকুরজামাইকে বলিস, নাম কল্লিসা কোত্তে
বলে, জীবনকাল দাসী। হাঃ হাঃ হাঃ।
নৃত্যকালী বোস—যে শালার কাণ ম'লে, টান
তো মোহিনী দিবি জানকণ ধরে, আমি
শালার বাঁড়ানে টুক দিবে বোস বের কছি
(কাণমল)

নন্দ। উঃ উঃ! লাগে—লাগে—
লাগে! ছাড় ছাড়,—স্বাধীনতার এতদূর
করবার কথা নাই! কখন যেন যে! এ কি
স্বাধীনতা? কৈ, বিলাসিনী কারকনুমা
তো গৌরবাবুর কাণ ম'লে ঘেঁষ না, ছাড়—
ছাড়—

মোহি। কেন মালা তবে আমাদের
মেয়ে মাল্লবের নাম দিয়ে দাড়? আমাদের
অমন “অবলা-সরলা” নামগুলিতে তাঁদের
কটকটে পদবী জুড়ে দিচ্ছেন; নৃত্যকালী
বোস, আমি তবে মনোমোহিনী দত্ত, ও তবে
সুরভকুমারী হাকরা?

বস। আমিই তবে পেছি তাই, আমার
ভাতার যে দিন শুনে, আমি বসন্তকুমারী
মজুমদার, সেই দিনেই আমার পরিচয়
করবে, বিট্‌কেল নামের উপর সে বড় চটা।

নৃত্য। বা হোক, বাসর ভাল, যুদ্ধই
চলতে লাগলো, তুমি ছড়া বল, গান শোন।

মোহি। ই, এই ঠিক—ঠিক বলেছিল,
একটা গান বল তো তাই বর।

নন্দ। দাঁড়াও, এখন কাণ জলছে।

বস। এঃ এঃ, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি,
আহা! দেখ বেধনরাঙা হ'য়ে উঠেছে, সুরি,
তুই বড় ছুট, মোহিনীও কম নয়,—তুমি
গাও তাই।

নন্দ। আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, আপনারা
যে কলংকার বর্জন করে স্বাপুত্র একজ
মিলে গীতবাতাসি ~~অন্য~~ শিকা
করেছেন, এ ভারতের উন্নতির পাবণ-
সোপান। এ জেলির পুঁটুলিটার ভিতর কি—
সাজা-শক নেই!

১) বস। ওর ভেতর সাজ রাজার ঘন।

২) সুর। তোমার কলা-বৌ, বুকেছ গণেশ-
রাম, এখন গাও, ওর ~~তখন~~ পরিচয়
নিও।

০ নন্দ। সত্য গীত-বিবরে স্বীকৃতি
নেতা।

২) সুর। নেতা? নে তাই নেতাদিদি, বর
বলেছে, নেতাকেই গাইতে হবে। (সুর)

মোহি। বেশ বেশ, বের বাসর, তোর
সেই গানটা গা; শোন একবার তোমার
শালীর গলা শোন, যেন শেখা বিভে।

নৃত্য। না তাই, বাবা তবু পেলে
বকবেন।

সুর। মায়া, কোথা? সেই সন্দের ঘরে
ঘুমিয়েছেন, তুই গা।

নৃত্য। দেখ তাই, বিশেষ দিনে ক'র না,
তোমরা কত আরগার গান শোন, আমরা
গেরবের বো—তুনে শেখা বৈ ত নয়!

নন্দ। আপনি গান না, নিজে কি? আমি
এ বিষয় কাগজে ভাল ক'রে ছাপিয়ে দেব।

নৃত্য। সর্বনাশ! এমন কাজ ক'রো না,
তা হ'লে আমি গাইব না।

বস। না না, লিখতে যাচ্ছে তাই, তুই
গা।

নৃত্য।— (গীত)

“ও মা কেমন বোগী ছি ছি লাগে যরি।

সাথে পারে ধরে, বল কি করি লো;—

ভাসে নরন ছুটি তোমো বহনখানি,

বলে রাখ রাখ মামিনী লো;—

বোগী অহুবাগে, মান ভিকা যাগে,

(ওলো) বোগীরে বেতে বল আমরা কুলনারী।

নন্দ। চমৎকার। Bravo! রচনা অতি

সুন্দর, আপনার গলাও সুন্দর।

২) নৃত্য। (এবার তাই তুমি গাও) কত
থিয়েটার শোন, একটা থিয়েটারের গান
গাও—

নন্দ। থিয়েটারের গান। পবিত্র বিবাহ

বাসরে তরীনের সাধনে অপবিত্র থিয়েটারের
গান গাইব, আপনারা কি কুচি!

১) নৃত্য। এস ভাই এস, ~~কন-কন~~।

স্বামী। ইহা বাত, যে গান শেখেছে, মিলে
পাঠাই তো কণা।

নন্দ। (স্বগত) ~~কন-কন~~ এই এড়াছি
তোমাদের হাত; (প্রকাশে) চলুন।

১১) ~~১০০~~ নৃত্য ও নন্দর প্রস্থান।
ঠান। নে, বর পেছে, ঘোমটা ~~খোল~~ ^{খোল}।

কুম্মী। বর কেমন?—মনে ধরেছে? পছন্দ
হ'য়েছে তো?—কথা ক'ননে কেন—বল না?

কুম্মী। যাও—

ঠান। পছন্দ হ'য়েছে?

কুম্মী। যাও—

ঠান। পছন্দ হয়নি?

কুম্মী। আমি জানিনি—যাও—

ঠান।—ইংরাজী শিখতে পারবি তো?

নইলে যে বর, ওর বর কোত্তে পারবিনি।

কুম্মী। আমার দার পড়েছে।

স্বামী। দার পড়েচে কি লো?

কুম্মী। আমি যাব কি না—

স্বামী। বাবিনি কি লো?

(নৃত্যর প্রবেশ)।

নৃত্য। ও ঠান্দিনি, বর কোথা গেল?

ঠান। বর কোথা গেল কি লো? তোর
সঙ্গেই তো গেল।

নৃত্য। ষিড়কিতে তো নেই, কী মুখ
খোবার জল নিয়ে গেল—দেখতে পেলেন না!

ঠান। তবে বুঝি অমনি অমনি গলীর
পথ দিয়ে সদরে গিয়েছে।

নৃত্য। যেমন গাড়ুড়িয়া জল, তেমনি
রয়েছে, ~~তবুও জল-জল-কি-কি~~?

ঠান। চ' দেখি তবে, করসা হ'য়েছে,
সদরেই গ্যাছে; কুম্মীকে নিয়ে আর স্বামী,
সকাল সকাল বাসি-বিরের উয়ান কোত্তে
হবে। [সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গভাক।

মদ্যধ বাবুর বহিবাটা।

মদ্যধ বাবু ও ভৃত্য।

মদ্যধ। সে কি কথা! ভাখ দেখিন
চৌমাখার বেড়াচ্ছে বোধ হয়।

ভৃত্য। আমি ষিড়কি দে ঘুরে, এ মোড়
ও মোড় সব খুঁজে এলুম, কোথাও দেখতে
পেদুম না।

মদ্যধ। পাশাপাশি তো কোন আশাপী
লোকের বাড়ী নেই, দেখার যারনি তো?

ভৃত্য। তত ভোরে আর কে দরজা খুলে-
ছিল? আর বেড়াতে যাবেন কি শুধু পারে?
ষিড়কির দোরে অরির জুতা পড়ে রয়েছে।

মদ্যধ। ভাই ভো, এ কি হ'ল তবে?
কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি, ভাখদেখিন আর
একবার বাড়ীর ভেতর গিরে, এয়েছে কি না?

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

কি আশ্চর্য্য। কোথার গেল? বাসি-বিরে
কল্লেন না—টীকাগড়ি নিয়ে সল্লা না কি?
যে ইংরাজী মেজাজের ছেলে—আশ্চর্য্য নেই,
এব পারে; তা হ'লেই তো সর্কনাশ।

(গোপীনাথ ও বাীর প্রবেশ)।

গোপী। এই যে উঠেছেন, আমার আর
রাখে ঘুম হয়নি, একটু গড়াগড়ি দিয়েই
এসেছি।

মদ্যধ। বর গেল কোথা? বাড়ী কিরে
যারনি তো? আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

গোপী। সে কি! বাড়ী যাবে কি?
বাসিবে হবে, আমি এসে বর-কনে একজু
নে যাব—সে বড়ো যাবে কি?

মদ্যধ। তবে গেল কোথা? ভোয়ের
হাত মুখ বুতে গিয়েছিল, আর দেখতে

বী। এদিকে গৌরীর গৌর পটল
ভুলেছে।

ঘটক। সে কি ?

ময়খ। বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘটক। সে কি কথা! কোথা গেল ?

বী। তোমার ঘটক বিনের পৌত্রে
থাকে—হেরোব করে এক-এক-এক-এক-

(প্রতিবাসিনী প্রবেশ)

১ম প্রতি। ময়খ বাবু, এ কি শুনে
পাচ্ছি ?

ময়খ। আর আমার মাথা!

২য় প্রতি। বর নাকি-পালিয়েছে ?

৩য় প্রতি। আপনাবড় যেরের গহনার
বান্ন সেই ঘরে ছিল, তাও নাকি নিয়ে
সরেছে ?

২য় প্রতি। ওলেন-সে নাকি কানে-
ভেরে-হেরে-না-

১ম প্রতি। ময়খ বাবুর যেমন কীর্তি।
পাণ করা ছেলে শুনে একেবারে নেচে উঠ-
লেন, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ
দেই—কেমন ঘর, তার ভাল ক'রে সন্ধান
নেওয়া নেই, কোথাকার জোড়োর ছোট
লোকের ঘর।

২য় প্রতি। বরকর্তা আসেনি ?

ময়খ। এই যে দাঁড়িয়ে।

২য় প্রতি। বলি হ্যাঁ হে, মাথা শোণের
ছড়ী করেছ, মুর্ছকরা-খোঁজা নিয়ে শিরের
দাঁড়িয়ে, আজ বাদে কাল সববে—তোমার
এ কি জুজুরী ?

গোপী। আমার অপরাধ কি বলুন ?

২য় প্রতি। তোমার অপরাধ কি ?
ছেলের সঙ্গে বোসমাঝি ক'রে ভজলোকর
জানত নই করা। শুনলুম, ভালমানুষের সর্জনশ
করেছ, যথাসর্ব্ব নিরুৎসাহ।

বী। কোঁক কোঁক।—মিন্বে কোঁক
গো। ভাল মানুষের ছেলেকে চুখে ধরেছে।

২য় প্রতি। আর এখন টাকার মোট

ঘরে ভুলে—ছেলে সন্নিবে দিয়েছে ?

বী। সে বিবে নবভক্ত। ছেলে
টাকা শুদ্ধ সরেছে। জোড়োর বাগমার
ছেলে কি সাধু হবে ?

১ম প্রতি। এর ঘটকটা কে ?

বী। এই যে মড়িপোড়া মিন্বে; মিন্বে
আনত জোড়োর—জোড়োর নইলে অন্ত
কথা কর ? বিদের নিতে এষেভে, দিতে পার
বাহারা মিন্বেকে ভাল ক'রে বিদের ?

ঘটক। (স্বগত) এখন স'রে পড়াই
কিধর-।

৩য় প্রতি। বাড়ী কোথা-হে-তোমার
ঠাকুর ?

ঘটক। বাড়ী আমার নাকি-বলিলুম !

২য় প্রতি। আরত জোড়োরের বেশ !
এ জুজুরী ঘটকালি কদিন কছো ?

ঘটক। আজ—ঘটকালি কছি সাত-
পুরুষ, জুজুরী কখন করিনি।

১ম প্রতি। যা এই কোলে! ডাক তো
কেউ পাহারাওয়াল।

ঘটক। বাবা যে—ও কি কথা-রে!

[দৌড়িয়া প্রস্থান।]

৩য় প্রতি। ধর ধর। (পশ্চাদ্ভাবন)

বী। এ মিন্বেকে ধ'রে রাখ, নইলে
ওগু পালাবে; সবরের কপাট বন্ধ ক'রে
দেব ? আমার কর ছেলে ওর কাছে নইলে
সব টাকা যেথেকে থাকক কিভাবে দিক,
বাড়ী বেচুক, আমার এক-কম-সাতপড়া
টাকা পাওনা, তাই থেকে কেটে দিও, বেশে
চ'লে বাই; নর তোমরা রাখ তো তোমাদের
ঘরে ঢাকরী করি।

(গৌকনাথ বাবুর প্রবেশ)

লোক। এই বে সব—কেনন, বেশ সব
নির্কোরে ছুকে গেল? কাল এত ভাড়াভাড়ি
করেও টেন মিলু করেন, সমস্ত রাত টেনে
থেকে এই ভোরের গাড়ীতে আসছি।

মমত। আরে তারা—সর্বনাশ হয়েছে!
কান তো—সর্বস্ব খুইয়ে এ কাজ করেন,
এখন জাত যায়।

লোক। সে কি কথা! কেন—এরা
কাজের মত না কি?

মমত। বাবুদের তো কোথায় না,—
চাকারের চৌকদ্দার! বাসর থেকে বর
পানিয়েছে।

গোপী। টাকাভাড়ি আমি একটা পরসাদ
হাতে করিনি, সমস্ত নিয়ে গিয়েছে।

লোক। আমরা সে সব বুঝিনি, ওর
মারী আপননি; এখন গেল কোথা—কিছু
সন্ধান হলো?

মমত। কিছু না; শেখরাব্রো পেট কাম-
ডাচ্ছে বলে খিড়কিতে বার, পেটটোট সব
মিছে, গাড়ীতে যেমন জল, তেমনি রয়েছে,
ছতো ক'রে সরেছে।

লোক। রোস রোস—আমি হাবডার
নেমে এখানে আসবার জন্ত গাড়ী খুঁজি,
যেখানকারের পোষাক পরা টিক সেই
রকম চেহারা একটা ছোঁড়া আর এক
ছোঁড়া কিরিকীর সঙ্গে বেড়াচ্ছে; আমার
দেখে যেন ভাড়াভাড়ি ফিরে যেটার দিকে
গেল। তখন অতটা বেশ কলম না, আর
করবোই বা কোথেকে? এখন আমার টিক
মনে পড়ছে; সেই চমকা চোখে—পোষা-
রের ঢকে চলন—টিক সেই একটা ছোঁড়া
সঙ্গে আছে, ছতোটুকো পারে, বোধ হয়
তাকে নিয়ে পড়বে, কেউ চিন্তে পারবে
বলো ইচ্ছা পোষাক পরেছে]

মমত। তা হলে সব আগে থেকে হত-
সব করা ছিল? সর্বস্ব হরে এমন হাব-
ডেকেও ঘেরে নিলেনসে?

গী। আমি আমি—ও ছেলের অনেক
দিন থেকে মোব রয়েছে, নইলে ব্যাটা ছেলের
অত সিন্ডে কাটা কেন? অত সাবান মাথা
কেন?

গোপী। মশাই, এখনও গেলে ধতে
পারবো কি?

লোক। চলুন—সকলকেই যেতে হচ্ছে,
অপট্রাণ বাবার এখনও ঘেরি আছে, এখনও
ধরা যেতে পারবে।

মমত। আর ঘেরি নয়—
কপড়খান—

১ম প্রতি। এই ঠাও—এই নাও, আমার
এইখানাই গার নিয়ে বাও, আর ঘেরি করো
না—ভূমী গ্রহণি।

গী। আমি গাড়ীর গিহনে বসে যাব—
মাইনে আমার করবো, আর সেই পোড়া
চেহেরার কেমন বীর সেজেছে দেখবো।
আর পারি কি যে গড়খানী ভাইনী সঙ্গে
আছে, তাকে হুঁচকাটা ফিরে আসবো—
চল—গোঁচল—

প্রব
[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তিকা।

হাঙড়া—রেলওয়ে স্টাটকর।

(মিটার সিং, বিলাসিনী ও নন্দলালের প্রবেশ)
নন্দ। আপনার হুটী টিক আমার গারে
কিট হয়ে গেছে।

সিং। ইয়েরের চখে ধরা পড়বে, নো

ভের বাহারও সাধি নেই যে ধতে পারে,
ডেসর কি জানে ওরা।

নয়। তাই কেউকি বই ত নয়, বসে গিয়ে
সব জিনিস কিনবে, সেখানে সব তৈরি পাব
তো :

সিং। Every thing ; বরং এখানকার
চেহ্নে ভান্ন বেক আর দরে চিপ ; আর শুক
প্যাসেইহুনের মতন কাপড়-চোপড় কিন-
বেন, সেখানে পৌছে সব নতুন তৈয়ার
কোর্টে হবে, এখানকার ড্রেন সেখানে এক-
টাত চলবে না।

মন্দ। মিসেস কারফরমা, হাসছেন যে ?
জামায় কি সঙের মত দেখাচ্ছে ?

বিল। ৬: ডিয়ার, নো! আপনার পালা-
 নর Manoeuvre মনে হচ্ছে, আর হাসি
 পাচ্ছে।

বন্দ। কেন—ভাল হয়নি ?

বিলা। Cleverly done, আচ্ছ, ঐ শুধু
পায়ে চেলির কাপড় পরে দৌড়ছিলেন,
রাস্তায় কেউ কিছু বলেনি ?

নন্দ। অমন সময় বড় লোক চলতে শুরু
হয়নি; হেঁসোর কাছে একঘাটা পাহারা-
ওয়াল আটকেছিল, তারে বললম আমার
বারার খাস হ'য়েছে, গঙ্গাযাত্রা করবো,
ভাড়াভাড়া খাট কিনতে যাছি।

সিং । আপনি ফাট' ক্রাশ সাহেব হবেন,
 খুব presence of mind, I wonder
 what the old fool is doing now !

নন্দ। হ'হাতে মাথার চুল ছিঁকচে,
গালে মুখে চড়াচ্ছে; শব্দে মহাশয়েরও
বোধ হয় ঐ হাল।

~~বিয়া।। হৃদয়বিহীন মন প্রাণনা জন্মের~~
~~বিয়াই যেহেতু উৎকৃষ্ট প্রতিফল।~~ Marriage without love is like a like

मिथः ~~Goat without a tail.~~

~~बिना~~ Thank you, just so.

(কনটেইনলের প্রবেশ)

নন্দ। কনট্রোল। উপর। খাদ্য। প্রা-
কল্পক। পান। কব। আওর।

मि। Don't you speak to that fellow, I'll enquire of the station-master.

কনটেবল। আপ ভো বোদাই বৈদ্যে
যাগা ? উস্কা আবি বের কার। ও সর হান
ঠিক কর বেগা, টৈন হোনেসে হাম সব ঠিক
বস্ত গাড়ী পর উঠার বেগা, আপ কো হুচ
নেহি করনে হোগা।

নন্দ। বহুত আচ্ছা, হাম্ টোমকো বক-
সিস ডেগা।

কনষ্টেবল । হজুর কাঁ মেহেৰ বাৰ্ণি ।

[कनठेवनेन विहान ।

(গোপীনাথ, মনুখ, লোকনাথ
ও স্বয়ং প্রবেশ)

লোক। ঐ—ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে,
কেমন দেখুন হেথি, ঐ ~~ছোঁড়ার~~ ডানদ্বারে
হে দাঁড়িয়ে, ঐ কি না ?

গোপী। ওই ~~কল্যাণ~~ ^{কল্যাণ} তো! দেখছ
 ব্যাটার দাগাবাজি, আর পালিকে পরজার
 পেটা করবো। (অগসর) বলি, ~~কল্যাণ~~ ^{কল্যাণ}
 ফরর ~~কল্যাণ~~ ^{কল্যাণ}, এ কি কার ভোর? একে-
 বারে মাথা ধেরেছ? আমার ফাঁকি দে,
 বাসি-বের ক'নে কেলে টাকাগুলো নিয়ে
~~এই~~ ^{এই} ~~আর~~ ^{আর} ~~আমি~~ ^{আমি} ~~যেভাবে~~ ^{যেভাবে} ~~সিদ্ধ~~ ^{সিদ্ধ} ~~পালাচ্ছি~~ ^{পালাচ্ছি}?

बिना। Sir! Sir!

॥ old man ! a repetition of
another such language, and your
grey hairs will not protect you from
my wrath.

হেলেকে তকাঁধ করা ? কিম্বা—বান্ধন
পতি-পত্নী-ভেদ করা ?

বিলা। পতি-পত্নী-ভেদ কি ? একজন-
বান্ধন বাগিকার আবার ভিত্তি কি ? সে
প্রশ্নের কি মতন ? সে হয় হ্যাঁ, যদিও
গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি-ভেদে-নিম্নে, দানী-হস্ত
সেবা করবে, কিন্তু ভাবনা-যা-সে-এ
ভিত্তিতে-না-এ-ভাবনা-সকল-কিন্তু-বল
—হে-ভাবনা-সকল-সিধে-না, আগলার
কমিটার-সকল-কিন্তু-সিধে-না, আর
একি-কি-কিন্তু-সিধে-না-কিন্তু-সিধে-না
নি, এখন-একে-চেনে-কে ? কিন্তু যখন ইনি
কিরে-এসে-মারে-সাই-করবেন, তখন-এন-
নগ্নতার-বা-বলে-ওঁর-মুখ-কত-উজ্জল
হবে ।

কী। এই-তুমি-কেন-কুল-উজ্জল-ক'রে
বলেছ ?

বিলা। তুমি-যদি-লেখাপড়া-জানতে—
তোমার-সঙ্গে-আমি-যদি-লড়কুয় ।

কী। লেখাপড়ার-হরকার-কি ? জননি
লেনেই-বেধ-না । আমি-অমন-ডের-কি-কিন্তু
দেখেছি ।

বিলা। কী-ক'রে-যদি—

সি। Let her alone, let her alone,
come, let us be off.

[বিলাসিনী ও সিংহের প্রস্থান ।

গোপী। আর-বা-না-না, বাড়ী-আর ।

নন্দ। আবি-বা-না ।

গোপী। বাবিনি ?

নন্দ। না ।

গোপী। তোমার-পুত্র-পত্নীর-সঙ্গে-দেখা
করবিনি ?

নন্দ। আমার-কমিসেন্ট-দিত, কি-করে
এসে-বেধা-হবে ।

মদ্য। আমার-মেয়ের-উপ-

নন্দ। আমি-কি-জানি ?

মদ্য। তুমি-বে-ক'রে-ক'রে-জান-না ?

নন্দ। বে-পুছো-হয়নি, একি-*stult and*
vold হয় ; তবু-আমি-বীকার-ক'রে-বাছি—
বে-যদি-আপনার-থেকে-কিন্তু-কিন্তু-
মত-মত-দেখাপড়া-সিধে-বা-কি-কো-
পারেন, তবে-কিরে-এসে-আইন-ক'রে-ক'রে
ক'রে-আমার-জী-কো-পারি ।

মদ্য। হার । হার । পাশ-করা-হেলে-হেলে
ক'রে-সকল-না-হবে, আমি-যদি-চাকরি-
বাকরি-ক'রে, এমন-একটি-পা-দেখে-যে-
দিতম, তা-হ'লে-আর-একবার-বল, কুল,
মান, জাত-সব-মট-হতো-না । আমি-ভৌম-
ছাড়ছি-গোপী-নাথ-বাবু, তু-বে-না-তু-বতে
আছি—আমি-হাইকেট-পা-দেখে-বা-দেখি,
এর-বিচার-আছে-কি-না ?

নন্দ। এ-সকল-কথা, আপনি-ক'বায়
কাহ-থেকে-ডামের-আবার-কো-পারেন ।
গোপী। তুই-বেটা-সকল-টাকা-পাপ
কলি, আর-আমি-ডামের-দেব ?

নন্দ। ব্যাটা-ব্যাটা-ক'রে-না-বলছি—
আমি-টাকার-রস-দিয়েছি ?

গোপী। তোমার-মত-ব্যাটাকে-ব্যাটা
বলা-ক'বায়, তুই-ব্যাটা-ও-ও-ব্যাটা ।

নন্দ। জা-বা-বা, বা-বা-ব'লে-তের-সরে-ছি,
বা-প-তুলো-না-বলছি ।

(কনটেবলের প্রবেশ)

কনটেবল। কী-হার-বুড়ী, সাংকে-
কা-দিক-করতা-হট-যা-তা ।

গোপী। ও-বাবু, সাংকে-না-ব-
আমার-ছেলে ।

কনটেবল। তোমরা-হেলিয়া ? ভো-
পাগল-হয় ?

গোপী। ই-বে-বাপু, আমার-ছেলে-
জি-ক'রে-বলক ।

কনট্রোল। ক্যা মুখে পা, হামরা মাখ
বেই? হাম, কীহাফা সেফা—বাঙ্গালীকা
সেফা পছন্দ। নেই—কি বাও।

নন্দ। (কমত) বেবে, কনট্রোলটা
আমার কাছে চিন্তে পারেনি, বাবার কথা
বিশ্বাস করে না—কথাগুলো গ্রিক এড়িয়ে
রেখে দেবে হবে।

বী। ও অসম্ভব সাবেব, হামরা কথা
শোন, ও এই বুড়োকই ছেলে হাম,
টাকা চুরি করবে বৌরশী সেজে পালাতা
হাম, তুমি প্রেস্তার কর।

কনট্রোল। আরে চুপ রহো—
~~কনট্রোল কনট্রোল~~

বী। আ মর ~~নন্দ~~ ~~কনট্রোল~~।
কান নেই বাবু আমার কথায়, বুঝগে বাপ
বাটার, ও দু-নরকেই সমান, ধর্মের টাকা
হর তো আমার আসবেই আসবে।

[বীর প্রস্থান।

লোক। এস তাই, বাড়ী যাই, সেখান
আবার সব ডাবছে। এরা বাপ বেটা দুই
পাকী, বিহিত এর করবই, আদালত আছে—
সমাজ আছে।

মদ্রব। চল।

[লোকনাথ ও মদ্রবের প্রস্থান।

গোপী। আচ্ছ, তুই বেথা ইচ্ছা উদ্ধর
বা, আমার টাকা দে বা।

নন্দ। এক পরমা না।

গোপী। অর্ধেক দে—কিছু দে।

নন্দ। আমার তা হলে চলবে না—
আমাকে সেখান ভাল টাইলে থাকতে হবে।

গোপী। আমি যে তোকে দেখা করে
বাইরেছি—কালেছে পড়িয়েছি—পাশ করি-
য়েছি; পাওনাঘরেরা কাল যে আমার
কেলে দিবে।

নন্দ। কুচ পরোয়া নেই, আমি কোকলি

ক'রে আসছি—তোমার ইমুনলুটেন্ট নিয়ে
বালাস ক'রে দেব—কি নেব না।

কনট্রোল। বাবু—এ কুচ বাচ্চা?

নন্দ। ইয়, জীব নেকোমো, ও আর
কীছা গিয়া?

কনট্রোল। আচ্ছা হুদু, গাড়ীকি রি
টেন হো আরা।

[কনট্রোলের প্রস্থান।

নন্দ। আচ্ছা—হাম ওয়েটি ক'মে বাটা।

বেশ বাবা, এখানে একটা টপাটলি করে না।

মনের অগোচর পাশ নেই; তুমিও মেরে

দেখা নাই, কিছু নাই—আমার একটা বা

তা বিরে দিয়ে টাকাটা হাতাবার চেটার

ছিলে; আমিও কলেজে পড়েছি—পলিগ্ল

বুঝি—তুমি আমার চখে ধুলো দেবে? কিছু

ভেবো না, টাকা সংকার্যে ব্যয় হবে—তখন

তোমাকে আর মাকে বিলাতে পাঠাতে

পারবো, বুড়ো বয়সে একটা কীর্তি রেখে

মরতে পারবে। নাউ শুভবার। মিলেন

কারকম্মা বন জো হাম কনট্রোল—আমি

কে—তুমি বড় মনতা, নেকোমো কান

না—কলম, মাকে আমার ক'ম্প্রি বট দিও;

আর হ'বনেই একটু ইংরাজী প'ড়।

১০/১০ [নন্দের প্রস্থান।

গোপী। অবাক। পর বলে কি। তা

ওর দোষ কি? পর বাড়ীর ক্ষেত্রে পাশ

করা ছেলে বলে আমিই কুিয়েছি। এখন

ছুরিয়া সরা বেখাছ। আর যেমন কোন

দিকে না ছুটি করে আমি কেবল টাকার

লোভ ছেলেদের মিলম, একটা কলমোকে

সভা-সভার মন-বুড়ো কলমাইবন-হত

সেখানকার মিলম-তগাবু তেরনি এক

মিল-সভার মিলম আমার বিলকণ শিকা

মিলে—কলম-বাপা-আচ্ছা, কী-ব্যাটা

বিবাহ-বিভ্রাট।

টাকার পক্ষে না বাঁসিয়ে পোষাইয়া তাঁকে দিয়ে—প্রাণিত্তির করিবে—এক রকম
থাকুক না। বাই—গিরীকে খবর দিই গে— করবো। ভিকার বুলি আছে, গলায়
সিন্দুক খুলে বসে আছেন—হাতি গে, তাঁকে দেখাই বড় আছে—সেও ভাল, কিন্তু
এল-এ ছেলে সাগর ডিকিয়েছে। এরা কেউ বেশ ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে
আবার নালিশ করবে করবে বলে শাসিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে—অতি
গেল; বাই, হাতে পারে ধ'রে বৌটিকে ধরে ইত্যর। অতি চাষার!! অতি কলারের
এনে মিটমাটের চেষ্টা করি গে। আহুক কালি !!

স্বনিকা-পতন।



বিজয়ন্ত-বাস

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

তিমকড়িয়া, বিপিন, কমলাকান্ত, গৌরীকান্ত, হেমেন্দ্র,
সুচাক, রাজভট্টগণ, অলসগণ ।

স্ত্রীগণ ।

ব্রিটানিকা, ইয়ুরোপা, এসিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকা ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

(রাজভট্ট ও অস্তচরবর্গের প্রবেশ ও গীত)

ধীরে কথা কও, ধীরে চলে যাও,

ধীরে দেখে ঐ বহিছে সখীর ।

অতি ধীরে ধরা-শিরে নামে কালছায়া

অতীব গভীর ।

দেখ ভরসাধে পাতা, নোয়ায়েছে মাথা,

আহা আহা দেখি পত্ত পাখী আঁখি আজি

ভয়া অশ্রুধীর ।

বিকর আজ আকাশে না হাসে,

ছড়াছড়ি হীর। জলে নাহি ভাসে,

কালের নিশ্বাসে দেবদূত আসে বসুমতী ভাই

ছিন্ন ।

মানব নীরব মুখে নাহি শব্দ,

অঁধারে আবরি নগরী নিতর,

অনন্ত শব্দ্য বহায়াগী ধার রাখিতে পবিত্র

পরীর ।

বহীরাগী বহিরা হারা বরি কি শোক বহীর ।

রাজভট্ট । অশীতি শরতে ফুটেছে নলিন,

অশীতি হেমন্তে হরেছে মলিন,

আশী বার ধরা করে রবি প্রদক্ষিণ ।

অশীতি আমায়ে নিয়ে নব ধাত,

বলে ধরে ধরে করেছে নবার ;

যেই দিন হতে রাগী ভিক্টোরিয়া

বিরাজিল এই ধরার আসিমা

সুশোভিল বসুমতী পুলকে হাসিমা;—

সেই দিন হতে আর একবার

ধরা পরেছিল নীহরের হার ;

অমনি রাণী গো আমাধ—মননী আমাধ

ছেড়ে গেলে সবাকারে রেখে হাহাকার ।

সুধীর্ঘ বরষ রাজ্য করিমা হরবে

আজ করি প্রজ্ঞাপন মেঘ-সুধায়সে

যেই রাজ্য রাজকতা পালিল ধরার,

সে গো আজ ছেড়ে রাজ কোথা চলে যায়

হার তার বসুধার বেবী বার চলে ।

নিরানন্দ প্রজ্ঞাপন কাঁবে "মা মা" কঁলে ;

শব্দ কাঁবে, শব্দ কাঁবে,

কাঁবে নৌহরি সরাট ;

বদেনী বদেনী কাদে গণিমা বিজাট ;
রাজা পেলেন রাজা হবে,
রবে নাকো শূত্র সিংহাসন,
আছে বটে পান্নমিত্র সুপুত্র-রতন,
কিন্তু কই দয়াময়ী রমণী অমন !!!

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সাগরবেষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপ ।

শূন্যে ব্রিটানিকা ।

(গীত)

ও গো অনেক দিনের পরিচয় ।

করে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত এরি কি তুলতে হয় ।
সেই বালিকা এই বুকে রাখা কত মধুর খেলা,
বোবনে আবার পাতিয়া সংসার মধু

পরিবার মেলা ।

তার আগে অমরাগে পেতে সিংহাসন

(দীন-বেদমা-হারিণী রাণীকুলরাণী)

কোরে আকিঞ্চন, তোমারে আসন,

দিয়াছিল গো তো এ দ্বন্দ্ব ।

আজ ব্রিটানিকা কাদে

ভিক্টোরিয়া সাথে চলে গেলে দেবালয় ।

(ইয়ুরোপা, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার

আবির্ভাব ও সকলে সম্মুখে গীত)

কাদ কাদ বালা আজ কদি না বারণ ।

অশ্রুধারা ঢালিবার তোর আছে গো কারণ ।

তত্ত্বহাসিনী সাগরবাসিনী,

দীন-লাস-চুঃখ-চির-হিনাশিনী,

হেসেছ তো বহুদিন,

একদিন দেখি কর গো রোদন ।

শুন গো ব্রিটানিকা সতী বেত জলে,

কাদিতে এসেছি আজ বোঁরা তব সঙ্গে,

এশিয়া ইয়ুরোপা আফ্রিকা আমেরিকা

সবে মনোভঙ্গে ;

সহস্র সহস্র আঁধারে আর

করি আজ অশ্রু বরিষণ ।

মহামহিমায়নী প্রতিমা ঐ তব হয় বিসর্জন ।

ইয়ু । কাদ তগ্নি কাদ, আজ শুধু তোমার

নয়—সারা ধরার কাঁদবার দিন ; আমরা চার

কোণ হোতে চারজন তোমার সঙ্গে কাঁদতেই

এসেছি। আজ কি দিদি শুধু তোমার চুঃখ,বে

মণিময়ী প্রতিমা আজ তোমার হৃদয়সিংহাসন

হতে অনন্তের অশ্রু বিসর্জিত হলো, তোমার

বড় আপনার বটে,কিন্তু আমাদেরও নয় নয় ।

আজ তেবাঁটি বৎসর ধরে তাঁর কল ও ককণার

কিরণে দিগ্দিগন্ত উজ্জল হয়েছিল, আমার

সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁর

সঙ্গে অতি নিকট মেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ ;

আমার আর্দ্রানি তাঁর দোহিত্র, মবলাত্রাজী

তাঁর প্রাণের ঝোঁটা মধু ডেনমার্কের হৃদিতা,

বিস্তৃত কবিয়ার কস্তা তাঁর কুলের কুললক্ষী,

আর কত বলবো—ভূমি ভৌ সব জান ; তা

ছাড়া ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময় পবিত্র জীবন,

তাঁর আদর্শ পাতিত্রতা, বিমল ঋণতান্দেই,

অতুলনীয় প্রজ্ঞাবাৎসল্য আমার কোলে বড়

মুহূর্ত আছে, সকলকেই যে বর্গীর দৃষ্টান্ত দ্বারা

চরিত্রবান ও পুণ্যময় করেছে ; তোমার

ভিক্টোরিয়ার হৃদয় সবিতার জীবনদায়িনী

জ্যোতিঃ যে এই ইয়ুরোপের সমস্ত নরক-

নিচরকে সমুজ্জল করেছে ।

ব্রিটা । দিদি । আমি তোমার কোলে

থাকি ; কনিষ্ঠা ভ্রূরী, কস্তা বয়েও বলা যায়,

একটা জল তোমার আমার আঁকাল রেখেছে

বটে,কিন্তু আমার এই ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময়

জীবনকালেই বৈজ্ঞানিক বাণ সেই দূরত্ব

নিকট ক'রে এনেছিল, আমার কল্যাণী রাণীর প্রভাব সৌদামিনীকে বশে এনেছিল, তাই তোমার স্বকলবার্ত্তা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শুনতে পাই। এসিরা। যেবি ইয়ুরোপা, তুমি তো তাই তবু কাছে, কিন্তু আমি তাই বল দেখি কোথা? আমার জ্যেষ্ঠা কস্তা ভারত,—আমার বয়স কেখেই খোদ, সে কতদিনের হয়েচে; তার সন্তানগণ এখন বর্ষে বৃদ্ধ, কৰ্ম্মে বৃদ্ধ, বীরের পুত্র আৰ্জ্জবির, অশান্তির কারাগারে অজ্ঞানের অন্ধকারে কত দিন কষ্ট পাচ্ছিল; বেহায়া সন্ন্যস্তী কালবশে তাদের ছেড়ে তোমার সন্তানগণকে কোড়ে ক'রে পালন কচ্ছেন। কস্তা ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিজাদি ঋষির বংশ, ব্যাস বাস্মীকি মহা পুত্রাশ্রয় বাজবল্য প্রকৃতির পশ্চান, হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র ভরত হুদিষ্ঠির প্রকৃতির উত্তরাধিকারিগণ, বিক্রমাদিত্য প্রতাপ কালিদাস তবজুতি আদির শোণিত বাদের ধমনীতে এখনও স্পন্দরূপে প্রবাহিত, তারা কেবল গোলাশীর সেলামী কার্যে আপনাবিগের আৰ্ঘ্যজীবন নিযুক্ত ক'রে রেখেছিল; কিন্তু বিদ্যি! তোমার ভিক্টোরিয়ার রিম্ভ-পুণ্য-বিতবে, শুভ বশের প্রভাবে তাঁর বিপুল ঘেরের অধিকারী হয়ে আজ তাদের জাতীয় জীবনে আবার নতুন প্রাণীপ জলছে। একদিন যে বিজ্ঞান অন্ধ্র তুমি তার কাছে নিরেছিলে, তার উন্নত তরু আজ কলে ফুলে শোভিত ক'রে তোমার ভিক্টোরিয়ার তাদের দান করেছেন; তুমি আবার তাদের শিখিয়েছ যে—মহাব্যবস্বে, বাণবন্দন, তোমার সাহিত্য তাদের আত্মসম্মান জাগিয়ে দিয়েছে, তোমার রাজনৈতিক নীতাই তাদের প্রজাবৎ তিকা চাইতে শিক্ষা দিয়েছে, তোমার বিজ্ঞান তাদের ব'লে দিয়েছে যে, জানই উন্নতির সোপান, বিজ্ঞান সৌধশিখরে আরোহণ করে মানব সব সমান, তোমার ভিক্টোরিয়ার সাধের

এক অপূর্ণ ছবি জগতে দেখিয়ে দিয়েছেন—যে তোমার সন্তান এবং ভারতসন্তানের পাশাপাশি এক বিচারাসনে অধিষ্ঠান। দিদি ইয়ুরোপা যে সৌদামিনীর কথা ভুলেছিলেন, আমি তারই কথা ব'লে বলছি, সেই একদিন আমার মুহূর্ত্তে বার্ত্তা দিয়ে আনন্দে বিহ্বল ক'রে দিয়েছিল যে,—আনন্দমোহন বসু পারঙ্গপো ব্যাংলার হয়েচে, কেশব, লালমোহন, হুরেজ ইংরাজী বক্তৃত্তায় ইংলণ্ডকে মোহিত করেছে, রমেশ ইংরাজ যুবকের অধ্যাপনার নিযুক্ত হয়েচে, রণজিৎ ক্রিকেটে জগজিৎ, অতুলের সিভিলিয়ান পরীক্ষার প্রথম আসন; দিদি গো! সেই সৌদামিনী আবার কাল হয়ে কালবিলম্ব না ক'রে আমার ডুকরে গিরে কেঁদে বলবে যে, তোমার ভিক্টোরিয়ার দায়, তাইতে ভাট হার হার ক'রে ছুটে এসে আজ তোর কাছে পড়েছি; জানিস তো ভারত আছে, তাই আমি এসিরা, নইলে—নাং, আর সে কথার কাজ নেই।

আমে। আমি আর কি বলবো। তোরই তো ছিলুম বোন, তোরই করুণায় আমার দাস ছেলেগুলোর পারের শেকল খ'সে গিয়েছিল, কিন্তু জানিস তো, আজকালকার ছেলেরা বড় হলে একটু আপনায় কাজ বুঝে নিতে চায়, আপনায় মতে চলতে দায়, তোমার আলী-কাদে তারা আহুও ভাল, কিন্তু যে বা বলুক, শঠ কথা কইতে গেলে সবই তোমা হতে, অনেক উন্নতি করেছে, অনেক বিজ্ঞান শিখেছে; কিন্তু তুমি যে দিদি গোড়া,—তুমি শটকে শিখিয়েছ, তাইতে আজ তারা গড়গড় নামতা পড়ে, তুমি চাকা গড়তে শিখিয়েছ, তবে তো আজ তার উপর পাড়ী চড়িয়েছে; আর তারা কারা? তোমার আর ইউরোপা দিদির ছেলে বই তো নয়। আমি কোথায় সাগরপারে পড়েছিলাম—খুঁজে পেতে কলকল

বার করে, তার পর তোমাংগেরই উভ নীল
সজ্জানগণ আমার কোলে গিয়ে ঠাঁই নিলে,
তাই তো আমি আজ তাদের মুখ চাই আর
মনে মনে তোমার গুণ গাই । এখনও
তো আমার বাড়ীর লক্ষ্মীর ঘর ক্যান্ডেভার
পাতা আছে, তোমার পুজাও সেখানে
নিত্য হয়, তোমার ভিক্টোরিয়া গেছে,
একবার চোক চেয়ে দেখ—আমার ছেলেরা
কাঁরছে কি না ।

আফ্রিকা । আমি আর কি বলবো বল ।
বিখাতা নাম দিয়েছেন আফ্রিকা—তাই
ছেলেদের বলে কাফ্রি ; লোকে তো তাদের
মাছুষ বলেই গণে না, অপমানে অভিযানে
দেহের আধখানা তো মকতুমি হয়ে গেছে ;
তুমি নিদি স্নেহের চক্ষে চাইলে—তাই বালি
ফুঁড়ে একটুটুকল উঠলো, গহন বনে ফুল
ফুটলো, বুকের ভিতর অনেক মণি-কাঞ্চন
পুতে রেখেছিলুম—কেউ দেখতো না, জানতো
না, আমার একজন বলেই গণতো না । তুমি
আগে গেলে, বুকের বালি হাত বুলিয়ে সরিয়ে
দিয়ে হীরে মণিক আলোর আনলে, তার পর
ইয়ুরোপা দিগির আর ছেলেরাও গেল ; আমি
আবার লভ্য জগতের স্নহজর পড়লুম । দিদি,
আমি চিরদিন মলিনকান্তি—তাই আমার
বুকে অশান্তি দেখে দয়ার আধার ভিক্টোরিয়া
তোমার কাতর হয়েছিলেন ; বোন, হাতে
ধরে সাধি, আর একসঙ্গে মিলে কাঁদি—এই
অশ্রুজল যেন আমার হৃদয়ে শান্তিফল ঢালে,
যেন বহুগুণময় রাণীর তনয় ধর্মের গার্ড
এডওয়ার্ড আমার সহায় হন । দেখ, আমার
পোষাপুত্রগণ বয়স নয়, তারা দয়ার
পাতি ।

ব্রিটিশ । দিদি আফ্রিকা, তুমি আমার
প্রাণাধিকা, আমার ভিক্টোরিয়া তোমাকে বড়
ভালবাসতো ; কিসে তোমার মকর বালি

সোণার কণার পরিণত কর্কশ, তাই মার
আমার নিত্য চিন্তা ছিল ; যে বুঝাজ আজ
আমার হৃদয়ে রাজাধিরাজরূপে বিরাজ করেছেন,
তিনি মাতার প্রতি চরণক্ষেপ আজীবন নিরী-
ক্ষণ ক'রে দেখেছেন, দয়া তাঁর জীবনের
ব্রত হবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে সিংহাসনে
আরোহণ করেছেন । তুমি হুঃখ করো না
দিদি, ভয় নাই—ভয় নাই ।

(ব্রিটানিকা ব্যতীত সকলের গীত)

ভয় নাই ভয় নাই দিদি দিয়েছে অভয় ।

তবে এ ধরার, কে অসহায়,

আর কারে কার ভয় ।

সারা ধরাবাসী, বার হুঃখে কাঁদি,

হুঃখে হুঃখে হাসি,

সেই ব্রিটানিকা আপনি যে আশি হয়েছে সদয়।

ঐ ব্রিটিশ পতাকা, চাই ওর মাকরাধা,

বল সব বল ব্রিটনের ভয় ।

ভারত পারতপক্ষে, ঘেব রিব ধরে না বন্ধে,

জলধারা চক্ষে—তবু রাজত্ব কর ।

পুনরার পুনরার গার ইংলণ্ডের ভয় ।

ভয় ব্রিটনের ভয় ভয় ব্রিটনের ভয় ।

[রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের অন্তর্ধান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কলিকাতানগরী ।

বিগিন ও তিনকড়ি মামা ।

বিগিন । কি হে তিনকড়ি মামা, এ কি
—খালি পায়ে ?

তিন । বুঝতে পারছ না ?—কেন,
টোল্ডাম কি পড়নি ?

বিগিন । ওঃ, মহারাণীর হুজু !—তাই ?

তা এতে আমাদের খালি পা করা কি উচিত ?

অমৃত-প্রহাবলী ।

তিন। কেন উচিত নয় ? রাজারানী
বে শিখাযাত্রারূপ ।

বিপিন। অবশ্য সন্মানের হিসাবে তা
বটে, কিন্তু অশৌচগ্রহণ কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

তিন। সকল সংহিতাকারই এ ব্যবস্থা
দিয়েছেন, আপাততঃ বন্ধ বলছেন—“প্রোতে
রাজনি স্ক্যোচ্চিৰ্ভুত আবিষয়ে হিতঃ ” *

বিপিন। বটে ?—এ তো ঠিক নজীর
বার করেছে দেখছি, কিন্তু এ রাজা তো আমা-
দের নিজের জাতি নয় ।

তিন। মহা কৃতান্তিবেক রাজা দিয়েছেন,
অন্ত কোন জাতিস্বত্বের বিশেষত্ব নির্দেশ
করেন নি ; তা ছাড়া একটা জগতের কথা
ধর,—যিনি আমাদের ধন প্রাণ ধর্ম রক্ষা করে-
ছেন, বিজ্ঞানানে মহাবাহু প্রদান করেছেন,
ধীর প্রবৃত্ত শিকার প্রভাবে অন্ন অর্জন ক’রে
সপরিবারে পরিপোষিত হচ্ছি তাঁর মৃত্যুতে
আপনাকে এক দিনের জন্য জুতা পায়ে
দেওয়ার আরাধ্যে বঞ্চিত করা—এটা কি
অভ্যাস ? আর এই কৃতজ্ঞতাটুকু পোখানর
জন্ত কোন শাস্ত্রই বা আমাদের পতিত করবে ?

(কতিপয় সম্মত নাগরিকের প্রবেশ)

গৌরী। কি হে পতিত কিসের ? তারী
ধর্মশাস্ত্র আলোচনা হচ্ছে যে ।

বিপিন। হ্যাঁ—তিনকড়ি মায়া আবার
নূতন শাস্ত্র বার করেছেন ; মহারানীর পরলোক
হয়েছে, তাই জুতো ছেড়ে অশৌচ নিয়েছেন ।

গৌরী। তা এত মহাপাতকটাই বা কি
করেছেন ? এ তো কৰ্ত্তব্যই আগাদের, ইংরাজ
রাজত্ব জাতি উদ্ধার, প্রজার ধর্ম, প্রযুক্তি
বা পারিবারিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ

করে না ; তা না হ’লে রহি আর রাজারাজ্যাত
হতো যে, সমস্ত প্রজাকে কঠোর শিরশ পালন
ক’রে অশৌচ গ্রহণ কতে হবে, তা হ’লে কি
হতো বাপু ?

হেমেন্দ্র। তা বৈ কি, মায়া ঠিক কাজ
করেছেন। আমরা যে মহারানীকে ভক্তি-
প্রজ্ঞা কতেন, জাতি ও ধর্মভেদ মনে না ক’রে
তাঁকে শাসন-পালনকর্ত্রী জননী—মুহূর্তবিভূ-
বিতা ভারতেশ্বরী ব’লে পূজা কতেন, তার
প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দিনে দেওয়া অবশ্য কৰ্ত্তব্য।
কেন, কখন প্রজাস্বত্বের দোহাই দিয়ে সিংহা-
সনের চরণে আমরা দিন দিন কত উন্নতি,
কত প্রতিপত্তির জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন
তো বলিনি যে, আমরা হিন্দু প্রজা, তোমার
ব্রিটিশ সম্মানকে বা দিয়েছ, আমাদের তা দিয়ে
কাজ নেই; সুতরাং অস্ত্র যে সিংহাসনের নিকট
ব্রিটিশ সম্মানের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী
করেছি এবং করোঁ, সেই সিংহাসনের স্মৃতি-
চাঁদী দেবীর অন্তর্দ্বানে শোকাঙ্গ হিন্দুজনের
অধিকার শুধু তাঁর বেঁচে সম্মানগণকেই দিব
কেন ? এই ভাবনা ভারতের ভ্রাম সম্মানগণ
যে মহারানীর পরলোকে ব্যথিত হয়েছেন, সে
ব্যথা জগতের ধর্মগণ কর্তার তাঁদের অধিকার
আছে, তাঁরা যে জাতীয় প্রধামত সে ব্যথা
প্রকাশ কতে উৎসুক, আমরা আজ অগৎক
অবস্ত দেখাব ।

কমলা। আর ঐ যে বেঁচে ভ্রামের সম্মান
অধিকারের কথা বলে, সে তো আমাদের এই
স্বর্গীয় জননী সাম্রাজ্যী ভিক্টোরিয়াই আমাদের
দিয়েছেন আমাদের শিখিয়েছেন। বণিক-
সম্প্রদায়ের হাত থেকে ভারতের ভূমি নিষ্ক
করে গ্রহণ ক’রে যে দিন তিনি প্রথম সিংহাসন
হতে সেই স্বর্গীকরে লিখিত অপূর্ক্কৃত “রাজ
পাঠ” পাঠ করেন, সেই দিন হতে অগতের
ইতিহাসে এক নূতন কীর্তি স্থাপিত হয়েছে ।

* ব্রাহ্মণাদি বাহ্যর অধিকারে বসতি করেন,
সেই কৃতান্তিবেক রাজার বরণসন্ধ্যোতি অর্থাৎ বিবসে
যরিলে দিব্যতে আর রাজিতে যরিলে রাজি অশৌচ
হয় ।—মহাভারত, ৪ অধ্যায়, ৮২ ।

তিন। তবে বল হুজু বাবা, বল তো, আমি ভুতো জেপড়াটা ছেড়ে এমন কি চূর্ণ করছি ?

সুচাক। কিছু নয় মায়া, কিছু নয়, তুমি লুকিয়ে রয়েছ ; আপনার কর্তব্য পালন ক'রে মনে মনে আপনি সুখী আছ, কিন্তু আমরা প্রকৃতিতে এই শোক প্রকাশ করছি। যেন মানে বিস্তার নগরে যারা প্রধান আছেন, তাঁদের কাছে বাব, সমস্ত সম্রাটলোকের দ্বারস্থ হব, দেশের ভাবী ভরসা ছায়াসিগের বলবে, সকলের হাতে ধরো, যেন—যেদিন স্বর্গীরা মহারাজীর অভ্যুত্থিক্রিয়া সম্পাদিত হবে, সেদিন লক্ষ লক্ষ নগরবাসী নগরপদে গুত্রাসে পড়ের মাঠে যান, সকলে একত্রিত হয়ে যেখানে স্বর্গগতা জননার গুণ গান করেন।

গৌরী। হ্যাঁ, আর এই নগর ও উপকণ্ঠে বসত সর্কোজনের সম্ভার আছে, তাদের সকলকেই অহরোধ কতে হবে—বে তাঁরাও হিন্দু প্রাথমতে হরিনাম সর্কোজন কতে কতে সেখান উপস্থিত হন।

তিন। কিন্তু বাবা, জ্ঞানকে যেমন সর্কোজনের প্রাণ আছে, তেমনি কাদালী-বিদ্যারের বিবিও তো আছে।

হেমেন্দ্র। আছেই তো, তাও হবে। কত দিকে কত অর্থব্যয় তো ক'রে থাকি, এতেও সকলে বখালাধ্য দিব। সব বড়লোকের দ্বারে যাব, এর জন্তে ভিক্ষা কতে আমি অপমান মনে করি না।

গৌরী। সুরেশ, তুমি সেই কবিতা না গান কি নিবেছ, পড় তো।

সুরেশ। (কবিতা পাঠ)

আমরা বঙ্গবাসী অতি হীন

গুনেছিলাম নাকি

একদিন ছিল গো দুদিন ॥

নাকি বঙ্গবাসী ছিল রাজা বাঙ্গালী
বাঙ্গালী তখন নাকি হুম্মি কাদালী,
যারা ক্রি ডুজবল—কেনল সবল
আঁখি ভরা জল হীনের হীন।

পড়ে ইতিহাস, চোখে জল আসে,
নাকি বঙ্গদেশে কার্য হতো বঙ্গ
মাসে বঙ্গভাবে, বাঙ্গালী ছিল গো বাবোন।

সে সব তো গেছে অভীতের পাতে,
তনি যেন কথা উপকথাতে ;

ছিল পুণ্য জাতি আর্থ নিজ রাজকার্য—
সে মাংসখ্যের দিন বহাদিন লীন।

তুমি দেখেছিলে মাতা অতি পতিত দুর্দল,
তাই নেহে টেনে দিলে কোলে হুল,
পড়ালে শিখালে কাজকর্ম দিলে
জীবন হ'ল না নবীন।

নিরে রাজ্য নিজ করে, মহতী মহিমা ভরে
পড়েছিলে “রাজপাঠ” আছে না স্বরণ—
স্মৃতিপটে সদা আগরণ ;

(ছোটো মধুর কথার তিথারী আমরা)
সেই বাণী মহারাজী তুলি কি কখন ?

“আমার এই মেহ চক্ষে,
এই মাতৃ-প্রেমমাধা বকে,
স্বৈত ভ্রাম সম চিরদিন।”

ভারতের প্রবর্তারা,
ভেজারে আজ হয়ে হারা,
আত্মহারা কিন্তু পারা

ভেদে পড়ে বেহ মন যেন হয়ে কীর্ণ।
ও মা রাণী ভিক্টোরিয়া, আজ শাভি-
রাজ্যে স্মৃতি গিরা,

অকুলে কাঁদিয়া ফিরি যেন দাঁড়হীন।
একমাত্র আশা মনে, সুব্রাহ্ম সিংহাসনে,
প্রজা-কৃতি আকর্ষণ করেছেন কর্ণ

(Curzon)

সেহমরা বিতরণ, ব্রত ধরে উড়বরণ
বিবাহে হরব মোরা—এ তিন অধীন

পাও মা দেবের কান্তি, তুমি স্বর্গস্থ শান্তি,
অভিষেক প্রার্থনা প্রার্থনে এ বীন ।

তিন । বাঃ, বল করনি, কি বল বিশি ?

বিশি । হ্যাঁ, কেমন যেম একটু জাতীয়-
হীনতা দেখান—না ?

তিন । প্রবলপ্রতাপশালী আর্য্যসন্তান,
কান্ত হও ; মশায়ের যে অনার্য্যি মাজিষ্ট্রেট
ও রার বাহাদুর উপাধি, তা যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত
নয়, স্বরণ রাখবেন ।

কমলা । চল, এখন সব উত্তোগ করা
যাক । যে কৌর্জনটা সে দিন গাইতে গাইতে
যাওয়া বাক্য, সেইটাই গাইতে গাইতে যাই
চল ।

(স্তব)

চল ডাই চল ধীরে—অতি ধীরে ।

দিতে মাতার প্রীতিমা বিসর্জন অনন্ত নীরে ॥

কি বল বিকল কুকারি রোদন,

পুখে রাখে ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্র-বেদন,

কৈদে চিরদিন নীন মোরা আর,

পাব না অমন মাতা ফিরে ॥

যাও মা গো যাও বৈজয়ন্তধামে,

দেবের সমাজে,

জ্যোতির্ময়ী সাজে বিরাজ বিরামে ;

করুণা-মুরতি, ও মা পুণ্যবতী,

গর অমর-মুকুট শিরে ।

নাহি রসনার ভাষ—কুদি গদগদ,

শান্তিতে অশোচ তাই নরপদ,

হরিগদ-কোকনখে পাবে মা আসন অচিরে ॥

কর রে নীরব সংসারের রোল,

সারা বহুবানী বল, হরি হরি বোল,

হরিমাতের স্বর্গধামে ওই বায় গো রাশী সশরীরে !

দয়াল হরি দিও তরী (মহারাজীরে)

তবপারাবার-ভীরে ।

শেষ দৃষ্ট ।

ত্রিদিবধাম ।

সর্বজাতীয় পুণ্যআগণের সমাবেশ ।

(স্বর্গের পুণ্যময় দ্বার উন্মোচন করিতে
করিতে অপ্সরোগণের সঙ্গীত)

ঢাল সুধাধারা, খোল খোল স্বরা,

ত্রিদিবের দ্বার ।

শুন শুভবার্তা, আসে পুণ্য-আত্মা

সত্য পবিত্রতাধার ।

বসে যথা সীতা ভীমের বনিতা ;

চিতোরের সত্য ভীমের বনিতা ;

যশোমতী এলিজাবেথ,

পুণ্যবতী অস্ত রাণী যথা সমবেত,

কর রে সাজন তথায় আসন,

আসে ভিক্টোরিয়া স্বর্গ উজলিয়া

ধরা করে অঙ্ককার ।

ডাক সব তারামলে,

বেন এক সাথে অলে,

বিমলা বিমল শিরে ঢালে শুভ জ্যোতিধার ।

অপ্সরের দলে দেয় গলে পুত পারিজাতকার ।

ত্রিলোকতে সুরে কর,

জয় ভিক্টোরিয়া জয়,

ধরা কাঁদে বিবাদে—স্বর্গে আনন্দ-আলয় ।

(মহারাজী ভিক্টোরিয়ার জ্যোতির্ময়ী
মূর্তি সুপ্রকাশ)

ত্রিদিবে ধরার, ভিক্টোরিয়া জয়,

সবে বল বধনে ।

দেবীরূপে-মানবী এল দেবের সদনে ।

কালাপানি

বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা ।

তালিকা ।

| | | | |
|-----------|-----|-----|---------------------------|
| হুলালচাঁদ | ... | ... | কলিকাতার খণ্ডাট্টা যুবক । |
| সামুয়াম | } | ... | হুলালচাঁদের সহচর । |
| মাধবলাল | | ... | এ প্রতিবেশী । |
| তিনকড়ি | ... | ... | ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিত । |
| পণ্ডিতজী | ... | ... | |

দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বালকবালিকাগণ, পাকমারা ও তাহার পত্নী,
বিলাতবাস্ত্রিগণ, অস্ত্রান্ত্রীলোকগণ সাহেববিবিগণ ।

নিমন্তারী হুলালচাঁদের কন্যা ।

মেজ-বো ।

ন-বো ।

কঁসারি পিসী ।

নাপ্তিনী ।

প্রস্তাবনা ।

দৃশ্য—উদ্যান ।

নারীগণ ।

তক্ত নাই আমাদের কর্তাদের মতন
হিন্দুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন ।

বহি ধাবে বিলাতি বিকুট,

আগে মেখে হরির লুট,

ভক্তিতে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন ।

না 'রে গো গলায়ান,

করেন নাকো ত্রাণি পান,

নেশা হ'লে হরি বলে কেঁদে অচেতন ।

পাছে স্কড়ি লাগে হাতে,

তাই চামচে-চালান ভাতে,

ধর্ম খেতে, ধর্ম শুতে, ধর্মভঙ্গার মন ।

পাখী যদি নাম লান ধরে,

দোহনচুড়া শিরে পরে,

তবে তারে কেন উমরে ব'লে নারায়ণ ;—

(আবার) শালিক শহুন-খান না

কতু এরনি কঠিন পণ ।

প্রথম দৃশ্য

—*—

দুলালবাবুর বৈঠকখানার ছাঁদ।

(দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলাল)

দুলাল। বটে বটে, বাধা দিচ্ছে, বাধা দিচ্ছে, আমার কাজের উপর কথা; বিলাত বাবার ব্যবস্থাপত্রে সই করবে না? সে কত বড় তর্কচূড়ামনি, আমি দেখে নিছি। সাধুরাম বাবু! আজই নোটিশ লিখে দেবেন তো, বেন তিন দিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যাব।

সাধু। আজ, ঠিক ঠাউরেছেন, এ নোটিশ দেওয়াই উচিত; তবে একটা কথা হচ্ছে, দেওয়ানজীর মুখে শুনেছিলেম যে, তর্কচূড়ামনিদের ওখানে তিনপুরুষ বাস, বন কেটে টোল বসান, তিন দিনের নোটিশ (Illegal) ইলিগ্যাল হবে, আদালতে যজ্ঞ হবে না, নিদেন পনের দিনের (Time) টাইম দিতে হবে।

মাখন। এ বড় বেজাই আইন, বার জমী, সে মনে করলে যখনই ইচ্ছা কেড়ে নিতে পারবে না? ইচ্ছা করলে যদি না যেমতকে উদ্ধৃত করতে পারা যায়, তবে আর রাজা-প্রজা সম্পর্কটা রইল কি?

দুলাল। মাখন বাবু, তবে আর আমি বিলাত বাবার অত এত ব্যস্ত হয়েছি কেন? এখানকার সাহেবদের তো কোন মতে বুঝাতেও পারা গেল না, বাপান্তেও পারা গেল না; একবার বিলাতে যেতে পারলে, বজী-বাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেকচার বাড়াব, আর বিলাতী সাহেবদের হাত ক'রে, এখানকার আইন করার কাজটা নিখের হাতে নেব, টাটা হ'বে বাঁ বাঁ ক'রে, কুসফারবুলক বত বদ আইন আছে, সব বদ ক'রে ফেলব।

একবার একটু চেপে যাও না, সাপেরটা পার।
। ভা'বাক সাধুবাবু, বত কম মেয়াদে ইনমত হয়, তাই লিখে আজই নোটিশটা দেওয়া চাই।

সাধু। তা বেশ, আমি কোর্টে গিয়েই নোটিশ লিখে দিব।

মাখন। একটা কথা বলছিলাম কি দুলালচাঁদ বাবু, তর্কচূড়ামনির দরুন বারগাটা খালি হ'লে আমার হাতে একটা প্রজা আছে, আমার প্রেসমানের ভাই, একটা হোটেল করতে চায়, ও অকল হ'লেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যারামাম ডায়রাম নিভিয়া আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থামতে সুরুরা খেতেই হয়, জিনিসটা ঠিক পাওয়া যাবে; বিশেষ সে এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়া ক'রে দেবে, কেরোসিনের বাতি জালাবে না, কয়লার আল ব্যবহার করবে না, খাঁটি হিন্দু মতে বোকনোর ক'রে গলা-জলে কাউলকারি ভৈরের করবে।

দুলাল। বেশ, সে যদি হিন্দু মতে ইংরাজী হোটেল করে, তা হ'লে সে তো একজন দেশহিতৈষী, তাকে বারগা দেওয়া তো আমার কর্তব্য কার্য।

মাখন। দেখেছ, দেখেছ সাধুবাবু, দুলালচাঁদ বাবুর (Duty) ডিউটি বোখটা একবার দেখেছ, কি (Uprightment) আপরাইটমেন্ট, কি (Straightforwardity) ঠেট্‌ফরওয়ার্ডিটি; এরি নাম (Moral class book courage) মরাল ক্লাস বুক কেরাজ, এরই বলে (Spirit) স্পিরিট, এরই বলে (Alcohol) আলকোহল।

দুলাল। এই নাও, মাখনবাবু আমার কতকগুলো যাবে বকা আরম্ভ করে, খেঁখ, এই নিয়ে যেন তোবার কাগজে একটা (Article) আর্টিকল লিখে বসো না।

বাধন। দেখুন হুলাসটার বাবু, মোক বা বলে বসুক, আমি করিব বোসামোদ করিলে, কাগজওয়ালার মধ্যে অর্থাৎ (Editorial Fatality) এডিটোরিয়াল ফেটালিটির মধ্যে আমার মত (Braveurousness) ব্রেভারাসনেস খুব কম এডিটরের আছে, এ কথা আমি জাঁক করে বলতে পারি; আপনি যখন লুখ্যাতির কাজ করেন, তখন তা (As an Editor) অ্যাড এডান এডিটর, আমার অবস্ত কর্তব্য (Interjective duty) ইন্টারজেক্টিভ ডিউটি মনে ক'রে লিখি। আপনি বড় লোক বলে আপনাকে তর ক'রে আমি যখন (Right) রাইট বুঝব, তখন যে আপনার লুখ্যাতি লিখতে ছাড়ব, তা (Dont do In your mind) ডোন্ট ডু ইন ইওর মাইন্ড, কখনই মনে ক'রবেন না।

হুলাস। তা ব'লে সে বিষয়টা আমি অত গোপন রাখবার চেষ্টা করলুম, আর তোমার ছাপিরে প্রকাশ ক'রে দেওয়াটা কি ভাল হয়েছে ?

বাধন। (what property) হোরাটি প্রপারটি, কোন্ বিষয় ?

হুলাস। সেই যে একটা বিধবাকে আমি লুকিয়ে কণ্ঠ থেকে পাঁচটা টাকা দান করলুম, তার পর বার নতুন দেখা হয়েছে, পই পই ক'রে মানা ক'রে বিরোহ, যেন এ কথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাপালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে ? শুধু ভাই নয়, আমার তাতে আমার নামের আগে মহারাজ পণ্ডিত ছুড়ে দিরেছিলে।

বাধন। সে কাছটা আমার নয়, (Printers devil) প্রিন্টার ডেভিল, হাশাখানার ডেভিল, ডেভিল আপনাকে মহারাজ বলে,

আমি তার ভক্ত দারী নয়, আমি অবন (Flattery) স্লাটীরী নই, আমি বোসামোদে বলবার যো নাই।

সাবু। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ, কাগজে কেউ ওর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; ইংরাজী কাগজে কে কোথার সব (Correspondence) করেস্পন্ডেন্স লেখে, উনি আমাকেই খ'রে বলেন; ও (Truth) ট্রুথ আমি, (one disinterested) ওয়ান ডিসইন্টারেস্টেড আমি, (Veritus) ভেরিটাস আমি, (pro-bono publico) প্রো বোনো পাব্লিকও আমি; যেন আমি হাড়। আর কেউ ইংরাজী লিখতে জানে না, কার খুব আপনি বদ্ধ করবেন, আপনি দেশের ভক্ত যে রকম লেপে-ছেন, তাতে তারতম্যতা একেবারে পরহরি কম্প, চারিদিকে দেশের জনকম্প বাজছে, চেপে রাখবার যো কি ?

বাধন। বসুন, এইরকম মহা মহা পতি-ভেরা হিঁচুতে সাহেব হওয়ার পক্ষে মত দিলে, তাও আপনার বোসামোদ ক'রে ?

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। হাঁ বাবা, তোমরা নাকি সব বিলাতে বাবে ঠিক করছ ?

হুলাস। ঠিক কি জিজ্ঞাসা ? এই চন্ডেন আর কি, তবে আমরা বার-বার মত নাহিনে, আমরা আদিল হিন্দুতে বিলাতে বাব।

তিন। তা হাযি বৈ কি বাবা, বাবে বৈ কি। তোমরা কি বাবা যে সে ছেলে, একটা কিছু বিলুপ্টেরকর করবেই করবে, তা আমি জানি; তা বাবা, এ শাসনব্যবস্থা সেও হারেই।

হুলাস। তা আর কিনি, বড় বড় পতি-ভেরা দিকশুধি বেই বেই ব্যবস্থা পিনেই।

তিন। কি যোগাড় কি যোগাড়। কী
কী কী কী কী কী কী কী কী কী কী

মাখন। কিসের খরচ?

তিন। এই ব্যবস্থা নেবার, আর কিসের?
হুলাল। ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যবহার, খরচ।

সে-সে-সে সে আবার কি?

তিন। এই দিকিণে গৌ দিকিণে, বাক
এখন কি বলে। এই যেমন উকীলকে কি
দিত্তর এগিনিখন নর, তেমনি তট্টাচার্যেব
কাছে ব্যবস্থা বেনার কি চাই তো?

নাথু। তিহুয়ামার সকল কথাই ঠাট্টা।

তিন। না বাবা, ঠাট্টা নয়, আমারও এই-
খানে একটু পরজ আছে; জান তো আমার
ভাঙে মাভবানী, মোটা দিকিণে উকিণে আড়-
বার বোজ নাই, তোমানের ঐ বিলাতের
ব্যবহার উপর একটা কাউ ব্যবস্থা আমার
দিয়ে দাও না বাবা।

হুলাল। তোমার আবার কিসের ব্যবস্থা
চাই, গাঁজার নাকি?

তিন। না না, সে তো সকল ব্যবহার
গোড়াতেই আছে, আমার এই বোজুদীমতে
পাঠা আবার ব্যবস্থাটা করে দিবে যাও।
পৌলসীয়ের এসবক হয়ে বড় হুজিলে পড়েছি,
অগতের মহা সুখাত খাটা-হুল-ভিলককে
আমি উন্নয়ন করতে পাই না।

হুলাল। হুয় পাগল, তা কি হয়।

তিন। কেন বাবা, হিহুসতে সাহেব
হুওয়ায়, আর বোজুদীমতে পাঠা খাওয়া
বায় না? আমি দিবি মোটা মোটা হুলসী
গাছ কেটে হাডিককট ঠেতরের করবো, বলি-
মানের বজল অকরককে বানিয়ে দেব।

হুলাল। বাও বাও বাবা, এসব (Serious)
সিরিয়স বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করো না।
পাঁজারোর বাহুব খাড খাড জান না, মিছে
রক কেন? কোর কি দেখা আছে জান?

তিন। হুয় জানি, খাট দেখা আছে যে,
নিরুদক না সেবে চৌকরকব নরকব হয়।
রুদাটীহুয়, ব্যবস্থা মিছেই নিয়ে বাবার জন্ত
জাহাজ হুতেছিলেন, তার পর এখন বাবা
তনলেন, বিলাতে পাঁজার তেমন হুজিলা নাই,
তখন রাজা হুজিত করেন।

মাখন। বেদ না জান, মহাতারত তো
পড়েছ, মহাতারতের ভিতর সুল্লবাজার চের
প্রমাণ আছে, মহাতারত মানবো না?

তিন। মানবে বৈ কি বাছ, মানবে না
মাখনলাল। কিন্তু মহাতারতে জৌপদীর
পাঁচটা পতির কথা আছে, আর তাঁর খণ্ডর-
দেয়ও অয়ের বিষয় কি কি সব লেখা আছে,
সেটার বিষয় কি রকম ঠাওরাছ?

মাখন। ও সব মিছে কথা।

তিন। মিছে কথা কেন বাবা? গোপিনী
হরণটার বেলা মেনে নেবে, আর পৌবর্জন-
ধারণের বেলা পেছোবে? পরজ বুঝে শাস্ত্রের
একটা কথা সত্যি, একটা কথা মিথো?

মাখন। কি জান তিহুয়ামা—

হুলাল। মাখনবাবু, তুমি খাম, আমি
বলছি, পাঁজা খেয়ে তিহুয়ামা সব ফুলে টুলে
গেছে, ও শাস্ত্র টাই এখন বুঝে না,
মিশেবতঃ ইংরাজীতে বেদ দেদের যে সব
(Translation) ট্রান্সলেশন হয়েছে, সে
সব ঠিক তত দেখা ওনা নাই; আমি একটা
সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি ঠিক হিহু-
মতে বিলাত যাওয়া যায়, তাতে যৌন কি?

তিন। কি রকম, নামারলীর পেট লেন
পরে?

হুলাল। ঠাট্টা খাণ্ডবনে কর যদি আলাদা
আলাদা ভাড়া করে, সঙ্গে বাবল, হিহু চাকর
চাকর, বাবার টায়ার সবটুকু নিয়ে লোকে
বিলাত যায়, তা হলে?

তিন। তা হলে এখন লড়ি য় ডেলও

পুড়বে, বাবাও তখন সেইরূপেই ক'রে আসরে দাঁড়বেন; কিন্তু বাবা অত পরমা ক'র আছে? আবার অনেকেরই যে গঙ্গা পার হবার আশার অকুলন।

হুলাল। কি, আমি মনে করলে এখনই ঐ রকম ক'রে বিলাত যেতে পারি, দেখি কে আপত্তি ক'রে।

তিন। বিলাত কেন বাবা, তুমি মনে করে উচ্চ পর্যায় যেতে পার যে, তার উপর কথা কবে, এমন কার বাবার মাথার উপর মাথা আছে? কিন্তু সকলের ভো আর তোমার মত আটকে বাধা নাই?

সাদু। সন্তুষ্টবাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না।

তিন। ভারতবর্ষের ভিতর বোধ হয় বহু-নগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজ্যের দেশ থেকে অন্য রাজ্যের দেশ সকল-গুলিই ম'শারের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত।

সাদু। ভারতবর্ষে আবার দেখবার আছে কি? ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ; এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাত যেতে চাই।

তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য তো বাবা গরার গিরে পদাধরের পুণ্যপন্থে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিরে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পায়পথে দেবে?

মাখন। যখন বিলাত থেকে ভারত উদ্ধার ক'রে কিয়ে আসবো, তখন টের পাবে, কি পিণ্ডি কার পায়পথে গিয়েছি। স্বাধীনতা ক'কে বলে, তা তো জান না? বাগি দাঁড় করতে শিখেছ; ঐ যে ভারতবাসীরা বড় চাকরী পায় না; দেখ দেখি তার একটা উপায় ক'রে আসতে পারি কি না?

তিন। এ ক'রার আর আদার উত্তর নাই,

চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা ক'বার থাকে?

হুলাল। আজ্ঞা, রেবে নাও, চাকরীকে নাই স্বাধীনতা ব'লে; যদি জাহাজে করে ইংলও, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, এ সব জায়গায় না বাওরা যায়, তা' হ'লে বাগি-জোর উন্নতি করা বাবে কি প্রকারে? বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হ'তে পারে না।

তিন। বেশে যে বাবা এমন কিছু বাগি-জোর ফালাও ক'রে বসেছ, তা তো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে, উন্নতি তো পরে করবে, শুরুরটা এখান থেকে ক'রে নতুন দেখাও না কেন? ঐ যে পুরুষাঙ্কনে মেরতের রক্ত, ফাওনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে বেহুখানা পুই কছৌ, অপায়ে দানের ভরে মুটিভিকা পর্যন্তও তো বড় করা হয়েছে।

উত্তরে। Hear! Hear!

তিন। জমিরেছ তো রিক্তর, কিছু ভাদিরে কেন ব্যবসা-বাণিজ্য কর না; তিনি তুমি খাটা অসত্যতা হয়, কে মাথার দিয়া দিয়ে বারণ করেছে বাবা, কলতজা কর না; বিলাত থেকে, মার্কিন থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি-কাঁচর কল আনাও; আপাততঃ না হয় ইংরাজ চাকর রেবে চালাও, ক্রমে শিখে নিও।

মাখন। সাহেবের কাছে শেখা।

সাদু। Never! Never!

তিন। হালকিলই বা কোন্ কোম্পানি ক'রে জাহাজ চালাতে পারে, কেও তো গোয়া কাকেনকে হুকুমি ধরতে হবে; ভাং-বোটলসই না একেবারে? কালোপানির কল খাইয়ে জীবন্ত লকবায়ার না হয় নাই নাআলো? কোম্পানি নব্বয়ে কো আট-হুটের সাজক-সই, জাহাজে চড়িয়ে তাঁদের

বাণিজ্য করাতো তো বিত্তর খরচ পড়বে ; আপাততঃ দু-একশ টাকা দান দিয়ে পালী ক'রে বৈজ্ঞানিক হাট্টে পারিয়ে হাও দেখি, দেখাবে প্রকৃত কাছাকাছকান্নে বেগুন, দশ বিশ কাঁচি কলা পারিয়ে কেমন কেমন মতি দেখান, দেখা থাক ; দুশ বিশ টাকার চাকরীর উৎসাহীতেও তো ঘোরেন, এতেই বা কোন ভা না পোষাবে ?

মাখন। কি, চাষাভ্রমর কাছ করবো ? গোভার আশু বেগুন ওয়াল হ'ব ? (Down-right degradatation) ডাউন-রাইট ডিগ্রেসডেশন।

তিন। না (Upright elevation) অপরাইট এলিভেশন চাই ; একেবারে এও কোঁ না হ'লে আর চলছে না ? শাবা কথা বল না বাবা, সাহেব হতেই হ'বে ; তবে মেয়েটা আসটার বিরোধ আছে, পুজি ভোজনের হুচি খাবার দোতও ছাড়তে পাচ্ছ না, তাই এই শাস্ত্র, বাণিজ্য, হান্ ত্যান একটা চং তুলেছ। বাবা, আমাদের এই বাবুদের বিজ্ঞানবুদ্ধি সব বুঝে নেওয়া গেছে, "দাসত্ব পরাবেদা, দাসত্ব পরাক্রম, দাসত্ব পরায়ুক্তি, দাসত্ব পরা সত্তিঃ"। এই তো হ'ল ভোক্তাদের ইষ্টমত, এইরূপ করতে করতে গজাবাজাটা হ'লেই চের হ'ল, আর সমুদ্রবাজার কাছ নাই।

সাপু। কৈ, সমুদ্র-বাজার ব্যবস্থা চলে থাক দেখি, দেখাচ্ছি কেমন আমরা বাণিজ্য করুতে না পারি।

তিন। চের যেমিছি, সমুদ্রবাজার আরার বাকি নাই। একবার সীতার অবেশন বিবাহী হ'লে রেজুন পর্যন্ত বাওয়া উপস্থাপন ; চৌদেখান, বহু, সুরতি কুলদান, আচ্ছা বাণি সাহেব সব কলিকারি সব বোঝান সীতার বলে আছে। বোঁরাখানি, টাটস

অকলের আসতা বালাসীরাও হুখট। নৈটার কলিবার ক'রে থাকে আর আমাদের বালাসী বাবুদের সূত্রে দেখা হয়, মহাশয়। এখানে কি করেন ? আজ, গোষ্ট আকিসে কর্তব্য করি ; মহাশয়। আজ আমি রেগেয়েছে আছি, মহাশয়। আজ আমি একজন মাড়োরারী তরকে কাঠ চালান দিয়ে থাকি। ব্যবস্থা-দায়ের মধ্যে জনকরেক বাবু আছেন, কথার বাণিজ্য ক'রে থাকেন, শামলা মাধার দিয়ে উকাল (present company always excepted) এক্ষেপ্ট কোম্পানী অলওয়েজ এক্সেপ্টেড, মাক কর সাধু বাবাচী।

জুলাল। আরে পাগল, বিলাত গেলে যে সাহেবদের সংসর্গে বাণিজ্যে প্রগতি জন্মাবে।

তিন। কৈ বাবা, নমুনায় তো আজ পর্যন্ত তার কিছু পাওয়া যায়নি ; সংসর্গ-ওপে অনেক প্রগতি জন্মেছে, কিন্তু মহাজনী প্রগতি তো দেখতে পাইনে। দেখ, বা করবে, ক্রমে ক্রমে কর, একবারে বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তোমরাও শাস্ত্রের মোহাই দিচ্ছ, আমিও শাস্ত্র কোট করছি দেখ।

উত্তরে। (Quote) কোট কর। (Quote) কোট কর।

তিন। রামায়ণে কিছিক্সাকাতের কথা তো জান ? সাগরপারে সীতার অবেশন করতে হবে, কে বাবু—বীহর-কুলতিলক হনুমার। কি ক'রে বাওয়া হয়, না একে ব্যারে লক্ষপ্রদানে। বীহরে বুদ্ধি, লাক মিলেন, সাধুর গারে গেলেন, সীতার খবরও জান-লেন হাট্টে, কিন্তু সূত্রে সূত্রে হুখটিও পুড়িয়ে এলেন। একেবারে লাক বেয়ার জগ দেখ। আর দেখছি রামচন্দ্র ব্যবস্থা করলেন যে, আন্তে আন্তে সীকোমী রেখে কলসোকেত কর্তার সূত্রে হুখ, মহা, হুখ, সূত্রে, হুখ,

সীতার উদ্ধার, তার পর বে বার ঘরের ছেলে সোণারটাহের মতন ডকা বাজিরে ঘরে কিরে এল, তাই বলি, একেবারে লাক মের না।

সাবু। শুধু দেশী বাণিজ্যেতে ভাল রকম লক্ষ্য-প্রী হয় না, দেশের ধন বৃদ্ধি করা চাই।

তিন। এই এক কথা শিখেছি কি না, “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্য”—ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? “ভদ্রকৃষ্ণ কৃষিকর্মণি”—আচ্ছা লক্ষ্যের একেবারে কোটা বালা খানা করতে না পার, নেহাত হালফিল এক-খানা আটচালা মতন ক’রে দাঁও না বাবা। কৃষিকর্মে তো বাণিজ্যের অর্ধেক কল, তা চাষ-বাগ কর না কেন? দেশ হুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তা ত আর বিলাত থেকে মাথার ক’রে আন্তে হবে না?

চুলাল। এইবার মামা ধরা পড়েছে, আপনার কাঁদে আপনি পড়েছে।

মাখন। Trap in his own catch.

চুলাল। বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোথেকে? হাঁ হাঁ বাবা, মামা, এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুদ্ধিতে কুলুছে না।

তিন। বাবা, দেশে থেকে দাঁড়ি টানাটা রপ্ত কর না, তার পর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলাত-কিলাত যাবার কথা বোঝা যাবে। এই তো বাবা, তুমি একজন দিগ্গজ জমীদার, একেবারে বিলাতী রকম না হয় নিজের এলেকাত্তে পরলা পরলা একটু দেশী রকম চাষ আরম্ভ কর দেখি, কেমর না কয় হর দেখা যাক। এই হো বাবা, বায়মেসে হুর্ভিক পেগেই রয়েছে। এ বছর কি? না বৃষ্টি হয় নি, সব শুকিয়ে গেল। ক বছর কি? না ভারি জল, সব বেজে গেল। যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর

চাপনি হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা ভুলিয়ে একবার কেউ দেখেন না।

মাখন। আসল কথাটা আবার কি?

তিন। বল দেখি, এই বে দেশ শুধু লোকের ধোরাকির তার কা’র উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই, পরশে কপ্পী, মাথার জট, পেটে পিলে জনকতক চাবার উপর।

মাখন। চাবার উপর নয় তো কা’র উপর দিতে হবে?

সাবু। পঁজাখোরের মতে বুদ্ধি (L, L, B. L.) এল, এল, বি, এলদের লাদলে যুক্ত দিতে হবে?

তিন। আগে চাব করতো কারা? আমাদের মতন গৃহস্থেরা, বড় বড় জমীদারেরাও নিজের ক্ষেত রাখতে অপমান বোধ করতো না; এখন বারা চাবী, তারা আমাদের কাছে মাইনে ধেরে, ধোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মূঠ ধরতো বই তো নয়; তাদের সাধ্য কি যে দাক। সামলে ধরচ ক’রে জমীর পাট ক’রে নিজে আবাদ করে। এখন আমরা ইংরাজী পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আকিস বেতে শিখেছি; তারা তাক লাঙ্গল-খানা, আধমরা বলচটা নিয়ে ক্রিধের ম’রে, জলে কেঁপে বা ছুঁচী চারচী পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে তেরা সই দিচ্ছে, এতে হুর্ভিক হবে না তো কি বনে ধানে মাচা বোঝাই হবে?

সাবু। তবে বাবা, তোমার মত কি করে ব’লে ব’লে ঝালি পঁজার দম দারা?

তিন। আহা! ষড়ি ষড়ি, বাপরে, ষা’ ষদি করতে পারিল, তা’ হ’লে আর তোরের ভাবনা কি?

বাধন। আচ্ছা, তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চটা কেন ?

তিন। ঠিক, চটায় কথা তো কিছু কইনে বাবা; প্রাণে বিশেষ সখ থাকে বা বেশী প্রয়োজন হয়, তুমি যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নাই; তবে আমার কথাটা হচ্ছে যে, এখনও চের কাছ আছে যে, বেশে থেকেই করতে পার; আর নিভাতই যদি বেতে হয়, তার জন্য এত মিটিং কিটিং বহুদিনের কেন ? পরশা থাকে, সাহস থাকে, বিজা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে, চেউ ওপতে ওপতে চলে যাও ।

জুলাল। হাঁ, তার পর কিরে এলে তোমরা আমাদের একঘরে কর। এই আমারই কথা ধর, সমাজে একটা নাম আছে, বংশদর্শ্যনা আছে, এখন মনে করলে আমি কত লোকের জাত রাখতে পারি, নিতে পারি, আমার কি একঘরে হয়ে থাকা পোবার ?

তিন। বাপ জুলালচাঁদ। ঐ একঘরে সমাজে আমারও একটা ভারি খোঁকা আছে; নেশা-টেশা জমলে মাথাটা বধন হির হর। তখন এক একবার ভাবি যে, লোকে বিলাত থেকে এলে আমরা তাঁদের একঘরে করি, না তাঁরা আপনারা একঘরে হয় ? বাপ না শিটশাড ছেলেকীকে হিবি সাজিয়ে ওজিরে টাকার রান্না থরচ করে, হুগানাম বোলে, ছেলেকীকে বিলুতে পাঠালেন, সখ—বে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে বত লোক হয়ে আসবে। ও বাবা। ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন, বুচনী মাথার মে গ্যাডম্যাড করে। ভাত হ'ল বাসকা বীদি মোচা হ'ল কেলাকা কুল; কুল বরন ও চা চাং সব বিপন্নীত, ক্যাবেই ভেতোবালাবী বাপ যা কি করে, তবে ঘোরে বিল বেয়, "শুদিশা বশহতেন, বা ভিন্না শহহতেন, গল্পের

সহহতেন।" আর সাহেবেন, বিশেষত বেশী সাহেবেন, লকহতেন লকহতেন, বত তকাং থাকে, ততই ভাল ।

জুলাল। কেন ? ইবানী অনেক আমাদের বাকালী তো বিলাত থেকে এসে বেশী চলে চলছে ।

তিন। তাঁরা সমাজে বিশেষ বাজে অনেকটা, যাও একটু আখটু খোঁচ আছে, সে ঐ আগে গোড়ার গলহ হয়ে গেছে বলে; একটা প্রারম্ভিত ক্রান্তিত ছুটো একটা হিন্দুতে ক্রিয়ারাও করলে সব চুকে যায়, কালমহিমার কোন বিষয়েই এখন তত কড়াকড়ি নাই। তোমরা যে হিন্দুতে যাওয়ার হুজুপ বাহিরেছে, এতে সত্যি জাত রেখে যারাও যেত তাঁরাও পেছবে; কে বাবা লাকী-সাবুধ রেখে কৈকিরং দেয়; আর হিন্দুনির হাটে যে সব নেড়া গোঁড়া আছেন, লাতে হ'তে তাঁদের বাহচাতিটে বাড়বে ।

সাবু। প্রারম্ভিত কি ভয় ? পাগ করলে তো প্রারম্ভিত; লেখাপড়া শিখতে, আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে বিলাত গেছে, তাতে আবার পাগ কি ? হিন্দুশাস্ত্রের ঐ কতকগুলো ভিটকিলেমি ।

তিন। আচ্ছা, মনে কর বাবা, আমি এক রাজে ঘরে তেউড়ে মেউড়ে আছি, তিন কুলে তো কেউ নাই জানিস, তোরা মামা বলিস, ঘা ক'রে নিয়ে গিরে পুড়িয়ে এলি, এটা হুকাব, না হুকাব করলি ?

সাবু। তোমার কেন, একটা রাত্তার লোকেরও সংকার করলে সেটা হুকাব বলতে হবে ।

তিন। হুকাব তো, কিন্তু পরে প্রকাশ হ'ল যে, বুধ নিয়ে ছিটে ছুই রক্ত উঠেছিল; হুতরাং শাস্ত্রমতে তাঁরও একটা প্রারম্ভিত করতে হবে, এই তো বাবা হুকাবের প্রার-

শুদ্ধ আছে; এটা আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্যবিধির
অনুসারে (Hygienic rule) হাইজিনিক
কল বস; তখনই সমাজ-কল সফল হবে, অন্য
একই সমাজের মান-রক্ষা। বলি বাবা,
তোমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিনের কল ভাল করে
কি পরিচালনা করে আসছে? না?

হুলাল। ও সব বুট-বুট-শাউ (Non-
sense) নন্দেন্দ্র।

তিন। কেন বাবা, গোঁয়ার মুখ থেকে
ইঞ্জিনিয়ারের বেরিয়ে বলে; এই তো বাবা,
সাহেবেরা বলছে আর আমরা উত্তরনিয়মিত
গোঁয়ার নিবেদনটা মানতে হচ্ছে। বাবা
অনেক দিন বিলাতে ছিল, তাদেরই জিজ্ঞাসা
কর বাবা, শুনে পাবে, সাহেবদেরও বিস্তারিত
ইন্ট্রাকটিক আছে। আর বাবা বুড়ো কবি-
গুলো এত ধামাকা লিখে কেন; কাগজও
সভা ছিল না, ছাপাখানাও ছিল না, অর্ধমূল্যে
বুড়ি বুড়ি বিইও বিক্রী হতো না, খবরের
কাগজেও সাক্ষাৎসাক্ষী হতো না, (Author)
অথবা বলে (Belvedere) বেলেভেডেরে থানা
খাবারও নিয়ন্ত্রণ হ'ত না, আর স্থিতি প্রতিভা
তত কিছু বেশী রকম বিরহ, প্রেম, স্বর্গনিখা-
সের ছড়াছড়িও ছিল না, যে ঠাকুরদার পাটে
শুয়ে পড়তে পড়তে গ্রন্থকারকে নবীন নটন
ঠাণ্ডাবোধ; তবে তাদের এত মাথা ধামা-
বার কি মাথাব্যথা পড়েছিল?

হুলাল। ও বাই বল, আমরা বিলাত
যাবই বাব।

তিন। বা' বাবা বা, এখন বা, কে মানা
করছে বাব? কিন্তু ঐ বাহচলিগুলো ছেড়ে যে,
মাথা ধাম। এই যে বাবা, বাণিজ্য বাণিজ্য
রব কুলেছ, বাবা বাণিজ্য বাণিজ্য করে—মাথা-
দের হাটখোজার বেলেবাটার মহাজনদের
কথাই বল, আর বাড়োয়ারী চাওঁয়ারীদের
কথাই বল, তাই বাব বিলাতে বাণিজ্য

করতে বা'বার সময় হয়েছে বুঝবে, তখন
মিটিং করবে না, লেকচারও বাড়বে না,
ঠিক আপনাদের ব্যবস্থাপনা করবে, চলে যাবে;
গোলও করবে না, কাজও হাঁসিল হবে।

মাখন। সে সব তান্না ইংরাজী জানে না,
সভা-সমিতির মানেই বুঝে না; সভা ক'রে
লেকচার টেক্টর না দিলে কি কোন কাজ
করে?

তিন। ও, তাই কেন ভেবে বল মা;
অত ব্যুরিয়ে ন্যূক দেখাচ্ছে কেন? সাক্ষর,
তোমাদের একটা হজুং চাই। আপাততঃ
অত হজুং মনা পড়ে এসেছে, তাই এইটে
নিরে খেপেছে; তা হ'লে বাবা এত মিছে
বকে হজিলেম কেন? আর একটা কিছু
নুতন না পেলে এ আশ্রয় ভো ভোলের
নিজবে না। কর হজুং, কর হজুং, আমার
মৌতান্তের সময় হয়েছে, চলবে।

[গ্রহান।

মাখন। মাথা একটা আত পাগল।

সাহু। কিন্তু বড় (Impertinent) ইম্পার্টিনেন্ট, বুকের উপর বা তা বলে।

হুলাল। কিন্তু লোকটা বড় দারুণ, আর
এ ছাড়া সকল কাজে চোরত, হাশে হাশে
আছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ।)

দেও। বাবুজী, পণ্ডিতজী দপ্তরখানার
ব'সে আছেন, বরেন, বিনায়ের জন্য বাবুনরা
সব উপস্থিত হয়েছেন, আপনি একবার
আসুন; আমি সাইটে হয়ে দিই বাই।

হুলাল। হী, চল চল, এস মাখন বাবু,
বাঁধার কাগজ-টীপকগুলো নিয়ে কইরে যাবে
এস।

মাখন। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইসলামাবাদ অস্ত-পুর।

(ন-বৌ, নিস্তারিণী ও বেজ-বৌ।)

ন-বৌ। আইরি বেজ ঠাকুরঝি। জাহাজের নাম শুনে তাই আমার মাথা ঘুরছে। সেবারে ঠর সবে সাঁতরাগাছির রায়সীতে দেখতে গিরেই আমার বে অনুরূপ হয়েছিল, এ সাত সন্ত্র ভের নদী পার হতে গেলে আমি তো আর বাঁচব না।

নিস্তা। ন-বোয়ের ভাকাপনা বেখে গা জলে যায়, ন-না তোকে বলনি যে, আমরা হিহুর মত জাহাজে বাব, দেবতা-বামুনের আশীর্বাদে চটে লাগবে না, জাহাজ হুলবে না। রাবারে পড়িছিল তো "রায়নাথের মহিমাতে শিলা জলে ভেসে যায়, বাবরে সজীত পার।" এ তো একখানা জাহাজ বৈ নয়।

বেজ-বৌ। আমি তাই ঠাকুরঝি দোলা-ছলির ভর কচ্চিনে, আমাদের পাড়ার মাঠে চড়ক হতো, বের আগে ঢের নাগরদোলায় চড়েছি। দোলা খাওয়া আমার সওয়া আছে। আমি ভাবছি, জাহাজের কল চালাবে তো সব সাহেবে, পাছে ছোঁরা-ছুঁই হয়, তা হ'লে কি হবে। হাঁবেজ-ঠাকুরঝি, ঠাকুর জামাই তো সব যোগাড় করছে, তার কিছু উপায় ঠাট্টায়েছে ?

নিস্তা। ও মা, তা আর ঠাট্টারায়নি। একে তো তার নিজেরই অত নিষ্ঠে, তার ওপর তো আমার বদনামি আছে তুটিবাই; আমার খুব জানে; আমার স্বপ্নে, কাণ্ডেস সাহেবকে বলে জাহাজের খানিকটে আরগা গোবরছড়া নে টবে করা তুলসীগাছির দিয়ে ঘিরে রাখবে, সে পতীর ভেতর আর কেউ আসিতে পারবে না।

(গাছিতে গাছিতে কীসারিপিনীর প্রবেশ।)

(স্বর।)

বিবি হতে চলি আকি বরি ঘেরে তোরা।

বারমহলে শুকে এল আমাদের ওরা।

শুনে চমকে উঠে পাটা,

তোদের বুকের বলি পাটা,

পেটে পেটে ছিল কি লো। সবার এত পোরা।

শুনলে বাঘের নাম, ও মা পায়ে আসে খাম,

ছি ছি রাম রাম রাম,—

সেই সাহেবের বগল ধরে করবি কেরাখোরা।

নিস্তা। কি গো কীসারিপিনি! অত গরম কেন, হয়েছ কি ?

কী-পি। হয়েছে কি, নেকি, জানেন না আকি। ও মা, কোথায় যাই, কারে বলি, এ যে ঘোর কলি। ঘেরেরা সব একবারে দিলী, হবেন কিরিশী। নাকি জাহাজ চড়ে, বাগরা প'রে, মুরগী বেয়ে, চলো সব কালাপানি, ও মা, এ সব দেখবার আগে আমার চোখে পড়েনি ছানি। যেমন সব ভাতার হেঁছেছেন ভদ্রক উদ্রক, মাগ নে চলেন মগের বুদ্ধক।

নিস্তা। পিসী আমাদের পাগল, কোথায় কি একটা তুলে কি না গোল। আসল কথা জানা নেই, তলিয়ে বোঝা নেই। শুন্লেন সাদ্ধা তো নিলেন পাড়া।

কীপি। নে নে থাক থাক থাক, অমনি অমনি ঢেকে রাখ। করিসনেকো বাকচাতুরী এখনই ভাঙবো হাতে আরিকুরী।

বেজ বৌ। পিসি, আমাদের কি আইকো ধরম নাইকো সরম, না বুকে না হুকে কেন মিছে হচ্ছে। গরম। মত ভায় ভুট, ভুট, বিভা-নিমি, বলে নেছে বেবের-বিমি। সাহেব হ'লে হিহুর মতে, বর্গে বাগ লোপার মধ্যে টোল ফুলে গর পুঁবি পেড়ে, পুরাণ কল মেড়ে চেড়ে, আসল বিত্তে বেছে বেছে। যেমন লক্ষি কালের ভিত্তি ছিল বুঝাবন আর থা। কানী,

এলেক এখনি তিখী হুই করি, হোবা পিসী।

লওনেতে লজ্জানিতে হুই লক্ষা, আর,

গোর হুঁড়ে সব বাতারাতি গোলোকেতে দার।

সকলে। মরি হার হার হার।

কপ-পি। ও মা, কি আশ্চর্য্যি কি আশ্চর্য্যি।

তারা আবার ডুচারিয়া। হিন্দুর তিখী রেছর

রাখিয়া। শাওরে বুকি এই ব্যবস্থা, হতে পারে,

তোমার ভাতারের পরসা সভা।

মিতা। হঁ হঁ পিসী, আমার দামার নর ভো

এমনি মান, হাত ধরা তাঁর হাতীবাগান।

হাওয়ারই হয়ে সব ছুটলো লোক, কাকেক

কি গিলতে গিলে চৌক। বার যেমন পতি,

তার ডেমনি নৈবিত্তি। আর নিজে পেল

মবদীপ, গড় করলে চিপ্ চিপ্। বুড়ি বুড়ি

টাকা ঢাললে, বস্তা বস্তা ব্যাধা এনে বাড়ীতে

এঁবো পোস্তা বসিয়ে ফেলে।

(গাহিতে গাহিতে নাপতিনীর প্রবেশ)

(গীত)

টুকটুকে তোর পা ছাখানি

আলতা পরাই আর।

চটক মেখে অবাক হবে

সে গো বীকবে চেয়ে ঠার।

আগে চাই যতন পারে,

সোণা তখন পরবি গার,

পাখানি ধরলে মনে

(তবে লো) মুখের পানে চার।

সোণেলা আঙুলগুলি, আকুলো চাপার কলি,

ভুলি করে আলতা গিলে বাহার খুলে যায়;

যুরে ফিরে মনচোরা বুড়িরে পড়ে পায় ॥

ন-বো। ইস্। আজ সকালে কার মুখ

মেখে উঠেছিলুম, নাপতে বোরের দেখা

পেলুম। এখন বড়লোক হয়েছিল, আবারের

তো হয়ে পড়ে না।

নাপ।—

কত জান ছলা, কত হুমিও অবলা,

নালা ককাখল তাই।

আছি চিরদাসী, চরণ-পিরাসী,

বড় কিসে হুই তাই।

চথের পথরা, সব শিরে ধরা,

বোরে বোরে হই সাধা।

দীনভাবে দিন, বার দিন দিন,

জানিনি বড়র ধারা ॥

আলতা পরাতে, ফিরিতে পাড়াতে,

সারা বেলা বার চলে।

না জলিতে বাতী, ঘরে আসে পতি,

অলসেতে পড়ি চলে।

ন-বো।—

বেশ, বেশ, বেশ, ছেড়ে বাই বেশ,

আর তো রব না পুরে।

চরণ রঞ্জন, হ'ল নিরঞ্জন,

বালাই চলি হুই।

নাপ।—

বালাই বালাই, শক্তখে ছাই,

খাক ঘর আলো করে।

অপরোধী হই, তোমা সবাই বই,

তবে কমা কেবা করে।

সিতের সিঁহুর, হবে নাকো হুর,

পতি যে অমর রবে।

বাড়িবে সোহাগ, নব অহরাস,

দাসী খুদী হবে তবে ॥

কা-পি। ওলা গুসুখুনি, কামা বহুনি,

তুই তো হবি খুদী, একিকে বনীরা যে সব

দোড়ার না বসে, খোড়ার সাগার কলে,

চালাবে বিলিতি খুবি।

না কি ছিল না

কাখে, না মিরে গিরেছিল কোনখানে?

তুমিসনি কি সব, পাড়ার পড়েছে রব। চমক

কেসেছে পীরেতে, চলো সব বিকসেতে।

খোঁট বসেছে বোড়ে বোড়ে, বাঘের

সব ছোড়ে ছোড়ে। ভাতারগুলো বড়ির
টিবি, সেগেদের করবেন বঁধি। শুধল কি
আর ভুতোর ভগ্ন আনন্দ হবে বিবি? এই
শোন জাগতিমি। আমি বলি রথিলের আল,
বাবুনীরা বিবি হবে কুববে ভোনের কাজ।
নাগ —
আই আই বরি লাজে,

কাণে কাণে যে কেমন বাজে,
এ কথাটা সত্যি নাকি মিথি?
বল মোরে মাথা ঝাঙ, তুল নাকি ছেড়ে যাও,
সাথিবে কি বান ভবে বিবি?
অকুল সাগর পার, কুলমান থাকে তার,
কুলনারী সেখা কি গো বার?
ধরম সরম তুলে, যুথের ঘোমটা খুলে,
নারী সেখা মাংস মদ খায়।
মরি যেও না যেও না, ছি ছি ধরম খেও না,
ধরে রাখ ধরে নিজপতি।
পুরুষ পাগল জাতি, নারী ধরমের সাথী,
পতিরে হুমতি দাও সতী।
তাপিত নাপিত-মেয়ে, যুথ তুলে দেখ দেয়ে,
অয়েত্তার দিও নাকো ছাই।
নরম নরম পার, কোকা পাছে পড়ে যায়,
ভুতো তার পোরনাকো ভাই।

কাঁ-পি। হ্যালো ও পরামাণিকের বো,
তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। বেন দাতারারের
চেল, ছড়া বলি মেলা। এমিকে বিবিরে বে
জাহাজের জন্তে, হয়েছেন সব হস্তে। মুখে
আজ তাত রেচে না, শাড়ীতে আবর ঘোচে
না। আর কি মাথার দেখেন ঘোমটা, সাক্ষ-
বের বগল ধরে নরবেদন বিবরান। ধ্যামটা।
টেবিলে বসে থাকেন ঝাঁক। বাগানে কবুবেন
আনান্দোনা। আপ বাপ, আপ, মেয়ে-
কাজের এত আপ, হুঁলে পাপ, হুঁলে পাপ।
নেনে হুঁড়ীয়া যাবি যখন, নানা ভো নাহবিলে,
তাপ কথা ভো শুনিবে। ক্ষে-ভো খেয়ারি

কর, করিল আমার একটা কর্ম। আসবার
সময় আমার জন্তে—ঐ বে কি হানে পড়ে না।
বাঙ্গাই—হ্যা হ্যা, আমিই বাজ কতক
বেশলাই।

নিজ। নাপড়ে-বৌ শোন, শোন কীসারি
পিনী, আমার ভায়েরা তেমন নয়, বাবে
বিলেতে, কিন্তু থাকবে আসল মিনী। ওখো
কত ধর্মে মন—কত ধর্মে মন, বেন সব
সাক্ষ সনাতন। থাকবে সব পুরো হিন্দু,
জাত বাবে না এক বিন্দু। কেমন মেজবো।
আমি যা বলছি, সত্যি কি না ভাই?

যে-বো। তা আবার জিজ্ঞাস করছে
ভাই? না বরেন, তা ঠিক ঠিক ঠিক। আমি
ছেয়েছিলাম নেক্লেস, বলে না না, ধর্ম বাবে
পরতে হবে চিক, ধর্মের বেলা এঁদের জান
থাকে না দিক্‌বিক্‌।

কাঁ-পি। আচ্ছা, তোদের কাছে তোদের
ধর্ম, কিন্তু জাহাজে চড়া কি মেয়েমানুষের
কর্ম? জাহাজ হেলুবে তুলবে, টুলবে, কার
গারে কে টুলবে, শোকে শুনে কি বলবে,
কে কত কথা তুলবে। তা কি প্রাণে নয়,
গোল উঠবে রাজ্যময়।

নাগ। ছি ছি লাজের কথা, তা কি হয়,
তাকি হয়।

বৌধর। আমাদেরও ঐটুকু ভয়, ঐটুকু
ভয়।

কুলনারীগণ।— (গীত)

কেমন কেমন মরি করবে গা।

কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা।
নাগর সাগরে বার, সব সাথে নিজে চার,
সব থাকে ঘর থাক সে ভেসে,

আমরা যাব না।

মরী নাকি ভারী দোলে,

কার পারে কে পড়ে মরে,

গান্ধে বে যার য'রে,
আমার সরে না লোভা—
অবাক হয়েছি শুনে, নই সরে না রা ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃষ্ট ।

চলানবাবুর সদর-বাটীর প্রাঙ্গণ ।

(ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ)

প্র, ভ। ও সার্কভৌম ! এবারে আবার
কি বন্দোবস্ত ? চিরকাল তো আসি আর
বিদায় লয়ে বাই, এ ধামকা ধামকা অপেক্ষা
করিয়ে রাখলে কেন ?

সার্ক। বড়লোকের বাড়ী, ঠিকানা কি,
বোধ হয়, বিদায়ের পূর্বে কিছু কলাহারের
আয়োজন আছে ।

দ্বি, ভ। তোমার মুণ্ড-খাহারের আয়ো-
জন আছে, সার্কভৌম কি-বাড়ুল হ'লে নাকি ?
বুধা কতকগুলো প্রলাপ বকছে। এখন সব
নবাবাবুরা কর্তা, কলাহার দূরে থাক, বিদা-
য়ের পরিবর্তে প্রণাম না মিলেই বসক ।

প্র, ভ। প্রহার, সে কি ? ব্রাহ্মণ-সন্তানকে
বাটীর মধ্যে প্রহার ? এমনটা হতে পারে
না ! অবশ্যই পুজার বিদায় পাব ; আমার
প্রতিভামহ থেকে এদের খাতার নাম লেখান
রয়েছে ।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। আপনারা উপস্থিত হয়েছেন,
আর আর তট্টাচার্য্য মহাশয় সব কোথায় ?

সার্ক। তট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভাব নাই,
তবে দেওয়ানজী মহাশয়ের উপস্থিতি অভা-
ব। সেই-সকলে মতা ভাবিত হয়ে, কেহ কেহ
কাজবন্দে, কেহ কেহ প্রাঙ্গণে, এইকণ

বানো বানো সরহান করেন ; একপে আপ-
নার উদয় হ'ল, আমাদের বখাবোণ্য বিহার
পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্বাদ
করতে করতে হ'লে যাই ।

দেও। এবার আর শুধু আমার একলার
হাত নয়, বাবু আসছেন, যিনি স্বয়ং উপস্থিত
থেকে সকলকে বিদায় করবেন ।

সকলে। কারণ—কারণ ?

দেও। কারণ অবশ্যই আছে, কর্তার ইচ্ছা
কর্ম ।

সার্ক। উত্তম উত্তম, যজ্ঞেশ্বর যখন স্বয়ং
উপস্থিত হয়ে বহুতে ব্রাহ্মণগণকে সন্মান
করবেন, তখন অবশ্যই কোন বিশেষরূপ
বিদায়ের বন্দোবস্ত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ
এব নাতি ।

(চলানবাবু ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ)

পণ্ডিত। (See see My Babu, all
Brahmin mouth open stand have)
সি সি মাই বাবু, অল্ ব্রাহ্মিন মাউং ওপেন,
ট্যাণ্ড হাভ, সব বাবুন ই। ক'রে দাঁড়িয়ে
আছে ।

চলান। পণ্ডিতজী, এখন বা বলতে চর,
এঁদের বলুন ।

পণ্ডিত। (you tell, that good
show) ইই টেল, ডাট শুড সো, তুমি
বলেই ভাল দেখাবে (I as nothing
know) আই হ্যাভ্ নাথিং নো; আমি যেন
কিছু জানিনে ।

সকলে। জয় হোক, বাবুজীকে আশীর্বাদ
করি যেন অজয় অমর হন ।

প্র, ভ। আহা, বেশ একবার বাবুজীর কি
রূপ !

চ, ভ। মরি মরি, যেন কর্তার ছাঁচে
ঢেবে পড়েছে ।

বি, ড। কি গজল-বিনিমিত নবর
পঠন।

সার্ক। দেওয়ানজীর প্রবাহ প্রত হলদে
বে, এবার বাবুলী স্বয় উপস্থিত হয়ে আরা-
দের সম্মান রক্ষা করবেন। ভালই হয়েছে,
উভয়ই হয়েছে, আপনার পিতৃ-পিতামহেরা
অতি সুবন্দোবস্তই করে গেছেন, আপনা
হতে তা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত
আমরা প্রত্যাশা করি।

হুলাল। বাবাদের আমলে যা ছিল, তা
ছিল, আমি এখন সে সব রাখছি, (Will)
উইলে কতকগুলো বার্ষিক দেবার কথা
আছে, নিতেই হবে, কিন্তু তোমাদের আমার
একটা কাজ আগে করতে হবে।

সার্ক। শ্রদ্ধ, সগিতকরণ, একোচ্চিষ্ট
আপনার যা করতে বলেন, আমরা তাতেই
প্রস্তুত আছি, কি বল তর্কবাচস্পতি ?

বি, ড। নিজহস্তে খোলা কেটে।

হুলাল। তা নয়, তা নয়, সকলকে এক
একটা সই করতে হবে।

সার্ক। এ আর কি, এ আর কি, শুধু সই
বই তো নয়, প্রয়োজন হয়, অহুমতি হলে
আপনাকে জলসই পর্যন্ত করতে অসম্মত
নহি।

হুলাল। না না, আমাদের সম্মুখবাহ্য
করতে হবে, তার একটা ব্যবস্থা চাই।

সার্ক। এ তো পড়েই রয়েছে, এর আর
ব্যবস্থা কি ? যখন বর্তমানকাল প্রাক্তনকালের
অভিমুখ্যে গজাবাহ্য ব্যবস্থা আছে,
তখন দানসাপ্রদ প্রাক্তনকালের সময়কালে
যে সম্মুখবাহ্য ব্যবস্থা হবে, তার আর
সন্দেহ কি ?

হুলাল। তা নয়, তা নয়, সম্মুখ-গজাবাহ্য
ব্যবস্থা।

সার্ক। লন লন, আর ব্যবস্থা প্রয়োজন

লন, আর ব্যবহার রাজা এ তো স্বয়
পতিতজী উপস্থিত রয়েছেন।

পতিত। সবাইকে বলুন (Who who
sign arrangement letter) হ হ সাইন
স্বায়েরকমেই লেটার, বে বে ব্যবস্থাপজে সই
করবে, (he he get farewell) হি হি
গেট ফেরাওয়েল; সেই সেই বিদায় পাবে।

হুলাল। পতিতজী কি বলছেন, সবাই
শুনছো; ব্যবস্থাপজে সই করতে হবে, বিদায়
বাবার ব্যবস্থাপজ।

সার্ক। আনেন, কি ব্যবস্থাপজ সই করে
দ্বিচ্ছ, বিদাতে পাঠিয়ে দিন, সেখানে ডাক
বার তো ?

পতিত। (Eye finger give. shut
up tell) আই কিদ্ধার গিত, সট অপ
টেল; চোখে আঙুল দিয়ে বলুন, নইলে
এরা বুঝতে পারবে না।

হুলাল। কথাটা হচ্ছে কি, আমরা হিহ-
মতে বিদায় বাব, তোমাদের ব্যবস্থা নিতে
হবে, তাতে কোন দোষ নাই।

সার্ক। কঠিন সমস্যা—কঠিন সমস্যা।
কৈ, আরি গজা-স্ববের ভিতর তার তো
কোন উল্লেখ ঘোষি না।

হু, ড। মনসাপূজার মধ্যে তো কৈ
বিদায় এমন কোন কথা নাই।

বি, ড। কি মনসাপূজা, গজা-স্বব বলছো,
সমস্ত ব্রতমালা আমার কঠাগ্রে, তার
মধ্যে তো বিদায় শব্দই প্রয়োগ নাই।

পতিত। (Tell) টেল্-বেবে (have)
হাত, নহতে (have) হাত।

হুলাল। বেবে আছে, নহতে আছে,
নহতে টেল্-তো ? একইদম তারি খোটা
পতিত দ্বিচ্ছ।

সার্ক। একখোটা কোটার কথা আরি
অবশ্য কর্তব্যই না, কি রকম বিদায়

বাত্মা কি ব্যর্থতা, আমাদের সব ভেবেছন বসুন।

পণ্ডিত। (Yes, break break and tell) ইয়েস্ ব্রেক ব্রেক এণ্ড টেল্ ভেবে-চুরেই বল।

হুলাল। বলি বেদু কটা ছিল, তা তো জানি ?

সার্ক। হিরোডুডন, হিরোডন। একে চক্র, চুরে পক্ষ, ভিনে নেজ, চেরে বেহ ; হ্যাঁ, চারিটা বেহ ছিল।

হুলাল। সেই বেদে আর মন্তে আর—
আর—আর—

পণ্ডিত। প্রভিতে।

হুলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্মৃতিতে লেখা আছে যে, বিলাত বাওয়ার কোন পাণ নাই। বেদবাস, কলিদাস, ভীষ্ম, ভ্রোণ, ভীষ্মার্জুন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, বৃতরাষ্ট্র এরা সবাই বিলাত গিয়েছিলেন।

সার্ক। বিলাত তো সাগর পারে, তা হনুমান্ তো সেইখানে গমন করেছিলেন, তা বাবুজী কি সেই পথ অবলম্বন করবেন মনস্ব করেছেন ?

সকলে। সাধু! সাধু!

হুলাল। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কাহাজ চড়ে যাব, বিলাতের আগল নাম হচ্ছে লণ্ডন, তা তো জানি ?

সার্ক। সম্ভব—সম্ভব ; ভাল ভাল, হাত-লণ্ডন তো সব সেইখানে থেকেই আমদানী হয় ?

হুলাল। পণ্ডিতজী, সেই কথাটা আপনি বলুন, আমার ভাল মনে আসছে না।

পণ্ডিত। Very good Very good I tell, I tell। কেনি ভক্ত কেনি ভক্ত, আই টেল্, আই টেল্। কি আমলাসার্কজোর ? সেখানে এলিগটিক্ হুয়াইটীর মিটিং বিলা-

তের বক্তৃতা সাহেব ডট্টাচার্যের। প্রতিপন্ন করেছেন যে, ঐ লণ্ডন, যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাস্তবিক হুনির জন্মাবন ছিল, সীতাকে রানচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়েছিলেন।

সকলে। কিরপ ? কিরপ ?

পণ্ডিত। ঐ লণ্ডন হচ্ছে (Thames) টেমস্ নদীর তীরে, আর বাস্তবিক তপো-বন তো জানই, তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন Thames টেমস্ বলে।

সার্ক। সম্ভব, সম্ভব। কিছিকিয়া যে ঐখানটা বরাবর—তার আর সন্দেহ এব নাহি।

পণ্ডিত। আমাদের বাবুজী সেই বিলাত যাবেন, তোমাদের সেই ব্যবস্থাপত্রে সই দিতে হবে যে, বিলাত বাওয়া শাস্ত্রমত।

সকলে। কি বল সার্কজোর ? কি বল তর্কচক্ ?

পণ্ডিত। (Tell sign no give farewell no get) টেল্ সাইন নো গিভ্ ফেরাউয়েল নো গেট্, সই না দিলে বিদায় পাবে না। (Annual stop) আনুয়াল ষ্টপ্ বার্ষিক বন্ধ।

হুলাল। ও ওজ ওজ, কছো কি সব। আমার কাছে সাক্ কথা, সইটী দাও, বার্ষিক নাও, বিদায় নাও, না হর আমার বাড়ী এই পর্যন্ত।

সার্ক। ও তর্কচক্, বিদায় যে একে-বারে বছর কথা বলছে।

হু, হু। তাই তো।

সার্ক। এ বিষয়ে শুক্লের কি লিখেছেন বাসার গিয়ে একবার পুঁথিখানা খোঁজা আমরক করে না ? আর বার্ষিক তো আমরক বরকতল হ'তে প্রাপ্যের মধ্যে

হয়ে গেছে ; এ ব্যবহার অত অত দক্ষিণীয়
কিরূপ বর্ণোক্ত হয়েছে ?

পণ্ডিত । (That my burden tell a
give) ভাট্‌ মাই বয়্‌ডেন্‌ টেল্‌ এ গিভ্‌
সেটা আমার ভার—বলে দিন ।

হুলাল । সে পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে
থরে বেগরা হয়েছে, ইনি বাক্য বা ভাল
বুঝবেন, তাই দেবেন ; এখন সই করবে
কি না বল ? আমার আর মিছে বক্তার
সময় নাই ।

তু, ড। ও সার্কতৌম । আর কচকচিতে
কাজ নাই, যে বাবার উচ্ছন্ন বাবে, আমাদের
কি, একে তো আমাদের বস্ত্র ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে, বা কিছু
পাওনাগুণ্ডা হয়, ছাড় কেন ; দাঁও এক
একটা আঁচড়ে ; আর শাস্ত্রেও তো আছে,
“বস্মিন্‌ দেশে বদাচার” দেশ বুঝে আচার
করবে । কৈ, নিরে আসুন বাবু, কোথায়
আপনার পত্র, আমরা সকলে সই করতে
প্রস্তুত, কেমন পো সকলে—

সকলে । হ্যা—না, হ্যা—না, তা অবিশ্য
তা—তা—হ্যা, না ।

সার্ক । নাও তর্কচকু, তুমিই আগে ।

তু, ড। আরে কও কি সার্কতৌম ?
তুমি থাকতে,—তুমি থাকতে, না হয় বিচ্ছে-
কুটকুটই কর না ।

চ, ড। আরে বল ঐ ভার-কচকচিকে ।

সার্ক । রেখে দাও তোমাদের গুণ্ডাগোল,
এস, কোথা পত্র কৈ ?

হুলাল । দেওরানজী !

দেও । আজা সেই ছাপার কাগজ তো ?
আমার হাতেই আছে, আসুন ঠাকুরদা বস্ত্র-
বৎ করুন ।

পণ্ডিত । (One One) ওরান ওরান,
এ—এক (round goods do not)

রাউন্ড গুড্‌স্‌ ডু নট্‌, গোলমাল করো
না ।

(সকলে সইকরণান্তে বার্ষিক গ্রহণ)

(তর্কনিধির প্রবেশ)

তর্ক । বার্ষিক না কি জানি সব বাটা
হইল ? রও, দেওরানের পোলা রও, বাটার
বন্দ করিও না, এখনও অধ্যাপক বিস্তর বাকি
আছে । তাহ তাহ, আমার নাম তাহ, হল-
ধর তর্কনিধি, নিবাস সুরব্রাহ্মণ, জিলা
বিক্রমপুর, বার্ষিক ছই মুদ্রা ।

পণ্ডিত । আরে এস এস তর্কনিধি !
এত বিলম্ব যে ? বার্ষিক যে সব দেওরা সাদ
হ'ল প্রায়, (This East Bengal Brah-
min, name Plough Catch. Discus-
sion Jewel. very much opposite)
হিস্‌ ইষ্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মিন, নেম্‌ প্লাউ ক্যাচ-
ডিস্কসন্‌ জুরেল, তেরি মাট অগোজিট,
বড় বিপক্ষ, (His signature must take
be) হিজ্‌ সিগ্‌নেচার মাট টেক্‌ বি, ওঁর
সই নিতেই হবে ।

হুলাল । এস ঠাকুর ! ঐ দেওরানজীর
কাছে একখানা কাগজ আছে, ঐটা সই ক'রে
বার্ষিক নিরে যাও ।

দেও । এই যে—এই যে ।

তর্ক । কিসের কাগজ ? স্বাক্ষর কিসের ?
এ ত কোন বৎসর করি না ।

হুলাল । একটা শালা কাগজে সই—
একটা শালা কাগজে সই ।

তর্ক । শালা কাগজে স্বাক্ষর কিরূপ ?
আমি অধ্যাপক বটি, নিবাস ধান বিক্রমপুর
জেলার অতি সারিখে, উকীল মোহিনীকান্তর
বান আবার্‌সেরি গ্রামে, আইন-কানুনের
ববরুদ রেখে থাকি, শালা কাগজে স্বাক্ষর
অত্যন্ত বেআইনী, কি দেখা আছে দেখি ।

পণ্ডিত । (Paper show, paper

show, he not see leave) পেণার শো, পেণার শো, হি নট সি লিভ, না বেখে ছাড়বে না।

হুলাল। নাও বেগমানজী, ছাপার কাগজটাই দেখাও, না সই করলে তো বিদ্যার পাবেন না।

দেও। এই দেখুন, এই ছাপা।

তর্ক। হা, কি ল্যাকছেন; হিন্দু-হিন্দু-হিন্দুতে সমুদ্রবাজার ব্যবস্থা—কারণ? গঙ্গাভীরে আর কি সংস্কার আইতে হবে না কোম্পানি নাকি? শব-ন্যাহ কি সমুদ্রবাজার করাইতে হইবে না?।

পণ্ডিত। আরে না হে তর্কনিধি! এ শব-দেহের যাত্রার কথা হচ্ছে না, এ হিন্দু-সন্তানগণের সুখ শরীরে সমুদ্র বাবার ব্যবস্থা।

তর্ক। হুহ শরীরে গঙ্গাবাজারই আব স্তক হয় না, তা সমুদ্রবাজার প্রয়োজন?

পণ্ডিত। হা: হা: হাঃ, (Leg round, ég round) লেগ রাউন্ড, লেগ রাউন্ড, পাখল, পাগল! তা নয় তর্কনিধি। কথাটা হচ্ছে কি তোমার স্পষ্ট বলি, শাস্ত্রনাগর মহন ক'রে স্থির করা গিয়েছে যে, পোতারোহণে হিন্দুতে সমুদ্রপথ মিথ্য বিলাতাদি রেক-রেশগমনে দোষ এষ নাস্তি।

তর্ক। কেডা কইছে—এমন শাস্ত্র? কোন্ পুস্তিতে এরূপ বৈরিক তত্ত্বের ব্যবস্থা আছে?

হুলাল। যেদে আছে, বেদে আছে।

তর্ক। আরে বাবু, আপনি পূত্র।

হুলাল। কারহ—কারহ, কত্রি—কত্রি।

তর্ক। বেদে আপনার অধিকার কি? কেবল কি জানেন আপনি? যা কোমলা ঐক্য দিয়েছেন, বোধ করেন, আর পাটনন ক্রান্তর সূক্ষ্মকে প্রতিপাদন করেন; বৈ-

শাস্ত্রাদি কথার অনধিকার গ্রহণ করবেন না।

পণ্ডিত। (Babu stop, Babu stop, I make him addition) বাবু ষ্টপ, বাবু ষ্টপ, আই যেক্ হিন্ এডিশন, আমি ওকে ঠিক করছি। তর্কনিধি! শাস্ত্রে সমুদ্রবাজার কোনরূপ নিবেদ্য নাই, বরং স্মৃতি শ্রুতি আদিত তা স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তর্ক। আরে রাখেন আপনার স্মৃতি আর শ্রুতি, কলিযুগের কথা কন। আমাগোর ঘরে আমার প্রণিতাঘরের অন্ত-নিখিত এমন সব পুঁথি আছে, বাহা কুজাপি পাইবার নয়, ইসে নামডাই হরণ হইছে না, কি এক পুঁথিতে আমি ভাষছি, স্পষ্ট উক্ত আছে—
'গোমাসজকরণ যজ্ঞো হরমেধ তথৈচ,
সমুদ্রবাত্রা চণ্ডালসংস্পর্শায়াত তৌজনহু,

কলৌ সর্গঃ নিষিদ্ধঃ স্ত্রা—মহেশানি ন সংশয়ঃ।
কুতীপাকে তু তৎকর্তা নিবেসে কৃমিসম্বলে।

ইত্যর্থে—গোমাস তক্ষণ, হরমেধ কি না অশমেধ যজ্ঞ, সমুদ্রবাত্রা, চণ্ডালের অন্ন তৌজন, কলিযুগে এ সমস্ত নিষিদ্ধ। ইতি পার্কতী প্রতি মহেশোবাচ, যে লজ্জন করে, তার কুতীপাক নরকে কৃমিমেঘে বাস, ইথে সংশয় নাস্তি।

হুলাল। দেখ ঠাকুর, গোমার ও বাঞ্চালে শাস্ত্র আমি শুনেছি চাই ন; সই কবুবে কি না বল, সই কর তো বিদ্যার পাবে, নয় তো পাবে না, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্ক। কি। অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হিন্দু, তবে বিদ্যার পাইব?

হুলাল। বড় বড় পণ্ডিতরা সব সই ক'রে গেল, আর উনি এগেল কোথা ধাপ-গাড়া গোবিন্দপুর থেকে নৃতন শাল্ল বের করতে, গামলা ঢকে বুড়িগঙ্গা পায় হবার

শাস্ত্র আছে, আর কাহাকেও ত'কে সন্তুষ্ট পার
হবার শাস্ত্র নাই ?

তর্ক । তাঁর তেঁদের ব্রিগদার পার
হউন, ব্রিগদার এক ভৌ সনপাত্তও নর
আর ককবর্ণও নর ; আর পণ্ডিতকী আপ-
নারে না গ্রহ করি, কোন্ কোন্ পণ্ডিত
এইরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিছে ? তাঁদের
শাস্ত্রে কিকিৎহাজ্ঞ জান নাই—

“অজ্ঞান্য ধর্মশাস্ত্রাণি ব্যবর্তিত্তি বে নরাঃ,
রৌরবে নরকে তে হু বসেহুর্গসপ্তকম্ ।”

ধর্মশাস্ত্র না জেনে ব্যবস্থা বে প্রদান করে,
সপ্তবুগ তার রৌরব-নরকে বান হয় ।

সার্ব । বলি ওহে তর্কনিধি, তুমিই ব্যবস্থা
দিতে পার আর আমরা জানি না, শাস্ত্রে
শটে লেখা আছে—

“আতীকৃত মনেন্নীতা বাস্তুকেতুসিনীতথা ।
অরংকার-মুনে: পরী মননাত্বেবী মমোহন্ত তে ॥”

সকলে । গরুড়—গরুড়—গরুড় ।

তর্ক । আরে, তুমি বরই অর্কাটীন ।

সার্ব । আমরা অর্কাটীন, আর তুমিই
বাটীন ।

হুলাল । না, বড় বড় পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র
জানেন না, আর উনিই জানেন ।

তর্ক । শাজ্ঞ-জ্ঞান থাকতে মিথ্যা ব্যবস্থা
দিইছে, তাঁর তেঁ আর পরিজ্ঞান নাই, শাস্ত্র-
কার কইছেন—

“জ্ঞান্যপি যো বদেয়িথাং তত্র মুচ্যত বৎ কৃতং,
সপ্তকম ভবেতেন বিঠাকীটো ন সংশয়ঃ ॥”
সে মহাপাত গী সাতকম বিঠাকীট হরে বাস
করবে ।

হুলাল । হাঁ, ভারী বিঠাকীট হবে, আর
তুমি কীরের হাড়ীর মাছী হবে ; এখন
কগজে সেই করে বিচার দেবে, না অমনি
অমনি ধর্ম বেধেকে

তর্ক । এ অশাস্ত্রীয় আঁকর না বরুণে
বিচার পাইমু না

তর্ক । প্যাছাব করি তোমার আঁকরে,

আর প্যাছাব করি তোমার বিচারে, এ
হেজিপেজি অধ্যাতক পাও নাই ; আমার
বারী পূর্ববদ অত অর্বলোভ রাহি না,
লাজল তো আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, ক্যাশে
চাব ক'রে বাইমু ; অর্বলোভ দেহারে অশা-
স্ত্রীয় ব্যবস্থা লভ, উৎসব বাও, উৎসব বাও,
নরকের কোট আইয়ে রও ।

হুলাল । মরওয়ান ! মরওয়ান ! এই
বায়ুনকো নিকাল দেও ।

পণ্ডিত । (Cold be, cold be) কোল্ড
বি, কোল্ড বি, ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্ ।

তর্ক । কে রে পাণিষ্ঠ মরওয়ান এছে,
যেকরাবাদি ঠেকাইরে ব্রাহ্মণেরে অপমান
করবা, জিরাজ বাব না, জিরাজ বাব না ।

(অর্জুন ঠাকুরের প্রবেশ)

অর্জুন । কঁড় হইছতি ? কঁড় হইছতি ?
দলা হইছি কই ? বলাড়ী পণ্ডিত ঠাকুর
কোথ নকড়, কোথ নকড় ; ব্রাহ্মনকড়
কমগ্রহণ অতিশাঁপ দানম্ নৈব কণ্ডব্য
ইরা পণ্ডিতকী অর উপস্থিত, বিচার দীর-
তাম্, বিচার দীরতাম্ ।

তর্ক । হঃ, উরে বেরা পণ্ডিত আইছে,
ইহারে আঁক করাইরে ব্যবস্থা লরে লব ।

অর্জুন । কিং আঁকড় ? কিং আঁকড় ?
ওটা টকা বিচার বরিক অছি, মিলিব,
আশীর্বাদ কড়িকিড়ি চলি জিব ।

তর্ক । আরে, ও ওনছো কি কটকের
পোলা, বায়ুর পোলা বায়ু বিলাত বাইবন,
সন্তুষ্ট পার হইবন, রেছ মহাবান করবদ,
তোমার উৎসব শাস্ত্রে আছে নাকি ? ব্যবস্থা
দিবে ? লভ বত উরে বেরার ব্যবস্থা লইকে

উৎসন্ন পথে যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও ।
পাচ্ছাব করি তোর বারীতে, পাচ্ছাব করি
তোর ঘুঞ্চে, পাচ্ছাব করি তোর টাহার, মা
কোমলা মন্তকে রহেন ।

[প্রস্থান ।

দুলাল । বাজাল বায়ুন ভারী পাজী, কি
বলেন পণ্ডিতজী, ওর পৈতে উলিরে যা কতক
দেব নাকি ? তা তো হিন্দু মতে পারা যায় ।
ভট্টা । হাঁ হাঁ, শাস্ত্রসঙ্গত—শাস্ত্রসঙ্গত ।

পণ্ডিত । (Keep Keep) কিপ্, কিপ্,
থাক থাক, “নীচ যদি উচ্চ ভাবে, অবুদ্ধি
উড়ার হাশে । ” (Low if high float,
intelligent fly goose) লো ইফ্ হাই
ফ্লোট ইন্টেলিজেন্ট ফ্লাই গুজ, ও অর্জুন
ঠাকুর ! সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা দিতে হচ্ছে ।

অর্জুন । আপনকড় কঁড় কইছন্তি ?
সমুদ্র পাড়, তইকিড়ি কৌটি জিব ? পুরুষো
ত্তম—বাউ, বাউ, দোব নাতি ।
“পুরুষোত্তমসংসর্গে ক্ষেত্রে চৈব ভূমাপতেঃ ।
সমুদ্রযাত্রা চাণ্ডালস্পৃষ্টায়স্যাপি ভোক্তবন ॥
সুশ্রবন্তঃ সনা প্ৰোক্তং নৈব নিন্যাস তথা বৃধৈঃ ।
জাতং পাপং ততো যন্ত্যং লায়তে বিষ্ণু-
দর্শনাং ॥ ”

ইতি শাস্ত্রবচনং—টাকা কার অর্থ কড়ি-
ছন্তি, সমুদ্রযাত্রা কড়, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং
কড়, পরন্তু অগড়নাথ বিস্তমান । পুরুষো-
ত্তম ঠাকুড় দড়শন যেটি করছন্তি, সেটি পাপ
ন বর্জতে, অগড়নাথ যে ঠায়েড়, সৈ ঠায়েড়
সকল জাতের অন্ন খাও, আর জাহাজ চড়ি
কিড়ি সমুদ্র যাও ।

সার্ক । হ্যা হ্যা, এ তো ঠিক হয়েছে,
শাস্ত্রে তো স্পষ্টই ব্যবস্থা রয়েছে—“রথে চ
বামনং দৃষ্টা বৎ পলায়ন্তি স জীবতি ।”

ভট্টা । সতী—পতী ।

বি, ত । তার আর মার নাই ।

পণ্ডিত । (Good been, Good been)
গুড্, বিন, গুড্, বিন, ভাল হয়েছে, ভাল
হয়েছে ।

দুলাল । কি রকম ? কি রকম ?

পণ্ডিত । (Afterwards tell, After-
wards tell) আক্টার ওয়ার্ড্‌স্ টেল্,
আক্টারওয়ার্ড্‌স্ টেল্, পরে বলবে ।
অর্জুন ঠাকুর, ঐ ব্যবস্থাটা লিখে তোমার
নামটা দত্তব্যং ক’রে দাও । দেওয়ানজী,
অর্জুন ঠাকুরের বিদায় দাও । ওর এক টাকা
ক’রে লেখা আছে বুকি, দুটো টাকা দাও,
দুটো টাকা দেও ।]

দাও । এই যে—এই বে ।

অর্জুন । রজা হও বাবুজী, রজা হও,
পুরুষোত্তম মঙ্গল কড়ুন ।

পণ্ডিত । Hear Dulal Babu busi-
ness compromise be হিয়ার দুলাল বাবু
বিজনেস্—কম্প্রোমাইস্ বি, কাজ রকা:
হয়েছে, আমার এতদিন এটা মনে হয়নি,
হিন্দুর দেবতা অগস্ত্য তো সমুদ্রের ধারেই
রয়েছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষও নাই ।
যদি কোন কিকিরে অগস্ত্যকে নিয়ে বিলাত
যাওয়া যায়, তা হ’লে আর কাকর কোন
কথাটা কবার ঘো থাকবে না, যেখানে অগ-
স্ত্য, সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র ।

দুলাল । বাহবা বাহবা । এ বেড়ে কথা,
সমর মাকিক ঠিক লেগে যাবে, রহুন, এর
একটা কমিটি করছি, তাতে ঝাঁ (Resolu-
tion) রেজোলিউশন পাশ ক’রে দিব বে,
হিন্দুধর্মপ্রচার করবার জন্য অগস্ত্যকে নিয়ে
আমরা বিলাত যাব, আর আর ঠাকুরের
নানান্ নিটে, নানান ভিন্নকুটী, অগস্ত্য সমু-
দ্রের ধারেই আছেন, বার তার ভাত খাচ্ছেন,
তার কখনও বিলাত গেলে জাত যাবে
না; আজই একটা (Brahch) ব্রাহ্ম

সভার আয়োজন করা যাক আনন, তার
নাম রাখা যাবে—“হিন্দুধর্ম মহা বিজ্ঞারিণী
গুণগোল।”

পণ্ডিত। বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে,
কেজা বার দিয়া, কেজা বার দিয়া—(Beat
the Fort william beat the Fort
william) বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম, বিট্
দি ফোর্ট উইলিয়েম।

পণ্ডিতগণ।— (গীত)

ঘন ঘন ঘন ঘন ঘনং ।
বাবুদের বিলাত গমনং,
ধর্মের বেড়েছে মাজা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাণের হয় না গজাযাত্রা গৃহে মরণং,
আসছে সব বিধি নিতে,
এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি যা বিধির পিতে, চৌদ্ধ ভুবনং ।
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লুণে বলে,
পুণি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং ।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিতরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং ।
আকর্ষ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখণ্ড সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং
জলযোগে নিশিযোগে দধি ভোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং

হ-ব-ব-র-ল, জ-ড-ন-গ-ব, চ-ট-তক-প,
সহস্রেরঃ,

ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ তুরি তুরি শাস্ত্রবচনং ।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ.
ভো ভো স্বর্গ শিরোমণি ভায়ভূষণং,
যেন তেন প্রকারেণ (চাই) ঘন ঘন
ঘন ঘন ঘনং ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।



জলালবাবুর বাটার সমুখ।

(বালক-নালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আর আমাদের সাহেব হবার বাকী কি ।

বারাংরা সব চলো বিলাতে,

আমরা শিখিচি এই এ, বি সি ॥

ফুট কাট গড়ের মাঠ, ফুট কোট পেটল আঁট,

চটু ক'রে চাঁদপালঘাট, টলে টলে চলেছি ।

খেলে মুরগী ভাতে ভাত,

আর যাবে নাকো জাত,

দাদারা সব খুঁদে সাহেব, দিদিমণি বিবিটী ॥

জাহাজেতে করবো পুজো, ইংরাজী মা দশভুজো,

সাহেব কেট, সাহেব বিজু বোম ভোলানাথ

বিলাতী ।

সাহেব হবো হিঁচু রবো, বাবাদের কি

ব্রহ্মকবি ॥

প্রথম। বনেট পরা ঘাঘরা ঘেরা,

মা জননৌ যোর,

সাজছে কেমন বেজা দাদা,

বল না বাবা তোর ।

দ্বিতীয়। ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথার

খুচুনি,

আমার বাবার দেবিস যদি হাত পা

খুঁচুনি ।

তৃতীয়। আমার বাবা কিচমিচ করে,

আর বলে না বোল দিলী,

আহলামেতে যাচ্ছে চলে, বগলে ঝুলছে

পিসী ।

চতুর্থ। নতুন খুড়ী মাথার ঝুড়ী হাতে মালার

ঝুলী ।

নামাবলি কেটে এঁটে করেছে কাঁচুনী ।

বুড়ো খুড়োর দেখে শুনে লেগে গেছে ভাব,

যেন গোলাস কছে সেলাম, বলে বিবিসাব ।

সকলে ।—

(গীত)

আর আর, সাহেব বিবি,
সাহেব বিবি খেলবো নুতন ধাঁজ ।
লুকিয়ে ভাই পরেছি ভাই, ইংরিজী এই সখেয়
সাজ ॥
দাদা যেন জন সাহেব, আমি যেন নেগী,
খেলবো না, (হরুরে) "তেলি হাত পিছলে
গেলি,"
সে খেলা খেলতে গেলে, কেমন লাগে লাজ ।
আগডুম বাগডুম ঘোড় ডুম সাজে,
ডান মৃদং ঝাগর বাজে,
ইকড়ী মিকড়ী চামচিকড়ী, চামে কাটা
মজুমদার,
ছি ছি খেলবো না আর
হাক্কা খেলা, পক্কা নাচি আজ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—*—

বন ।

(পাকমারা ও বেদিনীর প্রবেশ)

(গীত)

ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা দেখি দার ।
তারে পায় না নাগাল সাত-নলায় ॥
সে যে যানে নাকো পোষ, পাখী ছুলে ক'রে
ফাঁদ,
ফুল ক'রে উড়ে যায় সাড়া যদি পায় ॥
মিছে আটাকাঠী করা, তাতে দেয় না সে ধরা,
বাণ গেয়ে প্রাণ বধতে হবে, জ্বাড়ে খেকে
হায় ॥

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—*—

টাউনহলের সম্মুখস্থ পথ ।

(জ্বালান, মাখনলাল, সাধুবাম, পণ্ডিত-
তলী ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ)

সকলে ।—

(গীত)

পূজিতে গৌরাচাঁদে আমরা করেছি এ
জীবন পণ ।

সাগর বাহিরে সাইছি ধাইয়ে,
গৌরার দেশে তাই হে এখন ॥
আহা মরি মরি কবে বিলেত দেখিব,
গৌরাঙ্গ পূজে, রজ্ঞে গড়াগড়ি দিব,
গৌরেতে গাড়িবে ঘটা নাড়িবে,
চরণ পীড়নে সেথা হইলে মরণ ॥
ধপধপে বিবিগুলি দলে দলে দলে,
হাতে ধরে সাথে হবে নাচিবে গো 'বলে'
রূপের মেলাতে তুফান খেলিবে,
যুড়াবে যুড়াবে এ পোড়া নয়ন ॥
ছাটে কোটে বুটে নটবর-বেশে,
(আশা গৌরার কিবা বুটের প্রহার)
যখন ফিরিব নেটিভের দেশে,
তরাসে অদেশী কাঁপিবে দেখিয়ে

মুরতি ভীষণ ॥

মাখন । কেমন পণ্ডিতজী, হজুগ কেমন
জাঁকিয়ে উঠেছে? বাবুর কীর্তি দেখে
লোকে সব বলছে কি?

পণ্ডিত । বলবে আর কি, সব দেখে
শনে (Head round go) হেড রাউণ্ড গো,
মাথা ঘুরে গেছে ।

সাধু । কীর্তি রেখে গেছেন, ধরজা
উড়িয়ে গেলেন ।

পণ্ডিত । (Flag Fly) ফ্লাগ ফ্লাই ।

জ্বাল । আমি কে, আমি কে, আমাকে
বান্দন তোমাদের একটা রোগ ।

পণ্ডিত । (No sickness, no sickness, all true) নো সিক্‌নেস্, নো নিক্‌নেস্ অল্ ট্রু ।

সধু । (True) ট্রু কি না বালাকর (Daily News এ, a true Hindu) ডেলি দিউসে এ ট্রু হিন্দু সই করা একটা (Correspondence) কorespondence) করেস্পন্ডেন্স দেখতে পাবেন, শেষ বলবেন না যেন আমি লিখেছি ।

হুলাল । গুজব খুব উঠে গেছে, কেমন ?

মাধন । হাটে—বাড়ারে—বাইরে ঐ কথাই কেবল । ও (Municipal) মিউনিসিপালই বলুন, (Leper Assylum) লেপার-অ্যাসাইলম্, (Consent Bill) কন্সেন্ট-বিলই বলুন, পাঁচ সাত বছরের ভিতর যত কাজে গাত দেওয়া গেছে, কোন হজুগ এমন জাঁকে নাই ।

হুলাল । হজুগ হজুগ কর কেন ? ইংরাজী ক'রে (Agitation) অ্যাগিটেশন্ বলাতে পার না ?

পণ্ডিত । (yes, vegetation, vegetation tell) ইয়েস্, ভেজিটেসন্, ভেজিটেসন্ টেল্ ।

হুলাল । (Agitation) অ্যাগিটেসন্ না ক'রে তিনকড়ি মাযার কথা শুনে অমনি আন্তে আন্তে বিলাতে চলে গেলে কি এত ধুমধাম পড়ে যেতো ? না আমার—আমার না ছোক, তোমাদের পাঁচ জনের নাম বেরুতো ?

মাধন । তার আর সন্দেহ কি । কত রাজা-রাজড়া তো হিন্দুমতে বিলাত গিয়েছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গামা পড়েছে ? এই সভা, এই মিটীং, এই (Lecture) লেকচার, ডক্‌বিওর্ক্ (pamphlet) প্যাম্ফলেট ছাপান না করলে, কাজটার (Importance) ইম্পর্ট্যান্স বাড়তো না । (Byron) বাইরন্ বলে-

ছেন, (Full many a gems of purest ray syringe) ফুল যেনি এ জেম্‌স্ অক্ পিরয়েটে রে সিরিঞ্জ, কত হীরে মাণিক অঙ্কারে নুঁকিরে থাকে, হজুগ—এটে (Agitation) অ্যাগিটেসন্ চাই, (Agitation) অ্যাগিটেসন্ চাই ।

সধু । পুলিশে উকীলী করি ব'লে, অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিষ্টারটা হয়ে আসছি ।

মাধন । এডিটোরীর তো একজামিন নাই, কোন বালাই নাই, তবে ফিরে এসে বাবু যেমন কাপড়-চোপড় পরবেন, বে বাঁজে চলবেন, আরিও ঠিক সেই রকম করবো, এতে আমাকে খোসামুদেই বলুন, আর বাই বলুন ।

হুলাল । পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে গেলে বড় মজা হতো, চাই কি ওখান থেকে আপনাকে সিকাপো এক্জিবিশনে পাঠিয়ে দিতে পারতুম ।

১ম । টিকিট মেরে ?

পণ্ডিত । (No, No I catch fish, no touch water) নো নো, আই ক্যাচ্ ফিস্, নো টাচ্ ওয়াটার্, ধরি মাছ না ছুঁই পানি । (Here remain, all business & drive) হিয়ার্ রিমেইন্, অল্ বিজনেস্ ড্রাইভ্, এই-খানে থেকেই সব কাজ চালাব ।

হুলাল । আপনাবু কোন কষ্ট হতো না, শাস্ত্র থেকে যেমন যেমন ব্যবস্থা দিরেছেন, আমি তার সব আরোজন ঠিক করেছি । তালুক থেকে পাণ্ডারা শীকারী সব আনিরে সন্দরবনে পাঠিয়েছি, বনবরা, বনফুকুট, আর আর বত রকম হিঁদুপাখী আর জানোয়ার ধ'রে আনবে ।

পণ্ডিত । (No No, I blessing do, you go) নো নো, আই ব্লেসিং ডু, ইউ

পে', পঁজিতে দেখা গেছ, আজ বড় শুভ-
দিন, "ক্রিসমাস," আলীকরান করছি, হুগাঁ বলে
চলে যাও ।

হুলাল । চল সব, যেমন আসা গেছে,
তেমনি সংকীর্ণন করতে ক'তে একেবারে
সব জাহাজে চল, আজ আমরা জাহাজ
দেখতে বাব ব'লে কাপ্তেন সাহেব খুব ভাল
ক'রে জাহাজ টাহাজ সাজিয়ে সেখানে বল-
টনের উদ্বোধন করেছেন । হরি হরি বল—
জাহাজেতে চল ।

সকলে । হরি হরি বল জাহাজেতে চল ।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন । এই যে বাবাজীরা সব এইখানেই
জমাট বেঁধেছে ।

হুলাল । আর মামা ! ঠকে গেলে, আমা-
দের সঙ্গে তো গেলে না, বিলাতে কত মজা
দেখতে, যে সাহেববিবি দেখে এখানে সব
ভয়ে কাঁপা যায়, সেই বিবি সেখানে জল
গরম করে দেয়, সাহেবে জুতো বুরুষ করে ।

তিন । তা এবা, তোরা যাচ্ছিস যা, বিবির
গরম করা জলে আমার নাম ক'রে একটা
ডুব দিস, আমার আর গিয়ে কাজ নাই !
মোন্ধাং বাবা, তোরা দেশ ছেড়ে চলি, কিন্তু
এখানে একটা বোদ হয় ভাল রকম হুজুগের
আজ পাকে, তোরা থাকবিনি, মাতবে কে,
তাই ভাবছি ।

হুলাল । সে কি ! সে কি ! কিসের হুজুগ
মামা ?

সকলে । কি মামা ! কি মামা !

তিন । থাক, যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিস,
আর শুনে কাজ নেই বাবা ।

হুলাল । না না মামা ! না না মামা !

কি হুজুগ শুনেই হবে, বল ?

মাখন । কিসের হুজুগ (Agitation)

হ্যাক্টিটেনন হবে নাকি ?

পণ্ডিত । (Tell double mother) টেল
ডবল মাদার, মামা (tell) টেল ?

তিন । আজকের কাগজে দেখছিলেন,
একটা সাহেব এক ব্যাটা ভিখারীকে পুলিশে
দিয়েছিল, মেজেষ্টার তাকে ছেড়ে দিয়েছে,
সেই জন্ত সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত
যাবে । সাহেব কাগজওয়ালারাও কেউ কেউ
তাই নিয়ে নাকি খুব লেগেছে ; পুলিশও
এদিক ওদিক হুঁচকারটে ভিখারী ধরা পাক্ড়া
কচ্ছে, যে রকম গোড়া পত্তন, কাজটা জমালে
জমতে পারে কিন্তু তোরা যাচ্ছিস, জমার
কে, তাই ভাবছি ।

মাখন । আহা হা ! দিন কতক আগে
এইটে হ'ত, তা হ'লে এটা শুদ্ধ জমিয়ে দিয়ে
তার পর যাওয়া যেতো ।

সাধু । বাস্তবিক ভিখারীরা বড় বদ্-
মায়ের কথায় কথায় পাজি বেটা বেটারী
(penal Code) পেনাল কোড অমাত্র
করে ; আমি আমার (Wife) ওয়াইককে
বলে দিয়েছি, ভিখারী এলেই অশুধ হেঁদে
ব'লে ফিরিয়ে দেয় ।

পণ্ডিত । শাজ্জেও ব্রাঞ্চ ছাড়া অন্য
জাতের জিক্স করতে নিষেধ আছে, চল চল,
এখন যাত্রা কর, যাত্রা কর, (Do Opera,
do Opera)

হুলাল । রসুন—রসুন, কখাটা বড় দাঁড়াল ।
যখন সামনে একটা হুজুগের যোগাড় হচ্ছে,
বিশেষতঃ ভিখারী নিয়ে গোলযোগ, সুতরাং
আমাদের দায়িত্ব সভার (jurisdiction)
জুরিসডিক্সানের ভিতর এসে পড়েছে, এটা
না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছে না ।

সাধু, মাখন । সে কি ! সে কি ! বিলাত
যাওয়া বন্ধ !

পণ্ডিত । একেবারে (not go ?) নাট
গো ?

হুলাল । একেবারে নয়, আগাততঃ বহু রাখতে হবে, আমরা চ'লে গেলে কথাটা নিভে যাবে, এখনই সভা ক'রে ভিখারী-দমনের (Agitator) স্যাক্রিফিশন কর্ত্তে হবে, বিশেষ সাহেবেয়া এতে (Interested) ইন্টারেস্টেড ; মাখনবাবু সাধুবাবু, এখন বিলাত যাওয়া হলো না ।

সাধু । অ্যা ! আমি ব্যারিষ্টার হতে পাব না ?

মাখন । তা বললে কি হয়, বাবু যা বল-ছেন ঠিক , এখনই বিলাত যেতে হবে, এমন তো কোন কথাই নাই,দেশে কোন হজুগ—এই তোমার গিয়ে (Agitation) স্যাক্রি-টেসন করবার ভিনিস ছিল না, তাই ঐ (Subject) সাবজেক্ট নেওয়া গেছেল ; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চ'লে, তা বলে হাল ফিল একটা হজুগের ধুরা পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায় না । (Shakespe-are) সেন্সপিয়র বলেছেন—

“Remote from cities lived a swain,
Unvexed with all the cares of gain.”
অর্থাৎ দেশে হজুগ থাকতে বিলাত যাওয়া হতেই পারে না ।

তিন । কেমন বাবা হুলালটান ! গাঁজা-ধোর ব'লে তাক্সিয় কর, ধরচটা কেমন ঝাঁড়িয়ে দিলেন দেখ ; কোথায় যাবে বাবা সাত সমুদ্র ভের নদী পার, ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোফা কাজ বাতলে দিলুম, তোমার বজীবাবুকে ডাক, লেকচার ঝাড়াও, ভালি বাজাও, বকেয়া সামিয়ানা আছে, উঠানে টাক্সিয়ে দেবার সভা কর,আবার এটা কুকবে, ঘোঁসরা-হজুগ দিচ্ছি ; যখন মামা আছে,আর আর গাঁজাব তল্লা আছে, তখন হজুগের

ভাবনা কি ? এখন বাই বাবা, আমরা আবার টিপ টানবার সময় হয়ে এল ।

[প্রস্থান ।

হুলাল । মেপে হজুগ থাকতে বিদেশে এখন যাওয়া হতেই পারে না ।

মাখন । কোন মতেই না, কোন মতেই না,কথাটা হচ্ছে—হজুগ চাই—হজুগ চাই—হজুগ চাই ।

সকল — (গীত)

আমরা খালি হজুগ চাই হজুগ চাই ।

বিদেশে আর বাই কি যে ভাই,

দেশে যদি হজুগ পাই ॥

দেশ হাজুক আর মজুক,

আমরা বুঝি কেবল হজুগ,

হজুগ বিনে বুদ্ধক্লিক আর চলবার চারা নাই ।

মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,

শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটা জাহির ভাই ।

মিলেছে নতন হজুগ যুচেছে বিলেত যাওয়ার
বাই ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পট-পরিবর্তন ।

উজ্জল আলোকমালা- সজ্জিত অর্ঘবান ।

(সাহেব ও বিবিগণ)

গীত

Farewell ! Farewell ! Gungajee
we will sail across the sea,

Burah Burah Babu for our freight
With their lily-face and belly

weight ,

Ha ! Ha ! Ho ! Ho !

Hi ! Hi ! Hi !

Our Captain Brahmin,

A genuine Kulin Brahmin,

All the crew

Are Hindu true ;

From Bo' S'n Jaak to Peru

Baboorchy ;

On Christmas Ev.

With your leave

We'll carry the Babus both He

and She.

ধবনিক-পতন

একাকার

প্রস্তাবনা

—*—

গন্ধর্বলোক ।

গন্ধর্বরাজ, রাণী ও অঙ্গরাগণ ।

অঙ্গরাগণ ।— গীত ।

কেন আসে আঁখিজল, কেন বা বিকাশে হাসি,

কে বহিছে হৃৎপুঞ্জ তুঞ্জে কেবা সুধরাশি ॥

রাণী ।—রমণী দুখিনী সন্ধ্যা পুরুষের দাসী ।

পুরুষে পরে না ফাঁস নারীরে পরায় ফাঁসী ॥

রাজা ।—

ফাঁসী নয় প্রেমহার, রমণীর মলকার,

হার পরা বিনা ভার, নারীঃ নাহিক আর,

পুরিতে তুহিতে নারী দাস মোরা অভিলষী ॥

অ, গণ ।—

না না উঁচু নীচু নাই, দোহে দোহা যুথ চাই,

অ-ভাবে সকলে সুখী সমান সবাই ॥

রাণী ।—

আমি হাত পেতে আছি, তুমি দাঁও যদি বাঁচি,

রাজা ।—

আমি চৌকতুবন ঘুরে এনে নাগ বলে ঘাচি ॥

অ, গণ ।—

মিছার বিচার কর রাজা রাণী দাস দাসী ।

জীবলীলা ভাবধেলা সুখে দুখে মেশামেশি ॥

(নেপথ্যে বিকট কোলাহল)

রাজা ।—

এ কি এ কি অকস্মৎ, কোথা হতে এ উৎপাত,

শান্তির আবাস-পাশে এ কি অমঙ্গল ।

খালা পালা হল কাণ, শিশ্যের ঐক্যতান,

নরকের ঘর কিবা হ'ল অনর্গল ॥

প্রাণী ।—

রক্ত রক্ত প্রাণেশ্বর, ডরে কাঁপে কলেবঃ,

মাতিয়াছে পুনঃ বৃষ্টি ছুট দৈত্যদল ।

সখী ।—

রাখিবে নারীর মান, সম্মুখে যে বিজ্ঞমান,

রমণী রক্ষার তরে পুরুষের বল,—

কেন সখি মিছামিছি হতেচ বিকল ?

(একজন গন্ধর্বের প্রবেশ)

গন্ধর্ব । দেব !

আশ্চর্য্য অদ্ভুত কাণ্ড, ধরা বৃষ্টি লগ্ন-ভণ্ড,

পশু পক্ষী কত পশে ত্রিদিব-আবাস ।

আপন অবস্থা দৃষ্টি, আসিছে ভীষণ ক্রুটি,

অভিযোগ করিবার চৌপতি-পাশ ॥

রাজা ।—

কিবা আছে অভিযোগ, আমি দিব যনোযোগ,

দেবরাজে-নাহি যেন করে জালাতন ।

ছিন্নমতি জীবদলে, আন ঘরা এই স্থলে,

ঘর পার হ'লে যাবে ইজের সদন ॥

[গন্ধর্বের প্রস্থান ।

প্রিয়ে নাহি কিছু ভয়, অতি নীচ জীবচর,

মর-মাঝে নরের অধিক সবে হৌন ।

রাণী ।—

তবে ত এ ভাল খেলা, আজব জীবের মেলা,

এ আশোনে আজকার কেটে যাবে দিন ॥

(পশুপক্ষিগণসহ গন্ধর্বের পুনঃ প্রবেশ ও

পশুপক্ষিগণের একত্রে কোলাহল)

রাজা । আরে রে নিকট জীবদল !

কি হেতু এ বিকট চৌক্যর,

ক সাহসে পশু আসি ত্রিদিব-আবাসে ।

গন্ধর। কাক নামে পক্ষী এক অতীব চতুর,
গন্ধকের পাশে পেয়ে পথের সন্ধান,
ভনি, পাঠিয়েছে হেথা সবে,
আপনি আসেনি ধৃত কি জানি কি ভয়ে।

রাজা। একে একে কর নিবেদন

করি কিবা মনের বেদন।

ব্যাভ্র। হালুম হালুম হালুম !!

বেজার জুলুম,—জুলুম জুলুম জুলুম !!

আমি এখন বাগা—তামাম গায় দাগা,

এক লাকৈ পগার পারি,

ভগার নাই হালুম ?

আমার কেন দেহনি ডানা ?

উড়তে হ'ল কেন মানা ?

সখ হ'লে খেতে পারি,

ফুক করে পালার উড়ে,

ই ক'রে দাড়িয়ে দেখি।

আমি উড়বো উড়বো উড়বো

তবে ছাড়বো ছাড়বো ছাড়বো;

হালুম হালুম হালুম,

বেজার জুলুম,— জুলুম জুলুম জুলুম !

ভল্লুক। হুম হুম গাঁ

হুম হুম গাঁ,

যেথা সেথা যা,

মল্লুক জোড়া নাম,

ভাল্লুকচন্দর রাম।

নখের আঁচে আঁচে

চড়তে পারি গাছে,

নাছের কাছে কেতে যাই,

জলে ডুবলে খাবি খাই,

ডোবা নালা পুতুর পাখার,

ডুব দে দেব সীতার—

সীতার সীতার সীতার।

হকুম চালাও খাঁ খাঁ খাঁ—

হুম হুম হুম গাঁ গাঁ গাঁ।

পাখী। প্যাক প্যাক প্যাক চিঁ চিঁ চিঁ !!

ঠোঁট দেখে চিনেছি কি ?

অতঃ চিড়িয়া।

কিচির মিচির বলি

রেতে চখে ঠুলি,

ডানা মেলে আশ্রয়ান জুড়ে,

ফুস করে যাই কদু ফর উড়ে,

কিছু রোদে যখন পাখা জলে,

সাধ বড় হয় ডুবি জলে,—

আজ নেব হকুম মাথা খুঁড়ে,

তবে ছনিয়ার বাব উড়ে।

হকুম হবে কিহবে কি হবে কি ?

প্যাক প্যাক প্যাক চিঁ চিঁ চিঁ।

মৎস্ত। কৌক কৌক কৌক !

খালি জল গিলি আর মাগি ঢোক ;

ঠ্যাং ছাড়া রাং ছাড়া বেরাড়া ছাঁচ,

আঁসে ঘেরা শাঁসে পোরি জলভরা মাছ।

দাও চারটে ঠ্যাং, নিদেন যেমন ব্যাং—

ড্যাং ড্যাং ড্যাং চলি করে রোক।

কৌক কৌক কৌক—

কৌক কৌক কৌক ॥

(বানরের প্রবেশ)

বানর। কিচ্ মিচ্ কিচ্ মিচ্ হপ্ হাপ্ হপ্,

মানুষের মত মানুষ আসছে

চুপ্ চাপ্ চুপ্।

সামনে কে—জান কি ?

দরং মিটার মান্‌কি।

আদর করে বাদর বলে আছে নাম ডাক,

সবই দেখ মান্‌বের মত

বেশী ল্যাংগের আঁক।

কিসকিনে করবো গিফরম্ ;

ছেড়েছি ভাই জেতের ধরম,

গাছের ডালের মত বেশ—

তাই চেরায়ে মিছি তৈস ;

চপমা মিছি ঢোক,

অবাক হয়েছি লোক ;

হব হাহ্বের মত বোকা,
তাই এখানে ঢোকা ।
তুচ্ছ ওহে গন্ধর্ব,
দেখ্ছ তো সত্য তব্য,
হব নব্য, খাব "গব্য"
লিখবো কাব্য,
বল্বে লোকে বক্তা,
পোক্তা হুঁম দিয়ে লেখ একটু নোক্তা ।

আহা মরি মুখ দেখ কিবা অপক্লপ ।

কিচির মিচির কিচির মিচির

হপ্ হপ্ হপ্ ॥

রাজা । হুঁ হুঁ মুখ জীরদল ।

কোথা গেল সরল সে পণ্ডজান,
মানবের মত কেন হলি রে পাগল ?
উড়িতে বাসনা বড় বনের শাঙ্গিল,
মন্ত নখ লম্প বক্ষ দাও বিহগেরে ।

বাজ । না না না হালুম হালুম হালুম ॥

রাজা । কি কহ বিহগ !

পক্ষ-বিনিময়ে লবি কি রে চতুষ্পদ ?

পাখী । না না না চি চি চি ॥

রাজা । চতুষ্পদ তাক্স নখ সীনেরে দানিয়ে

ডল্লুক বজ্রনে বাও জলধির তলে ।

ডল্লুক ও মীন । না না না গাঁ গাঁ গাঁ—

চি চি চি ॥

রাজা । মানবের হিংসা কপি নাহি কর আর ।

সকল সমান দেখি গিভির আকার ।

কিক্রিং অগেকা আর কর কপিরাজ ।

স্বরার মিলিত হবে উত্তর সমাজ ।

বানর । জাত বাবে জাত যাবে হব অগমান ।

যেমন আছি তেমন রব রাজা হনুমান ॥

রাজা । নিজ্য ভাগ্যে দিয়ে দোষ

নাহি হও অসন্তোষ,

নিগূঢ় সন্ধান বলি শুন জীবগণ ।

মিছ নিজ শুণে জেন সবে বলবান,

ধাতার নিরমবলে সবাই লুপ্তান ।

বে ক্যায়ের বল দেখি আকুল বিহগ,
সে শাঙ্গিল আজি দেখে উড়িবার তরে,
এসেছে কাহিতে হুঃখে দেবরাজ-বারে,
মীন তুমি হীন কেন ভাব আপনার,
জলে জেন তব কাছে সবে পরাজয় ।
মিছ নিজ শুণে তুই থাকহ সকলে,
হুই আশা নাহি কর যাও ধরাতলে ।

[[পণ্ডপক্ষিগণের প্রস্থান ।

রাজা । ভাঞ্জেছে সুমতি সত্য বুদ্ধি ধরাধাম,

তাই নাথ লেখা ঘটে হেন গণ্ডগোল ;

বিধির বন্ধন সবে খুলিবারে চার,

বোঝে না কি বিপর্যায় ঘটবে হে তার ।

রাজা । হীনমতি পণ্ড পক্ষী কি দোষ এদের,

বুদ্ধিমান নর ইথে দেখায়েছে পথ ।

দেবের বিহারস্থল অপক্লপ স্রুজামল,

মরতে ভারত-ক্ষেত্র অতি পুরাতন,

অবিগণ করে যথা প্রথমে প্রচার

স্বরগের সুখ-সমাচার ;

বিধির বিচার অস্ব করি নিরীক্ষণ,

লোকাচার চমৎকার করিল স্থাপন ;

নানাজাতি জীবজন্তু দেখিয়ে সৃজন,

নরমাত্রে জাতিভেদ করে প্রবর্তন ;

পরস্পর নির্ভরের করিয়া নিধান,

করিলেন সবাকার সন্তোষ-বিধান ;

সেই সে ভারতে এবে নব অবতার,

অহংজানে মন্ত সবে বুদ্ধির বিকার ;

অবিগণে তপজ্ঞান দ্বন্দ্ব পুরাতনে

বজ্রধরা কল পাতে গৃহেতে যতনে ;

সাম্য সাম্যের তোলে নাহি বোঝে অর্থ,

বিপ্লব প্রাবন আনি ঘটায় অনর্থ ;

সাম্যের না বৃদ্ধ তত্ত্ব করে একাকার,

একাকারে ঘরে ঘরে উঠে ক্রোধাকার !

চল প্রিয়ে সবে আজি বাই প্রহরাজল ।

দেখি হে কেমনে নর ভোজ্যে কন্দকল ॥

রাগী। চল চল নাথ যাই তবে যরা।

আর আর সহচরি বেধি গিরে ধরা।

সকলে।— গীতঃ

ওয়ো যদি বাতাস লাগে গার।

মলরা নাকি আছে হাওয়া সহ্য নাহি বার।

যদি যেতে যেতে ধরা, যৌবনে ধরে লো জরা,

ধূলি লেগে কালি যদি ধরে কনক-কার।

বিজলী ভাবিয়ে মনে, মেঘ যদি কোলে টানে,

মাজিতে হাঁটিতে যদি বাজে কোমল পার,—

অলি যদি ফুল ফুলি যুখে চুমো খার।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

(মধুবাবু, বহির্কটী)

মধুবাবু, প্রেমচাঁদ ও বেচার ম।

মধু। ওহে চকোবস্তী, আজ কিছু নিষের
গরজ টরক আছে নাকি, সকালে ত আর
এ দিকে তোমাকে বড় দেখতে পাইনে?

প্রেম। আজে বড়বাবু, বাজার টাকার
নিককেই ক'রে নিতে হয়, তার পর ছেলে
চটাকে নিষেও একবার বলতে হয়, কুমতা
ত নেই যে মাষ্টার রাখিয়ে দিই, পাড়ার
পালেদের বাড়ীতে মাষ্টার আছে, সেখানে
পড়া ব'লে নিতে যেত, তা তাঁরা আর যেতে
দেন না, বলেন কি—

মধু। ওরে চাঁর কি হ'ল? হাঁ, তার পর
তুমি কি বলছিলে—বল।

প্রেম। আজে, আমার ছেলেদের কথা
বলছিলেম, পালেদের বাড়ীতে পড়তে যেত—

তা আজ কেহে পার না; তাঁদের বেজবাবু
নাকি বলেছেন যে, আমাদের গরীব ছুঃখী
লোকের ছেলেদের সঙ্গে বললে পাড়ালে
তাঁদের ছেলেরাও ছোটলোক হয়ে যাবে।

মধু। তা ট্যাকা দিয়ে মাষ্টার রেখেছে,
তার বলতেই ত পারে। তা যাই হোক,
ছেলেই পড়াও আর যাই কর, যে ছেলে চাকরী
কতে হয়, সে ছেলে ছুঃবার আন। যাওয়ার
রাখতে হয়। এখন হাম্বাগ ব্রাদারের বাড়ী
প্রথম এগ্রেশটিগ বেকই, তখন দুঃখো লাল-
চাঁদ বাবুর বাড়ীতে হাজরে দিতে বেছুম।
ঘোষকা ম'শাইকে এখন ডবলুম সাহেব
হামোলা ধরে ডাকে টাকে, আজকাল সাহে-
বের লোক হয়েছেন, যবির চিনে নিয়েছেন,
আমাদের ত গ্রাহ করবেনই না।

বেচা। আজ, সে কি কথা আজ্ঞা কছেন,
আপনাকে গ্রাহ করিনে? সাহেবের কাছে
যাই আর যা করি, সবই ত আপনার অমুগ্রহে।

মধু। হাঁ, তবে এটাবলিসমেন্ট কমা-
বার কথা হচ্ছে, মোমবার দিন সাহেব
আমাকে রিডক্সন লিট তাঁদের কতে বলে-
ছিলেন, প্রায় ১৫১৬ জন কেরাগী কমবে,
তাঁতে চকোবস্তীরও নাম পড়েছে, ঘোষকা
ম'শাই, আপনার নামটাও পড়ে গেছে।

উভয়ে। আজ, সে কি

প্রেম। বড়বাবু, আমার আর একটা
দিনও গরহাজির পাবেন না, দুবেলা বাড়ীতে
আসবো। আমি ত আছিই, তবে ছেলে
ছোটকে পড়াচ্ছিলেম, থাক গে—পড়ে শুনে
আর কি হবে, বেঁচে থাকে; তাত রেখে—
পাঁউরটি বেচে থাকে।

বেচা। আজ, আমার এত দিনের চাকরী,
এই ব্রুক্সবরস হ'ল, এখন আমার নাম রিডক্স-
সনে আপনিক কেছেন? তা হ'লে আমার
উপার হবে কি?

মধু। তোমার ভব কি, তোমার ভব-
নর সাহেব মুকুন্দী সরেছেন—ভিনি যেন
করেই তোমাকে অতঃপরকার বড় কর্ম ক'রে
দিতে পারেন। তাহে কি—বড় সাহেব
আমার মনে নে, মধু, তাদের জবাব দিয়ে
তুমি কাজ চালিয়ে নিতে পারি, তাদেরই
নামের একটা সিটি ক'রে আমার দিও। আমি
তাই দিয়েছি, বোম্বা ম'শায়ের কাজ এমন
কি বেশী কিছু ত নয়, আমি খোকাকে বলে-
ছিলাম, সে স্বীকার করেছে, তার কাজ
তোমার কাজ দুই করবে।

বেচা। খোকা—

মধু। ঐ যে তোমরা থাকে অস্তিবাবু
রস, আমার এই কোলের শালগী। ছোকরা
খুব ভালক, ও এরির মধ্যে সাহেবের নজরে
পড়েছে, তেঁকে থাকতে পাল্লের পর ওর হবে
ভাল দেখছি।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আজ, চা হয়েচে।

মধু। আমার আজ পেটটা কেমন গরম
আছে, আমি আজ চা খাব না, বাবুদের দিগে
বা।

সোণা। তারা সব থাকে।

বেচা। আজ, এখন আমার উপায় কি
হবে? গরীবের অন্নটা আর এ বয়সে কেড়ে
নেবেন না।

মধু। ভবন সাহেবকে ধর গিরে, তোমার
ভাবনা কি হে?

বেচা। আজ, সাহেব দরকারে ডেকে
পাঠালে কাজেই যেতে হয়, আমি কি সেখানে
আপনাকে ডিঙ্গিয়ে বাই? আমার না হয়
বরলে আর কোন ডিপার্টমেন্টে বিন, যেতে
আর কোন সাহেবের কাছে যেতে না হয়।

সোণা। বাব, সাহেবের কাছেই বাও
আর বেচানই বাও, কোথাও কিছু হ'বার

বো নেই। আমাদের নড়বাবু সে সব বুড়ো
মেরে রেখেছে, যদি ভালই চাও, তবে বড়-
বাবুর খোলামোদ কর।

মধু। তুই চুপ কর, আমার খোসা-
মোদ করার আশিত্তক কি? সাহেবের
চাকরী, সাহেব-বার উপর লম্বা থাকবেন,
তারই ভাল হবে।

প্রেম। আজ, সাহেব লম্বা থাকা না
থাকাসে আপনারই হাত।

সোণা। এ—এম, বাবু, তুমি ঠিক
বলেছ; শুনবে বাবু, ঐ বাবু বা বলে, আমা-
দের বাবু বা বলবে, সাহেব তাই শুনবে,
তোমরা হাজার কর্মকাজ দেখাও, বাবু যার
নামে একটু কল টিপে দেবে, অমনি তার দফা
রফা, কি বল গো বড়বাবু, আমি ঠিক বলছিনে?

মধু। তুই এ সব কথা ক'র ক'র
কেন? আচ্ছা পাগল—

বেচা। আজ, পাগল হোক বা
হোক, সোণা বলছে মিছে নয়।

সোণা। কেমন বাবু, বুঝেছ ত, বাবুকে
ধরে পড়ে থাক যে আখেরে ভাল হবে;
সোণা পাগলই হোক আর বাই হোক—হক
কথা বলে। তোমার উপর বাবু কবে থেকে
চটেছে জান, বুঝেছ ঘোবলা-মশাই বাবু,
মার বাপের বাড়ীর গীরে যে পুকুর পিতিষ্ঠে
হয়েছিল, তার দক্ষ এখানে খাওয়া দাওয়া
হ'ল না? সে দিন তুমি কেন এলে না? বাবু?

মধু। সোণা, ও সব কথা কি? আমার
বাড়ী কেউ আহুক না আহুক, থাক না থাক,
আপিসের চাকরীর তার সঙ্গে সম্পক কি?

সোণা। আপনি রাগ করেছিলে, তাই
বলছি; ও বাবু সে দিন বলে পাঠিয়ে ছ্যাল
যে, পেটের অম্বু করেছে; হী হী বাবু—
বড়বাবুকে ফাঁকি দেবে? তুমি কানেত কি
না, কলুবাড়ী খেতে হলে জাত যাবে।

মধু। সোনা এখান থেকে বা—

সোণা। তা বাচ্চি, সোণা হ'ক কথা বলে, কেন, কলু অবশ্য জাতটা কি? কি বলা গো চক্কবর্তী বাবু, তুমি ত বাবুন—তুমি যে কতবার আমাদের এখানে পোলো পর্দা খেয়ে গেছ, আর ও বাবু কয়েত বৈত লয়, কত বাবুন পোলো খেলে, আর উনি লুচি খেতে পারে না?

(কাচা গলার উমাচরণ মিত্রের প্রবেশ)

কি গো বাবু, তোমার অমন চেহারা হয়েছে কেন? জুতো টুতো সব কোথায় গেল?

উমা। যেখানে পাচ্ছিগেনে বাপু, কাচা গলার, যা মরেছেন।

সোণা। তা কি জানি বাবু, কলকেতা সহর, এ বড় মুক্খিলাং জায়গা, এখানে কত লোক কত চঃ করে। সেই বড় বাবু—সেই তোমার কাছে একজন একবার গোরু মরেছে ব'লে জুজুরি কত্তে এসেছিল।

মধু। মিত্রের খবর কি? আজ কদিন হ'ল?

উমা। আজ ২৬ দিন। তিন দিনের ছুটি আমার অহুগ্রহ ক'রে করিয়ে দিতেই হচ্ছে।

মধু। সাহেবকে জানাও, তাঁরে বল।

উমা। আজ, তা তো জানিয়েছিলাম, তা তিনি বলেন যে, শ্রদ্ধ ট্রাঙ্ক তোমার যা কত্তে হয়, এর পর একটা ছুটি টুটি দেখে করো এখন,—তাড়াতাড়ি কি দরকার? দেখুন দেখি মশায়, এ কি কথা? ওঁরা তো আমাদের আচার-ব্যবহার জানেন না, আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লই হয় যে, সেটা হয় না, আজ শ্রদ্ধ স্থগিত থাকে না।

মধু। হাঁ হাঁ, সাহেব আমারও ঐ কথা ক'ল বলছিলেন বটে।

উমা। আজ—আজ, তার পর আপনি কি বলেন?

মধু। আরে ভাই, আমি কি সাহেবের মুখের ওপর কথা কইতে পারি? আমার বলে, মিত্রের ছুটি চাচ্ছে, তা ওর মার শ্রদ্ধ কি এর পর কত্তে হয় না? তা আমি কি করি, বলুন যে, পূজার ছুটির সময় সার্বলেও সার্বতে পারে।

উমা। আজ, সে কি? আপনি নিজে বাঙ্গালী, আমাদের রীতি-পদ্ধতি সব জানেন, আপনি সাহেবকে বলে দিলেন যে, আজ শ্রদ্ধ স্থগিত থাকতে পারে?

মধু। আমি ত ভাই তোমাদের মতন ইয়ং-বেঙ্গল নই যে, সাহেবের সঙ্গে তোমাদের মতন কথা কাটাকাটি করবো, তা যদি কত্ম, তা হ'লে আজ যে আমার অবস্থা দেখছো, তা কখনই হত না, আগিসে বড় বাবুও হতেম না, জুরিতেও বসতে পেতেম না, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদও দিত না; আমরা সাহেবকে দেবতা ব'লে জানি। আর ও দিনে আমি তোমার ছেড়েই বা দিই কেমন ক'রে, তা হ'লে আগিসের কাজের যে গোল হবে; তোমার যে দিন শ্রদ্ধ পড়ছে—আমার কোলের শালা খোকার বৌয়ের সাধ পড়েছে সেই দিন, ওর দিদি তার আগের দিনেই যাবেন, ওকে সঙ্গে যেতে হবে; আবার ও আমার বলছে, যে, ওর টেবিলে যে ছুটি ছোকরা বসে, তারা ওর বিশেষ কেও—তারেও ছুটি দিতে হবে, সঙ্গে ক'রে নিরে যাবে।

সোণা। হাঁ, যা বলছেন, আমাকেও যেতে হবে, তিনি কদিন বার আমার বাড়ী যাচ্ছে—হুদিন না থেকে কি আসবে? তুমি বাবু তোমার মার শ্রদ্ধ ক'র আর একদিন তখন করো; আমরা একটু আয়োজনা

কতে যাব, তাতে আর বাগড়া দিও না। মার মার বাড়ী গেলে খুব মজা হয়, আমি একবার সেই কাগজ নিয়ে গেছি, ওঃ, কত গাছপালা, কত পতঙ্গ, আর সেই বুড়োর নদে আমি খুব পোট করে লিছি, তাদের বাড়ী বানিগাছ আছে কি না, খুব চড়বো। আমি গেলেই মার মামা, বুড়ো আপনি লেবে বসে আমার বানিগাছে চড়ে বুরতে দেবে আর বাবু সেখানকার যে তেল, তাতে পোড়া খেয়ে বৌচ বাব, তোমরা যদি এক-বার খাও বাবু তা আর ভুলতে পার না, লাক মুখ দে কাজ বেরায়।

(একজন সরকারের প্রবেশ)

মধু। তুমি কোথা থেকে আসছো?

সর। আজ মশায়, আমি ঈশান বাঁড়ুয়ো মহাশয়ের কল থেকে আসছি, সেই পুত্রবিলী-প্রতিষ্ঠার হিসাবটা এখনও দেখা হয়নি।

মধু। সে হিসাবও সোঁকার মিটেছে না, তোমাদের বাঁড়ুয়ো মহাশয়ক নিজে আসতে বসো, জিনিসপত্র সব অতি ধারাপ করেছিল। বা মরদা দিয়েছিল, লুচি তো বিক্রী মোটা মোটা হয়েছিল।

সোণা। উনি ত সেই কলের বাবু, বল ত বড়বাবু সেই তেলের কথা একবার; বাবু, মাছ চেন না, ঠাকতে আস, এ কি যে সে ঘায়গা পেয়েছো যে, বা তা জিনিস নিলেই হ'ল? কামার বাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয়? বাবু আগিসেই বেকক আর বাই কলক, একেবারে তো আর অজান্ত হয়ে যায়নি যে, তেল চিনবে না? তেলের মোটা লাবাতেই যা শুঁকলে বলে দিয়েছে যে, অচ্ছে-কের ওপর সোরগোঁজা আর পোস্ত নিশেল। বাবু যেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে, মার মামার বানি আছে; ওনলে— মার বাবাও এখনও

গাছ চালায়, ট্যাকা করেছে, তবু এখনও বলে, জাত-ব্যবসা ছাড়বো কেন?

মধু। সোণা, রেখে দে তোর সব পাগলামি, বেহাদুর বেটা কোথাকার।

সোণা। তা বাবু, সোণা পাগলই হোক আর বাই হোক, হক কথা বলবে, কলুবাড়ী এসে তেল ঠকিয়ে বাবে, ট্যাকা লেবে না? বাবু, তুমি এখন দাম দিও না, সে তেল একটু আছে, আমি মামাবাবুর কাছে গিয়ে দাম ঠিক ক'রে দিয়ে আসবো। তুমি বাবু যেমন কল-কল থেকে তেল লিতে যাও, ঘরে তেল মজুত রয়েছে; মামাদের ওখান থেকে তেল লিলেই হয়, তারা মার কত ছুঃখ করে।

উমা। (স্বগত) চমৎকার দৃষ্ট। কলুবাড়ী বামুন তেলের নামের জন্ত হাজির, কলুর পোলাম তার জিনিসের দোষ ধরে, দাম কাটছে। মোকদ্দম চাকর বাটা এক পাগলামির ঢং ক'রে করেছে ভাল, তাকাম কতে কতে মুখের উপর খুব ব'লে নেয়, আমাদের চেয়ে ভাল।

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। ভালাম বড়বাবু।

মধু। আরে এস এস বাবুজান যে, এদিকে কি মনে ক'রে?

বাবুজান। কাল সাঁজে একবার এ পাড়ার দিকে এয়েছিলুম, অনেক দিনের আলাপী একটা আমাদের দেশের ঘেরমাছ এই আপনাদের পাড়াতেই ঘর ভাড়া করেছে, কাল তার বাড়ীতে আমোদ আশ্বাদ করে-ছিলেম।

মধু। বেশ বেশ।

উমা। (জনান্তিকে) দেখছো ঘোষজা, বেটার স্পর্ধা দেখ, বড়বাবুর মুখের উপর বেটা ঘেরমাছের বাড়ী থাকার কথা বলচে, কথাটা কবার যো নেই, আর আমরা খতর-

বাত্তা বাবাত্ত নামটী পৰ্য্যন্ত করে এখনই
মুখের উপর নশ কথা শুনিয়ে দিতেন।

বাবুজান। হাঁ! বড়বাবু, কাল টাপিনের
পরে আপনি যখন বড়সান্বেবের ঘরে গেছিলে,
তখন সাহেবের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল?
আমি সেই সময় একবার লিচের তামুক
খেতে গেছলুম, কথাটা শোনা হয়নি।

মধু। কেন কেন, সাহেব তোমার কিছু
বলেছেন না কি?

বাবুজান। না, আমি এখনও তা সাহেবকে
জিজ্ঞাসিনি। তখনই সাহেব একখানা বুরুরী
চিঠি মেলে, বলেটিয়ার বারিকে লে যেতে আর
জিজ্ঞাসবার সাবকাশ পেলেম না; কিন্তু সাহে-
বের মুখখানা বড় ভীর ভীর দেখলাম, আপনার
ওপর কিছু গোসা চোপা করেছে নাকি?

মধু। অ্যাঁ, মুখ ভার ভার দেখলে! কেন
বল দেখি, আমি ত তেমন কথা কিছু বলিনি।
তা দেখে বাবুজান, তোমার আর কি বলবো,
তুমি আমাদের বড় আপনার লোক, তোমার
মতন মানুষ প্রায় দেখা যায় না; দেখ, আজ
তুমি ত বিকেল বেলা কুঠীতে যাবে, খেলা-
টেলা হয় যদি, বেলাজটা যদি ফুটি দেখ, তা
হলে সেই সময় শুছিরে গাছিরে—তোমার
আর শিখিয়ে দিতে হবে না, আমার হয়ে
ছুটো কথা বলো।

উমা। (বগত) আচ্ছা বাবা, কতক শোধ
হচ্ছে, যেমন আমাদের খাঁতলাও, তেমন
পেরাদার পায়ে খণ্ডে হচ্ছে।

মধু। কি হে বাবুজান, কথা কইছো না
যে, তুমিও যে মুখ ভার করে?

বাবুজান। তাই ত বড়বাবু, আপনি যে
আমায় মুকিলে ফেলে! এই পাঁচ বাবুতে
বুড়দিনই সাহেবকে চটিয়ে রাখে, ওদের ত
বিবেচনা নেই শরীলে, আর তুমি আমি মরি
সাহেবের মুখ-ঝুটা খেয়ে।

উমা (বগত) দুর্গা আছেন, দুর্গা আছেন,
বাঁচলেম, তাই ভাবছিলেম যে, পেরাদা
সাহেব একজন দাড়িয়ে—আমাদের কিছু
বলেন না কেন, এতগুলো ভাঙ্গা কুলো আমরা
এখানে খাড়া রয়েছি, আর পেরাদা সাহেব
ছাট কেলেতে পান না?

(কলুবোয়ের প্রবেশ)

কলুবো। গলার দড়ী, গলার দড়ী, মুখে
আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন
চাকরীর, মুখে আগুন অমন আপিনের, মুখে
আগুন তোমার সাহেবের, মুখে আগুন অমন
চাঁকার।

মধু। এ কি, এ কি, একেবারে বাইরে যে
—এ কি এ?

কলুবো। বাইরে—তা কিসের নজ্জা,
কাকে নজ্জা, ছোট নোকের—ইব্বিক জেতের
আবার নজ্জা কি? এই গরনাগাটী সব
এখনি ছুর করে ফেলে দেব, এক জাত নিয়ে
যেখার সেখার অপমান। বাটে পথে লাহনা!

মধু। আবার এখন জাতের খোঁট
কোথায় হ'ল? জাত, জাত তো আমার
বান্ধব ভেতর; সব আগিনের তদ্বর নোক
দাড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাক না?

কলুবো। কিসের তদ্বর, টের তদ্বর
দেখেছি। তুমি মনে কর বুঝি, তোমার
সবাই মাস্তি করে। চাকরীর শিত্যে
চাঁকার খাতিরে তোমার মুখের সামনে কিছু
বলে না, আড়ালে ঠাট্টা করে না? তুফাতে
গিয়ে হাসে না? বসুক না সব ভদ্রর।

সোণা। হাঁ মা হাঁ; মাঠিক বলেছি, আমি
কদিন গুলেছি, বাবুবা সব এইখানে এমনটী
খাকে, বেরিয়ে গিয়ে রাজার গাল পাড়তে
পাড়তে যায়। হ্যাঁ বড়বাবু, মা সত্যি বলেছে,
তোমাকে শালা কলু, শালা ছোট নোক
কোট নোক, যাচ্ছে তাই বলে। ঐ চকবত্তী

মশাই বাবু একদিন রাগান্বিত কতে কতে
বাচ্ছল, না চক্কাবত্তী মশাই ?

প্রেম। কবে রে সোণা ?

সোণা। সেই বন্ধে না তুমি ? একজন
কে বলে, “বধো শালা” আর তুমি বাপন্ত
কহে ।

কলুবো। সোণা, ধাম্ বলছি, কথার
ওপর কথা কসনে। এর একটা বিহিত কর,
হয় জেতে ওঠ, নয় বেনন কলু, ভেমনি কলুর
মতন থাক ; দাও আমার বুড়ি ক’রে গোবর
আনিরে দাও, আমি রাত্তার গিরে ঘুঁটে
দিছি। তোমার ঐ চাপকান পাকড়ি চুলোয়
দাও, দিরে ঘামি কেন, পুজোর দালানে
গাছধর কর ।

সোণা। হো হো, তা হ’লে বেড়ে মজা
হবে। মা ঠিক বলেছে, তা হ’লে আমি
মাইনে পত্তর কিছুই চাইনে, দুটা দুটা খেতে
দিও, আমি হাতদিন ঘানিগাছে বসে বসবো।
এই দেখ, ও কলের সরকার বাবু, আমাদের
বাবু যদি ঘানি করে, তা হ’লে তোমাদের কল-
টল সব ঘুরে যাবে, তোমাদের বাবু তখন
খারাপ ডেল দেওয়ার মজাটা টের পাবে।
বাবু, বাবুন হয়ে কলুর অন্ন মারতে যাওয়া
অমনি লয় ।

কলুবো। সোণা, আবার কথা কচ্ছিস,
আমার রাগ বাড়ছে, তা জানিস, আমার বেশী
রাগালে কি হয়, মনে আছে ত ?

সোণা। ও বাবা, তা মনে নেই ? শুনছো
গা বাবুরা, যাকে রাগান অমনি লয়, ঐ অস্ত
বড় যে বড়বাবু, যাকে আপনারা শুদ্ধ ভর কর,
তাকেই একদিন কাঠের চেলার বাড়ী ধপা-
ধপ্ পিটে দিলে ।

মধু। সোণা, ছুর করে দেব বলছি, রাত্ত-
দিন পাগলামি ভাল লাগে না। চক্কাবত্তী,
তোমরা তবে এখন যাও ।

উমা। (জনান্তিকে) কেমন, আমি
বরাবর বলি যে, সবাইকে বিশ্বাস করো, ভাকা
আর পাগল ছাড়া। সোণা বেটা ভাকা পাগল
সেজে একবার বলে নিজে দেখছো, মনে
কছো কি, ও বেটা কিছু বোঝে না ?

[কেরাণীজর ও সরকারের প্রস্থান ।

মধু। বাবুজান, তা হ’লে তোমারও বেলা
হ’ল—

বাবু। হাঁ বড়বাবু, আমি তবে এসি ।

মধু। দেখ বাবুজান, এ সব ঘরের কথা
যেন সাহেবের কাণে না ওঠে, ঘরের ভিতর
কার কি না হয় বল ? বিশেষ ওর আবার
হিষ্টিরিয়া আছে। মনিবের কাণে সব কথা
কি ভুলতে আছে ?

বাবু। সে কি কথা ? সাহেবকে এ সব
কথা কি আমি বলতে পারি ? আমার যে
লালিসটে ছেল বড়বাবু, সেটা কি ভুলে
গেল, সেই একটা বনাভের চাপকানের
কথা ।

মধু। না না, তুলিনে, তুলিনে, শুধু চাপ-
কান কেন, তোমার পাগড়ী টাংড়ী শুদ্ধ
একটা পুরো হুট্টাই করিরে দিছি ; আর দেখ,
ঐ চক্কাবত্তী চক্কাবত্তী ক’জন ছিল, ওরা
শুনে গেল, আপিসে গোল টোল করবে কি
বোধ হয় ?

বাবুজান। হাঁ, তুমি নিশ্চিন্দ থাক
বড়বাবু, আমি সকাল সকাল আপিসে গিরে
বাবুদের এমনি ইশেরায় কড়কে লেব যে, ও
সব বাতাই মুখে আনবে না, এখন এসি,
শালাম ।

মধু। সেলাম, সেলাম ।

[বাবুজানের প্রস্থান ।

ইগাণা বো, তোমার এ কি রকম আঙেলটা
বল দেখি ? আজ একবারে আমার মাথাটা
কেটে ফেলে

কলুবো। আর আমি যে অপমানিত হয়ে
নাথি খেয়ে এম, সে কথাটা খেঁজো না বুঝি ?

মধু। তুমি আবার কোথায় অপমান
হ'লে ? কার কাছে নাথি খেলে ?

কলুবো। ধোপার কাছে, ধোপার কাছে
—সেই ধোপাকে চেন না ? যে মূলেক
হয়েছে, তোমাদের চেয়ে বড় চাকরী করে,
মাইনেই কম পাক আর ঘাই পাক, মান বেশী
তোমাদের চেয়ে ।

মধু। কে রাজকুমার ? হাঁ, ডের মান বেশী !

কলুবো। বেশীই হোক আর কমই
হোক, তার বাড়ীর বামনী এসে আজ আমার
বাচ্ছতাই শুনিরে গেল—পোড়া এমন
লোকের হাতেও পড়েছিল যে, যে সে জাত
তোলে !

মধু। বলি, সেই কোন্ নার ডটচাষি ?
সেও ত ধোপা ।

সোণা। আরও ছোট জাত, লা গো
বড়বাবু ? আমরা তো কলু—যানি ঘুরিরে
তেল বের করি, তার! যে পাঁচ জেতের ময়লা
কাচে ।

কলুবো। যাক, আমিও তাদের অযা-
স্তারা বরু আর বামনী মাগী উল্টে তাই বলি।
আমি ছোট লোক বলি, সেও আমাকে ছোট
লোক বলে, আমি ত আর বড় হতে পারি
না আর পাশের মিস্ত্রিদের ছাদ থেকে
ছুমাগী কায়েতনীর যে হাসি ঠাট্টা ! কেন,
কিসের জন্তে, বামনী এত শোনাতে কেন ?
বামুনের কি চারটে হাত আছে ? গলার
গাছ দুচ্চার স্মৃত দিয়ে তো বামন ; যদি ভদ্র
হতে চাও তো পৈতে নেবার ব্যবস্থা কর,
ট্যাকার সব হয়, ট্যাকার খরচ ক'রে ডটচাষি
মটচাষি দিয়ে একটা শাস্তর বের কর, পৈতে
নাও ।

সোণা। যা বেড়ে বলেছে বাবু, তুমি

পৈতে লাও, কলু অমদ জাত নয়, তবু বামন
হ'লে আরও মজা হবে ; যা, তোমারও পৈতে
পরতে হবে, বামনদের শুধু মজরা পৈতে পরে,
আমাদের কলুদের মেয়ে মদ সব পৈতে
পরবে, তা হ'লে বামনের চেয়ে বড় হয়ে যাব ।

কলুবো। কি, চুপ করে রয়েছ বে ? কথা
কও না ।

সোণা। ও আর বাবু কথা কইবে কি,
তুমি যা আমার গোটাকতক পরলা দাও,
তালা স্মৃতা কিনে আনছি ।

কলুবো। ভুই খাম । বলি হ্যাঁগা, কি
হবে ?

মধু। তা যা হোক হবে, সে ত আর
এখনকার কথা নয়, হু একজন ডটচাষিকে
হাত কত্তে হবে ত ?

কলুবো। সে যা কত্তে হয়, তা তুমি জান ;
আমি কিন্তু এই ধনুক ভল্লন পণ কল্লম,
ভেরাভিরের মধ্যে যদি পৈতানা নিতে পার,
তা হ'লে আমি তোমার ঘর-সংসার চুলোয়
দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব, বাবার
দোকানে ব'সে উড়্‌কি ক'রে তেল বেচবো
আর যত নোককে ডেকে ডেকে তোমার
পরিচয় দেব ।

মধু। আচ্ছা, যা হয় একটা হবে । আপি-
সের বেলা হ'ল, এখন চল—আচ্ছা পাগল !

সোণা। পাগল নয় বাবু, যা পাকা কথা
বলেছে । যা, আমি খবরদার বলছি, বাবুকে
ছেড় না, পৈতে লিতেই হবে, চল বাড়ীর
ভেতর চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক ।

জুতার দোকান ।

মুচি ও মুচিনীগণ ।

(গীত)

কারিগিরি মুচিগিরি বড় ছোট। কাম ।

ছো ছো ছো, আউর করবে নাকো হাম ।

ইংরাজিটা পোড়বে খোড়া,

পিনিহে লেবে জামা জোড়া,

খাড়া খাড়া বনিরে যাবে বড়াবাবু-রাম ।

চড়ে লেবে ট্রাম গাড়ী,

গড় গড় যাবে সাহেব বাড়ী,

তড় তড়া তড় চলবে কলম ফুঁড়ে নাকো চাম ।

নেন্দু চামার নেহি তেখন নন্দাবাবু নাম ॥

(কাণফুঁড়ী মিস্ত্রীর প্রবেশ)

কাণ। আরে কেয়া রে চামার লোগ,
কি গোলমাল লাগিরেছিস, কাম টাম ছোড়ে
দিরে গান-বাজনা লাগিরে দিবেছিস যে,
নেসা টেনা খারেছিস নাকি ?

১ম মুচিনী। আরে মিস্ত্রীজী, তুমি কি
বলভিছে গো ? কাম তো হোবেই করবে,
লেকেন বিচবিচমে খোড়া বহত নাচ গানটা
না করবে তো কলকাত্তার ভাত কেমন
করিরে হজম হোবে ?

কাণ। আরে এ ক্যা। হিয়া মেয়ামাহুব
এসে জমে গেছে ? কামের জায়গার মেয়ে-
মাহুব ? দোকানঘরে ইস্ত্রীরা লোক ? তবে ত
সত্যনাশ দেখছি, আরে বাহোরা। বাহোরা !

১ম মুচিনী। আরে শুন তো তাই মিস্ত্রী,
তুমি বক্ বক্ কেন কোরছে ? তু যা আপন
ধর বা ; ঘরে কেউ আছে না ? রহে তো
সুম কর থাকে, সামকো আসিস, কাম বুঝে
সুঝে লিস, খুট খুট খিট খিট কেন করিস ?

কাণ। ওহো, এ বাবিনী কার মাসী রে ?

এ খুটুয়া, এ মেয়াক কিসকো ? দেখো ফের
দোকানে এমনি গোলমাল করেরা তো হাম
সবকে নেকাল দেগা, নোসরা খুটা ভরতি
করেরা। এ লোকমো যানে বোলো, নেইতো
সবকো জবাব দেগা ।

১ম মুচিনী। আরে ও মরদোয়া, এ
কেয়া ? তুলিরে ভালিরে বুলায়ে নে আসিলি,
এখন ইজ্ঞা যে অগিরে যায়, তু লোককা
মিস্ত্রী তো জবাব দিচ্ছে, রোটি কি দোটুকরা
মিলবে, না—উপাস করে মরবে ? হামিকে
এমনি জবাব কি বাত বলতো, হামি দোকানে
থুক্ দিরে চলে যেত ; তুলোক মরদ আছিল
না কুর্ভা আছিল, ইজ্ঞা খুইরে কাম করবি ।

নন্দু। কি মিস্ত্রী, কি বলচে গো, জবাব
কি বাত কি বোলছে ?

কাণ। কি বোলবে আর, তুলোক কাজ-
কর্ম কোরবে না তো বসিরে বসিরে তলব
দেবে নাকি ? কামে গাকিল কোলেই জবাব
দেবে ।

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ জবাব দে না ! আরে
মিস্ত্রী জবাব দেগা ! হাঁ হাঁ হাঁ !

(গীত)

জবার দেও জবাব দেও জবাব দেও আবি ।

ঘরে বসে কাম পাবে পরসা জন্তে ভাবি ।
খুটলে লেয়াও রূপেরা, দেতনা তলব রকেরা,
জলদি জলদি চুকায় দেও সব দাবি ॥

এ কেয়া পাইছো কেরাণী,

দেখলো চোক রাঙ্গানী,

নকুরী গেলে ডুকুরি কেনে ধেরে মংবে খাবি ।
হামি দিচ্ছে মেড়া কাম, তবে লিচ্ছে পুরা দাম
পরসা অমনি মাংসা দেতা কবি ॥

জন্তর সন্তর লে লে লে, চিসাব খৌড়ি দে দে দে
বুঝলে স্ত্রীলে জুতি স্ত্রীতে লে লে জেতা

চাবি,—

পকাইতে খবর দেবে মুচি কোথা পাবি

কাণ। আরে এ বসন্তরা, এ নন্দু, আরে
পৌসা করো কাছে? হামি উমরে বড়া আছি,
ছুটো মিস্ত্রী কড়া বোলবে না তো বোলবে
কে? পরদেশে আসছে, বাপ দাদা সাথে
নেহি, হামি না শিখাবে তো চাল-চলন
শিখাবে কে? রাগ না করো, কাম করো।
আরে বিটিরা সব, এ ছকান তুহারি।

সকলে। হাঁ হাঁ, ভাল বোলছে, কাণ-
ছুড়ি মিস্ত্রী বড়া ভাল লোক আছে।

কাণ। নন্দু বাবু কুখা রে?

নন্দু। আধুনো তো আসে নি।

কাণ। ক্যা—এগার বাজতে চলো,
এখনও আসেনি?

(গদাধর দত্তের প্রবেশ)

গদা। সেলায় মিস্ত্রী সাহেব।

কাণ। কি গো দত্তো বাবু, এখন বুম
ভাললো নাকি? বড়ীটা দেখছো, কেত
বাজছে?

গদা। আজ্ঞে মিস্ত্রী সাহেব, আজ একটু
বেলা হয়ে পড়েছে বটে; কাল রাত্রে ছোট
মেরেটার বড় অর হয়েছিল, তাই তাকে
কোলে ক'রে আজ সকালে ডাক্তারখানার
ঘেতে হয়েছিল, সেই জন্ত একটু দেরী হয়ে
পড়েছে।

কাণ। তোমার মেরের বেমো হোলো
তো হামার কি আছে গদাই বাবু? ঘেলে
মেরের বেমো হ'লে পরের কামটী চলে না;
ডাক্তারের ঘরে গেছলো ব'লে মাসটী গেলে
কি হামার কাছে বারো টাকার বদলে এগার
টাকা লেবে?

গদা। কি করবো সাহেব, হঠাৎ হয়ে
পড়েছে, বাড়ীতে আর কেউ পুরুষ নেই,
আমি একলা, আজকের দিনটী কিছু মনে
করবেন না।

কাণ। না, হামি ও সব বাৎ শুনেতে চার
না, হামি কাম চাও, কুখা চাহে না; তুমি
আসেনি, কারিগর লোক বি কাম করছিলো
না, বাবু, তুমি অজ্ঞ বারগা দেখো, হামার
এখানে তুমার পুখাল না।

গদা। কারিগরেরা কাম করেনি, তা
আমি কি করবো বলুন, আমি থাকলেও ত
ওরা আমার কথা শোনে না, তবে আমার
উপর রাগ করেন কেন?

কাণ। নেহি নেহি বাবু, চলা যাও, মাস-
কাবারে আসো, পাওনা কোড়ি চুকার দেবে।

গদা। রাগ করবেন না মশায়, আমার
আজকের দিনটী মাপ ক'রুন, দেখুন, ছাপোখা
মাহুব, আপনি যদি বিদেয় করে দেন, তা
হ'লে একেবারে সপরিবারে দাঁড়িয়ে লারা
বাব।

কাণ। হামি কোন বাৎ শুনেবে না,
তোমার জবাব হলো।

(একজন বেকার কেরানীর প্রবেশ)

বে, কে। তা বাবু, আমি দাঁড়িয়ে শুনিছি,
মিস্ত্রী সাহেব তো কিছু অজ্ঞার কথা বলছেন-
না, পরের চাকরী অনেক বুঝে বুঝে কোত্তে
হয়, মেয়ে তো আর একদিনে মারা যেত না।

গদা। বেশ মশায়, আপনি খুব উজ্জলোক,
পেরহু লোকের অন্নটী যার, কোখায় ছুখ;
ভাল ক'রে বলবেন, না ফোড়ন দিতে এলেন।

বে, কে। বাবা, যে দিনকাল পড়েচে,
চাচা আপন আপন বাঁচা, আজকের বাজারের
মাথা খুঁড়লে তবে চাকরী মেলে, শরীর পাত
ক'রে তবে সেটী বজার রাখতে হয়। আমি
যখন কবরওয়াল সোয়ারিস সাহেবের ওখানে
বেকরতম, আটটার ভেতর হাজরে দিতে
হোতো, এক পরসার বাতাসা খেয়ে সমস্ত দিন
কেটে গেছে। ভাল কথা—সোয়ারিস সাহে-

বের নামে একটা কথা মনে পড়ে গেল, ওখানকার মুচ্ছ্রুদি ছিদেম বাবু এই দোকান ছাড়া আর কোথাও থেকে জুতো নিতেন না। কাণফুড়ি সাহেবের মত হট-বার্ণিসের ডবল-শ্রীং আর কোথাও তোরের হয় না; মিস্ত্রী মশায়, আপনার যদি লোকের দরকার হয়, তা আমি এখন ব'সে আছি, তিন মাস ম্যালেরিয়ার ভুগে সোরারিস সাহেবের ওখানকার চাকরিতে খুইয়েছি; এই রেখুন, আমার হাতের লেখা একখানা দরখাস্ত সঙ্গেই আছে, বিল কত্রে, একাউন্ট রাখতে, বা বলবেন, সবই পারি, মধ্যে একবার টেলার সপ ক'রে কিছু লোকসান দিয়েছি, আপনার এখানে দরকার হয়, হাতাহাতি ক'রে ছুতার ছোড়া সাজ সেলাইও ক'রে দিতে পারি, কল চাশানও আমার বেশ জানা আছে।

গদা। মশায় ব্রাহ্মণ, প্রণাম হই।

বে-কে। না আমি ব্রাহ্মণ নই।

গদা। মশায় ভাঁড়াছেন কেন? আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথার ধরা পড়েছেন।

বে, কে। কি রকম?

গদা। মশায়, আমি দত্ত, কয়েতের ছেলে হয়ে জুতোর বিল লেখা চাকরী পর্যন্ত খীকার করেছি, আর মশায় যখন শেলাই পর্যন্ত উঠেছেন, তখন ফুলের মুখটা না হয়ে যান কোথায়?

বে, কে। না হে, আমি কারন্থ—আমরা বোস।

গদা। তা হ'লেও হতে পারে, তবু কুলীন, আমার বাখার ওপর আছেন; তা আর পরী-বের অন্নটোতে লাভ দেন কেন, মাইনেও ত ওনলেন বারটা টাকা বই নয়, এতে আর আপনার কি হবে?

বে, কে। ওহে, আজকের বাঁকায় বার

টাকাই দেয় কে? আজ সাত মাস ব'সে ব'সে দেনা ক'রে থাকি, আর আমি কাজ দেখাতে পারি মিস্ত্রী সাহেব কোন্ না ক্রমে দু-এক টাকা বাড়িয়ে দেবেন।

কাণ। হাঁ, মনিবকে খুসী কোত্তে পারে চুরি-চামারি না কোত্তে, দু পরসী তোরসা আছে। লেকেন বাবু মালপত্র বিস্তর থাকবে, নগর বিজীর টাকা বাবুর কাছে তামাম দিন জিন্মার থাকে, এখানে কাম কোর্তে হোলে একটা জামিন দিতে হবে, আমার জানবিং একটা মেয়েমানুষ গলাই বাবুকে সুপারিস কোরছিল, তাই ওকে রাখলে।

(একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। “সুদ্রবনী মুনিকত্তে তারয়েং পুণ্যবন্তং বং পলায়ন্তি স জীবতি” কি বাবা, কি বাবা জুতোওয়াল সাহেব, তোমার এখানে লোক রাখবার কথা হচ্ছে, জামিন চাই বাবা? আমার মেজ ছেলেরা গত বৎসর এল-এ দিয়েছে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ—আর পড়াবার শক্তি নাই, তারে যদি রাখত আরি উত্তম জামিন দিতে পারি; সব্বদোপে আমার বৎ-কিকিং ব্রহ্মন্তর আছে; তার কাগজপত্র রাখ ভাল, নচেং কলকেতার বড়লোকের জামিন চাও, তাও দিতে পারি, আমার প্রতাপালক হচ্ছেন রাধা দামুদাম শা—আমি তাঁরই ওখানকার সভা-পণ্ডিত, “সর্কতীর্থময়ো বটী দাম্পত্য: কলহশ্চৈব বহ্নারন্তে লঘুক্রিয়া”; ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ কছি, অজ্ঞ জ তোমরা চাকরীর চেষ্টা কর, এটা আমার পুত্রের জন্ত ছেড়ে দাও।

গদা। বেশ মশায়, আমি আজ তিন বৎসর এখানে অর ক'রে থাকি, মনিব একটু রাগ করেচেন—আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কোথায় হুঁকথা বলবেন, না আমার তাড়িয়ে আপনাদের ছেলেকে বসাতে চাচ্ছেন?

(উন্মোচনগণের প্রবেশ)

১ম উ। চাকরী আছে? চাকরী আছে?

২য় উ। মহাশয়, আমার যদি রাখেন তো আপনার বই রাখা থেকে ভাগাদা আমার পত্র সব কষ্টে পারি।

৩য় উ। মশাইয়ের যদি এ কষ্টটা লাগে, তা হ'লে আমার সঙ্গে অ্যাগ্রেমেন্টস নেবেন, আমি বাড়ী থেকে টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবো।

ব্রাহ্মণ। “যমঘারে মহাঘোরে আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা” পাণ্ডু ব্যাটারী, আমি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রের চাকরীটার জন্ত দাঁড়িয়েছি, আর সবাই ক্যান্সার মতন এসে তা'রই উপর পড়লে; আমি পৈতে ছি'ড়ে ব্রহ্মপাণ দেব, আমার ছেলের এ চাকরী না হয় যদি, তা হ'লে যে এ কষ্ট করবে, সে নিকর হ'বে।

বে, কে। কেন বল দেখি ঠাকুর, ঐ জন্তই তো বামুন ঠাকুর মানতে ইচ্ছে করে না; তোমরা অধঃপাতে গিয়েই তো আমাদের এই দুর্দশা হয়েছে; একটা চাকরী পাবার জন্ত পৈতে ছি'ড়তে এলে? যখন পৈতে ছেঁড়ার কথা মুখে এনেছ, তখনই তো তোমার ব্রাহ্মণত্ব গেছে, আগে প্রায়শ্চিত্ত করে কের বামুন হও, তখন তোমার শাপ গাল শোনা যাবে।

গদা। ও নন্দ, বাবা, এ তো ক্রমে ভারী গোল বাধলো দেখছি, যেন ভাগাড়ে শুকুনি পড়েছে, তুমি আমার হয়ে মিস্ত্রী সাহেবকে দুটো কথা বল। তোমার কথা থাকবে, তোমাকে মনে মনে একটু ভর করেন, তা আমি জানি, দেখ এ মাসের মাইনে পেলে তোমার আমি দুটো টাকা দেব, বল বাবা বল, দু'কথা জোর করে বল।

নন্দ। আচ্ছা, তিনটা টাকা দিও, তোমার

চাকরী আমি রাখিবে দিচ্ছে। মিস্ত্রীজি, গদাই বাবুকে ছাড়িও না, পুণাপা লোক আছে, কাম কাজ সব বুঝে লেছে, নজর তৈয়ারি হয়েছে, পাঁচ মেথলে জুতোর মাপ আন্দাজ করতে পারে, হামার হাতে কাজ থাকলে খরিদারকে আপনি জুতা পিনিহে দিতে পারে, ননা লোক আসলে বড়। গোলমাল হোবে, নয়তুন বাবু লিখে আমি কাম করতে পারবে না, গদাই বাবুসে হামসে বনিরে গেছে।

কাণ। আচ্ছা নন্দু, এবার তুমি যখন সুপারিস কোরছে, তখন আমি তোমার কথা রাখলে লেকেন আজকে দেরিকা জন্মে এক টাকা জরিমানা হলো, যাও বাবুলোক সব ছুটি করো, এ দফে আমি গদাই বাবুকে মাপ কোলো।

১ম উ। জানি, আজ যখন জীবনের মুখ দেখে বেরিয়েছি, তখনই জেনেছি; অদৃষ্ট—

ব্রাহ্মণ। সর্কনাশ হোক, সর্কনাশ হোক, তুই ব্যাটা কোথাকার কায়ত? ব্রাহ্মণ ছেলের জন্ত চাকরীতে চাইলে, তুই ছেড়ে দিতে পারিনে? দূর দূর! বেল্লিক ব্যাটা, আমার টাকার দরকারটা বুঝলিনে, সংসারের খরচ কত জানিস? এখন আর চাল-কলার ভট-চাখি বামুনের চলে না; কনিষ্ঠ পুত্রটির জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের হুকুম, এই দ্যাখ ব্যাটা, এক বাবুস বিটেছুট কিনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মনে করিসনে ব্যাটা বে, এ বিটেছুট খেলে জ্ঞাত যাবে, এ হিঁহর হাতের তৈয়ারি, কে সি, বোস কোম্পানীর বিটেছুট, ঐবিহু।—বিবকুটকুট, এ সব খরচ-যোগাব কোথা থেকে রে ব্যাটা পাণ্ডু, আমার নিরাশ করি, তেরা-জের মধ্যে চাকরী যাবে—যাবে—যাবে।

[ব্রাহ্মণ ও কেরাণীর প্রস্থান।]

কাণ। লেও বন্দু, কাম করো, ডিপটী
বাবু ভূতী আজ সামকো ভেজকেই হোবে,
দয়তোবাবু, বিল করঠো জলদি লিখে দাও,
কিন্ তোমাকে কেটেতে যেতে হোবে,
চাংড়া আজ খালাশ করনা চাহি। আর
বাহুরাকে কেমন গড়াঙ্ক পো, চারটা কেতাব
ছিড়লো, লেকেন সদ হক না চিনলো,
আজ আমি সকাল সকাল পেঠিয়ে দিবে,
ভাল কোং পড়াইও, এবার কেতাব
ছিড়লে তোমার তলব কেটে কিনে দেবে।

[কাণ্‌জুড়ীর প্রস্থান ।

নন্দু। এ গদাই বাবু, হামাকে কিছু
ইংরাজী পড়াগে ? ঝন্টু, অন্টু, সবাইকে
ইংরাজী পড়াও, হামার ইচ্ছে হইছে ;
হামলোক চাকরী কোরবে না, কেরাগী
হোবে না, লেকিন ছুটে। ইংরেজী পড়লে,
ইয়েস নো গুলি বোলে ভদ্র হোয়ে যাবে,
আর কেউ চামার বোলবে না, বাবু বোলবে।

গদা। তা তোরা যে শিখছিলি—শিখতে
শিখতে ছেড়ে দিলি কেন ? বই পোড়ে
এখন কতকালে বাবু হবি ? আমি মুখে মুখে
তোদের কত ইংরেজী কথা শিখিয়েছিলাম,
সব ভুলে গেছিস ?

নন্দু। ভুলবে কেন ? ও সব ঠিক ইচ্ছাদ
আছে, শুনবে ?—বোল ত ভাই, গদাই
বাবুকে সব শুনারে দে ইংরাজী
সকলে।— (গীত)

হো হো হো সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু
বুক্‌স্‌।

হাতকো বোলে হাত, পেটকো বোলে বেলি,
আউর নাককো বোলে মুখ।

সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুক্‌স্‌।

চাউলকো রাইস বোলে, প্যাডিকো ধান,
আউর হক্‌ নানে চুঁব

সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুক্‌স্‌।

মোটাকো ব্রেড কহে, নুতিকো খেড,
স্করাকে কহে সুব্‌।

সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুক্‌স্‌।

চোরকো মানে থিক, ঠক্‌কো মানে চিট,
আউর আইবকো কহে সুস্‌।

সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বুক্‌স্‌।

কাধার বাবা, লেদার চাম,

জুতি জানো মুখ।

সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুক্‌স্‌।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গভর্নাক্‌ ।

ইডেনগার্ডেন ।

বামব ও রাধানাথ ।

বামব। তোমার কি হে—মাস গেলে
তিন চারশ টাকা উপায় কছো, কিছু করেও
নিরেছ, তুমি বলবে না কেন ; আবার তার
উপর গবর্নমেন্টকে চাবি তাল। সাপ্লাই কর্‌রার
কনট্রাক্ট পাওয়ার ভরসা বোধ হয় আছে,
তাই এখন ইংরেজ-ভক্ত হরে পড়েছ।

রাধা। আর রাগ করো না ভাই, তবে
সে হিসেবে কি তুমি কিছু উপায় কতে না
পেরে আর গবর্নমেন্টর কাছে কোন প্রত্যাশা
না থাকার সাগেবের উপর চটে দেশহিতবী
হয়ে পড়েছ ?

বামব। শুধু আমি কেন, অনেকই চটেছে।
আমাদের দেশ—আমরা ব'লে থাকবো, কর্‌ম
পাব না, খেতে পাব না, আর কোথা থেকে
ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে ব'লে এখনকার
মোট। মোটা চাকরীগুলি হরল-ক'রে আমা-
দের দেশের টাকাগুলি ধরে নে বাবেন।

রাধা। কই, কনার্‌দন শার বেলেঘাটার

গমিতে কি নোলকটারের বড়বাটারের কুঠীতে একজন ইংরেজকেও তো চাকরী কত্তে দেখতে পাইনে। ইংরেজের চাকরী ইংরেজ কচ্ছে, এটা কি বড় আশ্চর্যের কথা? দেশটা দখল করেছেন ইংরেজ, রাজকাবাও এক রকম বায়সা, তার পর রেলওয়ে বল, জাহাজের কাজ বল, বড় বড় সওদাগরী আপিস ইত্যাদি বা কিছু বল, যেগুলি বেশী চাকরীর ব্যয়গা, সবই ইংরেজের; তা সেগুলিকে ওরা যদি একেবারে ওদের জাত-ভাইতে বন্ধিত করে, তা হ'লে কি ধর্মে হবে? এই আমি যে কারবারটুকু করেছি, এতে আগে আমি আমার বতগুলি স্বজাত পেয়েছি, তাদের কর্তৃ দিয়েছি, জম'র পর আর যা কিছু হু একটা—বাকী, তা বাঙ্গালী-কেই দিয়েছি; এদের বদলে ইংরেজ করাসী ওদিকে থাক, আমি যদি খোঁটা কি উড়ে মিস্ত্রী সব রাখতুম, তা হ'লে কি লোকে আমার ভাল বলতো?

যাক। তা হ'লে আমাদের উপায় কি হয়? দেশের লোক অরের জন্ত কোথায় যাবে?

রাখ। আপিসের চাকরী বই যদি অরের জন্ত উপায় থাকে, তা হ'লে লাট-সাহেবী থেকে রাজাবলিগিরী পর্যন্ত সমস্ত চাকরীগুলি দেশের 'লোককে দিলেও সবার সজ্জান হয় না। উপস্থিত বেকারের সংখ্যা তো কম নয়, তার পর সাল সাল বাড়ছে কত—তা দেখবার জন্ত বেশী দূর গিয়ে কাজ নাই, একবার এই কলিকাতার জুল কটা ঘুরে এলেই বুঝতে পার্বে। তবু ইংরেজের সব কাজ হাতে নেবার জন্ত বাঙ্গালী উপযুক্ত হয়েছে কি না, সে ডরুও আমি এখানে-জুলছি না। আরও বলি, জাতভাইকে পুছে ব'লে ইংরেজকে দুবছো; কিন্তু তা পুরেও কত লক

দেশী লোককে পুছে বল দেখি, এত চাকরী-জুল আমাদের দেশে আর কোন রাজার আমলে ছিল? কত কেরানীগিরী চাকরী ইংরেজ ভৈয়ের করেছে বল দেখি? তা সবাই যদি ঐ দিকে ছুটবে, তা কতলোকের ব্যয়গা হবে? সে হিসাবে তোমার আমার যদি পাঁচ পাঁচটা ছেলে হয়, তা হ'লে গবর্ণ-মেন্টকে এক একটা নূতন আপিস খোলবার বন্দোবস্ত কত্তে হয়। রোগের গোড়াটা ধর না তাই, চাকরীর চেষ্টা যে ক্রমে এপিডেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাক। তা সেও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের দোষ; টেকনিক্যাল জুল কেন এখনও কচ্ছে না, তা হ'লে তো দেশের লোকে সব শিল্প-ব্যবসা শিখতে পারে।

রাখ। আচ্ছা তাই, তোমাদের স্বাধীন-তার মানোটা কি, আমার বুঝিয়ে দিতে পার? এদিকে তো বল, আমরা সব কাজের উপযুক্ত হয়েছি, কিন্তু কোন একটা সরকার পড়লেই অমনি "দে গবর্ণমেন্ট দে," লেখাপড়া শিখবে, গবর্ণমেন্ট জুল ক'রে দিলে তবে চলবে; পরসা চাই, সংসার চলে না, দাঁও গবর্ণমেন্ট তার একটা উপায় করে; রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক যা যখন কিছু উন্নতির আবশ্যক হবে, সব গবর্ণমেন্টের দোহাই; ক্রমে বিবাহের খরচের রেট, দম্পতি-মিলনের বয়সের বাধাবাধি, কীচুরবাড়ীর পুজার বন্দো-বস্ত পর্যন্ত তার গবর্ণমেন্টের হাতে জুকলে দেওয়া হচ্ছে; দিন কতক বাদে দেখছি, গবর্ণমেন্টকে বাড়ী বাড়ী রাখা ভাত পর্যন্ত পাঠাবার জন্ত দরখাস্ত করা হবে; তা হ'লে স্বাধীনতাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে, তোমরা আগে পিছে চাল-তলোয়ার খিঁচতে থাক, আমরা-দের গায়ে মাছিনী না বসতে পারে, আমরা

আহারাদির পর একটু নিভা দিয়ে উঠে ভাষাক-টামাক খেয়ে খানিক বা লেকচার দিলেম, খানিক বা রাজ্যশাসনটা ক'রে নিলেম।

বাদব। কোথাপিটে পিটে ক্রমে কামারের বুদ্ধি আরও মোলারেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না—তাই ঠাটা কচ্ছো। কলেজ ডেক কি ভুলে গেলে—তুমি লেকচার দিতে না?

রাধা। দুশ বার—স্বকমারি করেছি, তার ভিত্তে তুমি আমার কাণটা ধ'রে হুগালে দুই খাবড়া লাগিয়ে দিতে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভঠরানলের মতন গুরুমশাই আর পুথিবীতে নেই, আগিলের দাঁতখিঁচুনিতে আর বালা-মের বাকার মধ্যে যে জ্ঞানলাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেকার প'ড়ে আর টীগ-নমেট্রী কসে তার আধ কড়াও হয়নি। নিজেকে কো পাসের চাপরাস বেঁধে এপ্লিকেশন বগলে সপ্লিকেশন ক'রে ক'রে হাররাণ হলেম, তার পর একবার ভাবলেম, মহান্দন অব গিজ-নীর চৌকপুরুষের নাম টের মুখস্থ করেছি, একবার নিজের বংশের ইতিহাসের পাতাটা উল্টোই না কেন; দেখলুম, যাকে তুমি হাতুড়ী পেটা বলছিলে, প্রপিতামহ পর্যন্ত তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন; এই কলকেভাতেই বেশ কার-কারবার ছিল, দেশে একটু জমী-জিরেত চাষ-আবাদ ছিল, ঐ হাতুড়ীর জোরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব অভিশেষবা পর্যন্ত হতো, স্বজাতির ভিতর একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কাকর বাড়ী কোন ক্রিয়াকর্ম হ'লে হাজার নিমন্ত্রিত লোক অপেক্ষার থাকতো, কার সাধ্য জগৎ-কুমার (আমার প্রপিতামহ) বতকণ না দোবজা কাঁখেচটি ছুতো ঠ্যাংদোস কর্তে কর্তে উপস্থিত হন, ততকণ বেঁচে বসে।—তার

পর ঠাকুরদাদা মহাপর বৎকিঞ্চিং ইংরাজী পড়ে সাহেবের চাকরী কর্তে ঢোকেন, আমাদেব বংশে তিনিই প্রথম “ভদ্রলোক” অর্থাৎ তাঁর আমদেই চাববাস দুর্গোৎসব অভিশেষবা এইগুলি বন্ধ হয়ে গাড়ী বোড়া চাকর-বাকর কাপড়-চোপড়ের ধুম বাড়ে। বাবাও উকীলের বাড়ী ঢুকে ভদ্র চাল বজার রাখ বার জন্ত প্রথমে নিজের ভদ্রাসনখানি রাখ দেবার লেখাপড়াও মুস্তবিলা করেন; কাকারাতও সব “ভদ্র কামিজ” গারে দিয়ে বাবার জাত খান; বড়দা মেজদাও কম “ভদ্র লোক”নন, মর খেয়ে রাজে বাড়ী আসেন না তার পর আমি বংশের প্রথম “পাস” “ভদ্র-তার” মাজা কিছু বেশী, একদিন ক্রিকেট ক্রবের এ্যানিভারসারী স্পোর্টস এর চ'লা দিতে হবে, দশটী টাকার নেহাৎ প্রয়োজন, মার বাস ভেঙ্গে তল্লাস করা তির ট্রেকুর-ওয়ার্ড উপায় আর কিছু নেই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখি যে, কলখানাতারী ধারাপ, কোন চাবিই লাগে না, উত্তমভদ্র হই হই, এমন সময় হঠাৎ মনে স্পর্ধা হ'ল যে, কি, আমি “কামারের ছেলে” একটা কল খুলতে পার্কো না? তখনই একটা ছিচকে হুম্‌ড়ে দামড়ে এক রকম ক'রে নিয়ে বড়াকসে বাস্‌টা খুল ফেলেম, বড়ই আফ্লাদ হ'ল যে, হাঁ, বখার্ব কামারের ছেলে বটে। নিজের বরাতেও জেল নেই, ছেলেপুলেগুলোর বরা-তেও উপবাস ক'রে মরা নাই, তাই সেই সঙ্গে সঙ্গে এইটে মনে এল যে, ভাল কামারের ছেলে বলে দাপট করে কল তো ভাঙ-লেম, তা ভাঙাতাঁজি না ক'রে এই দাপটে কল গড়ি না কেন? জেতের বিত্তা চুরিতে না খাটিয়ে রোজগারে খাটাই না কেন? তার পর তাই থেকে তোমার বাপ মার অসীর্বাদে বা হোক হুহুটো এনে খাচ্ছি, বাড়ীখানি

খালাস হয়েচে, আবার জরুরী যদি কপা করেন, তা হ'লে আশে বহর মা'কে আন-
বার ইচ্ছা আছে। তারপর সেই "ভদ্র আনার"
গড়াপড়ি সবর স্বভাবের ভিতর দৃশ্য
১১ বার মুখে টিপে টিপে হাসতো, তাদের
ছেলেপুলেরও আমার কারখানা থেকে ছ
পরসা করে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামার ছেড়ে
হামার ধরেই তাই আমার সাম্যতাব গিয়ে
গ্রাম্যতাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যো-
দ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি; ভদ্র লোক হয়ে সাত-
বের উষ্মারী কর্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান
চাপরাসীর খিঁচুনি খেয়ে এসেছি এখন
ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে,
নিষেধ ছু পাঁচজন দরওয়ান চাপরাসী
রেখেছি আর সময়ে সময়ে এক আধটা
সাহেবও আমার কারখানার চাকরী পাবার
অন্ত দরখাস্ত কর্তে আসে। দেখে শুনে আর
ভূগে আমার তো তাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে
যে, আমাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ, যে
বার জাতিব্যবসা ছেড়ে দেওয়া।

বাদব। জাতিব্যবসা কি—ব্যবসার আবার
জাত কি? যার যা ইচ্ছে, সে সেই ব্যবসা
কর্তে পারে।

রাধা। পার্কে না কেন? হাত আছে, পা
আছে, পারে না কি আমি বলছি? কিন্তু কি
তান তাই, মনটা কিছু লাকানে ধাতের হয়ে
পড়ে; কেদারায় বনে টানাপাণির তাওয়া
খেরে কলম পেচা বেশ লোকাকা ছরত, বাইরে
থেকে খুব জমকাল, যেহরতও কম, সেই অস্ত
সবাই লাকিয়ে তাই খর্তে চার, কিন্তু জেতের
কড়াভট্টী ঠিক বজার থাকতো, তা হ'লে আর
এটা হতে পারত না। সব ব্যবসার—সব
কার্যের হিসেব মত ভাগাভাগি থাকতো।

বাদব। এ কত বড় লক্ষপাত দেখ দেখি,
যার একপুরুষ ছুতোয়গিরী করেছে, তার

বংশে বরাবরই সকলকে ছুতোয়গিরী কর্তে
হবে? কারির যদি উন্নতি কর্তে ইচ্ছা হয়, সে
পার্কের না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে,
আমাদের দেশে এখন কারেত বাবুন ছাড়া
অস্ত জাত থেকে কত বড় বড় লেখাপড়া-
ওয়াল লোক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা দেশের
কত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা
যদি মূর্থ হয়ে নিজের জাত-ব্যবসা কর্তেন,
তা হ'লে কি হতো?

রাধা। কিন্তু একটা ছুতোয় ডাক্তার,
একটা খোপা উকীল, একটা নাপিত এডি-
টারের কারগার কত ভরখাজ কস্তনের বংশ,
যার ব্রাহ্মণ পাঁড়কটীওয়াল হয়েছে বল দেখি?
কত আচার-বিনয়-বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন কার-
বের সম্ভান এখন কমলানেন? বরকের কুন্তী
মাধার ক'রে বেড়াচ্ছে বল দেখি? জীবন
পণ্ডিতের কথা কি বলছো? কেতাব পড়া—
তা কতকগুলি বিশেষ ধর্মপুস্তক ছাড়া
অস্ত জ্ঞান উপার্জন কর্তে কোন জাতিরই
নিষেধ ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া কর্তেই যে
জাতিব্যবসা ছাড়তে হবে, তার মানে কি?
এই যে বুদ্ধি, যে ব্যবসায়, যে পরিজ্ঞম ও যে
মনোযোগের বলে তুমি গারেলো এম এ
পাল করেছে, সেই বুদ্ধি, সেই ব্যবসায়,
সেই মনোযোগ, সেই পরিজ্ঞম যদি তোমার
জাতীয় ব্যবসায় কৃষিকর্মে প্রয়োগ কর,
তা হ'লে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের,
দেশের কত উন্নতি—কত উপকার কর্তে
পার বল দেখি?

বাদব। তা তো আমি জানী আছি,
অয়েন্টিক প্রিন্সিপলে একটা এগ্রিকালচারল
কোম্পানী করবার চেষ্টাও আমি করছি; কিন্তু
সমস্ত দেশের লোক এখনও তেমন উন্নত
হয়নি, তেমন এনলাইটেড হয়নি। আমি এম-
করেজমেন্ট পাচ্ছি কৈ?

রাখা। এই দেখ তাই, গিরিটেড কোম্পানী কর্তৃক, ডাইরেক্টর হবে, গ্যেজেটারী হবে, এই ঘুরে কিরে সেই কেরাগীগিরী কাগজ কলমে ক্যালকুলেশন্স কমে রিপোর্ট লিখে যতটুকু কলিকর্তার হয়, তাতে রাজী, নয় বড় জোর সোলস-হাউসাবার দিবে খোড়ার চ'ড়ে এক-বার মাঠ ভদারক ক'রে আসবে—কেরাগী-গিরী + পল সাহেবী—তা তোমার দোষ কি ১৯২০ বৎসর অভ্যাস ক'রে বা শিক্ষালভ করত, তা তো কর্তে যাবেই। দেখা পড়া লিখতে একটু মাথার খাটুনি হয় বটে, কিন্তু শরীরের একটু আয়েস, একটু বাবুগিরী অভ্যাস হয়ে যায়। এই দেখ না, গবর্ণমেন্টের খরচার বা অন্তরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী রিলাত থেকে চাব-বাল শিখে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগিরী, কেউ সুলমস্তারী, কেউ বা চাবের রিপোর্ট লেখে চাকরী কচ্ছেন, কিন্তু নিজের একাউন্টে চাব আবাদ করবার প্রবৃত্তি কাকরই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম ক'রে? একটা বড় ইংরাজী রকম কেত-খামার না হ'লে তো আর তাঁরা হাত দিতে পারেন না, (বোধ হয়, তার মূল-ধনও নেই), এর কারণ কি? বিলম্বে এন্ট্রিকলচারল, কমিটী, ভেট্রিনারি, বুককপিং, কারমিং, ডিম প্রাউরিং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাজল ধরা, গোবর লেজ মলা, রোদ-জল খাওয়া, চাবার সঙ্গে বলা, ধুলো মাখা এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয়নি, সেই কারণে গেলে বালককাল থেকে অভ্যাস কর্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে এই সব কর্তে কর্তে পায় ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও খাড়াপ হয় না, আর মনে অপ-মানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে সুখ-

টুকু, যে মানটুকু, যে গর্কটুকু লুকান আছে, সেটার উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাবা লজ্জাবেশা মাজি মেখে খানের বোঝা খাওয়ার ক'রে, পান পাইতে পাইতে বাড়ী যায়; আর তোমার হেডকার্ক বাবু চাপকান প'রে, টায় চ'ড়ে, একেবারে ছনিয়ার উপর চটে মনকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন।

যানব। ও তুমি সব কি বলছ, আমি বুঝতে পারিনে, মাজিমাখা আবার শিখব কি? রাখা। এই যেমন কালিমাখা শিখেছে। দেখতে পাও না, ম্যাডিকেল কলেজে পাঁচ বছর রক্ত-পুঁজে ঘণা ছাড়তে শিখে তবে সার্জারি কর্তে বেরতে হয়। অভ্যাস রক্ত জিনিস, অভ্যাসে শুধু শরীর নয়, মনও বশ হয়। হেস না, এটা ছোট কথা বটে কিন্তু দুটোজের জন্ত বলি, যে মেখের সহরের ময়লা মাখার ক'রে বেড়ায়, একটা সজ্জ ময়লা ঝুঁড়র তা'কে কলে দিতে বলে সে ছোঁর না, তাতে তার জাত যাবে, মান যাবে—সে মুক্তকরা-সের কার। যে কসাই বড় বড় “কত কি” সব হাসতে হাসতে স্বচ্ছন্দে কাটে, একটা মাছি মারতেও তার কষ্ট হয়। সুখ ছাড়া, ক্লেশ আরাম, সহ্য অসহ্য, মান অপমান, এ সকলেরই বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংস্রবগুণে। এই জন্ত সেকলে গবিরা প্রমত্তীবাণের পক্ষে হাজার এডুকেশন লিবেশ ক'রে গেছেন। তাঁরা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, পাউন প'রে কম্বোজাকেশনে গিয়ে লাঠি সাহেবের হাত থেকে বি এ, এম এ, ডিগ্রি আনার পর রাস্তা বাটালি নিয়ে বাবু বাবু গড়তে পারে না; তেমনি সেকালে সাহিত্য-পাতঙ্গল প'ড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন কর ক'রে এসেও, কেউ তাঁত বুনতে, বসতে পারেন না।

যানব। কিন্তু তা'তেও তোমার (হেতি-

ডিটারি) বংশগত জাতিভেদের খিওরি বজায় থাকতে না। যে ছেলেকে টেকনিক্যাল এডুকেশন দেবার ইচ্ছে হ'বে, তাঁকে একটু ছেলেবেলা থেকে হাতে হেতেড়ে কাজ শিখতে দিলেই হ'ল।

রাধা। ক'র কাছে শিখতে দেবে ? হারাপ ডেপুটার ছেলে পরাণ কুমারের কাছে ব'লে হাঁড়ি গড়তে শিখতে কি সহজে চাবে ? গবর্নমেন্ট টেকনিক্যাল স্কুল কচ্ছে না ব'লে চট্টো, হুঃ কচ্ছে, কিন্তু তোমার সেই "হম্বগ" ঝিগুলো কি গ্রাণ্ড পারমানেন্ট ডলেটারি টেকনিক্যাল স্কুলের বন্দোবস্ত ক'রে গেলেন বল দেখি ? Each caste was a special school for a particular industry, এক এক জাতি এক একটা স্কুল, এক একটা কারিগরের ঘর এক একটা ওয়ার্কশিপ। ছুতার "জাত" কাঠের কাজ শেখবার একটা পারমানেন্ট স্কুল, লোহার কাজ শেখবার স্কুল কামার "জাত" ; এদেশে চাবার কাজটা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন, চাবের কাজের ফিল্ড খুব একস-টেনসিভ; এই জন্ত চাবের কাজ শেখবার জন্ত একটা নর চার পাঁচটা স্পেশাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া চাব করবার জন্ত যেন একটু exofficio প্রিভিলেজ আছে। সেই ঝিদের হম্বগ বলতে লজ্জা করে না ? কি জানি ! কি দূরদৃষ্টি ! কত বড় উদ্ভাবনা-শক্তি দেখেছি, বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে, অত বড় ইন্টারেস্টে গুরুশাই আর কোথার খুঁজলে পাবে ? আর যে বাপ পৃথিবীতে সবার উপর মাত্র, তিনি যে কাজ করেন, তাঁর কাজ থেকে সেই কাজের সহযোগী শিকা পেতে সন্তানের সহকেই আমোদ, উৎসাহ ও প্ররুতি পাবে। বড়ো বাবুদেরা তো কাজ জামত না

বে, কালে বাপকে ডায় বলা, ছল বলা বিজ্ঞ-দিগগজ সব জন্মাবে ? বাপকে ছোট শোক বলে নিজে ডব্রলোক হ'তে যাবে ? তার উপর হেরিডেটী—বাপের গুণ ছেলেতে বর্তায়, বাপের প্ররুতি ছেলেতে জন্মায়, একথা তোমার ইংরেজও স্বীকার করে। ছেলের instinct inclination এর জন্ত একাউন্ট করু কর্তে হ'লে বরং আমাদের পূর্বজন্মজাত নক্ষত্র এগুলো ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজ টিংরেজের হেরিডিটা বা বংশ-লক্ষণ ছাড়া আর অস্ত উপায় নাই।

গান্ধব। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, ভাল রকম এডুকেশন না গেলে কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।

রাধা। কে বলেছে যে এডুকেশন চাই না, আর কেই বা তোমার বলে, এডুকেশন মানে বই পড়া। এই ঘানি, চরকা, তাঁত-টাঁতগুলো এদেশে গোড়ার বেদব্যাস-শুক-দেবও তৈয়ের করেননি, আর এখন তৈয়েরি হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়নি। যে অনক্ষর কারিকর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল, তাঁর রাধা যে বিলাতী স্পিনারি তৈয়ের করেছিল, তাঁর চেয়ে কমতি ঠাণ্ডাও নাকি ?—কুমোর তো হাঁড়ি গড়ে, মাটি করে-ছেন অগণীঘর—একটা গোড়া পেলে তাঁর উপর অনেকে ক্যালাও কর্তে পারে। আর রসো, হালকিলই দেখ, তোমার এধানকার ইন্ডেম্‌সনের রাজা তো এডিসন, কলেজ ইউনিভারসিটি চুলোর যাক, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ডিস্টেন লিখেছেন, তাঁরও এমন কিছু বেশা নজীর নাই। বুক-এডুকেশনম যে বরকার নাই, তা আমি বলছি না। ডিম্বিতী অক লেবার যদি এগ্রিমেণ্ট করায়, শারীরিক পরিশ্রমের সমান রেজল্ট দিতী, কারিকর, কৃষককে যদি আমদা আদর্শ করেন

আমাদের সংসর্গে আসতে দিই, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে যেণবার জন্ত তাদের ভিতর মনেক্ষে নিশ্চয়ই অবসরমত লেখাপড়া দেখে। এই যেসব এখানকার বড় বড় সাহেব যাজ্জোন্ট দেখিতে পাও, এঁদের ভিতর অনেকই ১৩১৪ বৎসরের সময় এপ্রোটিস চুকেছেন, সমস্ত দিন কাউটারে জোতা থেকে এরা বরলকালে চেয়ার অফ দি কমাসের প্রেসিডেন্ট হবার, সেট এণ্ড স ডিনারে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত হন। তা'র পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, বাক্যে মাস্ এডুকেশন বল, তা'র আর একটা সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্কিং, বার-ত্রত, পাঠ, কথকতা, যাত্রা, আবাদ ইত্যাদি সবই এডুকটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায়; আবার এই বঙ্গদেশে কানীরায, কুস্তিবাস বা দুখানি অমূল্য বই লিখে গেছেন, তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্ছে;—

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।

কানীরায দাস কহে তনে পুণ্যবান্ ।”

এই দুটা ছত্রে ইতর ভঙ্গ, দ্রী পুঙ্খ সকল-কেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে, তা ভোমার কর্ণাণ পুলিসের ঠাকুদাদাও এ জন্মে পার্কে না। কি কথার বাস্তব, কি ধর্মভাবে, কি আচার-ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোম দেশে নাই। ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের বর্ণাধ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ-গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উন্নত দেশ বলা যায় না, গরীগ্রামের পড়া জমি দেখতে হবে, তেমন বিলেতের ভঙ্গ সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্য-কুনিয় আদর্শ বলে হবে না; ইংলণ্ডের ইতর লোককে যেখানেই বুঝতে পার্কে যে, বিলেত বারক উক ।

বাদব। তবে তুমি এখন কি কর্তে চাও একরকম তো সব তেজে চুরে গেছে, আপাততঃ উপায় কি ?

রাধা। আলাদীনের প্রীপ ঘবার মতন তড়ি ষড়ি কিছু হ'বার বো নেই। সেই জোণাচার্য্য প্রথম যে দিন ধর্মের জন্ত বেদাধ্যয়ন ছেড়ে, স্বার্থের জন্ত ধনুতে বাণ বোজনা করেছিলেন, সেই দিন থেকেই জাতিতে আন্তে ভাঙতে শুরু হয়েছে, অনেকদিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; প্রথমে রাশি, সাক কর্তে হ'বে, তা'র পর আন্তে আন্তে অনেকদিনে গড়তে হবে, তাকবার চেয়ে গড়তে বেশী সময় লাগে, তা তো জান ? আমাদের উন্নতি কর্তে হ'লে ভোমরা বাক্যে পেছনো মনে কর, সেই পেছতে হবে; সাহেবী ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্তে যতই চেষ্টা করবে, ততই অধঃপাতে যাবে, হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ। আন্তর্য্য এক এনো-মেলি দেখি যে, পাছে সাহেবেরা আমাদের অষ্টেলিয়া আথেয়িকার এবরিকিনিদের মত মনে করেন বলে প্রতি কথার আমরা তাঁদের সামনে গর্ক করি যে, আমরা পুরাতন আর্ধ্য-জাতির বংশ; আমাদের ব্যাস ছিল, বাদ্যিক ছিল, ভীম ছিল, অর্জুন ছিল; আয়ুর্বেদ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ছিল; ভাস্কর কার্যের উদাহরণে উড়িষ্যার নন্দর দেখাই, শিল্পের জন্ত ঢাকা মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরাজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রতিবেদ্য ডিম্যাও করি, কিন্তু আপনাদের নিজের কাজের বেলায় সে সবকিছুই ইঙ্গুনোর করি, শাঙ্কলো আরোবিয়ান নাইটের পর মনে করি; সাহেবঃ অরণ্য বিনা গভিরজ্ঞাধা মেলে বলে থাকি ।

বাদব। তবে কি আমার সব কঁতে রক্ত

করে এই লেখা-পড়া তুলে যে যার জাত-ব্যবসা ধৰ্জে হবে ?

রাধা। বত শীত হয়, ততই মনল। কাক ভাগ্যভাগি ক'রে মিটেই হবে, শরীর খাটতেই হবে, তবে আঙ্গ বা ভট্টচার্য্যি মশায়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে ভূমি খট্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্তে বহুক, আমার ছেলে আমার অভাবে বিহারী-লাল কর্মকার নাম বুলে বিহারানন্দ নামী হয়ে গেরুয়া পরে ষষ্ঠপ্রচার কর্তে বেরিয়ে যান; এই রকম গোড়াধরা খিচুড়ি চলতে থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কারেমি, এই জাতিভেদই সাম্য। সাম্য মানে তোমারও খট্টা আছে, আমারও খট্টা আছে; নয়, তোমার না হয় খট্টা আছে, আমার না হয় বাট্টা আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্ত উত্তীর্ণক ব্রাহ্মণের কাছে ষোড়হাত ক'রে দাঁড়াতে হ'বে, তেমনি ব্রহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা-নিবারণের জন্ত উত্তীর্ণ হারহ হ'তেই হ'বে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, কোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিতেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের বিষয়েই সন্দেহ, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি ঈদাড়কাকচন্দ্র রায় তাঁকে একটু চৌকরাব। কেন তিনি দুটো রংচড়ে পাখার লাগচ করেন ? ঐ কাল রূপেই তাঁর আদর কত—কত দরকার! এই কলকেতা সহরেই একদিন কাক না থাকলে মিউনিসিপালিটিকে মাথা চাপড়ে পাগল হ'তে হয়, পাড়াগাঁয়ে তো কাক আছে বলেই কনসারভেলি টেন্ন দিতে হয় না; আর ময়ূরের ক্ষৌ সংসারে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন দেখি না, তাঁর পর পাঁচরাঙার কথা খোঁজলে সেলে কাল কাক ক্ষৌ তাঁর কাছে রাইটবেল, পাগলের বলক

না থাকলে সংসারে তাঁকে চার কে ? মাদী ময়ূর কে গোবে! মদারামও যে কদিন বুকচ কেলেন, সে কদিন তাঁর পানে কেউ ফিরেও দেখে না। 'এই ভেদাভেদই সাম্য রক্ষা করেছেন। এটা বেশ মনে রেখ, যেসেদের গৌক বেরুলেই আর পুকবেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।

যাদব। তোমার কথায় যে দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধর্তে ইচ্ছে হচ্ছে হে।

রাধা। এই বেলা নেশার ঝাঁকে ক'রে লেগে যাও, জুড়ুতে দিও না—বাও।

যাদব। তবে—আর দু একটা—কথা—আছে—

রাধা। আর এখানে দাঁড়িয়ে মাথা ধরান যার না। কথা কইলে ঢের কথা আছে। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে কারখানার দিকে যেও, বত বকাতে পার, তোমার সঙ্গে বকবো তখন। বয় একটু আগে ব'লে পাঠাও যদি, ভিনকড়ি সাম্যকেও খবর দিয়ে আনিবে রাখব, সে বুড়ো আবার আমার আটগুণ বক্তা, তাঁর হাতে আর ছাড়ান ছিড়েন নেই।

যাদব। হাঁ হাঁ হাঁ, বুড়োকে কদিন দেখিনি যে ?

রাধা। জান তো বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন উপলক্ষে বিস্তর ভক্তলোকের গায়ের ধূলা তাঁর ওখানে পড়বে, জন কতক বিশেষী বড় বড় লোকও আসবার কথা আছে, তাঁদের অভ্যর্থনা আশোব টানোব খেবার জন্য বুড়ো ভারী ব্যস্ত, তাঁর মাথার টিক নেই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাতা।

গোলাঝাড়ুনীগণ।

(গীত)

ঝাড়বনাকো ঝাড়া আর,
 (আমরা) ভাগিয়ে দেব ফুলো।
 ইঞ্জিরিতে হয়েচে হুহুর আমাদের তুলো।
 তুলোর তিন তিনটে পাশ,
 দেশে তুলে দেব চাষ,
 কোন্ শালী আর বুনতে দেবে
 ধান সরবে তিসি তামাক তুলো
 হবে উকীল সামলা দেবে মগজেক,
 তুলো খবর লিখবে কাগজেক,
 মুছকী হ'রে দেখ না কবে—
 রেখে দাসী চাকর—
 তুলো ছাপোরখাটে শুলো ॥
 তুলো পেটে, গভর খেটে, গড়িরেছিছ দানা,
 তুলো আমার পরা—
 ভুগুবাবুর রোজগার হলে করবো কাশী গয়া—
 নাড়বে হাঁড়ী বামনী রাঁড়ী
 আমরা ছোঁবনাকো চুলো ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিমন্তলা আনের বাট।

কারেভ-গিন্নী ও বাবুন-গিন্নী।

কা-গি। দিবিদে আভ ক'দিন যে বাটে
 যেখানে?

বা-গি। আর বোন, ক'দিন এখানে
 ছিলাম না। সেই হগলী ইষ্টমেনে নেবে
 হেটে গিয়ে সন্ধ্যার পর পৌছুতে হয়, গাভির
 গাঁ বলে এক গ্রাম আছে, সেইখানে গিয়ে-
 ছিলাম।

কা-গি। কেন দিদি, সেখানে কেন?

বা-গি। আর কেন বোন, পেটের জন্ত কি
 আর জাত-জন্ম রইল। ইনি তো কিছুই রেখে
 বাননি, বা সোণা রত্নি রূপো রত্নি একটু
 লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই বেচে কিনে কটে-
 স্ট্রে ছেলেটাকে মাহুব কল্লম, ছেলেও
 আমার লক্ষী, বাছা আল্লাহতে ভাত খেয়ে
 পরের খোশামোদ ক'রে পড়া বলে নিয়েছটে।
 পাশ পর্যন্ত দিলে; তা আমার আর পড়া-
 বার সাধি নেই, আর ছপরসা না আনলে
 সংসার চালাতে পারিনে; এই মেড়টী
 বছর এর দোর ওর দোর ক'রে বেড়াচ্ছে, তা
 একটা কর্ম আর লাগছে না। আমার বাপের
 বাড়ীতে ছেলেবেলা যে নাপতানী কাজ
 করতো, শুন্লেম, তা'র ছেলে নাকি এখন
 কোথাকার জজ হয়েচে, তা পাঁচ জনে বলে
 বে, এই বেলা সে ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছে,
 এককালে তোমার বাপের বাড়ীর অনেক
 খেয়েছে পরেছে, তাকে গিয়ে ধর। ঐ যে
 গায়ের নাম বল্লম, সেইখানেই সে নতুন
 বাড়ী করেছে, তা'কে ধরে ধরগীর একটা
 হিলে লেগে যেতে পারে; কি করি বোন,
 একদিন যা'কে আলতা পরাতে পা বাড়িয়ে
 দিয়েছি, পেটের দারে তা'রই খোশামোদ
 করতে গিয়েছিলেম।

কা-গি। তা কিছু হ'লো? কিছু ক'রে
 আসতে পারো?

বা-গি। আর বোন, সে কথা আর কি
 বলবো, গধাতারে দাঁড়িয়ে আর কেমন ক'রে
 দিছে কথা কই? আমি কি ভত নত জামি,

শাশিগির্থে মাছুব, আগে যেমন ডাকতুম, গিয়ে তেমনি নাগতে-বৌ বলে ডাকতেই হুমাগী লক্ষী তো শাশি আমার মারতে বাকী রাখলে আর একটা গহনা-পাটী-পরা ছুড়ী-শেখ বুঝলেম, সেটা ছোঁড়ার বৌ, সে ভো হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে আরম্ভ করে। সে হাসি দেখে কে ? হাসতে হাসতে ছুড়ী শেখ হাতকপাটী মেরে তেউড়ে মেউড়ে পড়লো। ঝি মাগীরা তখন আমার ছেড়ে জলের বটী নিয়ে পাখা নিয়ে বৌয়ের সেশ করতে বসলো। শুন্লেম নাকি কিট ন'কাট হলেহ; পরস। হ'লে ব্যাটাছেলে তো লখা কৌচা ছলিরে কিটকাট হয়, মেয়ে মাস্তবে ভাভারের পরস। হ'লে এই দেখলেম, তেউড়ে মেউড়ে কিটকাট হয়। ছোঁড়া সেই সময় বড়ীর ভেতর এলো, ও মা দেখি, আর সে চেহারা নেই, রং আরও কাল হয়েছে, মস্ত ভুঁড়ি হয়েছে। মাকে নাগতে-বৌ ব'লে ডেকে বেশ শিক্ষা পেলেম, ব্যাটার কাছে সে পুরণো পরিচর আর তুলেমই না; বস্ত্রম, বাছা, তোমাদের ছেলেবেলা যে গাঁয়ে বাড়ী ছিল, আমরাও সেই গাঁয়ে থাকতাম। তা ভগবান তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন আর তুমি বরাবরই লক্ষী ছেলে, কত লোককে পুঁথ, এই রকম বিস্তর খোসামোদ ক'রে বয়েম বে, আমার ধরণীর একটা উপায় তোমার ক'রে দিতেই হ'বে। বাছা আমার দুটো পাশ করেছে, কাজকর্ম বা বেবে, তাই পারবে। তা প্রথমে তো চিনতেই চার না, শেষ অনেক সাধ্য-সাধনার পর বলে কি না-শুনলে বোন চরকে যাবে, তেলের কথা শুনেহ, বলে কি না যাবে, এখন তো কাজকর্মের হুস্তিবে নেই, তবে যদি আমার সঙ্গে থাকে, রাজে কাগজপত্র নকল করবে, দুটা ছেলেকে পড়াবে আর বাসার রাখবে,

তা'হলে পনের টাকা ক'রে মাসে দিতে পারি।

কা-গি। ও মা, কি ঘেরা! তা হোক না বড় হয়েছিল হ', কলিকালে তোধেরই দিন-কাল পড়েছে, তোধের ঘরে লক্ষী ঢুকবে না তো কি আর কারুর ঘরে ঢুকবে? তা তো ঢুকবেই না, তা ব'লে কি এত দর্প কত্তে হয়, মুখে না বলিস, মনে মনে আনিস তো এক-কালে এদেরই খেয়ে মাছুব হয়েছিল, তা কর্ম ক'রে দিস না দিস, বামুনের মেয়ে তোর বাড়ী ঘরে গিয়েছে, খপ ক'রে মুখের ওপর তার ছেলেকে বাসার রাধুনীগিরী করবার কথা বলি! হোক বাপু কলি, সত্যই কি এত ধর্মে সইবে!

বা-গি। ও বোন, সব সয়, বাছা যদি আমার পেটে না জন্মে কোন মুচি মুর্খ-কসাদের ঘরে জন্মাত, তা হ'লে বোধ হয় দুঃখ মুচতো।

কা-গি। আর আমিই বা বলছি কি; রেঁদে ভাত খাওয়ান তো বামুনের কাজ; আমার ছেলেই বা কি কছে, আমার লাদা-বস্তুর শুনেছি-পকাশ টাকা মধ্যাদার কর্ম মৌলিক কারেতের বাড়ী ভাত খেতেন না, আমাদের পৈতের বোসেদের ঘরে কথাই ছিল বে, ছেলে মুখ্য হয় দারগাসিরী ক'রে থাকে। আমার প্রিয় তো দুটো পাশের পড়া পর্যন্ত পড়েছিল, সেই প্রিয় এখন দরজীর হোকান ক'রে বসেছে, হুস্তি জাতের পা পর্যন্ত নিজে হাতে মাপ নিয়ে কাঁচি ধ'রে কাপড় কাটে। এখন ওটুকুও থাকলে বাচি! এই গোড়া ইংরাজি পড়ার কি আর জাত-জন্ম আছে, ছোট বড় বিচার আছে, সবাই যাচ্ছে : আপিসে চাকরী কত্তে, কোম্পানী তো আর চাকরী বিইয়ে দিতে পারে না। তা দরজীর ছেলে কেদার বসে

কেদারগিরী কলে কারেভের ছেলেকে
ছুঁচ খরে দরজীগিরী কভে হবে বই কি।

বা-গি। চূপ কর বোন চূপ কর, কে
নাইতে আসছে দেখেছিল ?

কা-গি। ও মা, সত্যি তো কলু-বৌ যে।

বা-গি। ও মা, তুই কচ্চিস কি, কলু-বৌ
বলিস কাকে ? পাচ সাত শ বাহন কারেভের
ছেলে এখন ওর ভাতারের তাঁবে চাকরী
করে।

(কলু-বৌ ও বিত্তর মার প্রবেশ)

কলু-বৌ। বিত্তর মা।

বি-মা। কেন মা।

কলু-বৌ। এই ভজ্ঞে গলাছানো আসতে
গা লাগে না, ঘাটের পথে কাকর দেখেছিল।
মা পো, পোড়-মুড়োটা জলে পেল।

বি-মা। তা মা, এটা তোমার নিজেরই
দোষ, তুমি না ভারী ছুট মেরে, আমার কথা
তো শুনবে না। আমি এত বলি যে, লোক-
জন বল, সামগ্রী-পত্তর বল, কিছুই তো
অভাব নেই ; বলি, এই যে অতগুলো বেয়ারা
বলে বসে থাকে, কেন, গলা নাইতে বাবার
সমর বাবুর বটুকখানা থেকে একখানা বড়
কেদারি নিয়ে চলুক না, তুমি মা গাড়ী থেকে
নেবে সেই কেদারিতে বসলে চাকর মিন-
বেরা ধরাখরি ক'রে তোমার একাবারে গঙ্গার
পত্যে মাঝিরে দিক আর না হয় বাবুকে
বল, একখানা বড় দেখে বনাত-চনাত কিনে
এনে দিন, গাড়ীর কোল থেকে সিঁড়ির নীচে
পর্যন্ত পেতে দিলে, তা'র ওপর দিয়ে তুমি
চলে যেতে পার। তা তোমার তো নিজের
শরীরের ওপর একটু বর নেই, অমন তুমোর
বড়ন পা, চলে যেতে পদ কোটে, ধুলো-
কাকর মাড়িরে চলে ও পা আর ক'দিন
থাকবে ?

কলু-বৌ। বিত্তর মা, কিছু করিনে,

এতেই পোড়া লোকে এত বলছে, তার ওপর
যদি আবার কেদারিতে বলিরে বেরাশ্রী
গঙ্গার বাবার, তা হ'লে কি আর আমার
বাঁচতে বেবে ?

বি-মা। না—তা দেব না, পোড়া
লোকের তো খেয়ে নেয়ে আর কাজ নেই,
খালি আমার না সম্রীর ওপর চোক দিচ্ছেন।
তোদের অদেটে ধন-বড়ি হয়নি, তা সে যে
ভগবান দেয়নি, তা'র সঙ্গে বোঝা পড়া
কর গে বা, আমার বা জননীর ওপর
হিংসে করে বলিস কেন ? চোকে চোকে
বাছা আমার পাঁকাটিটা হয়ে গেছে, আমার
একেবারে বন্দ হ'য়ে গেছে।

কলু-বৌ। (ঢেঁকুর তুলিয়া) হেট—
দেখ দেখি বিত্তর মা, কাল রাজে তুই কোর
ক'রে মুখে তুলে দিবে, রাবড়িটুকু খাইয়ে
দিলি, আমার পেটে কি ও সব নয় ?

কা-গি। (একান্তে) আহা, তা বই কি,
বাহার আমার শুটকি মাছ দিয়ে চিচিছে
খাবার খাত, কোর ক'রে রাবড়ি মালাই
খাওয়ালে সইবে কেন ?

কলু-বৌ। হেট—উঃ—মা পো, রাবড়ির
সঙ্গে পেছা ছিল বুঝি ? এখনও ঢেঁকুরের
সঙ্গে তা'র গঙ্গ বেরুচ্ছে। উঃ ! পেছা-
গুলো কি হুর্গন্দি, কেমন করে মাহুরে
থায় ?

কা-গি। (একান্তে) তা বই কি, গঙ্গ
বলি চোনা গোবরের। খোনবোভে খোস-
বোভে এক খোয়া পাঁজা উড়ে যায়।

বি-মা। দেখ মা, তোমার বাপ রাজাই
হোন আর বাই হোন বাপু, তারি মিথোবানী,
তুমি বেটা মিথ্যাকর খেয়ে। রাবড়ি খেয়ে
অস্থির করেছে ব'লে আমার ঘোষ বিজ,
আমি দশবার বরুন না যে, ঐ নাচপো রত্নি
বই রাবড়ি নয় আর ক' হুড়িই বা সূচি

ধরেছ, এর ওপর ঐটুকু খেলে পেটে-পিরে
গোলমাল করবে।

কা-গি। (একান্তে) খালিপেটে পড়ল
কি না।

বি-মা। বলুন, যদি হয় তাহলে চাও
তা এর সঙ্গে নিদেন সাতটা ফল্গুনি আর
খাও, তা তুমি হরগির্নাট্টা বই মুখে
করো না।

কা-গি। (একান্তে) আ মরি, এরা কিছু
জানে না, ওর সঙ্গে কুড়িখানেক কাটালকোব
দিতে হয়—

কা-গি। (সহাস্যে) তুই ধাম।

কা-গি। হাঁ দিদি, এই গলার কাছে
একটু কাক আছে কি না, সেইখান দিয়ে
বাতাস ঢুক ঢুক ঢেঁকুর বারকছে, কাটাল-
কোবে ঐটুকু বুজে গেলে আর কোন গোল
ধাকতো না।

কল-বো। তা নয়—তা নয় বিত্তর মা—
তবে বলব না না, তুই বকবি, বলবো না—

বি-মা। না না, বকবো না তুমি বল,
এমন পাগল মেয়ে দেখেছ, আহা, মা
আমার দেবলোক থেকে ছলতে এসেছেন!

কা-গি।—(একান্তে) আহা, বাম্বনের
মেয়ের কি দুর্গতি গা! পুরণো কাপড়খানা
একটু মশলা দেওয়া তেলটার পিত্তেয়েশ কি
খোঁষামোদ গা!

বি-মা। বল না মা, কি বলবে?

কল-বো। কাল বাগানের বে ডাল
এসেছিল, তাই থেকে চারটে চালতা আর
একটা ডাল লুকিয়ে রেখেছিলাম। কাটা
চালতা দুগ দিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকে বড়
ভালবাসি আর তালের সময় সাজের বেলা
আমাদের বাড়ীতে আর রাঁধা হতো না;
তোরা শুতে গেলে আমি সেই ডাল আর
চালতা কটী চুপি চুপি খেয়ে কেলেছিলাম।

কা-গি। (অগ্রসর হইয়া) মা, তুমি আমার
কপা কর। আমি এতকাল তোমারই অঙ্গে

বণ করে রেড়াছি—মা, তুমি আমার খাও।

কল-বো। কে গা তুমি?

কা-গি। হাঁ মা, তুমি আমার খাও।
সলোনের গভিক দেখে আমার হাড় জরজর
হয়েছে, দয়া কর মা, আমার খাও, তুমি
অন্যরাসে পার।

কল-বো। কে রে এ মাগা?

কা-গি। মা, আমি এদিন তাই ভাবি
যে, বেশ শুদ্ধ লোকের অঞ্চলের ব্যাম কেন?
তুমি সবার খিদে হরণ করেছ মা।

কল-বো। মাগী পাগল নাকি?

কা-গি। না মা। ঐ বিত্তর মা বা
বলেছে, হয় তুমি ছলতে এসেছ, নয় তোমার
কিসে পেয়ে রেখেছে। কি খিদে মা! নে
মা তোরা পাঁচজনে হাড় জালালি, আর
আমার সর না—নে মা নে, আমার খা মা!

কল-বো। কে তোমরা?

কা-গি। ইন্ডিক জাত মা ইন্ডিক জাত,
কারেত বাম্বন। আমি কারেতের মেয়ে, ইনি
আবার আবার চেয়ে ছোটলোক বাম্বনি, তা
আমার খেলে তোমার অধাছি হবে না মা।
আমার মাথা খাও, তুমি ভালর মাথা খাবে।

কল-বো। আ মর মাগী, কোথাকার
ছোটলোক গা?

কা-গি। এই কলপাড়ার মা, কারেত
বাম্বনের মেয়ে মা, আমরা তোমানের পাড়ার
একঘরে।

প রাখালের মার প্রবেশ)

ধোপা-বো। এই গলা, বেড়ে গলা

তোমরা এই গলাকে ঠাকুর মনে কর, কিন্তু
বাবু আমার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গলা ঠাকুর
নয়; ঠাকুর কি, গলা একটা স্তম্ভকই নয়।
গলার হাড় পা দাক দুখ স্তম্ভকই কি দুখ

সেই । গদা কল বই আর কিছুই নয়, গদ্যকার আসন নীর হচ্ছে গ্যাংলিস্ । বাদানীয়া গ্যাংলিস্ বলতে পারে না বলে গদা বলে । ডেভিড্ গ্যাংলিস্ বলে একজন পটু সিন্ধ সাহেব প্রথমে এই কলী এ দেশে আনে, সেই গ্যাংলিস্ থেকে নাম হয়েছে গ্যাংলিস্ ।

রা-মা । আহা, দেখছ, বাবু আমাদের কেমন বুদ্ধিমান, পাছে বাছা আমার ফুলে গদ্যকে বেঁধেতা বলে চিনে ফেলে, তাইতে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছে ।

কল-বৌ । ও মা, এ আবার কে, সেই ধোপানী না ? আ মুখে আগুন, উনি আবার গদ্যছানে এসেচেন নাকি ! না, এ যে হাওরা হাওরার সাজসোজ দেখছি ।

বি-মা । তা মা, এখন ছোট লোকদেরই তো মান বেড়েছে । ধোপানী কলুনী—আ মর, কি বলতে কি বলে কেলেছি,—ধোপানী মুচিনীদেরই এখন পারা ভারী ; তবু ভাতার মূল্যক বই ত নয়, দারোগা হ'লে না জানি কি করতো ।

ধোপা-বৌ । ও একটা মোটা মারী কে ? ও সেই কলুদের বৌ না, তার ভাতার কোথার কি একটা আগিসে কেরাণীগিরী করে না কি করে ।

রা-মা । তা মা, কলুর ঘরে আর কত হ'বে, ঐ হয়েছে ঢের ; এ কি মা তোমাদের রজ-কের ঘর যে, হাকিম হবে ? রজক বড় সং-জাত, তোমরা জান ত ? শুনেছি, সেই যে কোথার কি কি নাকি রাজ্য আছে, সিং-পুর না কি, সেখানে রজকের বাড়ি বামুনের চেয়ে বেশী ।

কা-গি । (একান্তে) এখানেই বা মান কবতি কি মা ? সেই পূজোর পরে গেছেন, আবার নীত ফুলে যদি অল্প গ্রহ করে দেখা দেন । হা'বুলী বাবু গড়াগড়ি, কেরানী বাবু

হুড়াহুড়ি, পুরুত-বাবু হুড়াহুড়ি, কিন্তু এক হুড়ির হিসাবে দান মিলেও ধোপা ক'জন পাওয়া যায় মা ?

ধোপা-বৌ । বাবু বলের যে, রজকেরা আনত কসিরান, সেখাকার কোজ্যাক না — কি : তাই কসিরানের রজ আজ কোণা-কের জ্যাকটা নিয়ে কি একটা রজ্যাক ক'রে কেলেছে ।

রা-মা । হাকিম হলে বাবু কত জানে ! তা হী মা, আমার রাখালকে আজ ধাওয়া হাওয়ার পর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব ? তুমি একটু বলে ক'রে বা'তে একটু কিছু হয় বাছা, তা তুমি করো, তোমার বড় দয়া মা, তোমার বড় সাধা প্রাণ মা ।

কা-গি । (একান্তে) আহা : মিনি কড়িতে হয়, প্রাণটা একেবারে বাসীধোপ দিয়ে নিয়েছে ।

ধোপা-বৌ । উঃ ! কিসের গন্ধ আসছে, মড়াপোড়া গন্ধ বুঝি । এ সময় মড়াপোড়ান বড় অভয়, লোকে একটু হাওয়া খেয়ে বেড়াবে—

রা-মা । তা পোন্ডা লোকের কি একটু বিবেচনা আছে মা, সময় নেই, অসময় নেই, লোকের ভাল মন্দ তাবা নেই, অমনি মুকুস ক'রে ম'রে পড়ে । তুমি মা বাবুকে বলে ক'রে এর একটা বিহিত কর না । তিনি হাকিম মাহুব, মনে করে এখনই মরবার একটা টেইম্ বেধে দিতে পারেন ।

কল-বৌ । আ মুখে আগুন । এতকণ এসেছেন, আমার বেন বেঁধতে পাচ্ছেন না, বেন চেনেন না ;—ডেকে ছুটো বজা করি । বলি ও আভর—বলি এখানে একজন দাড়িয়ে রয়েছে, সেটা দেখ—কথাই কও ।

ধোপা-বৌ । ও হো হো আভর ! তাই, আমি এতকণ ভাল বেঁধতে পাইনে । এই

অনেক রাগ অবধি আগে পড়তে হয়
কি না, তাইতে চোঁকটা একটু খাঁপ হইবে
গেছে, বাবু বলেন, বোধ হয় শীগ্গির আমার
চলমা নিতে হবে।

কা-গি। (একান্তে) দাড়ি রাখলেও
চোকের ব্যাম সায়ে।

খোপা-বো। আর তাই, আজকাল আমি
আতর মাখি না কি না, ল্যাভেণ্ডার অভিকলম
মাখি, তাতেই আতর কথাটা মনে ছিল না।
তা কিছু মনে করো না তাই—তুমি—তুমি
কেমন আছ ?

কলু-বো। আর আছি অমনি এক রকম।

বি-মা। অমনি কেন থাকবে ? বেশ
আছ, কেন বেশ থাকবে না ? কা'র ধার
ক'রে ধেরেছ যে, বেশ থাকবে না ? বেশ যে
না দেবতে পারে, সে বেশ ছেড়ে চ'লে যাক।

কলু-বো। বিত্তর মা, এখন একটু ধাম।
তা হী আতর, তুমি খুব পড়, অনেক লেখা-
পড়া শিখেছ।

খোপা-বো। হী, আমাদের না শিখলে
চলবে কেন, শুনেছি, মুন্সি কত কতে বাবু-
দের বুদ্ধির গভোর বাড়ে, তা'র পর সব-জন্ম
হ'লে এমনি হয় যে, তখন পরিবারকে সব
পরামর্শ দিয়ে রায় লিখে দিতে হয়।
তা আমার বাবু শীগ্গির জন্ম হবে
কি না, তা'ই আমি তাড়াতাড়ি বেশী ক'রে
লেখাপড়া শিখেছি। তোমাদের কি জান
তাই, তাতার হাজার হোক কেরানী বই ত
নয়, তোমাদের মুখা খুখা থাকলে ক্ষতি নেই,
আমাদের কি করবো তাই, বিধাতা স্বামীকে
উঁচু করেচেন, হাকিম ক'রে তুলেচেন, আমা-
দের একটু পড়াশুনা না করে চলবে কেন ?

কলু-বো। হী, হাকিম নাহেব হ'লে হাকিমী
একটা মানের চাকরী বটে, কিন্তু শুনেছি, দিল্লী
হাকিম সখীর ভাগ্যবানী, কেরানীরও হেঁজ।

আর আপনার ঘরে-ব'লে চাকী রোজদার
করা একটা ভাগ্গির কথা, নইলে হুটী ভাতের
জন্তে বেদের তোল বেবে আজ হিঁচি কাল
ডিল্লী এই ক'রে বেড়ান বকরাগি। আমাদের
বাবুর ভীকে পাঁচ পাত শ কায়েত বাবুন
চাকরী করে, কত লোককে অর দেখ।

খোপা-বো। হী, হাকিম ছোট চাকরী
বটে, তা বই কি। আমাদের বাবু আর কিছু
করে না, তবে বা'কে খুনী তা'কে জেলে
দেয়, এর ধন তাকে দেয়, রায়ার বাড়ীখানা
তামার ভাগে কেনে দেয়, হাজার ধানের
কেত কেড়ে নিয়ে প্যালাকে দেয় ; আর বড়
কেউ নয়, জেলার জজ সাহেবেরা শুনেছি,
এই শুনে আমাদের বাবুকে বেশী
ভালবাসে।

রা-মা। আহা, কত জ্ঞান !—কি শুনে মা,
কেন জজ সাহেবেরা বাবুকে বড় ভাল
বালেন ?

খো-বো। এই বুঝে না,—বাবুর মত
হাকিম না থাকলে জেলার জজদের যে
চাকরী থাকে না, বাবুর মত বকদমা সব
আপিল হয় কি না, তা সবগুলিই জেলার
জজকে কেটে রায় বদলে দিতে হয়, মুন্সেবের
সব রায় যদি বাহাল থাকে, তা হলে জেলার
জজ আর রাখবে কেন কোম্পানী ?

কলু-বো। তা কেরানী না থাকলে হাকি-
মরা যে রাইনে পার, তা'র হিসেব কতো কে ?

খোপা-বো। বাক তাই সে কথা থাক।
এখন তোমার আমার একটু উপকার কতো
হবে ; কলকাতার হাওরা আমার সইছে না,
বাবু আমাকে এখান থেকে শীগ্গির দায়-
জিলাং নে যাখে, সেখানে শরীর থাকবে ভাল।

কা-গি। (একান্তে) কাছেরুনি সাজি-
দারি ধাম-টান আছে ?

খোপা-বো। আর আমার অস্ত্র,

ধোঁকাকে হুমকিই না, সে এখন আমার হুম-
পার—

কাসি। (একান্তে) ছাড়িয়েছি কি, ভগ-
বান্নাচ্ছে বই কি? এই বেশ, আঁড় থেকে
গাটার হুঃ খাইয়ে রাখব করে তুলেছে,
জাতবহিষ্কার নেই

ধোঁপা-বৌ। তা বা বলছিলেন,—সেও
দক্ষিণা দিয়ে থাকবে ভাল। এখন তাই,
তোমাকে আমার একটা উপকার কতে হ'লে।
বাবু আমার বাঁধবার অত ভাল চমৎকার
খোসনোঙালা তেল এনে দিয়েছেন, কি
“কুন্তলীন” না কি নাম, তা তেলটা ভাই
তুমি খুব ভাল চেন, আমার যদি সেই তেলটা
দেখে ভাল হ'লে কি মল হ'বে ব'লে বাও।

কলু-বৌ। হাঁ, তা ও “কুন্তলীন” তেল
ছাড়া আমি নিজেকে আর কিছু মাখিনে, ওর
চেয়ে ভাল তেল আর নেই, তুমি নিতে পার।
কিন্তু আমি তোমার ভাই কাজ করব,
তোমার ভাই আমার একটা উপকার কতে
হ'বে; আমার খসখসে চাষের ঘুম হয় না
ব'লে, বাবু ইংরেজের বাড়ী থেকে কালিদের
ওরাদ্ বিছানার চাদর টাদর তৈরিরি করিয়ে
আনিরেছিলেন, কেমন নরম, কেমন আলস-
টালস দেওয়া। তা ভাই হুঃখের কথা বলবো
কি, মুখপোড়া ধোঁপাকে কাচতে দিয়েছিলেন
—তা মিনবে এমনি হতছাড়া ছোটলোক
হাড় হাৰাতে আগ্নেয়ে,—সকালবেলা মুখ
দেখতে নেই, অন্যত্রা কোণাকার,—কি বল
ভাই অত্যন্ত, বলতে পারিনি?

ধোঁপা-বৌ। হাঁ, তবে আপনার প্রাণের
হাত দিয়ে বলতে হয়।

কলু-বৌ। প্রাণের হাত দিয়ে ক'লবো কি?
ধোঁপা—ধোঁপা, ছোট ছোট, ধোঁপা-ধোঁপা—
ছোটলোক—ধোঁপা দিকের আমার প্রাণের
ওরাদ্ টোড়ান্ন একবারে মারি করে দিচ্ছো।

তা তুমি ছাই যদি একদিন আমার ওখানে
গিয়ে দেখারি ঠিক ঠাক করে বাও, সাবান-
টাবার আমি বহু হবে এখন।

ধোঁপা-বৌ। তোমাদের কাপড় ছাই
বড় তেল-চিট-চিটে, খোল কাটে চেঁচা-
উত্তিহি হয় কি না?

কলু-বৌ। তা হোক, সাতর, তুমি সে
মনে করোই পরিষ্কার করে দিতে পারবে,
ওনেছি, তোমার বাপের সেই মদমা, মরবার
সময় তোমাকেই বলে দিয়ে গিয়েছে।

কাসি। হাঁ ধোঁপা-গিন্নী, কাজটা নাও,
নাভ, মজুরীর বনলে কলু-বৌ তোমার হু-
কলসী চোনা অমনি হবে এখন।

[করেত-গিন্নী ও বামুন-গিন্নীর প্রস্থান।

ধোঁপা-বৌ। ও মা, আমি কছি কি?
এখনই যদি এখন দিয়ে বাবুর কোন চাপ-
রাসী যায়, তা হ'লে তো দেখতে পাবে যে,
আমি রাস্তার দাঁড়িরে হাকিমের মাগ হয়ে
কেরাণীর মাগের সঙ্গে কথা কছি, তা হ'লে
কি হবে? বাবুকে যদি ব'লে দেয়, তিনি
জনলে বড় রাগ করবেন। ও ভাই, আমরা
সে ভিতরে আস্তর-টাড়র বাই থাকি, পুরুষ
মানুষ তো সে সব বোঝে না, তারা মান
বোঝে, এই পাঁচজনকে জিজ্ঞেস কর, সকলে
তো জানে ভাই যে, কাছারী গেলে আমার
বাবুর সামনে তোমার বাবুকে হাত বোড়
ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কেরাণীর তো
উঁর মুখপানে চেয়ে কথা কবার হকুম নেই।

কলু-বৌ। ও আমার খোঁড়া কপাল!
“মুখের” কথা মনে পড়লো, এ আমি কছি
কি? আজ ছুটী ব'লে আগিসের কতকগুলো
বাবু তারা সব বাবুর করেত, বাবুর কাছে
পেটলা খেতে চেয়েছে, আর আমি সে কথা
তুলে দিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার
মুখ দেখছি? সাবান ব'ল অতগুলো

লোকের বাড়ীরা মজা হবে। তোমার ঘুণ
দেখে নেলে তাই তো পোনের হাড়ি কিছু
তেই টিকবে না। আর নিভর মা, চলে আর।
(বিরনোভত)

খোশা-বো। এরা চলে যার বে, জবাব
দিতে পেলেন না, কনুর ঘুণ দেখলে কি
হয়, তোরা আসিস? নীপ নির বল, ও যে
চলে যার—ও—আতর—ও—আতর—ও—
কনুনি কেরাণী আতর—

কনু-বো। কি লো খোশানী—পেরমানী।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তীক।

রাত।

মাড়োয়ারী বালকগণ।

(গীত)

কাম দেও কাম দেও কাম দেও রামজী,

আরা কলকাত্তা।

কাম দেও ভাল কাঁবার দে হো রূপেরা;

রূপেরা রূপেরা রূপেরা;—

হো কানাইরা বাঁকা।

কনুনে হুজিন বাউজী

খোড়া পড়ু ভাই এ, বি, সি,—

সওদামে পরমা কঁক চাঁদ, কঁ। কঁ। কঁ। কঁ।।

পাঁপ গড়ু বেঁচু খিটু বেঁচু বেঁচু কাগড়া শাড়ী,

হালানী কঁক বগলী মাওতি,

বানডু হাবিলী-বাড়ী

নোকরী কনুকে বাবুসিরি

খুঁ খুঁ খুঁ খুঁ খুঁ—

জমা কনু লেও টাকী—

টাকা টাকা টাকা।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তীক।

আগিসের-সমুদ্র।

জমা। হামার কাছে কনু সৌন্দর্য করলে
কি হোবে? হুহু হুহু মাঝারে লেও, হামা আবি
কাটক খুলিয়ে দিছি। দশ বাজে পাঁচ মিনিট
বসি বসি কটক হুহু হুহু হুহু, হামা-কনু মিনিট
হোতে বস করিয়েছি। হামা-কনু আবি
সাত মিনিট লেট হোলো, ওবি হামা আগসীর
বাড়ী খুঁকি লিয়ে উল্কা ছোড়িয়ে দিহেছে,
আর তো দাদা হামি পারে না। আককান বে
সব লৈতন সাহেব আসছে, এরা তো হামার
ইচ্ছা জানে না। কনু-কনু বস জবান
বোলে দেয়; তোম লোককল জেতে কি দাদা
বুড়া ব্রাহ্মণ এতদিন বার গালি শুনেছে বাও
মুখুজিবাবু, আজ ঘর যাও বাবা, কনু করে পা,
হু-রোজকা ভাল-বাগ, কোট হোর, হামাকে
বোলিও, হামি তোমাকে গোঠো হোপেরা
করজু-বেবে, সামনে আসে কেসিরার বাবুকো
বোলু দিও নও সিকা হামকো বে দেয়।

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা। এই যা—কটক বস হয়ে গেছে।

ও মিশিরজী, খোল, ভিতরে বাই।

জমা। মিভিলি বাবু, উটি আর হোবার
যোটা নাই, কনু-সাহেবকো জান তো, কাল
চকড়াবড়ি বাবুকো লিয়ে ইচ্ছা বড়ী-দোল-
মাল হেরে গেছে।

উমা। আসীর তো জান জমাদার সাহেব,
বরাবরই এই রকম হয়; দুপুরের কনু-আদি-
ভেম না, এতবু এই কটক-কনু ভেবে-ভাড়া-
ভাড়ি আসছি। আর তো চাহুর, আকিটা
আদিটা নাই, আমাদের হুহু ভাঙতে নটী
বাজে। এখন একটুখানি খোল, আমি হুঁক

ক'রে বাই । আমার বেশ, কেবল আমার বেশ
চান বাবা থাকে, তেমনি ঠিক আছে । এই
ক'রে বাবু বহর কাটায়েন, এখন শেখাশেখি
কি চাল বদলায় আর ?

১ম কে । খোলো জমাদার সাহেব, এক-
বার দরজাটা খোলো, আদকার দিন বা
হয়েছে, কাল থেকে অরে ছাই গিতি
না হয় না, খেয়েই আসব । এই দেখ,
এই যজ্ঞবান্ উজ্জীবান্ টোপে আসেন,
কেমন ক'রে এরা পশটার তেতর এসে
পৌঁছবেন ?

২য় কে । বুড়োঠাকুর, ম্যালেরিয়াতে
ভুগতে ভুগতে এসে আগিলে ওষুধ খাই, তন্ম
কামাই করি না, ছেড়ে দাও বাবা ।

উমা । ও জমাদার সাহেব, বলি চেরেই
দেখ, কথা কছো বা বে ?

জমা । চেনাচেনি করো না বাবু, সাহেব
ওপরে আছে ।

(বাবুদের প্রবেশ)

বাবব । এই দরজা, দরজা খোলো, হাম-
ভিতর বাগা ।

জমা । (ব্যস্তভাবে) আপনি ঢে আছে
বাবু ?

বাবব । আমি রুগি সাহেবের সঙ্গে দেখা
করবো, দরজা খাচ্ছে ।

জমা । ওঃ, চাকরীর জন্তে আসছে বাবু ?
হামি তো একেবারে ডর পাইয়ে পেয়েলো,
বুঝলুম, লাঠি সাহেব বুঝি আসলো, বাবু
তুলে গিয়েছে, এটা বে যতরবাড়ী নয়,
কোম্পারীর আগিল, দরোয়ান দরজা খোল
দেও, হুকুম এখানে চলছে না বাবু ।

বাবব । তোম তো ভারী ইম্পার্টিনেন্ট
হয়, তুমি কি হামকো কেনে বুঝে রেখা
পাছ ?

উমা । কে বে বাবু সোপারচরম বিদ্যান
কেরাণী ? ভারী লম্বাই চওড়াই লম্বা বে ?
কাঁচা-মুগ থেকে বেরিয়েছো বুঝি, এখনও
বেকির পদ গারে আছে । এককালে জাম-
রাও অমন তেরিঘেরি করেছিলেম, এখন
এই যে কোড়া ডাব দেখছ, একেবল বড়
সাহেবের চাপরাসীর দাবড়ীতে দাঁড়িয়েছে ।
এলেছ কি চাকরীর চেয়ার ? ঐ দেখ, দরজার
গারে কি লেখা, "No Vacancy—Appli-
cations not received."

বাবব । ও আমার জানা আছে, ও একটা
General order, আমাদের জন্ত নয় । per-
haps you don't know I am a gradu-
ate.

জমা । বাবু, হামি বুড়া মানুষ ইচ্ছা করে
কা'কেও বেইজ্ঞ করে না, আন্তে আন্তে
ঘরে বাও, চাকরী এখানে হোবে না, ঐ
বাবু বা বল, লিখা পড় লেও ।

বাবব । তুমি দরজাটা খোল. হয় না হয়
আমি বুঝবো ।

জমা । দরজা খুলবে না । দেখতে পাছ
না, এত বাবু দাঁড়িয়ে আছে, এরা এখানে
চাকরী করে, বেলা হয়েছে, ঢুকতে পাছে
না, আর তুমি শু চাকরী মাঝতে এলেছ ।

বাবব । ওরা servant চাকর আমি
independent, স্বাধীন, আমি এখনও তে
চাকরী স্বীকার করিনি ।

উমা । তা এখানে আসা হয়েছে কেন ?
নিজের পছন্দমত পরপণাটুকু সাহেবকে
দানপত্র লিখে হেবার জন্ত না কি ? বলি, ও
স্বাধীন—স্বাধীন—বাবু—

বাবব । আপনাদের এতগুলো লোকের
আল লেট হয়েছে, অবজ কেউ না কেউ
ডিসমিস হ'তে পারেন, তা' হলেই তেকদলি
হবে ।

(টমাস সাহেবের প্রবেশ)

জমা। সবে খাড়া হও বাবু, সবে খাড়া হও বাবু, সাহেব আসছেন। - সেকেন্দর হুজুর!

টমাস। ক' বাবা! জমাদার কী? বাবু-লোক সব খাড়া করছে?

জমা। সাড়ে দশ হো গিয়া গরীব-দুখ-দার, এ বাবু লোক টেইন্ কো দশ মিনিট বাই আসা। আপকা বি হুজুর আজ লেট, হো গিয়া।

টমাস। হাঁ, যেমন'ব হাঁসপাতালয়ে হার, উনকো খবর লেকে আতা, ছাটা লেও। Babus. you can go home today আর দাঁড়িয়ে কি করবে বাবা? আজ গরে গিরে ভাসলি খেলিরে লেও; ভোমাদের বাদালীর বাবা ঐ দোষটা আছে punctuality রাখতে পার না, time এর ভ্যালুটি বোঝ না।

উমা। (বগত) সাহেব বুকি সাড়ে দশটার পর এসে খুব punctuality রাখলে? তই যদি চানড়াখানা সাদা হতো!

বাহব। Good morning Sir, I want to see Mr. Elunky.

টমাস। Do you?—and what's your business pray!

বাহব। I am a graduate of the Calcutta University, Mr. J.C.Paul, M. A. in Science. I have at last made up my mind to enter Government service.

টমাস। How kind of you! the Government is obliged to you I am sure! Are you a Congress-man Babu?

বাহব। I don't think I am bound to answer that question here, sir.

টমাস। Oh you have a long tongue

I see! কিব কথা! সত্য! সত্য! জমাদার, বাবুকে বাবুকে হিঁসানে হটাই দেও।

উমা। Sir Sir Mr. Thomas, আমায় ঘের বেতে হুজুর দিয়েই কিব।

টমাস। Ungrateful wretches! এক দশ বছর কতো!

(সাহেবের ভিতরে প্রবেশ)

জমা। (বাদশের প্রতি) বাও বাবু বাও, হটকে খাড়া হও, কেন অপমানটা হোবে?

উমা। (বাদশের প্রতি) সবে এস মা বাবু, দিলে বাবু টমাস সাহেবকে চটিরে, আমরা সাহেবকে ঘ'রে ঢুকে পড়বো মনে ক'রেছিলেম, কোথেকে আজ আপন এসে জুটলে?

বাহব। আপনাদের মত লোকের জন্মই তো! আজ আমাদের এরূপ দুঃসহ্য। ঐ কালা কিরিজিটার খোসামোদ কতো হবে? আপনাদের মধ্যে একজনা নাই, আশ্রম দেখি, আজ আপনিস শুদ্ধ সকলে একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করুন যে, কাল থেকে আর কেউ আপনিসে আসবেন না, দেখি কেমন না সাহেবেরা অব হয়!

পীতা। আর যশাই কি সেই সুযোগে ভাই-বন্ধু নিয়ে আমাদের জায়গাগুলি দখল ক'রে বসেন?

বাহব। কি, আমি এমন অপমান স'রে কখনই চাকরী করবো না, আমি কালই কাগজে এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে দেব।

উমা। কমা দে গোহুল! তোর আর কাগজে লিখে কাজ নেই বাবা, খবরট ক'রে চাকরী বেছাড়কো, তা হ'লে দক্ষিণ হস্ত ব্যাপার চলতি কেমন ক'রে?

বাহব। কেন, বাণিজ্য করুন, Joint stock company করুন।

উমা । আপনি কেন তাই কখনে না ।
 আরণ্য-না-হয়-জন-কর্তব্য-অন্যতঃ চাকরী
 বাকরী করি । সেটা বড় সুবিধা হবে না—
 না । আমরা অনেকটাই ক'রে ত্যাগ করি
 আপনি অন্তর্গত ক'রে আড়াই-শ-টাকা
 মাইনে নিয়ে সেক্রেটারী হবেন । বাবা,
 এক আধটু দুর্দশা বরাবরই ছিল, কিন্তু এই
 যে ইংরেজের দরজার বাড়ীর হাল, এ তোমা-
 রেই মহিমাতে পরিচরিত । চাকরী-বাকরী
 না থাকিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এক কাঠা কুই
 রেখেও প্রজাতি স্বীকার কর না, রাজস্বায়ে
 আশাও নেই, ভরসাও নেই, সম্পূর্ণ নিষ্কাম-
 জাবে বক্তৃতা কর, আর্টিষ্টিক লেখ, আর
 সাহেবেরা একেবারে জাতের উপর চটে
 গিয়ে আমাদের বিবনয়নে মেধেন । বাবা,
 চাকরীটা ক'রেও খেতে দিলে না ? বাপু!
 স্বাধীন-বাবুদের কংগ্রেস আর চাকরির বেচারি-
 লের ডিসগ্রেশ একই-সঙ্গে বৃদ্ধি হয়েছে—মা
 বল আর মাই কত ।

বাকরী । Cowards of their like is
 not to be seen on the face of earth.
 এমন ভয়-পরায়ণ জাতি পৃথিবীর বুকের উপর
 নেই ।

পীতা । বিভিন্নতা, ধর্ম, বাড়ী-বাড়ায়
 বসল ।

উমা । হাঁ, এ অর্থ দেখে আর এই-মিটা-
 লাগের পর আমি চোকবার হুম-পেলের
 বাহ্যিকের সামনে আর আত্ম-সাক্ষিনি,
 তা-হ'লে-কান আর আসতে হবে না, দু-এক
 যা না খেতে হ'লে-বাঁচি । বাবুজী-সমা-
 জেমন, এও বেণী-হাঁড়-সিঁড়ি-জড়ান, না
 বাহ্যিকের জল-ধারটা-রেখে-কটো-বাঁচি-
 দেখব ? একসোপান-কল-ধার-না ?
 এখনও-কাঁচা-মসল-কাজ-খুঁজি-হওনি
 তো ?

(বিশেষকৃত-অন্যদের প্রবেশ)

বিনোদ । মশাই—মশাই, ক্রমিক সাহেব
 কি-এই-আপনাকে বাকরী ?

পীতা । হ্যাঁ, তিনি কোথেকে আসছেন ?

বিনোদ । আজ, আমার একটু দরকার
 আছে, তাঁর নামে একখানা চিঠি আছে ।

উমা । আসল কথাটা কি—“Being
 given to understand” তো-কাতাই-এ
 দেখ—“No vacancy.”

পীতা । চিঠি আছে বলে না ? কার
 সুপারিশ এনেছে ?

বিনোদ । আজ—আজ—অনেক
 কষ্টে বোসাড়া করেছি, কানাই পেন বাবু
 চিঠি-দিয়াছেন—

পীতা । ওহো হো হো হো, কানাই
 সেনের চিঠি এনেছে ? তা হ'লে দেখ দেখ
 তোমার হ'লেও হাত পাবে । সেই-মোটা
 বাবুজী-হে, হামেলা সাহেবের কাছে আসে,
 সেই-কানাই-সেন, ক্রমিক সাহেব-তার-কাছে
 টাক-খার করেই বোধ হয় । বেঞ্চ-চুকতে
 পার তো তোমার লাগলেও লাগতে পারে,
 দুকলী-বেরে-জাল ।

বিনোদ । মশাই, আমি-তো-চিনি-নে,
 আপনাদের-সহ-আমাকে-সঙ্গে-ক'রে-গিয়ে
 দাত-চিঠি-খানা সাহেবের-হাতে-পড়ে-ক'রে
 মেধেন ?

পীতা । বাড়ী-কোয়ার—তোমার-নাম
 কি ?

বিনোদ । আজ, আমার বাড়ী-স্বাধীন-
 পীতা-বিনোদকৃত-নাম ।

উমা । “নাম” ! তবে কেন-বাবু-এ
 “বন্ধনে” পড়তে-এসেছে ? আপনার-বাবু-
 ক'রে-না-তোমার-ই-কাজ-ক'রে-এ-চে-
 ছে-প্রথম-বৈধি-হবে । ইংল্যান্ড-পড়ি-
 য়ে-ক'রে-আ-হ'লে-ও-কেন-ই-পরি-
 য়ে-ক'রে-আ-হ'লে-ও-কেন-ই-পরি-

কভেই হ'বে, এখন তো কিছু মাথার দিবি দেওয়া নাই। লেখা-পড়া কেনে ব্যবসা কত্তে পাশে আরও বেশী উন্নতি কত্তে পারবে, বড় যাহ্নব হ'য়ে যাবে। আমরা তুচ্ছভোগী, পরামর্শ শোন, এখানে এস না, চেরায়ে বসে চাপকান গিয়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু বাবা, দিল্লীকা লাড্ডু, ঘো খারা, ওবি পত্তারা, ঘো না খারা, ওবি পত্তারা।

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। কি জমানায়জী, এখানে হাট কমিয়েছ যে ?

জমা। এ বাবুলোক শুনবে না, হামি কি করবে ভাই, লেট ক'রে আগছে, এখন হাটার বোলে, দরজা খুলো।

বাবুজান। তোমরা কেমনতর লোক গা বাবু ? এই গরীব বুড়োটার অন্নটা মারবার চেষ্টার আছে কেন ? তোমাদের বন্ধে ভো শুনবে না, তোমাদের জমো বড়বাবু পর্যন্ত আমরা পর্যন্ত সাহেবের কাছে বকুনি খাই। আজ আর চুকতে পাছ না, নাও, সাহেব ওপরেই ব'সে আছে, এখান থেকে গোদমালা গেলে একবারে ভারী হাদাম বাধিয়ে দেবে।

জমা। বাবুজান বিঞা, তোমার যে আজ এত দেরী হলো ভাই ?

বাবুজান। আমি জমানার, সে কথা কেন পুছ কর, ভাল রাতে ভালহোসিতে লাচ ছালা, সেখানে সাহেবের সাথে গেলার, রাত হুঁটোর পর আলার কির, ভোর বেলা উঠে দেখি, পাট্টা বেছে গেছে। আমার যেম সাহেবের চাঁপা কেলা কেমনবার ফরাস ছালা, তিনি দ্রোলা করবে, দোড়লাই কেই বড় সাহেবের বাজার। আমি কি আর মর-বার হুঁবুং আছে ? হুঁচত বেতেই কাহব-
চিটি হলো পেটেরে দিল্লি কেই দিল্লি সাহে-

বের আভসজার। সেই ভাল খোড়ার যেমো হয়েছাল, তার খবর সেসতে, এর জলদি জবাব আনবার হুঁই ছালি, জবাব না পালে আজ সাহেব কামেইলবে না। জী গুরুকে লকসি লকসি পেটেরে পেছলাম, সাহেব আজই পাশি টামি নেতে। নাও এই বাবু-বেরদিস ডেড়িরে দিলে তুমি কটক কটক-বারে বড় ক'রে ভেতরে বস; ভীষণ আলো আমার জন্যে হুঁদেনা। পান রেখে তো।

পীতা। ওহে চোঁকরা, দেখ, এই বড় সাহেবের চাপরানী, একে ধর না, যদি তোমার চিঠিখানা বড় সাহেবকে হাতে ক'রে হয়, আমরা বলতে গেলে খিচেবে খেতে আসবে।

বিনোদ। চাপরানী—

বাবুজান। চাপরানী!—কে হেঁ তুমি ছোলা? ভদ্রের লোকের সঙ্গে কথা কইতে জাম না?

বিনোদ। এই—না, না, আমি জানিনি, আমার এই চিঠিখানা আছে, বড় সাহেবকে দিতে হবে।

বাবুজান। কিমের চিঠি ? চিঠি টিটি লেবার হুঁম দেই, তুমি চাকরীর লেগে এসেছানাকি ? ভাল জালা করে সাহেবকে আর বাচতে হবে না দেখছি।

বিনোদ। বাবু, তুমি নাও দেখি সাহেবকে এই চিঠি, এ খেঁধে লোহক রাগ করবেন না, এ কানাই বাবু, চিঠি, কানাই বাবুকে দেখবি? সেই কে তোমাদের সাহেবের কাছে আসেন।

বাবুজান। টের বাবুকে দেখছি, কল-কেতার আসে সব বাবুই বাবু হয়।

পীতা। ওহে বাবুজান মিকো, নাও না পজীরে চিঠিখানা, সুপারিসটা ভাল, হুঁচক-রার একটা উপার হয়ে বেতে পারে, কেঁকোলা

তোমার বাবা যদি গরীবের একটা উপকার
হয়।

বিনোদ। মাক বাবা, চিঠিখানা নাও।

বাবুজান। তোমরা আমনার চরকার
ডেল নাও, পরীকের উপকার কতে গেলে চের
নোকের কতে হয়, সাহেবকেও জেলিয়ে
তুরে, আমাকেও জেলিয়ে তুরে; এই লাও
তোমার চিঠি, ঐ পড়ে হইল।

(বাবুজানের ভিতরে প্রবেশ)

বিনোদ। মশাই, কি ক'রে চিঠিখানা
পাঠাই, দেখা হ'লে আমার চাকরীজী হয়,
কানাই বাবুর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা
হয়ে গেছে, সাহেবই কানাই বাবুকে আমার
পাঠিয়ে দিতে ব'লে দিয়েছেন।

উমা। বাবা, যমের সভার চেয়ে যমের
হারের ভয় বেশী। আচ্ছা, বল দেখি, যম
যম বমকে না যমের হুতকে ক'কে বেশী
ভয় কর বোধ হয়? তা এই উপরে আছেন
যম, আর যার সঙ্গে কথা কছিলে, উনি হলেন
বমহুত। কাজ কতে কতে তাঁর মিষ্টি বাগী
বখন একবার ভনি, তখন যমের হয়, এখনি
গিয়ে পদার তাঁপ দিই। তবে সাহেবের
যত আমাদের ইন্সিওর করা নিছের প্রাণটা
না, যুখ চাওরা পাঁচটা আছে, এই জন্য চট
ক'রে আত্মহত্যাটা করা যায় না।

বাদব (বগত) "The anglo In-
dian official and his chaprashy,"
বলে করে এটা নিজারে বের কতে হবে, এই
রকম করে আরম্ভ করা বাবে আর কি—
The reign of terros is coming, thick
vast clouds, dark as pitch, is over
hanging the fate of India—

উমা। কি বাবা, কলমবাজারী মনসা
ভ'ক্কল না কি?

(যুবাবুর প্রবেশ)

জমা। তকাং তকাং, হঠাৎ লব কোই,
বড়বাবু আভা, সেলাম পরীক পরোয়ার।

উমা। (কনাস্তিকে) যুখ্যে মশাই,
একবার বলে দেখুন না।

পীতা। বড়বাবু মশাই, আজ হঠাৎ একটু
বিলম্ব হ'রে পড়েছে, আপনি সঙ্গে ক'রে
নিরে গেলে আর সাহেব গোল-টোল করবেন
না।

যুখু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দেবী হয়েচে,
তা আজ আর তো উপায় নেই, বেশ বাড়ী
গিয়ে বসে থাক, ছুটী হ'লো, মন্দ কি? হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ।

পীতা। আচ্ছা, আপনি পরিহাস কচেন,
কি করবো, অদৃষ্ট মন্দ, চাকরী কতে এসেছি,
এ ছুটীতে তো লাভ নেই, আপাততঃ এক-
দিনের পাঁচ মিনিট দেবীর জন্য ছুদিনের
মাইনে কাটা দ্রাবাবে, তাঁর পর এই বড়ো
বরস পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পেলনের আশায়
পড়ে আছি, আর দেখুটী বছর গেলেই
আপনি চুকে যাব, তাতেও গোল উঠবে,
মশাই, আজ একটু দর করুন।

যুখু। হাঃ হাঃ হাঃ। আমি কি করবো,
সাহেবের কড়া হুকুম জান তো, আর সাহে-
বেরই বা দোষ কি, তোমরা আত্যাঙ্গিক
বাড়াবাড়ি কবে তুলেছ, হামেশা লেট—
বিশেষ যুখ্যো, তোমার বাপু যোজ যোজই
লেট হয়।

পীতা। কি করবো, দেখুন বড়ো
মাস্তব, চিকুতে চিকুতে সেই আলমবাজার
থেকে আসতে হয়। রাত থাকতে উঠি,
ব্রাহ্মণ, এ বরসে একটু ইষ্ট-হেবতার
মাসটা আসটা নিতে হয়, পদামান-টান
কতে হয়, আর বুদ্ধকালে বশ্যকেই
আবারটা করি, এইগুলো আপনি সাহেবকে

বুঝিয়ে বসেই আমার আশ্রয় দিও। রেয়াৎ হ'লে যেতে পারে।

মধু। ওঃ বাপ রে! সাহেবের মুখের ওপর কি কথা কইতে পারি! আর বলি ঠাকুর, গরের চাকরী কত গেল। এত বামনাই পোষায় না, পুজো আদিক কাছিকগুলো পরিবারে কল্পেই হয়, আর নিজে রেখে পাওরা বলে বুঝি—ওটা বাপু ভিটকিনিমি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পুজোব্রহ্মা উটচাষিগিরি এখন শিকের তুলে রাখে, পেলেন হ'লে এখন যা হয় করবে।

পীতা। কি, তোমার চাকরীর অল্প পুজা আদিক ছেড়ে দেব! ব্রাহ্মণের আচার পরিচালনা করবো! তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন; পুজা আচারের মর্ম আপনি বুঝবেন কি? আপনি যথার্থই বংশের ভিলক, আপনার এই অবস্থার উন্নতি দেখে আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হতো যে, বোধ হয়, আপনার গর্ভধারিণী কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আজকের স্থান বুঝলেম যে, আপনার শরীরে নির্জলা কলুর রক্ত বিস্তারিত, প্রকৃষ্ট ঘনি নাক্ত্রে বলস্ব রাশিতে আপনার জন্ম আর আমি যে কুলে বিচ্ছিন্নতার সন্ধান, নৈক্য কুলীন হয়ে রেজের উপাসনা—কলুর দাসত্ব কত্রে এসেছিলেম, আমারও বোধে শান্তি হয়েছে, এরূপ অপকর্ম না করলে যে কলুতে আমার পিতৃ পুরুষেরা স্থান পানক জল দিতেন না, সেই কলু আমার ধমকে পুজা আদিক বন্ধ করতে বলে! তা যা হয়েছে হয়েছে, সমস্ত পরিবার না খেয়ে মরে স্বীকার, তবু এ স্বাক্ষরিত অর্ঘ্য আর করবো না; এই রইল, আজ থেকে চাকরীর মুখে আসুন, পেলেনের মুখেও আসুন; কলু-বড়বাবু, তোমার সাহেব বাবাকে বলে যে, পীতাম্বর মুখ্যে আর কলস হুঁজেন না,

বুঝাবেন গিয়ে লগরিয়ারে যাবুখুরী বেগে খাব। হুঃ হুঃ হুঃ চাকরী—হা! ভগবান!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

মধু। ছোট লোকেদের বড় আশঙ্কা বেড়েছে—

উমা। ঐ যা আজা করেন, বড়বাবু সত্যই বলেছেন—

[মধুবাবুর প্রস্থান।

ছোটলোকের স্পর্শ না বাড়লে তুমি ঘানি-গাছ ছেড়ে এসে কোনার ব'লে পড়।

যাহব। সেটা কিছু অস্তার নয়, লেখাপড়া দেখে পোষ্ট দেওয়া উচিত—জাতি দেখে নয়।

বাবুজান। (বারাণ্ডা হইতে) এই জমাদার, কি কল্লো? সাহেব যে তারী চট্টেন, দেউড়ীর গোলমালে তাঁর তো তাঁর, আমায়ই মাথা ধ'রে উঠেছে। হাঁগা তোমারা কেমনতর বাবুগা, বলে কথা শোন না কেন, অপমান না হয়ে ছাড়ছ না? সাহেব এবার চাবুক খুঁজছেন। এই জমাদার তুমি দরজা বন্ধ ক'রে বস, নৈলে তোমার নামে আমি রেপোর্ট করবো।

জমা। যাও বাবু, বর যাও।

[জমাদারের প্রস্থান।

বিনোদ। চিঠিখানা পৌঁছিলেই আমার একটা উপায় হ'তো।

উমা। চল যে, আর কেন, এর পর চাবুক খেতে হবে, সাহেব যদি তুলে যায়, ঐ পেঁড়ো ব্যাটা উকে দেবে। মুখ্যের পথ নেওয়ারই ভাল—চল।

[যাহব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যাহব। To be or not to be that was the question, to be is now the emphatic decision পুরো পেট্রিট হই কি না। তাবতম, আজ একেবারে নিশ্চিত হির

করেন। এই পেট্রিট হলেন, দেশের ভক্ত
প্রাণ দিলেন। এন, এ, দিলেন, ক্লার্কসিপ
একজারিন দিলেন, তবু চাকরী হ'ল না।
ইংরেজ চাকরী দিলে না, গবর্ণমেন্ট আমার
চিন্লে না।—আচ্ছা দেখে নেব। They
have let loose a wild beast. আজ
থেকে আমি ইংরেজের শত্রু দেশের ভক্ত
লাগিব, patriotism, Independence,
Lecture, Meeting কাগজে Article—
আমি চাকরী দিলে না?—

[গ্রন্থান ।

চতুর্থ গভীরক ।

—*—

রাত্তা।

বৈষ্ণবীগণ ।

(গীত)

ভেক নিরে এক বাঘিরেছে ভাই গোল ।

(এখন) ঘরে ঘরে চলছে থেকি,

খিচুড়িতে মাছের ঝোল ।

(মাগ গী) বালাম চেলের ভাত,

আর থাকবে নাকো জাত,

নৌচের বাধন রইবে কিলে

গোড়ায় গোড়ায় পরলে নোল ।

বামুন বসি গড়ে জুতো,

কেম না মুচি পববে স্তুতো,

ধোণা সে তো বাণের ঠাকুর,

ভাটগাড়াতে খুলবে ঢোল ;—

(এখন) নেড়া নেড়া বাড়াবাড়ী,

হরি হরি হরি বোল ।

[লকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গভীরক ।

পুলিসকোর্ট ।

অনারেরি মাজিস্ট্রেটবার ও ইন্টারপ্রিটার
ইত্যাদি ।

নবাব । কেও ইন্টারপ্রিটার সাব,
আপকা তেসরা মাজিস্ট্রেট কাহা হার ? হান্ন
কোনো লকসু কেংনা দেয়তক বয়েঠ রহে ?
লিখনা উখনা যো হোগে, সাহেবই তো
লিখেগা, কিন ও যো আদমী আরেগা ও
কেয়া করেগা ? ও নে চুপ, চাপ, বয়েঠ
রহেগা, আজকো মাজিক কোনো আদমীসে
চালার লিখীয়ে । স্তর করিয়ে, মোকদ্দমা
বোলাইয়ে ।

ইন্টা । হজুর, মেহেরবাগী করকে জেরা
মাক কিজীয়ে, পান সাত বাগা পাহারা-
ওয়ারা ডেকা হার, কৈ লকসু কো আবি
পাকাড় লে আরেগা । আজ কার্তিকবাবু
কোটম্ন রহা, উননে চিঠিটি ডেকা দিরে
যে এক ভরি কেস্ লড়নেকো ওয়াস্তে
আলিপুর চলা গিয়া, আনে নেই সেকোগা ।

কন । চোপ—চোপ ।

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা । (ইন্টারপ্রিটারের প্রতি) ওহে
ভাই, নীলমণি তরকারের মোকদ্দমার আমি
আছি, নামটা ডাক হ'বার এংটু আগে
আমার কাছে পাহারাওয়ারা পাঠিয়ে দিও ।

ইন্টা । আপনি বহুনই না এইখানে ;
এখান থেকে গিয়ে আর কি কর্কেন ? কোন
ঘরে মোকদ্দমা আছে মাজিক ?

কেনা । ই, তুমিও যেমন—মোকদ্দমা
কৌখার ? আজ সোমবারটা মারামারি কারা-
মারি আসছে অনেকগুলো, বাগাওয়ার

জি যদি একটা লাগে, পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও ভাই একটা, আমি চল্লুম।

ইষ্ট। কাকে আবার দিই, কেউ যেতে চায় না, কি জান, ওদের একটু খুশী রাখতে হয়, সরকারী কাজ ত নয়, করবে কেন?

কেনা। তোয়ার ভজনরামকে পাঠিয়ে দিও, আমি দেব এখন আনা ছয়েক।

ইষ্ট। (হাসিয়া) দু আনার কি পাহারা-ওয়ারার পেট ভরে হে?

কেনা। আর বেশী পাব কোথায়? না হয় হেঁটে যাব, ট্রামওয়ারের ভাড়াটা বাচিয়ে ওকে ঐ দেব, এদিকেও তো বেশী নয়, বোঝ তো ভ্রাণার, মোটে দেবে বলেছে একটা টাকা, কেসটা জুটিয়েছে শ্রামা, তা পে আবার চার আনা কেটে নেবে, তা দিও ভাই পাঠিয়ে, আমি চল্লুম।

নেপথ্যে। চোপ্-চোপ্, হাকিম আয়া, হাকিম আয়া—এসেছে, এসেছে।

নবাব। আ গিয়া, আ গিয়া, নুক করো, বোলাও, বোলাও, কিন্ হিঁয়াসে যানে হোগা, কুক সাহেব কো আড়গড়ামে জুড়ি খরিদ করনে কো ওরাস্তে।

সাহেব। Now go on go on, we have a meeting at the Royal Exchange, I must be there by three.

ইষ্ট। সব হাজির করো।

কন। চোপ্-চোপ্, পাওয়া ওয়া সব নিকাল বাও, আগামী করিয়ারী হাজির—হাজির—

১ (মধুবাবুর প্রবেশ)

এঃ চোপ্, কাশ বাও, হিঁয়া হিঁয়া হিঁয়া (গোলমালে মধুবাবুকে খরিদা কাঠগড়ার উপস্থিত করণ)

মধু। আরে করিস কি, করিস কি—আমার কোথায় টেনে নিয়ে বাস?

কন। কাঠগড়াকা ভিতর আও, হাকিম কো সামনে খাড়া হোও।

মধু। আরে, আমি কেন? আমিই ত হাকিম, আমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে এল হাকিমি কভে—

কন। ওঃ, ভুল হো গিয়া, হজুর, ভুল হো গিয়া, আপ্ আজ কো হাকিম হার? উপর চড় বাইরে; কনুর নেই হামারা হজুর, আজকাল পছন্দানা বড়া মুসল হাব হজুর, এক রোজ এক বাবুকে দেখতা আসামী হোকে খাড়া হার, দোসরা রোজ ওহি হাকিম বন্ যাতা।

সাহেব। Ah! you are to be my colleague this day? come up come up, be quick.

মধু। Yes Sir—going—going.

নবাব। আরে রাখিয়ে জনাব গোইং গোইং, চলা আইরে মায়ালা করিয়ে।

সাহেব। Sit down Babu, বৈঠো, খাড়া কাঁহে?

মধু। You sit Sir, I can't sit where you sit; কি বলেন ইন্টারপ্রেটার মশাই? সাহেবের সঙ্গে এক চৌকিতে বসা আমাদের উচিত নয়, মনিবের জাত ওঁরা! আর উনি আমার চেয়ে না, আমাদের বড় সাহেবের কাছে ওঁকে মধ্যে মধ্যে যেতে দেখছি।

ইষ্ট। বসুন, বসুন, এখানে দোব-নেই; না বসলে চলবে কেন?

নবাব। বৈঠিয়ে সাহেব। (দগত) ইয়ে ক্যারসা আহানুখ হার?

মধু। তবে বসতে হবে এঁা? দেখুন ইন্টারপ্রেটার মশাই, যখন আর হুজী বাদালী হাকিম সঙ্গে থাকবেন, তখন আমার অধ-

এহ ক'রে ভেবে পাঠাবেন । সাহেব লোকের সঙ্গে একত্রে বসি বড়ই কাজটা বেরাধবি হয় । Sir then I sit with your most kind premission.

সাহেব । Sit down Babu sit down.

ইক্ট । ঐ মিউনিসিপালিটির ইন্স্পেক্টার বাবুকে ডাক না, আর তুলসী ঘোষ আসানাকে ডাক ।

কন । আও আও, ইন্স্পেক্টার বাবু, ইধার আও । তুলসী ঘোষ আসামী হাজির — তুলসী ঘোষ আসাম্—তুলসী ঘোষ—

২য় কন । (তুলসী ঘোষকে ধাক্কা দিতে দিতে) চলা আও জলদী ।

ইক্ট । তোমার নাম তুলসী ঘোষ ?

তুলসী । আজ্ঞে ধর্ম-অবতার, শুধু ঘোষ বোজ্জো আমার সাড়া পাবেন ।

ইক্ট । দুধে জল দিয়েছিলি ?

তুলসী । আজ্ঞে ধর্ম-অবতার, গদ্যলার কখন এ কাজ পারি ?

ইক্ট । বজ্জাতি রেখে দে, কতটা জল দিয়েছিলি বল ?

ইনস্পেক্ট । Sir the milk—

ইক্ট । বাঙ্গালার বলুন না ।

ইনস্পেক্ট । দুধ ওর এন্ডালাইজ করা হয়েছিল ; এক সেরে এক পোর ওপর জল আর মাইক্রোবও বিস্তার ছিল, একেবারে মাইক্রোসকোপে দেখা গেল, পোকা কিল বিল কছে ।

তুলসী । পোকা কিল বিল কছে ? মোহাই ধর্ম-অবতার, তা হ'লে সে ও'দের কলের জলের ঘোষ, পুকুরজল কোন্ খালা দিয়েছে ।

কন । চোপরাও ।

ইক্ট । The defendant admits the offence.

সাহেব । Yes, whats the punishment ? Imprisonment or fine.

ইক্ট । Simply fine,

তুলসী । ধর্ম-অবতার ! আমার অধাধনটা নিবেদন করেন না ? দশ সেরের দর খাটি দুধ আমি কেমন ক'রে দেব ? এই টেক্স-বাবুর শব্দরত্না এখন তাই চা'ন, দিতে পারিনে ব'লে আমাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন ।

কন । চোপরাও ।

সাহেব । Mr. Clerk, what amount of fine will do in this case ? pass the book to me.

ইক্ট । Needn't trouble yourself sir, five rupees will do for the first offence.

সাহেব । Five Rupees you say ? very well, fine six rupees.

ইক্ট । বাও, ছয় রোপেরা জরিমানা ।

[তুলসীর প্রস্থান ।

সাহেব । Next case.

(উষাচরণের প্রবেশ)

উষা । হজুর, আমার একটা নালিস আছে । এই গরমির দিন হ'কোটা হাতে ক'রে টুলটি পেতে যদি ফুটপাথে একটু হাওরার জন্ত বসি, তা হ'লে তো অমনি পাথরা-ওয়ারা, অমাদার, ইনস্পেক্টার পঁচিশ দিক থেকে এলে ভাড়া মারতে থাকেন, Obstructing the footpath ; কিন্তু মিউনিসিপালিটি মশাইরা এই চার মাস হ'ল আমার বাড়ীর সামনে দরজা আটকে একটা পাঁখা খোঁচা ঢেলে রেখেছেন, তার পর আজ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হ'ল ঐ পাঁখা ভোলা সেই বে বড় বড় সোখীন রাজগুলি আছে, তা হ'ল দরজা আটকে রেখেছেন, আর এক-

চাকার পাড়ীখানি ভেঁা ছেলেদের পড়বার জানালার নীচে বরাবর থাকে, এর উপার কি ? রাস্তাবন্দী সাহেবকে বলে বলে ভেঁা উপার হ'ল না। এখন আমার বাড়ীতে একটা ক্রিয়া আছে, পাঁচজন আসবে, আমি Municipalityর নামে obstructing the public through fareএর নালিশ ক'রে শমন প্রার্থনা করছি।

(সকলের হাস্য)

ইষ্ট। This babu—

সাহেব। I understand, I understand ; very good the Municipality ought to be taught a leason, summons granted.

ইষ্ট। But you have no power to issue summons in these cases sir.

সাহেব। No !—then send him away.

ইষ্ট। আপনি নীচে বান, এ নালিশ এখানে হবে না, আপনি নীচে থেকে শমন চান গিয়ে।

উমা। আমার নীচে যেতে হবে,—জালাতন করেছে। আমার এই ইলেক্সন আসছে না ? এবার বাড়ীতে কেউ ঢুকলে হয় ভোট নিতে—

[উমাচরণের প্রস্থান।

সকলে। (হাস্য)

সাহেব। Next case, next case.

ইষ্ট। বোলাও গরীবউল্লা পাহারাওয়ারা নালিশ করনেনওয়ারা, গোকুলরায় আপামী ?

১ম ক। এই গরীবউল্লা আও, গোকুলরায় আপামী হাজির—গোকুলরায় আপামী—গোকুলরায়—

(গোকুলকে লইয়া গরীবউল্লার প্রবেশ)

ইষ্ট। তোমার নাম গোকুলরায় ?

গোকুল। দাদা !

১ম ক। চোপরাও !

ইষ্ট। মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলে বল ?

গোকুল। আছে, তেঁাটি খুঁয়েই তো এই পাহারাওয়ারা সাহেব চোপরাও করবেন, ইনি কি আপনাদের উপর ?

ইষ্ট। বল বল, আমার কথার উত্তর দাও, মাতাল হয়েছিলে ?

গোকুল। আছে, যিনি এনেছেন, এ পাহারাওয়ারা সাহেবকে নিজাস করুন।

ইষ্ট। কেয়া হরাধা বোলো ?

গরীব। (হলক পাঠ) হজুর, বরা মাতুরালা হরাধা, ব্যালুকুল চলনে নেই স্যাকুতা, সুরকের পর গিব পবুতা ; এই ভাধেন—

গোকুল। শুহন ধর্মাবতারেরা শুনে যাবেন,—মশাই, এ বুড়ো বাবু মশাইটীকে বলেছি, আমার এইটে চুক গেলে ঘুঘবেন, এখন এই পাহারাওয়ারা সাহেব বা বলেছেন, তা শুনে রাখবেন। গিব পবুতা—বেহ'ল হোতা—তার পর কি ?

১ম ক। চোপরাও।

গোকুল। আরে দূর বাপু, তুই চোপরাও চোপরাও ক'রে জালালি বে !

গরীব। একবারেই বেহ'ল, এই ভাধেন হামুকো বহৎ মার কিয়া, উর্দী ফাঁর দিয়া, লঠন তোর দিয়া—

গোকুল। চলুক চলুক, ধামলে কেন ? বল—দাড়ি উথড় দিয়া, কাণ মোচড় দিয়া, জুঁড়ি ফাসড় দিয়া—

১ম ক। চোপরাও।

গোকুল। হজুরা একবার দেখেছেন, আপনাদের সামনেই কর্তাদের মেজাজটা একবার দেখছেন ; এতেই বুঝে নেবেন যে, বাইরে আমাদের সঙ্গে কত অমারিকতা ক'রে থাকেন।

ইক্ট। বল বল, তোমার কি বলবার আছে ?

গোকুল। আর বলবো কি ধর্ম-অবতার, বুঝতেই তো পাচ্ছেন, পাহারাওয়াল। সাহেবকে কিছু দক্ষিণে দিতে পারিনে, তাই এই বিড়ম্বনা ; নইলে আমার তো এই কৃষ্ণের জীব দেখেছেন ; তাঁর উপর এতই কথা প্রমাণ—চলতে পাচ্ছিলুম না, গির পড়-ছিলুম, বেহ'স ছিলুম,—এ অবতারণা যদি ও'কে মার ধর ক'রে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে দিতে পেরে থাকি, তা হ'লে তো পাহারা-ওয়াল। সাহেবের এখনই পেন্সন নিয়ে বৃন্দাবনবাস করা উচিত ।

ইক্ট। তুমি কি বকছো ? এখনও নেশা আছে নাকি ?

গোকুল। আজ্ঞে, অন্ন মাত্রের । গেরস্থের ছেলে, রোজ রোজ ত তাঁকার সুবিধা হয় না, একদিন পরস। ধরচ ক'রে ধরে তা'তেই পাঁচদিন নেশাটা বজায় রাখতে হয় ।

ইক্ট। Admit guilt.

সাহেব। What is to be the punishment, Two Rupees.

গোকুল। আজ্ঞে, হজুর, ওটা আমার জিজ্ঞাসা করুন, টু রুপিজে এবার হবে না, নীচের কোটে এবার হটাকা, একবার চারি টাকা হয়ে গেছে, একবার ফাইভ রুপিজ করুন ।

সাহেব। You want to be merry Eh ? Fine ten Rupees.

গোকুল। ধর্ম-অবতার, একটু বেশী হ'ল। ওদিকে ও ডিউটি বাড়ছে, আবার আপ-নারাও এদিকের রেট চড়াবেন, তা হ'লে আর পেরে উঠি কৈ ? ধর্ম-অবতার, আমি নিভাত্ত কোম্পানীর ধরেন-খা ভক্ত, এই আমরা এক ফিলিটে প্রায় ১০।১২ জন

ছিলুম, ও ধারে ত'তীদের, এ ধারে পাহারা ওয়াল। সাহেবদের বাড়ারাড়িতে সবাই এদিক ছেড়ে দিয়ে পাঁজা ধরছে, দলগত মধ্যে আমি হক্কর এখনও কোম্পানীর মান রেখেছি। তবে লয়াল্টির সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রেট্রিগটীজিম আছে, তাই খাঁটিটাই খেয়ে থাকি, মোক্ষাৎ গাঁজার চেয়ে চেয়ে বেশী পরস। দেওয়া যায় ; তিসেমত খন্তে গেলে আমার একটা খেতাব টেতাং দেওয়া উচিত, তা না ক'রে একবারে অত ফাইনের রেট চড়ালে আমিও গাঁজা ধরবো, তা কিন্তু বলছি । রয়ে বসে বাড়ান না, আবার কোন্ না এই ছোট্টদিনের পরই আগছি, রাস্তা দিয়ে বাড়ীতে আসতেই হবে, পাহারাওয়াল। সাহেবের “এই শালা কাঁহা বাত হায়” শুনে যদিও চুপ চাপ চ'লে যাই, তা হ'লে বাপ চৌকপুত্ব তুলেও ত রাগিয়ে দিতে পারেন, তার পর একটা টেচিরে কথা কইলেই ক্লের বাড়ি বাতের চিকিৎসা কন্তে কন্তে থানার নিয়ে যাবেন, অবশেষে যা বায়িগৎ বরাদ্দ আছে, “গির পড়া, উর্কী কাড়া, লঠন তোড়া” ক'রে এইখানে হাজির ।

নবাব। বাস্তি বাত কহেগো ত মেয়াদ দেগা ।

গোকুল। সেলাম ! তবু ভাল, তবু ভাল। শ্রীমুখের একটা কথা শুনেতে পেলুম,—মেয়াদ দেন, অপনাদেরই লোকসান, সেখানে যে কদিন থাকা, খাওয়াও বন্ধ, এখানে আসা-যাওয়া নহু ।

ইক্ট। বাও, বাও

গোকুল। সেলাম ইক্টরপ্রিটার সাহেব, সেলাম পাহারাওয়াল। সাহেব, অহুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন ।

সাহেব। (মধুরে লক্ষ্য করিয়া) Now you signature please.

গোকুল। হজুর, বুদ্ধ বাহুর মুমুক্ষু, ও'কে

স্বার কষ্ট দেব না, আপনিই নামটা লিখে দিন, উনি আগে উঠে কলম ছুঁয়ে দেবেন। (সকলের হাস্য, কনষ্টেবল বক্সিস চাওয়া ও গোকুলকে ধাক্কা দেওন) বাবা, বাকা মিচ্ছ তাল, সব জিনিসেরই কাউ আছে।

[গোকুলের প্রস্থান।]

সাহেব। Next case, Next case.

ইন্সপেক্টর। (মিউনিসিপাল ইন্সপেক্টরের প্রতি) মশাই, আপনার কেস এইবার, নীল-মণি তরকদার আসামী।

জজন। নালমাণিক তালকদার আসামী—নালমাণিক তালকদার আসামী—নালমাণিক।

ইন্সপেক্টর। ওরে, কেনারামবাবু উকীল আছে, একবার দেখ তো।

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা। (ত্রস্তভাবে) এই যে, এই যে, এসেছি, এসেছি, ও নীলমণি, ও নীলমণি, এগিয়ে এসে দাঁড়াও না, যোড় হাত কর, যোড় হাত কর।

নীলমণি। করেছি, তার পর কি বলবো? ছিরিবিছু নয়।

কন। চোপরাও।

কেনা। Your honour—উঁ উঁ উঁ, আই আই আই—

নীল। হজুর, পাখাটা একটু ছোঁয়ে টানতে হজুর করবেন, উকীল বাবু খামছেন।

ইন্সপেক্টর। চুপ্ কর, Sirs analyse এ এর দোকানের তেল থেকে একটু সরষের গন্ধও পাওয়া যায়নি, চীনের বাদাম, সোরগোঁজা আর বড unhealthy ingredients, হেলথ অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই তেলের দোষেই সুর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—

নীল। একটু খর্দের দিকে তাকিয়ে কথা ক'বেন টেক্সবাবু, গরীব লোক পেরে

অমনি মাগ্নেই হয় না। আমার তেলের দোষে সুরের বড অমল হচ্ছে?

ইন্সপেক্টর। চুপ্ কর, তেলের দোষেই অরবিকার, পক্ষাঘাত, ওলাউঠা—

নীল। বল বল রাস্তার ধুলো, নর্দমার গন্ধ, ন'টা না বাজতেই কলের জল বন্ধ, কলে সাপ, বেলা দশটা পর্যন্ত রাস্তার মেথরের ভিড়, গ্যাস মিট্ মিট্, এই সব আমার তেলের দোষে হচ্ছে। হজুর লিখে নিন, জেলে দিন, জেলে দিন, ঘরে না হয় বলদ দিবে ঘানি টানাতুম, জেলে গিয়ে নিজের টানব, কলুর ছেলে, তার আর কি।

সাহেব। Order.

কন। চোপ্ চোপ্।

নীল। আরে খাম্ বাপু, চোপ চোপ ক'রে খাখার ভেতর খিচির মিচির ক'রে দিচ্ছে, বা এজোহার দেব মনে ক'রে এগিছি, সব ভুলে যাচ্ছি। হাঁ গা বাবু, আমার তেলে এই সব খারাপি হচ্ছে, তুমি দেখেছ?

কেনা। হাঁ দেখেছ? Yes—did you saw? did you saw? did you saw?

(সকলের হাস্য)

Answer me indirectly did you saw? did you saw?

নীল। আরে বাবু র! তোমার বুঝে নিয়েছি, আর অপ্রস্তুত হতে হবে না, টাকটা স্বীকার করেছি, খর্দ খোঁরাব না, দেব। খর্দ-অবতার! সোরগোঁজা চাড্ডি মিশেল না দিলে সরষে ভাল ভান্ডা হয় না, এ আপনি সকলকে জিজ্ঞাসা করুন; এই যে জেলের তেল, জেলের তেল, তা তা'তেও সোরগোঁজা মিশেল দিতে হয়। আমার বেন জাত-ব্যবসা, কত ভদ্রের ভদ্রের মাছব তো সেখানে লিখে হাতে তেল ত'য়ের করে এসেছে, তাঁ'দের তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। ও মিও

ঝোতে শরীলের কোন অঙ্গ করে না। (মধুকে দেখিয়া) ও হরি, আমি এতক্ষণ দেখতে পাইনে, চোক গেছে একেবারে,—তুমি ওখানে ব'সে বাবা। বাবাজী আমার হাকিম হয়েছ ? সুবিচার হবে—সুবিচার হবে, পেকার মশাই বাবু, বাবাজীকে তুলে দিন তো, তুলে দিন তো, আহা, ছেরম হয়েছে, সমস্ত দিন খেটে একটু তজ্জা হয়েছে, উনি বৃষতে পারেন, বাবা, বল তো বাবা, গোর-গোঁজার কি কোন শরীলের অঙ্গ করে ? কোরাণীই হও আর দারোগাই হও, হাজার হোক কলুর ছেলে তো বটে বাবা, তোমার অছাপা তো আর কি নেই, মুটো মুটো টাকা লাইসেনি দে। টা সোরগোঁজা না চালিয়ে দিলে চলবে কেন

কনু। চোপ চোপ।

নীল। আর চোপ চোপে কাজ নেই, আমি কে জানিস ? হাকিম আমার জামাই। আহা। বৈচে থাক বাবা, লক্ষ্মীপুত্রী হও, তোমার কাছে মামলা পড়েছে বাবা, সুবিচার হবে। মধু আমার ভেমন ছেলে নয়।

মধু। কে তুমি ? এখানে আমি কাকেও চিনি না।

নীল। চখে জল দিয়ে নেও বাবা, চখে জল দিয়ে নেও, ঘুমিয়ে পড়েছিলে, ঠাণ্ডার পাচ্ছো না, আমি তোমার স্বপ্নের নীলমণি তরফদার, আমার যুগ্ম জামাই, বৈচে থাক, বৈচে থাক।

মধু। এ আদালত, এখানে ও সব কথা কেন ?

নীল। আহা, দেখেছ, বাবা আমার কত নজাশীলে। ভগবান তোমার বড় করেছেন, নজা কি বাবা। আমি বেধানে সেখানে তোমার আধীর্ষ্য করবো, রাজা হও—রাজা হও, কেউলী আমার রাজদারী হোক, কেউলী

আমার বড় পরমন্ত ; কেউলী পেটে আমি একটা গাঁতের সরবে কিনে দেড়-শ টাকা পাই, সে হ'তে আমার ছ-খানি গাছ বাড়ে ; আমি বরাবর বলি, বাছার আমার লক্ষীছিরি আছে, ক্যান্ডাল যখন পাঁচ বছরের মেয়ে, ওখনই কত গুছনে ছিল, ওর মা'র সঙ্গে গিয়ে এই ছোট ছোট ঘুঁটেগুলি দিত ; আহা, আমার সেই ক্যান্ডালের জামাই আল রাজা হয়েছে। সুবিচার কর বাবা, সুবিচার কর ; বল তো খন্দেদে পাঁচ আনার ওপর দর দেবে না, আমি খাটি সরবের তেল দিই কোথা থেকে ?

নবাব। এ তা হায় ? মধুবাবুকে আসামী জামাই বোলতা, দামাদকে তো জামাই কহেতা ? বাহবা ইংরাজ বাহাদুর ! কলু কো বি পাকড়কে হাকিম বানার দিয়া ? কলু বি হাকিম বন্বাতা। মায় নবাব হোকে কলুকা সাত বৈঠাই। হাম আজই ইন্তফা দেগা, কলুকা সাত এক দরবারমে বৈঠকে হাকিমি নেই করেরগা। সাহেব উঠিরে, আপকো তো বি-ইজ্জত হায়, হিয়া নেই বৈঠিরে, ও হাকিম কলু হায়।

সাহেব। Ah what ?

নবাব। কলু Sir কলু, that man oilman, herecome, হাকিম হয়া বাবু বনকে।

সাহেব। Indeed ! Oh you Babu, টোম্ব কাহে হামারা সাথ বরেষ্টনে আয়া ? No more case this day, I am not going to sit in court with a low fellow, come away নবাব সাহ।

[উভয়ের প্রস্থান।

নীল। বাবা, আমার এখন কি হবে ? সব চরে যে, মধু, বাবা, তুমি একটা কয়লা ক'রে দাও। আহা। সোপারাইর আমায়

হাকিম হয়েছেন, ব্যাক আলো ক'রে বসেছেন ।

মধু । তুমি দূর হও এখান থেকে, পাজী ছোট লোক, কে তোর জামাই ? আমি আজই তোর মেয়েকে তেজাপুত্র করবো, দশে ধর্মে আমার গালে মুখে চূণ-কালি দিলে—পাজী বুড়ো !

নীল । কি, জামাই হয়ে আমার পাজী ? ব্যাটা আমার ভদ্রের হয়েছে ; চল দেখি ভ্রাতের চকোরে, তোর কি আমার কা'র মান বেশী দেখি, আমি কি হেঁজি পেঁজি ? ভুলে গেছ ব্যাটা, আমি যে ভ্রাতের মোড়ল, আমি মনে কল্পে তোকে একঘরে কতে পারি, একটা মজলিস কি চকোর টকোর হ'লে আমার কত মান গিয়ে দেখিস ; কেউলীর খাতিরে আদর ক'রে ভাল বলছিলাম । চাকরী ক'রে তো মাথা কিনেছিস, এখনও ব্যাটা তোর বাড়ী আমার কাছে বাঁধা জানিসনে, জাত-ব্যবসা ছেড়ে মাথায় পাক বেঁধে খালি নবাবী বেড়েছে, কায়েতই হোক, বামুনই হোক, যে ঘা'র ঘরে বড় আছে, আমার ঘরেই কি আমি কমতি ? ইঞ্জিরি পড়ে জাত স্বীকার কতে বুঝি নজ্ঞা নাগে ?

মধু । দেখ, আমার অপমান কর না, বলছি ।

নীল । উঃ ! ব্যাটার আমার মান । দিন-কাল উটে গেছে, তা'ই দুটো লোক মুখের ওপর খোসামোদ করে, তো ব্যাটার আবার মান কি ? ঘা'র নিজের স্বজাত. বাক মানে না, আর আবার মান । ভ্রাতের ভ্রাতের তোকে পৌছেকে ? বুড়ো মা আছে, দেখি তা'র ছরাদে তোর বাড়ীতে কে থুথু কেলতে মার । একঘরে করবো ব্যাটাকে, একঘরে করবো ; অর্ধে নাস্তিক ব্যাটা, ব্যাটা জাত ভাঁড়ান আর বাপ ভাঁড়া-

নোতে তকাৎ কি রে ব্যাটা ? তো ব্যাটার মন ছোট, না নইলে কলু ছোট কিলে রে ব্যাটা ? আমার ছোঁরা ভাত নয় কায়েতে খায় না, আর কায়েত আমার ভাত ছুলে তা নষ্ট হয় না ? গোলায় গেছিস, ইঞ্জিরি পড়, এ সব জানবি কি ? তেলের কাজে লাভ কত, তা জানিস ? তো ব্যাটার তো ভদ্রের গিরি চাকরী ক'রে বাড়ী বাঁধা পড়েছে, আর কত হোমরা চোমরা বামুন যে কাকি দিয়ে তেলের কল ক'রে নিয়ে দশবান বাড়ী ক'রে কেল্ল ; কেন আমার ঘানি বলদে টানে, তা'র ঘানি না হয় কলে টানে, ফারাক তো এই ;—দূর-দূর —

ইন্ট । মশাই, চুপি চুপি রিডাইনটা দেবেন কোন্ দিন আবার কি কেলেকারি হ'বে ।

মধু । আজ দেখাছি, দেখাছি, এর শোধ নেব, তবে ছাড়বো, সাহেব তো আমার হাতে, আমার আঙারে আর কেমন কায়েত বামুন চাকরী পার, তা দেখছি ।

নীল । যা ব্যাটা, তোকে ত্যাগ কর, আমার মেয়েকেও ত্যাগ কর ।

মধু । এই তোর যুগও আমি বন্ধ কচ্ছি, ভ্রাতের খোঁটা ঘোচাচ্ছি, হয় খিষ্টান নয় বৈষ্ণবানী হ'ব, তবে ছাড়ব । এখনই নীচের কোটে গিয়ে একিডেভিট ক'রে যাচ্ছি যে, আমার সাধৰ্ণা পদবী বললে আজ থেকে বৈষ্ণবানন্দ পদবী নিলুম, আর সাহেবের হাতে পারে ধ'রে সার্ভিস ব'য়ে আর প্রোডেসন লিষ্টে সাধৰ্ণা কাটিয়ে বৈষ্ণবানন্দ ক'রে নেব, আজ থেকে মধুসুন্দর সাধৰ্ণা নয়, মধুসুন্দর বৈষ্ণবানন্দ ।

[প্রস্থান ।

কন । আরে হাকিম চলা বাতা, হাকিম চলা বাতা, মামলা কোন্ করগা ?

নৌ। ঐ ইজিরগুলো ছেড়ে যে না,
তোদের যামল। আমিই ক'রে দিছি, অমন
লাথ লাথ করেছি; গাঁয়ে আমি পকায়েৎ,
অমিদারের ঘরেও আমার খাতির আছে।

[প্রস্থান।

কন। আরে, আসামী ভাগতা—ভাগতা
—ভাগতা।

[সকলের প্রস্থান।

ধরুলো দে খ বিষমু'নেশা,
করবে না কেউ জাতের পেশা,
উন্টে আশায় সব ধোয়ালে
ভাতের তরে হাহাকার।
আমরা বনি সত্যি সত্যি,
করবো আদর মুটে পতি,
চাষ ছেড়ে দাস হ'তে গেলে,
কাণ ম'লে ভাই দেব তাঁর।
শোবার ঘরে শাসন হ'লে
তবে যাবে একাকার।

গন্ধর্বলোক ।

ষষ্ঠ গর্তাক্ষ ।

—*—

রাত।

মহিলাগণ।

গীত।

দেখবো এবার অ'ধি ঠেরে
আছে কি না আছে ধার।
এই বেলা না সামলে নিলে
খামবে না ছার “সংস্কার”।

অন্তরাগণ ।

গীত।

হাঃ হাঃ হাঃ ! হাসি ধরে না
ধরে না কোথা রাখি বল।
ধরার ধারা হে'রে লো সেই হয়েছি পাগল।
খেয়লু আক ভাল খেলা,
ধরাতলে পরীর মেলা,
(এখন) ভর ক'রে বোন্ সোণার হাঁসে
পরীবাসে চল ;—
বর দিয়ে যাই নরের বেন হর সুমঙ্গল।

যবনিকা-পতন ।

সাধাস আটশ

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ।

নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণ ।

পুরুষগণ ।

রাজা বিজয়রূক্ষ ।

হরলাল

...

...

কলিকাতানিবাসী ভদ্রলোক ।

কমল, ভূতনাথ, নেপেন,

পিয়ারী, বহু, হেরণ, বরেন

ও ঞগেন ।

}

কমিশনারগণ

রজলাল

..

...

অনেক ভদ্রলোক ।

ভবানী ও রসময়

...

...

সুবর্ণের কমিশনার ।

বাঈ

...

...

ভবানীর ঞালক ।

ভোলানাথ

...

...

অনেক গৃহস্থ ।

বটরূক্ষ

...

...

নতন উকীল ।

অজয়রূক্ষ নন্দ শঙ্করবোম

...

...

পেডি-স্কুলের পণ্ডিত ।

হেমন্ত

...

...

ঐ প্রফেসর ।

বনমালী পাঁজা

...

...

ঠিকাদার ।

পুঁটে, রূক্ষগণ, বালকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

শ্রীমামুলারী

...

...

হরলালের স্ত্রী ।

স্বীয়েদা

...

...

রসময়ের স্ত্রী ।

গিরিবাল

...

...

প্রতিবেশিনী ।

অনজয়রূক্ষ, মজুমদারী,

বরাননী, পাগলিনী ও

কুন্তলীন-কুন্তলা ।

}

ছাত্রীগণ ।

মহিলাগণ, নাপতিনী ও পরিচারিকা, গোয়ালিনীগণ, ঝাড় ওরালীগণ,

মুদ্রাকরাসিনীগণ ও অভিনেত্রীগণ ইত্যাদি ।

সাবাস আটাশ

সূচনা ।

বধুমাতাগণ ।

(গীত)

ছি ছি ছি ছি ছেড়ে দাও না ভাই ।

ও মিনি মাইনের চুলোর চাকরীর

মুখেতে দে ছাই ॥

মিটাই ক'রে এস ঘরে শুকিয়ে সোণার মুখ,
বুঝবে কি নীরস পুরুষ ফাটে নারীর বুক,
আবার হুধের উপর হুধ দেখ না বকুনি বড়াই ।

আমরা নিরেছি আবদার,

বলছি নাথ শুন খবরদার,

আর পা বাড়িও না'ক মাড়িও না'ক

টানউনহলের ধার ;

যাক যাক সে বালাই ॥

ধেরে ঘরে তাড়িয়ে বনের মোষ,

মিনি দোবে ঘরে ক'সে এ কি লো আপশোষ,

ফৌস-ফৌসানি কাজ কি স'রে

বল না আসে ছেড়ে ঠাই ।

মিটার নাথ বাবু নাথ শোন প্রাণের কোয়ার,

বলি পায়ে ধ'রে মাথার কিরে

আর সর না ধোয়ার,

মানো মানে মান রাখ না

আমরা তাতে বর্ডে বাই ॥

নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চ'ড়ে বেড়িও নাক আর,

অলে গোঁকে আগুন কোটো বেগুন

প'রে শাড়ী চুড়ী চন্দ্রহার ;

পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে

রইলো কি সুধাই তাই ?

তোমরাই কি বল ছাই

(হ্যাঁ হ্যাঁ) কাই—কাই—কাই ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হরলাল বাবুর অন্তঃপুর ।

হরলাল ও শ্রীমাতুলন্দারী ।

হর । আর বাড়ীতে কাজ নেই, ও কথা
রেখে দাও, এখন জমীটুকু কেনা দামে বেচতে
পাল্পে বাঁচি !

শ্রীমা । ও কি অলক্ষণে কথা ! কত কষ্টে
হয়েছে, তা বেচবার নাম কর কেন ?

হর । বেচবার নাম কচ্ছি বড় প্রাণের
সথে । ফুরতি উথলে উঠেছে কি না ! একে
প্রেমের হাস্যামেতে জমীর দর তো ধমধমে
হয়েই গেছলো; তার উপর এই নূতন আইন
পাশ হবে শুনে একেবারে নেবে গেছে ।

শ্রীমা । তোমার যেমন কথা ! আইন হর
হবে, তা ব'লে কি কলকোতার মানুষ থাকবে
না ? না লোকে বাড়ী ঘর দোর করবে না ?
ঘাইত না—কখনই বা অবসর পাই, তবু যদি
কখনও মরতে ভেতলার ছাদে উঠি—ও মা,
যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, তারা
বাঁধা, সব নূতন বাড়ী হচ্ছে । আর জাহ্নবী
নাহিতে গেলে ইটের গাড়ীর ভিড় তৈলে
আমাদের গাড়ী এগুতেই পারে না । সবাই
বাড়ী করেছে, ওর এক ঢং ।

হর । দেখ, যা আইন আছে, এতেই তো
আমি কলকোতার বাড়ী করতে নারাজ

ছিলেম। আমার জমী, আমার পরস, আর প্রাণধন সাহেব যে ব'ছোঁকুদি পেয়াদাকে সঙ্গে এনে যুখ নাড়া দেবেন—এ আমি সহিতে পারবো না। তার উপর নৃতন আই-নের ব্যবস্থা—ও বাবা, দণ্ডবৎ।

শ্যামা। কেন, তাতে হবে কি? কোম্পানী কি এখন বাড়ী করলে ভাগ বসাবে?

হর। আরে দূর পাগলী, এক কোম্পানী শিখে রেখেছে—কোম্পানী কে—এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? এ হচ্ছে মিউনিসিপাল।

শ্যামা। তা সে পালিশাই কি করবেন?

হর। ছি ছি! আমি এলে কেল, কত মিটীং এ্যাটেণ্ড করি, কাগজে কেরসপণ্ডেল লিখি, আর তুমি আমার স্ত্রী হয়ে মিউনিসিপাল উচ্চারণ করতে পার না? এতে আমার বড় কষ্ট হয়। একটু যদি ভাল ক'রে পড়তে।

শ্যামা। তা হ'লে যে এই আড়াই মাস রাত্রী ছেড়ে গেছে, আর কি রাত্রী-ঘরে ঢুকতেম? আটটার ভেতর আপিসের ভাত রাখতো কে?

হর। Certainly—তা তোমার গুণ অনেক আছে, আর তার জন্য আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই গ্রেটফুল থাকি,—

শ্যামা। আর ঘেঁটের ফুল কাজ নেই, একটা নিরেট ফল পেলে বাঁচি। তোমার সে মিলেপালই হোক আর মাসীপালই হোক, বাড়ী করলে কি করবে, তা শুনি?

হর। শুনবে কি? এখন ভো বাড়ী করতে গেলে নিজের বাড়ী কি রকম হবে, তার নজ্জা দিতে হয়। এর পর সমস্ত ভারত-বর্ষের ম্যাপ আঁকতে হবে।

শ্যামা। কেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

হর। কাদের সঙ্গে?

শ্যামা। ঐ যাদের কথা বললে—ভারত-ভরী না কি—তাদের সঙ্গে?

হর। Pity Pity! so dearly dunced so sweetly bitter শ্যামা, ও কথা তুমি বুঝবে না, আমি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন—যে ভিটের আমি বাড়ী করো, সেইখানে ইলিস্ মাছ ভাজতে চড়ালে যত দূর তার গন্ধ যায়;—উত্তর দক্ষিণ—পূর্ব—পশ্চিম—বাঁয়ু—নৈঋত—অগ্নি—ঈশান—

শ্যামা। ভূত প্রেত দানাদৈত্য—দক্ষিণ মশান।

হর। মরি, রসি তাটুক আছে দেখি যে!

শ্যামা। বোঝ না, এই বালাই—প্যাঁজের গন্ধ না দিলে তো তোমার কাছে রস মজে না; এখন যা বলছিলে বল।

হর। বলছিলাম আর কি, সেই যত দূর গন্ধ যায় বা দৃষ্টি যায় যাই বল—ততদূর চারি দিকের বাড়ীর আঁচে আঁচে নজ্জা দিতে হবে। তার পর ইঞ্জিনীয়ার এসে দমকল বসিয়ে জমীর জল শুষবে; শেষ—এখানে এতটা ছাড়, ওখানে এতটা বাড়, কোমর-ভোর গাড়া, বাঁশভোব খাড়া, এতটা উঠোন বারান্দা চতুর্কোণ, এইখানে ঘর, এইখানে দোর, এইখানে নর্দমা, তার পর ডেরেনের সুড়ঙ্গ, জলের কল, নোংরা নল—আর কত তোমার বলবে।

শ্যামা। ভাল, না হয় হলেই বা; ;না হয় কোম্পানী—দূর যরুক গে, তোমার ঐ পাল সাহেবের হুকুমে ভ্রাসনখানা ভালই হলো; তোমার জমীর তো আর কমি নাই, একবার বই তো আর ছ'বার নয়, কটে খুটে না হয় করলেই বা।

হর। আমার ঘেন একটু বেশী জমী আছে, কিন্তু সকলের কি তা হবিধা হবে?

আচ্ছা, তা যাক, আপনার দিক দিয়েই দেখি, একবার বাঙ্গালী হয়েই বোঝাই।

শ্যামা। হ্যাঁ টুটুনী সাহেব, তাই বোঝাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমিও বুঝবো।

হর। দেখ, আপাততঃ ঈশ্বরের ইচ্ছার চারটী বাবাভী আছেন, এখনো তুমি কার্তিক পূজা চালাচ্ছ, আরো কি হয় কি জানি; কিন্তু ধর নয় চারটীই, মনে কর, আমার অবর্তমানে—

শ্যামা। বালাই, ও কি কথা !

হর। বাল, বালাই বললে তো রেহাই নেই ; একদিন তো মর্তমান দেখাতেই হবে ; আর মর্তমানকে মূর্তিমান দেখলেই বর্তমান লোপ হবে ; তখন চারটী ছেলে যদি ভিটেখানি ভাগ ক'রে নিতে চান, তা হ'লে কোন্ ইঞ্জিনীয়ারের ঠাকুরদান্না এসে ঐ “পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, বাড়ী কর গে ভেড়ের ভেড়ে” গোছের চারিখানা বাড়ী ভাগাভাগী ক'রে দিতে পারবে ?

শ্যামা। বেশ তো, ভালই তো, ছেলেরা একসঙ্গে থাকবে।

হর। আর চার বেটী বৌ বে চার চেয়ে বোলে, ব্যাটা কাটাকাটী করবে।

শ্যামা। তাই নাকি সবাই কোচে—

(পুঁটের প্রবেশ)

হর। কি রে পুঁটে ?

পুঁটে। কাকীমা, কাকীমা, কাকা ! দেখ, আমি একখান খবরের কাগজ পেয়েছি এতে, কত কি ওখবরের কথা লেখা আছে, এখনা রাখ, তোমার আর ভাস্কর ভাকতে হবে না।

শ্যামা। কি কাগজ রে পুঁটে ?

পুঁটে। নতুন বেরিয়েছে, —“ব্রহ্মাণ্ড”। হ্যাঁ কাকা, অণ্ড তো ডিম, তবে ব্রহ্মা কি ডিম পাড়তেন ?

হর। দুধ পাগলা, ওগুলো ইত্যরের কথা বলতে নেই।

পুঁটে। দেখ কাকা, কাকীমা, শোন—
কেমন একটা মজার নতুন ঔষধ ছাপিয়েছে।

শ্যামা। কি ঔষধ, পড় না শুনি।

পুঁটে। এই শোন, এই শোন—

আশ্চর্য্য কাণ্ড ! অদ্ভুত ব্যাপার !

আর কষ্টের ভয় নাই !

দিবা-মরণারিষ্ট !

“মিসর দেশে ভারতী নদীর তীরস্থ ভয়
কর মরুভূমির বিজয় বহনবাসিনী পরমহংস
পরিব্রাজক ভূতপূর্ব্ব শ্যামী—আশাতত বশুর
—শ্রীমৎ বৃতবৃত্তানন্দ মহারাজ। চতুর্দশ বর্ষ
যৌর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভরূপ ভূটী ডিঘ
প্রসব করিয়াছেন”—কাকা, ঐ দেখ, এই
খবরের কাগজে সিদ্ধিপুরুষের ডিঘ প্রসব
লিখেছে ;—

হর। তা লিখুক, ও যার যেমন প্রবৃত্তি,
তার তেমনি ভাষা ; একটা গল্প শুনি—যে
বিদ্যাসাগরের চরিতাবলী পড়ছি, তিনি
একজন ভট্টচার্য্য বায়ুনের লেখা একখানি
ব্যাকরণের ছ' এক আয়গা কেটে দিয়েছিলেন,
ভট্টচার্য্য তাই না শুনে রেগে বাল “বটে,
বিদ্যাসাগর আমার বইয়ে কলম চালিয়েছে,
তবে এবার আমি তাঁর বইয়ে কোমাল
পাড়বো।” বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন
লোক এই কথা বলাতে সেই মহাপুরুষ একটু
হেসে বলেছিলেন,—“তা যার বা অস্ত্র।”

পুঁটে। হ্যাঁ কাকা, বিদ্যাসাগর মহাশয়
মার্ব্ব ছিলেন ? এমন ক'রে কথা কইতেন ?
আমি মনে কভেম, কোন ঠাকুর !

হর। হ্যাঁ, তাই। এখন তুমি কি ঔষধ
পড়ছি পড়, আমার বৈকতে হবে।

পুঁটে। প্রথমটীর নাম রতি-কেশরী
অর্থাৎ কেশরীর স্ত্রী—

হর। যা যা, ছেড়ে দে—আর কিছু
থাকে, পড়।

পুঁটে। আর যেটা মজার, সেইটেই তবে
শোন—দ্বিতীয় ঔষধ “দিবা-মরণারিষ্ট”।
অর্থাৎ এই অরুণ প্রত্যহ সেবন করিলে
আর রাজ্যে মরিতে হইবে না। দিবসে
হাসিতে হাসিতে কানিতে কানিতে কণ্ঠশাস
হইবে! মঙ্গলময় মরণের এমন ঔষধ আর
নাই। এই “দিবামরণারিষ্ট” বা অস্ত্র কোন
নাম দিয়া আর বাহ্যিক ঔষধের বিজ্ঞাপন
দিবেন, তাহার যোর প্রত্যাহার, একমাত্র
আমরাই এ বিষয়ে যুধিষ্ঠির! পরমহংস মহা-
রাজ এই ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে
আদেশ করিয়াছেন, তবে কেবল ডাক-
ঘণ্টা ও পরোপকারব্রত-পালনের খরচার
অন্ত ৫০/০ মাত্র শিশি প্রতি লইব! তাহার
সহিত উপহার সনাতন ধর্মের সার “বকাও
পুঁরাণ” এবং প্রত্যেক ভক্তলোকের প্রয়োজনীয়
“অনঙ্গ অভিসার” নামক দুইখানি কুড়ি
টাকা মূল্যের অমূল্য গ্রন্থ। লেবেলের সহিত
শিশি ফিরাইয়া দিলে “কামরূপ-কেজা”
রহস্ত-পুস্তক পাইবেন। এই রহস্তপূর্ণ পুস্তক
পাঠ করা অবধি ইন্দ্রনাথ বাবু ভয়ে বই লেখা
বন্ধ করিয়াছেন। ক্রমে পরমহংস দেবের
নিকট হইতে চাটনি আদি পাইব, তখন
আমরা নিজেই একখানি সংবাদপত্র বাহির
করিব।

হর। হঁ বাট, একটা দাঁও এঁচেছেন?
নে ভাত-খাবিনি, ইক্ষুনের বেলা হচ্ছে যে,
আমি বেরুলেম—আসি গো!

ভানু। আ আবার মুখে আগুন। রোস
রোস, চীকিনের বাচ্চ দিতে ভুলে গেছি।

[প্রস্থান।]

হর। এ কাগজ তুই কোথায় পেলি রে?
পুঁটে। মেজকাকী যে নেন।

হর। মেজ বৌমার বুঝি খেয়ে দেয়ে
কাজ নেই, এই কাগজ পড়েন?

পুঁটে। তিনি বুঝি কাগজ পড়েন?
তিনি মোড়কও খোলেন না, অতগুলো
বই পান, তাই পাঁচসিকে ক’রে বছরে দেন।
আমি কাগজ নিয়ে নিয়ে মজার বিজ্ঞাপন
পড়ি।

ভানু। নে নে, যা যা, ও সব এখন পড়ে
না। বাস্কাটা বাইরে নিয়ে আর।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৌডন-স্কোয়ার।

গোয়ালিনীগণ। গীত।

গোল-ঘর ঘবে নিকরে রেখে
ভাল ক’রে ধুয়ে সাক।

কলে নলেতে বাঁধ ভারী লো
ঘোরাতে ফেরাতে মাগ।

ঘটলো লেঠা লো হার,

কেঁড়েটী কেঁকালে কাঁধে,—

জল পাব না, খাঁটা দুখেতে দেব কি—

হ’লো কি লো পাগ।

গয়না রর না ওলো দেখি গায়,

লাইসেনি দেনা দিতে বুঝি যায়,

ধরি মথিব কিলে,

ননী যে হবে না, ছানা যে পাব না,—

হলে দলে দলে গোয়ালিনী মিলে

জলে দিব স্নান।

[প্রস্থান]

(ভূতনাথ ও কতিপয় কমিশনরগণের প্রবেশ)

কমল । সে কি কথা, আপনি থেকে
যাবেন কি ? তা হ'লে তো সব বাজে হবে ।

ভূত । কি জান কমল বাবু—Personally speaking.

নেপেন । না মহাশয়, ও আপনি পারশ-
ভাল টারশভাল রাখুন—এখন সময় নয়,
আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে, আমরা আপ-
নার উপর জোর করবো ।

ভূত । নেপেন বাবু, আমার কি আপ-
নাদের উপর সম্প্রীতি নাই ? প্রিন্সিপ্যাল-
টাও নানি, কিন্তু আই এ্যাম এ্যাক্ষেড—
প্যারী । Afraid—ভয় । হি হি, ও কথা
আপনার মুখে ভাল শোনার না ।

ভূত । না না, পিয়ারীচরণ, আমি বল-
ছিলাম যে, I am afraid perhaps I have
no right to tender my resignation.

কমল । কেন ? সে কি । আপনার কি
এমন মরাল্‌থব্লিগেসন আছে ? রাষ্ট্র
আই ইনসিট—

ভূত । আমার কথাটা শোন না—Have
I any right to mar the prospects of
my own poor children ? There are
three boys yet—

নেপেন । To be provided for ?
(টু বি প্রোভাইডেড ফর ?) আচ্ছা, তাদের
তার আমার উপর ; আই প্রেজ—

ভূত । বাস বাস, আর বলতে হবে না,
ঐটুকুনি আমার মনে খুঁত ছিল ; নইলে
নিজের একরকম বা হোক—

নেপেন । তবে চলুন, আর দেরী ক'রে
কাজ নেই, সুরেন্দ্র বাবুকে তুলে নিয়ে যাওয়া
যাক ।

(বটরুকের প্রবেশ)

কমল । বটরুক বে—কোথায় ?

বট । এই আপনাকেই বাড়ীতে খুঁজে
আসছি । তার পর কি হলো—আপনার
ডিটারমিন তো ?

নেপেন । দেখা যাচ্ছে, এ ত আর ছেলে
খেলা নয় ।

বট । ছেলেখেলা কি । Most serious
seapentine problem of poetical para-
dox । The corinthian catacomb of
concoursive concussion । The future
fate of feberile India hangs on the
hair of Democles ।

কমল । বটরুকের তো খুব এলোকোয়েন্স
আছে দেখছি ।

বট । কিছু না, কিছু না । Not at all
to be the compared with that of
Demosthenesis.

নেপেন । How modest । খুব ত
বিনয়ী দেখছি । আপনি কোন্ বারে জয়েন
করেছেন ?

বট । বৃহস্পতিবারে ।

কমল । তা নয়, তা নয় বটরুক, নেপেন
বাবু লিজাসা করছেন, তুমি কোন্ (Bar &
practice) বারে প্রক্টিস্ কোছ ?

বট । (Oh you mean Bar,) ও
ইউ মিন বার—নট্ বার ; আমি আলিপুরেই
বেকছি ; কিন্তু কি জানেন, এখন তেমন কাজ-
টল আর এ বেশে আসে না—আমার ট্যালেন্ট
তেমন এ্যাপ্রিসিয়েট্ করবে কে ? I am
sorry that I have taken law my
profession,

নেপেন । The profession returns
you the compliment,—I am sure.

বট । (Thank you don't men-
tion) ব্যাক ইউ ডোন্ট মেনশন । সে বাক,
আপনার আর (vaciphilate) ভ্যাসিকিলেট

করবেন না, Let your word shoot your action ; ও আর কথাবার্তা নেই, একেবারে রিজাইন্ দিয়ে কেলুন। Let the Hemisphere stair with the wonderful fair at your dreadful deed, তা নইলে আপনাদের কন্টিটিউসন্স আপনাদের কি বলবে ?

কমল। আচ্ছা বটকুজ, তোমার কি বোধ হয়—আমি যদি ছেড়ে দি, তা হ'লে আমাদের ওয়ার্ডে ইলেকশনের জয় আর কেউ দাঁড়াবে ?

বট। Impossible ! Out-gerenous ! standing on my Biceps like a rock of vergin Alaboster, in the united Kingdom. I can declare that there is no man so so so—so so—

ভূত। তা চল নেপেন বাবু 'বাওয়া বাক, এখানে দাঁড়িয়ে বাবুজীর vocal pyrotechnie দেখলে আর কি হবে ?

বট। হ্যাঁ বান, শীগগির বান, যদি আপনাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র মাহুবেয় চাম-ডাউথ থাকে, যদি লোকলাঞ্ছনা গুরুগজনা মানভঞ্জনর কিছুমাত্র ভয় থাকে, যদি না ভাঁটা পড়ে পিঠে থাকে, একেবারে আপনাদের মস্তিষ্ক হতে সমস্ত বাকবকতা, সমস্ত সভ্যকতা, সমস্ত মাহুত্বমি-প্রেমতা, তা হ'লে এখনি—এই মূল্যবান মিনিটের মধ্যে সকলেই এক অবস্থাবে গিয়ে গম্ভীরপূর্বক দাখিল করুন, আপনাদিগের এই পরিত্যাগতা। উঃ ! আজ এই পরিত্যাগতা প্রমাদময় নীতি-সাহস সেখানে পাল্লেন না, এর হিতাহিত অননুস্তর সন্তুষ্ট ভোগ কতে পারলেম না ব'লে আমি হৃদয়ভর হচ্ছি, যে আমি

নরকে। একজন কমিশনার। চমুন, চমুন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমতলার বাট।

(মুর্দাকরাসনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাহোরা বাহোরা বাহোরা !

ওহো কেহা এজলাস মে বড়িয়া রায়—বাহোরা

বাটমে বাটমে রাত ছুটি—বাহোরা !

দাক পিলিয়া—বাহোরা,

পিও তরপুর তরু দেলু—বাহোরা বাহোরা !

খেলেতে হায় দেলদার খুসিয়া খুসিয়া !

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবানীবাবুর বাট।

ভবানী, বনমালী, বাণী, অনকরান্দ ও রসময়।

ভবানী। আমি রিজাইন্ দেব, আমি। আমি কার থাই না পরি ? বাবুয়া সব পেটি-রট হয়েছেন, সেলক-রেন্সেক্ট হয়েছেন, মর্যাল করেছ দেখাচ্ছেন। বা বা, আপনায়াই ঠকে গেলি।

বন। ঠকে গেল বই কি, তার আর কথা আছে। “ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি ?” আপনি ঠুঙ্গা ক'রে হুমুটা বা'র করিয়ে দিন না, আমি হাজার টাকা ডিপা-

জিট দিয়ে কন্ট্রাষ্টো। নিকি, যখন বত কমিবাঁড় দরকার হবে, আমি একা সরবরাহ করবো। মাথা পেছু, আপনি যা কমিশন ধার্য্য ক'রে দেবেন, আমার তাই অবশেষ্ট হবে।

বাণী। ঠিক বলেছ পাঁজার পো, যখন এত কন্ট্রাষ্ট পাচ্চ, ওটা আর বাকী থাকে কেন? ডবানী বাবু, এইবার চেষ্টা বেষ্টা ক'রে বনমালী পাঁজাকে কমিশনার সন্মাই করবার কন্ট্রাষ্টটা দিয়ে দিন। টেওয়ার দাঁও, টেওয়ার দাঁও বনমালী!

বন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু মনুবিদে ক'রে দিন, আমি ঠিকরে সই করে দিচ্ছি; যে বত নীচ টেওয়ার করুক না, আমি তার চেয়ে আড়াই পারসেন্টো কমে রাজী।

ডবানী। আরে বনমালী, কেপেছ নাকি? কমিশনার কি টেওয়ারে হয়?

বন। আজ্ঞে, হজুর মনে কল্পে সব হয়। এই তো এতগুলো বাবু ছেড়ে গেল, আপনাকে কেউ ছাড়াতে পাঠে? কখন ছাড়বেন না—আপনি ছিনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন।

বাণী। আর যদি মুখে ভুগ দেয়?

বন। কিছুতে না—কিছুতে না—ভুগ ছেড়ে গালে চুগ দিলেও না।

বাণী। আর একটা জিনিস বলে না যে, সেটা আগে থাকতেই বুঝি আছে?

ডবানী। বাণী কিছু বেশী রসিক হোচ্চ দেখছি যে?

বাণী। কি জানেন, একটা কাক তো চাই; বোনটীর বে দিয়ে এত দিন বাড়ীতে পড়ে ভাত মারছি, আপনি একটা তো কাক কর্ত্ত্ব করে দিলেন না।

ডবানী। তাই বুঝি আমাকে গালাগাল?

বাণী। দেখি! ওগুলো আপনার গালাগাল? আরি তো তা জানতেম না।

ডবানী। দূর শালা।

বাণী। এই দেখুন দেখি—এটা কি আর আমার গালাগাল দিলেন?

(অনকরানন্দ শব্দ-ব্যোমের প্রবেশ)

অনকর। ডবানী বাবু কার নাম? ব্রাহ্মণ—আশীর্বাদ কচ্চি।

ডবানী। আনুন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

অনকর। আজ্ঞে, আমার নাম অনকরানন্দ দেবশর্মা—উপাধি শব্দব্যোম; চেতলার মহারাজা বাহাদুর গবেশচন্দ্র হোড়ের সভাপতি আমি। মহারাজ বাহাদুর আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

ডবানী। (পত্র পাঠ করিয়া) হুঁ—বলুন, আপনার কি প্রয়োজন?

অনকর। প্রয়োজন আর কি বলবো, যে দিন-কাল পড়েছে, অধ্যাপকগিরীতে তো আর চলে না। একটা শ্রাণীপতি পুত্র ব্রাহ্মণী লালন-পালন করেছেন, ইংরাজীও মন্দ পড়েন, তাই তার একটা কর্ত্ত্ব ক'রে দেবার ভজ্ঞে আপনার নিকট আসা, আপনি মনে কল্পেই হয়।

ডবানী। আমি ওকালতী করি, কোন আপিসের সঙ্গে তো সম্পর্ক নাই। কোথায় খালিটালি থাকে তো সন্ধান আনুন, বলে দিতে চেষ্টা করবো।

অনকর। আজ্ঞে, তা করবেন বৈ কি, তা করবেন বৈ কি, জর জরকার হোক, পোড়ার-বিবাগ-জজ হয়ে সমাধিতে বসুন। আহা, যেমন নাম শ্রুতিগোচর হয়েছিলে, তেমনি স্বচাক্ষ দেখলেম; আকৃতিও যেমন বট চক্র-পজ্ঞান, প্রকৃতিও তেমনি শোভায়।

ডবানী। তা আপনি সন্ধান আনবেন।

অনকর। তা আশ্রয় করছি, তা না

করেই কি ভবাদর্শ মহোদয়কে অতিরিক্ত করতে এসেছি।

ভবানী। কোথার চাকরী খালি আছে ?

অনঙ্কর। আজ্ঞে, রাজসভার অভিজ্ঞান হলেম যে, মনসাকুল আফিসের অনেকগুলি বাবু কর্ণে একেবারে রাজ্যান দিচ্ছেন। তা আপনি তো সেখানকার একপ্রকার সদরমেট বন্ধেই হয়, মনে করলেই আমার নবদ্বীপটাদকে একখানি চেয়ারে উপনিবেশ করিয়ে দিতে পারেন।

ভবানী। হাঃ হাঃ হাঃ ! ঠাকুর, সে সব চাকরে নয়, চাকরে নয়, সে অনেক পলিটিকেল ব্যাপার, আপনি বুঝতে পারবেন না।

অনঙ্কর। আজ্ঞে, বাবুজী, আমি দরিদ্র অধ্যাপক পণ্ডিত মাহুষ, আমার সঙ্গে কি পরিহাস করতে আছে ? পটলের কি কল হয়, তা কি আমি বুঝতে পারিনে ?

বাণী। বাঃ বাঃ ঠাকুর, খুব তরজমা করেছ, পলিটিকেল কি না পটলের কল।

অনঙ্কর। আপনারা যা বলেন। ভবানী বাবু মহাশয়, ইংরাজী পঠ্যমান করিনি বটে, কিন্তু ছুটো একটা শব্দ-সম্বাস জানা আছে। চাকরী না হ'লে কি রাজ্যান হয়, আমি কি জানিনি মহাশয় ? যখন চেতলার ইজুলে পণ্ডিত করতেন, তখন এক দিবস ছুটা ছাত্র পাকাচুল তুলতে তুলতে আমার একটু নিজার অভিসার হ'তে দেখে, মন্তকের শিখাটা কেনারার একটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। হেডপণ্ডিতকে বলার তিনি কিছু করলেন না, তাইতে আমি সে চাকরী রাজ্যান দি। যেখানে রাজ্যান, সেই-খানেই চাকরী ; রজু—পটান্ হচে—এই রাজ্যান।

বাণী। ঠিক বলেছ ঠাকুর, দড়ী ছিঁড়ে

পিটান। আমাদের বাবু এখনও মারা ছাড়াতে পারেননি, খোঁটার ধারে ধার ঘুরছেন।

ভবানী। আপনি মহারাজ গবেশ বাহা-ছরের কাছ থেকে আসছেন, আপনার সঙ্গে কি বিদ্রূপ করছি ? সে সব তাঁরা কমিশনার ছিলেন, এই যেমন আমি একজন আছি, গবর্ণমেন্টের উপর অভিমান ক'রে কর্ম ত্যাগ করেছেন।

অনঙ্কর। এই—এই, কর্মত্যাগ হ'লো রাজ্যান। আপনি অহুগ্রহবস্ত হয়ে আমার শ্রাণীপতি-অপত্যকে একটা কেনারার বসিয়ে দিন। দেখুন, এতে আপনার ইহকালের পরকালের ধর্ম্মজল হবে। আর আমি বস্ত্র তত্ত্ব আপনার গুণবদ ও ত্রিহিংসা করবো, আপনার এই উপদংশ মরিলেও বিস্থিত হব না।

বাণী। ঠাকুর দেখছি সংস্কৃতটা কাবুলের টোলে পড়ে এসেছে।

অনঙ্কর। বেঁচে থাকুন, বাবু বেঁচে থাকুন, ঠিক বুঝেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা লেখাপড়া শেখে—না জানে ? আহা ! বলজীবী লোকটা ম'রে গেল—

বাণী। আজ্ঞে, কে ঠাকুরমশাই ?

অনঙ্কর। আমাদের ঈশ্বরের কথা বলছি, যাকে আপনারা “বিজ্ঞানাগর” বলতেন। বেচারী যখন সংস্কৃত মন্তরাক্ষ অহুবধ ক'রে, হনুমানের বনবাস লেখে—

বাণী। লাজুল অধ্যায়টা আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিরেছেলেন।

অনঙ্কর। এ্যা এ্যা বুঝেছেন ? মোটা চারখানি গায়ে দিয়ে বেচারী রাত্রি নিশিকান্ত পর্বাত ঐরাবত পক্ষীর দ্বার আমার মূখ চেয়ে বসে থাকতো।

ভবানী। তা ঠাকুর, আমার বেলা হচ্ছে,

আপনি আহ্নি, যা হয় আমি মহারাজকে
লিখে পাঠাব ।

অনন্দের । আর লিখবেন কি, আপনি গুণী
গুণ চেনেন, আমার তো কবলতি করতে
পেরেছেন ? কাজটা ক'রে দেবেন আর কি—
জর জরৎকার হয়ে যাবে ! ভবানী নাম
সার্থক করুন,—যদি ভূতপতি ভবানী যেমন
নারদের উপপুত্র কনককে কুবেরের কণ্ঠী
দিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও আমার
নবদীপকে কেশহারী চারী একটা কাজ
দেবেন । আশীর্বাদ,—যজ্ঞে গোব্রাহ্মণকে
অদন করে স্বাস্থ্যবধনে কালযাপন করুন ।

[প্রস্থান ।

বন । বাবু, আপনার বেলা হচ্ছে, আমিও
তবে এখন বিদায় হই ।

ভবানী । হ্যাঁ, কিন্তু দেখ, সেটা—

বন । আজ্ঞে, তা কি আর বোলতে
হবে, কাল লক্ষ্মীপূজোটা আছে, তাই পরশু
আপনি উঠতে না উঠতে পৌঁছে যাবে ।
দোনকে আমি বড় ভয় করি ।

বাঁশী । পাঁজার পো, আমার পাঁচটা
বুঁধি আর হ'ল না ?

বন । পাঁচ ছ'টা বাছা বড় হয়েছে, আপনি
একদিন অল্পগ্রহ ক'রে গিয়ে বেছে নিয়ে
এলেই হ'লো, একটা নেন, দুটা নেন ;
আপনাদের জন্যেই ত পেল রেখেছি ।
তবে নমস্কার বাবু ।

ভবানী । রসময়কে ডাকতে গেছে
কতক্ষণ ?

বাঁশী । সকালের কাজ সেয়ে তো
আসবে ।

ভবানী । দেখ বাঁশী, বার তার সামনে
জিভটা অত আলগা কোর না ।

বাঁশী । আজ্ঞে, বলছেন যক্ষ না, যত

মনে করি বলগা দেব, ততই আলগা হয়ে
যায় ।

(রসময়ের প্রবেশ) ।

রস । গুড্ মর্নিং ভবানী বাবু, আপনি
আমার ডেকে পাঠিয়েছেন ? আজ সকালে
বাড়ীতে ডিড়টে বেশী হয়েছিল, তাই আসতে
একটু দেরী হ'ল । কার কি হয়েছে ?—

ভবানী । না, সে সব কিছু না, মোক্ষা
তুমি করেছ কি ! সই করেছ নাকি ?

রস । ওঃ ! রেজিগনেশন ? হ্যাঁ, তা কি
আপনি আর সন্দেহ করেন, কোন জেন্টেল-
ম্যান—বীর একটু সেলুক-রেসপেক্ট, একটু
কনসেন্সস্ আছে, একটুও রেস্পন্সিবিলিটি
জ্ঞান আছে, সে এর পর আর আগিসে
ধাকতে পারে ? আমাদের ইন্সট্রাক্শন্স
বলবে কি ? শুনলেম, কৃতনাথ বাবু সকলের
হয়ে টেণ্ডার করবেন, আমি বলি, আমাদের
সুবার্কেসর হয়ে আপনিও আলাদা বলবেন ।

ভবানী । বলবে না—যা বলবার, তা
বলবে ।

রস । ব্রাভো ! ব্রাভো ! আপনার
মতন লোকের কাছেই এই এক্সপেক্ট করা
যায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের লিডার ।
আমি তাড়াতাড়ি ঠাউরে দেখিনি, আপনার
সইটে কোন্‌খানে আছে ।

বাঁশী । সে ঠাওরালেও দেখতে পেতেন
না ।

রস । কেন ?

বাঁশী । ভবানী বাবু যে শাদা কালীতে
সই করেছেন ।

রস । সে কি ?

ভবানী । আমি তো কুল হইনি যে,
অমনি পাঁচজন বলবে আর আমি নুচে
উঠবো । কেন, কিশোর ভক্ত রিজাইনটা দিতে
বাব ? কেন বল দেখি ?

রস । একটা প্রিন্সিপ্যাল তো চাই, এ
যে সেন্সরটা হ'ল—

ভবানী । কিসের সেন্সর ? ঠিক, আমা-
দের ডেকে ডাইরেক্ট কেউ কিছু বলছে ?
আর যদি বলতো, তাতেই বা ক এসে যায় ;
রিজাইন্ দিলেই তো গবর্ণমেন্ট তার পরদিন
ভয়ে বাসার গিয়ে ম'রে থাকবে ।

রস । কিন্তু একটা সেলফরস্পেক্ট -

ভবানী । রেস্পেক্ট ! আর কমিশনারিটুকু
খুঁইয়ে বোসলে রেস্পেক্টের বোঝা এসে
একেবারে মাথার চাপবে ! এই যে সকালে
বেরোও,—মেথররা, পিরাদারা, স্বাভাঙ্গারের
গাঙ্গীওয়ারা যে সেলাম করতে থাকে, তা কি
আর করবে ? অমন যে পাহারাওয়ারা—তারা
পর্যন্ত এখন আমার সেলাম করে, ভিড়ে
আমার গাঙ্গী আটকালে পথ সাক ক'রে দেয় ।
একদিন মর্গিৎ-ওয়ারাকে বেরিয়েছি, মেতুরারা
তখন ঝাড়ু দিয়ে ধুলো ওড়াচ্ছে ; ঐ অত
বড় হাইকোর্টের উকীল অনারবলও হয়ে-
ছিলেন বিহারী বাবু, একটু পাশ কাটিয়ে
যাবার জন্য তাদের একরকম কাকুতি-মিনতি
ক'রে ধামতে বলছেন, তা তারা কিছুতেই
শুনছে না, আরও বেশী ক'রে ধুলো ওড়াচ্ছে,
আর আমি এগিয়ে যাবামাত্র ঝাঁটা তুলে
সেলাম ক'রে থেমে গেল । বিহারী বাবু
দেখে অবাক । এটা মান—না ছেড়ে দিয়ে
বসে ঘরের কড়ি গোণ, সেটা মান ?

রস । কিন্তু সবে থাকলে রেন্টপেয়াররা
তো মনে করতে পারে যে, স্বার্থই আমরা
ভাল ক'রে কাজ করিনি ।

ভবানী । মনে করে—ঘরের ভাত বেশী
ক'রে থাকে । কিরে ইলেক্সনের আগে তাদের
সঙ্গে সন্মত কি ? বাবা, মনে নেই বটে, এক
একটা লোক ভোট দেবার সময় কত কষ্ট
দিয়েছে, কত হাঁটিয়েছে । কত কষ্টে ইলেক্ট

হওয়া যায়, তা' তো ঠেকে বুঝেছ, সেই পায়ে
নলী ছিঁড়ে, দুটো বোড়া মেয়ে, অন্য সময়
বাদের বৈঠকখানায় বসাতে বেরা হয়, পাড়ার
সেই সব বঘাটেদের কানভাসার ক'রে যা
তা লিবার্টি নিতে দিয়ে এই ইলেক্টো হওয়া,
সেইটে অমনি কস্ ক'রে একটু ঝাঁচড়ে
ছেড়ে দে !

রস । তবে কি আপননি রেজিগনেশনের
এগেন্ডা ?

ভবানী । Ten thousand times,
ও তোমার হরেন বাঁড়ুজ্যে কমল সরকার-
দের পেটিয়টজমের ভেতর আমি নেই ; এই
তো ছেড়ে দিচ্ছি, তার পর দেখে নিও, তোমার
নিজের গলীর ছুঁদশা, এখন রেড রোডের
মতন চক্চক্ করছে, তখন যত রাজার মরা
কুকুর বেয়াল তোমার দোরে রেখে
যাবে ।

রস । কিন্তু ছাড়লে পাবলিকের কাছে
একটা খুব অ্যাপ্রোবেশন্ পাওয়া যাবে ।

ভবানী । হ্যাঁ, একদিন হৈ চৈ ক'রে
লেকচার দেবে, তার পর যে নতুন ইলেক্ট
হবে, কাজের জন্য তার পায়ে তেল দিতে
যাবে ।

রস । আর পল্টিয়ারিটীর কাছে একটা
নাম ।

ভবানী । ভূত হয়ে এসে তাই শুনবে
কি ? পট্টেরিটা এখন রেখে দণ্ডে, যাতে ভাল
প্রজেক্ট প্রসপেক্ট থাকে, তার চেষ্টা কর ।
এই ছাড়ছ তো দেখো অর্ধেক লোকে
তোমার ডাকবে না ।

রস । কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, সবার
চেয়ে খতে গেলে সেইটেই বেশী, নিজের
প্রাণের ভেতর একটা satisfaction—
That I have done my duty—

ভবানী । তুমি অধঃপাতে যাও । তোমার

হ'তে আর কিছুই হবে না। what duty is more paramount in this world than serving one's ownself and his family ? পৃথিবীতে সামান্য কীট হতে নান্দ্রব পর্য্যন্ত কিসের জন্ত ঘুরছে—আপনার শেট, আপনার উন্নতি, আর বারা আপনার, তাদের জন্ত সংস্থান ও তাদের জন্ত উন্নতির সোপান প্রস্তুত। এই দেখ, বীনমালী সামান্য লোক ছিল, ক'ষ্টে দিন চলতো—এখন একটা বড় মাহুষ। এই যে একটা ফ্যামিলিকে বড় করে দেওয়া, সেটা বড় কাজ, না—একদিন সভা ক'রে কতকগুলো ছোঁড়া হাততালি দিলে—সেটা বেশী ?

বালী । কিন্তু ঐ বনমালীর জন্তে আপনার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কয় ।

ভবানী । থু—থু থুঃ!—থুতু দিই আমি তাদের কথায় ! I spit on their fifty remarks ! রসময় বাবু, দেখ, তোমাকে আমি বরাবর সব জারগার সপোর্ট করে আসছি, সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে যে, আমি Resignation withdraw করছি।

রস । আজ্ঞে আজ্ঞে—সেটা কি ভাল দেখাবে ?

ভবানী । তবে আমার কথা শুনে না ?—বেশ । একটু উঠছিলে, পাঁচজনে চিনছিল, আমিও চোটা করছিলেম যাতে একটা টাইটেল ফাইটেল পাও,—যাও সেলেক রেসপেক্ট কর গে। দেখেছ তো লক্ষ্মী তার মেয়েকে বাগানে পাঠারিনি, কেমন স্তেতলার রান্নাঘর করা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেম । তুমিও তো নতুন বাড়ী-টাড়া করবে, দেখো, তখন ত্রাসনের জন্ত বোড়হাত ক'রে ঘুরতে হবে ।

রস । আপনি কি মনে করেন, আমার

ছেড়ে দিলে আর কোন ভরলোক ইলেক্-সনের জন্ত দাঁড়াবে ?

ভবানী । না,—কমিশনারের অভাবে মিউনিসিপালিটী বন্ধ হয়ে বাবে । আমাদের এই ওয়ার্ডে স্বরূপ আর মাথা মুখিরে বসে আছে । ডিক্লুজ বলছিল,—নতুন আইনে যখন ফিএর বন্ধাবস্ত আছে, তখন যে সব ইউরেগিয়ানরা মিউচ সময় নষ্ট হবে ব'লে দাঁড়াতে না, তারাও দাঁড়াতে পারে। আর তা ছেড়ে দাও, আমাদের কেটেই কত নৃত্য ছোঁড়া সামলা বগলে করে বেড়ায়, তার্কিক এ চ্যান্স ছাড়বে ? Right of interfering with one's neighbours affairs, command over their money ; free advertisement higher introduction, massএর উপর power আর হয় তো Fee—

রস । কিন্তু সে সব ইন্সিগনিকিফ্যান্ট লোক ।

ভবানী । ওহে বাপু, ব্যাডাচির ল্যাজ ধরে গেলেই ব্যাড হয় । রাগ করো না, তুমিই বা কি ছিলে, করপোরেশনে ঢুকেই তো সিগনিফিক্যান্ট হলে । তা না হয়ে ছেলের বিয়ের সময় লাড়ে নর হাঙ্গার হাঁকতে সাহস হোত ? তেমনি রেমো শেমোও ইলেক্ট হলেই সিগনিফিক্যান্ট হবে । রেমো কাপড়ের দোকানে ৫০ টাকা লাইসেন্স দেয়, বেতে বাবুন—চক্রবর্তী, সে একজন রেসপেক্টবল মার্চ্যান্ট—বড় গুণাগর, আর ককির মিত্রির বি এ বি এল, বাস—মিটিংএ বসলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তফাৎটা কি ? কে কি বলতে পারে ? এখন তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে বোল্ডলি উইথড করবে কি না বল ?

রস । সেটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা—কিন্তু অফ, ফেট্ ।

ভবানী । আজ্ঞা, বেশ, এক ধানি চিঠি

লিখে দাও, আমি হরেন হোক, নেপেন হোক, একজনের কাছে পাঠিয়ে দিছি ।

বাণী । ই্যা, তার পর চিঠিখানা আমার দেবেন, সেই নোটিশের চিঠি যেমন ডাকে দিয়েছিলেন, সেই রকম ক'রে দেব ।

রস । ভবানী বাবু, বা ক'রে কেনেছি, এবারটা আমার মাগ কল্লন, না হয় আমার রিইলেন্ট হবার জন্ত দাঁড়াব ।

ভবানী । বটে । দাঁড়িও না একবার ইলেক্সনের জন্য, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব্যাগ ক'রে দেব । টাউনের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ? আমরা কেন ওদের লালধরা হতে বাব ?

রস । সুবাকেরও তো ছেড়েছে, দেখুন, খিদিরপুরের—

ভবানী । ছোঁড়া ? ছোঁড়া পেট্রিট হচ্ছেন । দেখ না অনারারি ম্যানিষ্ট্রেট ট্যানি-ট্রেট সব ঘুচেবে ।

বাণী । ঐ আনাড়ী কাজটা খালি হ'লে আমার ক'রে দিতে হবে, ও বিলোটা আমি বাঁ ক'রে লিখে নিয়েছি । সেদিন কলকতায় যে আনাড়ী ঠাকুর পরমা ছড়ান, ছুঁড়ীকে জেলে দিয়েছেন, তিনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্যাগ ক'রে দিয়েছেন । যাকে দেখবার জন্তে বেশী লোকে জড় হয়, সেই ভিলায়ন, আর চোর বহমাইস যে, সে তা তো ধরাই ; আর জেলখানা হচ্ছে স্রোদিদ শব, তার পর জাঁকিয়ে বলবো যে, এই রাজ্যের স্বর্গাধার বিচারের তার আবারি উপর,—

ভবানী । বাণী, এই না বললেম, অত দ্রুত আত্মগা করো না ।

বাণী । বলগা দিছি,—বলগা দিছি, হেই হেই, খাড়া রও ।

ভবানী । Now once for all রসবাবু কি বল, চিঠি লিখবে না ?

রস । আজ্ঞা, কি জানেন, কি জানেন, কথাটা—

ভবানী । ও বুঝেছি ; বেশ, তোমার ব্যাগ হবে না, বাড়ীতে বোলে ঝিকে পাঠিয়ে দিছি মিসেস রসবাবুর কাছে,—সোজা হও কি না বুঝছি ।

রস । না না না না, আজ ক'দিনের পর একটু হেসে কথা ক'রেছে, কি ক'রে হবে বল ভবানী বাবু, আমি তাই করছি ।

ভবানী । তবে চল, ও ঘরে চিঠি লিখবে চল ।

রস । কিন্তু এর পর লোকে যদি বিচার দেয়, তামাসা করে ?

বাণী । গারে মাখবেন কেন ? ছুনিয়ার যদি বড় হতে চান, লোকের কথা ক'রে দেখেন না ; আর একাধিক যদি রাগ হয়, আমি একটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেব, সেয়ে বাবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

হারিসন রোড ।

(বাড়ু ওয়ালাগণের প্রবেশ)

(গীত)

হররান হররান হররান ।

দোনো বেলা বাড়ু চৈলা কোরা লবেজান ।

বাবুলোক হরা কমিশান, কিরা

গরিবকা জান পেরেসান,

পাখা চলাওয়ে পেরাদা বোলাওয়ে,

হক্ব চালাওয়ে ;

আরে আরে আরে আরে আরে আরে আরে

আরে,

কান্না কিরা নাদান ।

ঝাট ঝাট ঝাট ঝাড় লুটাও,
 ধূপধাম ধূপধাম ধূলি উঠাও,
 দে রে দে রে দে রে ঘর গোরার ভেতরে,
 ঘুম ঘুম ঘুম কর, ডাল দে রে ডাল দে রে
 আখি ভব্ ভব্;
 লাগা খাঙ্ক', কব্ অদা হর রাহাজান ॥

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রসময়ের অন্তঃপুর ।

গিরিবালা, কীরোনা ও নাপতিনী ।
 গিরি-হালা। কীরি, তোর বামী নাকি
 কমিশারী কাজ ছেড়ে দেবে ?
 কীরি। হ্যা ভাই, শুনছি নাকি ওদের
 মানের গোড়ার ছাই পড়েছে ।
 গিরি। আর তুই অমনি তাই করতে
 দিলি ? সেবারে যখন ময়রারা আমাদের
 বাড়ীর পাশে বাড়ী করতে আসে, তাকেই
 খ'রে তাঁকে বলতে সেই বোনেন কাটা বন্ধ
 করিয়েছিলেন। তোর সোরাযী নাকি অজবুক
 হয়েছেন, তাই এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ।

কীরি। কি জানি ভাই, আমি তো কোন
 কথার কথা কইনি ।

গিরি। কথা ক'সনি কি লো ! এ কি
 কথা বোলে কথা—নাট সাহেবের সঙ্গে তুচ্ছ-
 তক্তি। তুই ভাই তোর বাবুক ব'লে এ মত-
 লব ফিরিয়ে দে ; কেন, তোর কথা কি
 শোনেন না ? তিনি নাকি জবাবের কাগজে
 সই করেছেন ? তা সে সই পুঁচে ফেলিয়ে

দে। বলিস তো বা হুকুম করিস, তাই
 শোনেন, সেবারে নাকি তোর ছেলের বের
 সময়ে তোরই কথাতেই সাড়ে ন' হাজার
 টাকা চেয়েছিলেন ?

কীরি। তা মিছে বোলব না, সে গুণটুকু
 আছে ।

(গীত)

আহা গুণময় সে যে রসময় ।

গুণে যুগ ধরে যা হুগ করে না কত দেব
 পরিচয় ॥

সে আমার বড় প্রিয়, প্রিয় চেয়ে প্রিয় হয়,
 গুণে শোণ উঠে না গায়ে কোটে না চটের
 কলে বোনা নয় ॥

যেন কাকের পিছে কিঙে, ফেরে হাতে নিয়ে
 শিঙে,

সিয়ে রোগীর কাছে আঁচে আঁচে ফুকতে
 সেটা কর ;—

(আলা) লোকের ডাকলে পরে পেটের তরে
 দেখে তারে অসময় ॥

গিরি। এই দেখ দেখি তাই, এত গুণের
 রসময় তোর—তাকে পরাজয় ক'রতে পার-
 বিনি ?

কীরি। কিন্তু তাই একটা ভয় হয়, এক-
 বার সই ক'রে পেছিয়ে এলে যদি লোকের
 কাছে আপদ হয়, পাঁচ জনে যদি নিন্দা
 করে ?

গিরি। হ্যা, নিলে করবে না ছাই
 করবে। দেখিস, এর পর কত খোসনাম
 হবে, সাহেবের কাছ থেকে নিশান পাবে,
 হয় ত বা খয়ের খাঁ বাহাদুর টাহাড়ুর খেতাব
 পাবে ।

কীরি। ভবানী বাবু শু ভেকে পাঠিয়ে-
 ছিল, কি সব কথাবার্তা হয়েছে, সে সব তো
 এখন শুনিনি ; ভবানী বাবু নাকি মিছে
 ছাড়াছেন না ।

গিরি । ইয়া পোড়ায়মুখো অমনি ছাড়বে ?
ওই থেকেই তার যা কিছু বড়াই ; হতভাগার
আলার পলা নাইবার ঘো নাই, নামটা করলি,
আজ বরাতে কি আছে জানিনি, এখন বাই ।

[গিরিবালার প্রস্থান ।

ক্ষীর । আমার না জিজ্ঞাসা ক'রে, ভবানী
বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, থাকক! সইটা
ক'রে এল । এই যত হতভাগা কলকাতার
গোয়ার মড়া কমিশনাররা জুটে মিলেকে
এই ফাঁদে কেলেছে ।

(নাপতিনীর প্রবেশ)

নাপ । এই যে মা ঠাকরুণ, এস একবার
আলতাটা পরিয়ে দিয়ে যাই । হ্যাঁ গো, বাবু
কি করেছেন ? ঝাঁড়ুঘোদের বাড়ী কামাতে
গিয়েছিলেন, সব ছি ছি—শতক ছি করছে ।

ক্ষীর । কেন ? কেন, কি হয়েছে ?
কি শুনলি ?

নাপ । কি নাকি কি ধর্মঘটে সই ক'রে
ন্যাজ শুটিয়ে পালিয়ে গেছেন । না কি সভার
নাঋখানে বত ভরলোকে মিলে লজ্জা দিয়েছে,
সকলে ছি ছি করেছে ।

ক্ষীর । সত্যি নাকি ? ঠিক শুনেছিল ?

নাপ । হ্যাঁগো, স্কুলের ছোঁড়াগুলো
নাকি হাততালি দিচ্ছে,—ছড়া বেঁধেছে ।

ক্ষীর । বটে বটে, মিলে ঢালালে ?

[প্রস্থান ।

নাপ ।— (গীত)

ছি-ছি-ছি-ছি-ছি ।

যারে ব'লে ছি তার দিক জীবনে রৈল কি ?

পুরুষের নাই কথার ঠিক,
তারে কে বল না দেয় দিক !
কিক্ কিক্ ক'রে মূঢ়কে হেসে আঘাত
মুখ কিরিয়ে নি' ।

আমার প্রাণের পরামাণিক,
ধেলে! ধেনে এমন দিক,
নিজের হাতে জেলে ছড়ো তার মুখেতে
গুঁজে দি' ।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিজ্ঞালয় ।

অনঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুকাঞ্চী, পাগলিনী, কুন্তলীন-
কুন্তলা, বরাননী ও অনঙ্গরানন্দ ।

অনঙ্গ । পণ্ডিত মশায়, আমার যে আজ
রুদ্রস্তটা বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন ?

মঞ্জু । না পণ্ডিত মশায়, সে দিন আমার
সপ্তমী বিভক্তি বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু এখনও
সন্ধিবিচ্ছেদ ভাল বুঝলেম না ।

পাগ । না পণ্ডিত মশায়, মঞ্জু “বিচ্ছেদ”
খুব বুঝেছে ; সেদিন আমার বোকাঁচ্ছিল ।

মঞ্জু । হ্যাঁ বুঝেছি ;—তুমি ভারী জান ?
সুধু বিচ্ছেদ বুঝলে কি হবে, সন্ধি তো বুঝিনি ।

অনঙ্গর । আহা হাঃ—স্থিরাভাষা, হি ১-
ভবা, মা কুরু পাণ্ডবাকোলাহলাৎ ।

কুন্ত । অ—পণ্ডিত মশায়, মা বলছেন
কাকে ? আমরা হলেম আপনার নাতনী ।

অনঙ্গর । অরি কুন্তলীন-কুন্তলে ! নচ
বলাৎ মা ভবার্ণব জনাৎ । মা কুরু পাণ্ডবা-
কোলাহলাৎ ইত্যর্থাৎ—মার জন্তে কোলাহল
ক'রে কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ লজ্জা সমর উৎ-
পাটিত হ'য়েছিল ।

বরা। হ্যা পণ্ডিত মশার, সেদিন ভূগোলে মিসর দেশের কথা পড়ছিলেন, সেটা কোথায় ?

অনঙ্গর। আরে, এ আর জান না ? তবে তোমরা ইংরাজী পঠাযান কর কি ? মিসর দেশ হলো কোথায় জান ? বিলাতের অষ্টসপাতী যে মার্কিন মুদ্রা আছে, তার মধ্যস্পাতী যে রূপকর্ত আছে, তার অধুতাকার যে শিখা নদী আছে, তার উপকণ্ঠে যেসর দেশ ।

সকলে। চমৎকার ! চমৎকার ত্র্যাত্তো ত্র্যাত্তো মাটার পণ্ডিত ।

অনঙ্গ। এইবার পণ্ডিত মশাই, কুমার-সম্ভব অর্থাৎ বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন, বুঝিয়ে দিন ।

অনঙ্গর। ভো বালিকামুদ্র ! কুমার-সম্ভব কি জান ? এই খেতবাকো অর্থাৎ সাধা কথার লোকে বলে থাকে সম্ভব-সম্ভব । তেমনি ভোগবতী পার্বতী যখন উদয়-মতী হন, তখন একদিন রাজর্ষি নারদকে আপনার হাত দেখান, নারদ বলেন—“বাগো জতদম্বিকচরণ দেখছি তবনীর ঐচরণকরণরবে মঙ্গলের রেখা বর্তমান হইরাছে, সুভরাঃ তোমার কুমারসম্ভব, অভাব তোমার তনয় হবার সম্ভব ।”

পাগ। শব্দ-বোম মহাশয় ! বাগে ভার-রত্ন মহাশয় যখন আমাদের পড়াতেম, তান একরূপ ব্যাখ্যা একটী করতে পারতেন না ; এখন বুঝছি, তিনি কিছু জানতেন না ।

অনঙ্গর। এই ধাবমান করতে পেরেছ । পারবে না কেন, তোমরা হ'লে বুদ্ধিমতী, বেঁচে থাক বেঁচে থাক—অহল্যা দ্রৌপদীর মতন সতী হ'লে, চিরজীবিকা থেকে, সত্য পতিলাভ কর ।

অনঙ্গ। পণ্ডিত মশার, আপাকে ও আশী-

র্বাদ করবেন না, আমি বিবাহই ক'রবো না ।

অনঙ্গর। কেন কেন অনঙ্গমঙ্গরে, তবাহর্ষের বিবাহে অনঙ্গমঙ্গরী কেন ? প্রথাপতির নির্ভর, বিবাহ সম্বন্ধ, অতি ভীষণ মহামহোপদ্রাধান অলক্ষণীয় দ্রৌণ ।

অনঙ্গ। আমি চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন ক'রে আশ্রয়ন আপনাদের কাছে পেখাপড়া শিখবো, আমার এতে বেশী আনন্দ । ইংরাজী শিখবো, ভাল ক'রে সংস্কৃত শিখবো, আর যদি সংসারে মন দিতে হয়, যে রোগীর শুক্রবা করবার কেহ নাই, কত রক্তার তীর সেবা করবো ।

বরা। দেখছেন পণ্ডিত মশার, অনঙ্গ অনেকটা আপনার তাবা শিখেছে, ও আপনায় প্রতি নিতান্ত—

অনঙ্গর। নিতান্ত নয়, ব্রীলিজে ওটা নিতান্ত হবে ।

বরা। হ্যা হ্যা নিতান্তঃ নিতান্ত ভক্তিমতী ।

অনঙ্গর। সুগ্রহুতি ভাবাপন্ন হয়েছেন । হ্যা হ্যা, তা বুঝতে পারছি, কমকিং অপত্য-দেহ জন্মেছে ।

কৃত্ত। শুনে অনঙ্গ, তা হ'লে এবার পুত্রের সমর পণ্ডিত মহাশয়কে একটা সাটি-নের নিকারব্কার ভৈরারী করে দিও ।

(হেমন্ত বাবুর প্রবেশ)

হেমন্ত। পণ্ডিত মশার, আপনার বটী যে হয়ে গেছে ?

অনঙ্গর। আমার বটী ! কোথায় ?

পাগ। গলায়—না মাটার মশার ?

অনঙ্গর। কি আমার সহিত পরিৎস ?

হেমন্ত। ছি পাগলিসী, ওঁকে কি ঠাট্টা করুতে আছে ; বুড়ো দাছ !

অনঙ্গ। কে হে তুমি ইংরেজী মাটির, আমার বুড়ো বল ? তা আবার এই বালিকা-দের অবিভ্যানে বুড়ো ! বুড়—বুড়—তবে আমি হাবর ? তুমিও বুড়, কেশে কলাপ লাগিয়ে মধ্যস্থলে কাট্যমান মন্দিরের ভাষা চিরিত ক'রে ঘোঁষন সেজে এসেছ, বাই ত আমি হেড বাটারশী মহাশয়ের কাছে। অমন করলে, এখন আমি চাকরীতে রাত্তান দেব।

হেম। আপনি কি বুড় বলে কুড় হন ?

অনঙ্গ। কুড়ঃ কুড়ঃ ! কোণকব্যরিত-কৈবল্য নেজে এখনও যে তোমার ভঙ্গ করিনি, এই তুমি ললায়তুত ব'লে জেন।

বরা। হ্যাঁ মাটার মশার, সবে উনি বল-ছিলেন, ওর প্রতি অনঙ্গের অপত্য-স্নেহ হয়েছে, আর এখন কি ওকে বুড়ো বলতে আছে ?

হেম। হ্যাঁ অনঙ্গ, সত্যি নাকি ?

অনঙ্গ। হান, আমি ত আর আপনায় লজ্জা কথা কব না ; কাল আপনায় লজ্জার পর এসে আমাদের কাউপারের সেই প্যাসে-জটা বুঝিয়ে দেবার কথা ছিল, তা খুব তো এলেন ?

হেম। কাল আসতে পারিনি ব'লে দুঃখ ক'র না, একটা বড় ইমপর্ট্যান্ট পাবলিক কাজে পড়ে গেছলেন।

হুত। তারের বোকাই পাবলিক কাজ, এতও মাথায় নিতে পারেন।

হেম। কি জান, একে তো দেশের এই অবস্থা, অধিকাংশ লোকই দ্বার্ষ্য নিয়ে ব্যস্ত, এর ভিতর আমরা ইংরেজের কাছে সংশ্লিষ্টা পেয়ে, যদি না কিছু সাধারণ কাজে যোগ দিই, তবে ক'রা হবে ?

হুত। কি পাবলিক কাজ মাটার মশাই ?

হেম। তোমরা শোননি, আজকের কাগজ দেখনি ?

অনঙ্গ। ও বুকেছি, সেই মিউনিসিপাল ব্লকি, ও তাই হুতলীন-হুতলী, তুমি জান না ? বড় মজা হয়েছে।

হেম। মজা নয়, বড়ই সিরিয়াস ব্যাপার। সমাশর গবর্ণমেন্ট আমাদের একবার যে রাইট দিয়েছিলেন, তা ব্লকি ; যার—তার রিচার্জ টেনশালের অঙ্কর কৌশ্তি ব্লকি যার।

অনঙ্গ। না না, আমি তা মনে ক'রে মজা বলিনি। বাঙ্গালী বাবুরা খালি কথা কইতে জানে, কাজে কিছু নয় ব'লে লোকে বদনাম দেয়, এইবার যে আমাদের ইলেকটেড কমি-শনারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভ্রষ্টলোক একটা প্রিন্সিপাল খ'রে, একেবারে রিভাইন দিয়ে সে অপবাদ খণ্ডন করেছেন, তাই বল-ছিলাম।

হেম। খ্যাক ইউ, ইউ আর রাইট—তোমরা যে এ সব এ্যাপ্রিসিয়েট করতে পার, আমি শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেম।

পাগ। কিন্তু তার, আবার তো নতুন লোক ইলেকট হ'তে দাঁড়াবে ?

হেম। ভাল লোক যে দাঁড়াবে, এমন তো বোধ হয় না।

অনঙ্গ। ইস, দাঁড়াবে বৈ কি। এস তাই, আমরা এক কাজ করি, দেখ, আমরা সব মেয়েরা মিলে যে কমিশনাররা রিভাইন দিরাছেন, তাঁহাদের ভাল ক'রে অভিনন্দন দিই, সকলে চেষ্টা ক'রে নিজের পাড়ার মেয়েদের বুঝিয়ে দিবে তাদের সই নিতে হবে। ফুলবালাদা পর্যন্ত এঁদের প্রার্থনা করেছেন—সন্মান করেছেন—জানলে লোকে আর এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

সকলে। বেশ, বেশ।

হেম। তোমাদের এ প্রপোজ্যাল আর্-

দময়ের সহিত অ্যাপ্রুত করি। ক্রেতার
আইডিয়া ওয়ারদি—

অনকর। ওয়াক্ত দেবে কি ? রোস রোগ,
আগে খোলসা কর, আমি কথার আঁচ পাচ্ছি।
সেই মনসাকলের র্যাজানের কথা ? মাঠার
বাবু, অনহটাং তোমার দুটো গুঁচ কথা বলেছি,
তাতে মনস্তত্ত্ব ক'র না। বলেছ বেশ করেছ,
সতাই তো বয়স হিসাবে তুমি তো আমার
সমচক্রে নিষ্ঠান্ত গোবৎসের প্রায়, বৃদ্ধ বলবে
না কেন ? দেখ বাবা, এই মনসাকলের র্যাজা-
নের গোলমালে আমার শ্যালী-পৌত্র অর্থাৎ
কিনা-শ্রালীপতির পুত্র নববৌপটাককে ঐ
একটা খালি চাকরীতে বসিয়ে দিতে পার ?
আঙ্গীকর করছি, তোমার আপাদমস্তক পদ-
বুদ্ধি হবে।

মজু। ও পণ্ডিত মশাই, সে চাকরী নয়,
চাকরী নয়।

অনকর। ইয়া ইয়া, সে ভবানী বাবু
আমার বলেছিল, ওটা ভিড় হবে বলে একটা
লোকে বাজার গুদব করছে। আফিস
হলেই চাকরী, চাকরী হলেই র্যাজান।
মাঠের বাবু, তুমি ক'রে দাও, আমি খুব
গোপনে রাখবো, হুঁচর টাকা প্যারাদা মুহ
রীকে দিতে হয়, তা আমি দিতে রাজী আছি।

হেম। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়, অন্তসময়
এ কথা আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে কইবো।

অনকর। বেঁচে থাক, অমর হও, প্রকাণ্ড
পরমায়ু হোক, বিএ পাশ তো করেইছ, ওর
ওপর নিকে টিকে পাশ থাকে তো তাও কর,
আমার আঙ্গীকর। তবে এখন আমি চজের
—বলি ইয়া গো বৎসব্রুনে, আজ কৈ দু-এক-
খানা গবাক টবাক দিলে না ?

পাগ। গবাক কি পণ্ডিত মশাই ?

অনকর। গবাক বোঝ না, যাকে যবনী
ভাবার সুপারী বলে।

কৃত্ত। ওহো হো সুপারী ? তা তো নেই,
পান খান না, বেশ পান। (পান প্রদান)

অনকর। তা তা দাও একটা, তোমরা
সম্প্রদায়, তোমাদের হাতে খেতে দোষ
নেই। (পান খাইয়া) অগ্নি—অগ্নি—অগ্নি—
কুন্তলীন-কুন্তলে। এ কি—এতাবল ? কি
ডকুপাইলে ? কি গন্ধ ! কি গন্ধ !

কৃত্ত। কেন পণ্ডিত মশাই, গন্ধ কি
খারাপ ?

অনকর। খারাপ ! খরতর—খরতর !—
খামি মহাভায়ে বৈষ্ণব, আমার পানের ভিতর
ক'রে গঠা খাওয়ারে ? এ যে গঠার গন্ধ !

বরা। রেখেছ, পণ্ডিত মশাই পরম বৈষ্ণব
কি না, তাই পাঠার গন্ধটা আপে ধরতে
পেরেছেন।

কৃত্ত। না না পণ্ডিত মশাই, আমি ছাত্রী
হয়ে কি আপনার সঙ্গে পরিহাস করতে
পারি ? আপনি বেশ ক'রে দেখুন দেখি—
কেমন সুগন্ধ ! শুধু একটু ষড়কে ক'রে তা-
লীন দিয়েছি।

অনকর। এতাবুলের খিড়কিবারে তত্ত্বের
দিতে গেলে কেন ? সেও ত ম্যাও ম্যাও
করে, গঠা না হলো ত বিভাল হলো।

মজু। না পণ্ডিত মশাই, আপনি ভাল
ক'রে দেখুন না, মাঠার মশাইকে বরঞ্চ
কিআসা করুন না। ঐ বারা কুন্তলীন তৈল
দেলখোস টেলখোস ভাল পারফিউমারি
তৈয়ের করে, তাদের তৈয়েরী তা-
লীন, আপনি সন্দেহ করবেন না কোন খারাপ
জিনিস নেই। একটুখানি পানের সঙ্গে দিয়ে
খেলে বুধে অনেককণ সুগন্ধ থাকে, তাই
অনেক ডব্রলোক ব্যবহার করে, আপনি
নিঃসন্দেহে খান। ওতে কোন নিষিদ্ধ জিনিস
নেই। বাঙ্গালীর তৈয়েরী।

অনকর। বেশাভ্যাপার হবে না ত ?

মঞ্জু। তা হ'লে তত্ত্বলোকের মেয়ে আমরা
বাই ?

অনঙ্কর। তা ভাল ভাল, কোন দোষ
না থাকে, একটু দিও দিও—ব্রাহ্মণীকেও
দিব। মাষ্টার বাবু, চাকরীটির কথা ভুল-
বেন না ।

[প্রস্থান ।

অনঙ্ক। মাষ্টার মহাশয়, অভিনন্দনটি
কিন্তু আপনাকে লিখে দিতে হবে। আমরা
সই করব ।

হেম। ইংরাজীতে ত ? বাঙ্গালার
আমার ভেমন সুবিধা হয় না ।

বরা। তা তাই হোক, আপনি লাই-
ব্রেরীঘরে গিয়ে ড্রাকটটা করুন। আমরা
মে-পোলটা খেলে আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

হেদুয়া পুকুরিগীর তীর ।

ভোলানাথ ।

শুভ ।

মা আর মা আর মা আর ।

আখিন এসেছে কিরে কবে তোরে পাব হায় ॥
সেই সে দশমী দিনে, কাঁদাইয়া নীনহীনে,
আসুঝে কিরে আশা দিয়ে ল'য়েছ বিদায় ॥
কত শত দুঃখ পেয়ে, আছি মা সে মুখ তেরে,

আসিবি আনন্দময়ী আনন্দে হেথায় ।

চারিদিকে মধুভরা, মধু শতধারে ধারা ;

সুখা ব্যাধি হরদাসী ঢালিবি ধরায় ।

বর্ষপরে হর্ষভরে, প্রবাসী আসিবে ঘরে,

সরমে আশায় মধু বধুটি লুকাই ;—

হলেতে ছেলেদের লগ্নে নব বসন পরায় ।

(হরলালের প্রবেশ)

হর। আরে কে ও—ভোলানাথ ? ব'সে
ব'সে আগমনী গাছ যে ! তুমিই তো পূজা
আগিরে জমিয়ে দিলে দেখছি ।

ভোলা। আরে হরলাল ভায়া যে ! এস,
এস, তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভাল হলো ;
তোমাদের আফিসের একটু খবর শুনতে
হচ্ছে যে ?

হর। তোমার আবার আফিসের খবর
শুন কি হবে ? বাড়ী-টাড়ী করছো নাকি ?

ভোলা। না যে ভাই না, বাড়ী কোথায়
পাব ? শুনি নাকি আমাদের নেপেন বাবু
কমিশনারী ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি
বল বেধি ? কি হলো ?

হর। আর সে কথা শুনবে কি ? আজ
এত দিনের পর বাঙ্গালীরা প্রাণের একটু
বীরত্ব দেখিয়েছেন বটে ! আজ উনত্রিশজন
কমিশনারীর সই-করা রেজিগনেশন্স নাথিল
হয়েছে ।

ভোলা। এ্যা ! সত্যি নাকি ? বাঙ্গালী !

উনত্রিশ জন ?

হর। ই্যা, তবে তার ভিতর একজন
খসে পড়েছেন, এখন আছেন আটাশজন ।

ভোলা। তার পর, তার পর কি হলো ?

সাহেবেরা কি বজ্রেন ?

হর। সাহেব সত্যি কি মিথ্যে কি বলে-
ছেন জানি না। কিন্তু আমাদের শিরীষ এক
বড় কথা রটিয়েছে ।

ভোলা। কি—কি—কি—রকম ?

হর। সাহেব নাকি এক একজনকে
ডেকে সেকেন্ড ক'রে এক একটা কথা ব'লে
দিলেন ।

ভোলা। কি—বল না শুনি ?

হর। কুতনাথ বাবুকে বজ্রেন, মাই ফ্রেণ্ড
চলে ? কিন্তু এখনও যে একটু কাজ বাকী

আছে, তা তো বুঝলে না, একটা অপগণ্ডর এখন বা হোক উপায় করছে, কিন্তু তার পর তো দুটা গলার ঝুলছে ?

ভোলা। বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ বেশ, তার পর ?

হর। প্যারীচরণকে বল্লেন, “প্যারী, বাচ্ছ বটে—কিন্তু তোমার শরীরের জন্ত ভাবছি, তোমার কাজের মধ্যে তো এই এক ছিল, তাও ছেড়ে দিলে, বাড়ীতে আড়ামোড়া খেলে যে বাতে খরবে। তা তুমি বরং এক কাজ কর, আমি আকিসে তেভা-লার একটা ঘর দেব, তুমি সেখানে এসে এ একবার বসে বেও, তা হ’লেও তোমার কত-কটা এক্সারসাইজ হবে।” আর বন্ধুবিহারী বাবুকে বল্লেন, “তুমি কাজটা ভাল করলে না; তোমার এটা মহাশুদ্ধিনিপাতের বছর, বড় লোকসানের সময়; যা করলে করলে, একটু বিশেষ সাবধানে খেক।”

ভোলা। হাঃ হাঃ হাঃ! সাহেব তো খুব রসিক দেখছি ?

হর। এমন সবাইকে ডেকে একটা একটা কথা বলা হয়েছে; অনবলালকে যা বলেছেন, সেটা সব চেয়ে মিথি।

ভোলা। কি রকম ? কি রকম ?

হর। বল্লেন যে—“তুমি যে ছেড়ে বাচ্ছ, তোমার আমি রিয়ার্সালি কন্স্ট্রাক্টরেট করি। এত সকাল সকাল তোমার হুল হাড়া ভাল হয়নি, এইবার গিয়ে কের হুলে ভর্তি হও।”

ভোলা। বাঃ বাঃ! বড় মজার কথা হয়েছে! বাক, এতে তোমাদের আকি-সের কিছু গোলমাল হবে না তো ?

হর। রাসঃ! সাহেবদের কি কাজ আট-কার ? তবে তোমার আগে যা বলেছি, এই আইন জারী হ’লে আমি তো জবাইকু বেচে ফেলছি, কলকাতার আর বাড়ী কচ্ছিনে।

ভোলা। কিন্তু বাই বল আর বাই কও, খালি কাঁকা আওয়ার না ক’রে এঁরা যে এবার একটা ডিগ্রাইসিড অ্যাক্সন্স দেখিয়ে-ছেন, জবরের বখার্ব বল প্রকাশ করেছেন, এটা দেশের শুভ লক্ষণ বলতে হবে। বুঝে বাই বলুন না, ইংরাজেরা যে এ কিলিংকে প্রাণে প্রাণে রেস্পেক্ট করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হর। আরে ভাই, টুপে ব’সে কলম পিবে পিবে আমাদের প্রাণে মরচে পড়ে গেছে। ইন্ডি’পম্‌ডেলের আইডিয়া অ্যাগ্রি-শিয়ারেট করবার ইন্সটিটিউটই নিতে গেছে।

ভোলা। তুমি ও কথা বলা না হর-লাল, তুমি যে সে মাছি মারা কেরাগীর মত নও, তুমি যদি মিউনিসিপালিটির চাকরীতে না ঢকতে, তা হ’লে একজন ইণ্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনার হয়ে লোকের অনেক ভাল করতে পারতে।

হর। তবে বলবো ভোলানাথ, একটা কথা শুনবে ? ইণ্ডিপেন্ডেন্সও নেই, ভাল করা করিও নেই। ইংরাজ সওদাগরদের ক্ষমতা বড় ক্ষমতা, তাঁদের মনের ভাব কি জানি ?—যে কলকাতা আমরা করেছি,—আমাদের সহর। আমাদের কাছে চাকরী করবে, আমাদের আমদানী মাল খুচরা বিক্রী করবার জন্ত দোকান করবে, তাই তোমাদের এখানে বাস; আমাদের সুবিধাটা বঝার রেখে, তবে একপাশে তোমরা একটু স্থান পেতে পার। তা এ কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়;—ইউ-রোপীয়ান মার্চেন্টেরা আছেন বটেই কল-কাতার এত আড়বর, এত ধুমধাম। সেই জন্তই এখানে এত বড় কেরা, এত পুলিশ, এত আকিস আমালত। হুগা কর যে পবর্নেন্ট হাউসে লার্টসাহেব থাকেন, পের্ড ঐ জন্ত; নইলে সিমলা থেকে দিল্লীর কক্ষে বসতেন।

তোলা। মান্নেম, যা বলছে, সব সত্য, ইংরেজ সওদাগর যে কলকেতা জাঁকিয়ে তুলেছেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ধরতে গেলে মিউনিসিপালিটিকে বেশী টাকাটা দেয় কারা? জমী কাদের বেশী? কমার্সের ইন্টারেস্ট একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতর এই যে কত হাজার দেশী ব্যবসায়ী আছে, তাদের ধরা হচ্ছে না; ইউরোপীয়ান কমার্সের ইন্টারেস্ট এমন-তেই ত কম নেই, এই ধর না সমস্ত গঙ্গাটা, —সমস্ত পোটাটা তাঁদেরই।

হর। পরে ভাই, ছেড়ে দাও না ও কথা। তোমাকে আর এক রকম ক'রে বুঝিয়ে দেব? গবর্ণমেন্ট, কমার্স, রেন্টপেয়ার,—এই তিনটি নিষে ত সহর বলে কথা হচ্ছে? আচ্ছা ধর, এই কলকেতাটা একটা মস্ত চা-বাগান,—তার ভিতর একজন রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের বাড়ী আছে,—সেইটেই ধর যেন গবর্ণমেন্ট; আর পর ম্যানেজারের বাসলা, আসিষ্ট্যান্ট ডিপোরও তাই, আবও ঐ রকম সাহেব কর্ত্তাচারীদের ঘরটর আছে—এইগুলো ধর কমার্স; তার পর বাগানের কাজ চলে না, কাজেই একটা কুলি-লাইনও রাখতে হয়,—এইটে হলো আমরা—রেটপেয়ারস, কেমন? এখন ডিরেক্টর ম্যানেজার সাহেবেরা যে রকম সুবিধা বুঝবেন, যেমন হুকুম চালাবেন, সেই রকমই বাগানের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, জল-পুকুর এ সবের বন্দোবস্ত হবে, না কুলিদের কথায় হবে? তবে ডিরেক্টর সাহেবটী বড় ভদ্রলোক, একটু নাম বজায়েরও ইচ্ছা আছে, কাজ নিতেও জানেন, তাই কোথায়, কি কষ্টকর হবে, পরামর্শের সময়, ছ'পাঁচজন সর্দার এসয়ান। কুলিকে ডেকে তাদের ছ'একটা কথা বলতে দেন। তা আমরাও

হয়েছি এই কলকেতা চা-বাগানের কুলি, ম্যানেজার সাহেবের কাজ ক'রে খেতে পাব, তাই থাকতে ঠাঁই পেয়েছি; বেশী আশ্ফ-লন করতে গেলেই "চুপ রও" শুনতে হবে। উপায় নাই, পেটের দায়! এখন আর ও কথায় কাজ নেই, চল ডেরায় গে ছ একটা আগমনী গানটান শোন যাক।

(বটরুমের প্রবেশ)

বট। এই যে আপনারা;—হোয়াট গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রাণ্ড ফেয়ার এণ্ড ভ্যালিচুভিনেরিয়ান ফরচুন!

হর। কি বটুবারু, এত একসাইডেট কেন?

বট। সে পরে বলবো। সই ক'রে দিন, সই ক'রে দিন, আপনাদের ছ'জনকার নাম; ছ'টা হয়েছে, আপনাদের ছ'টো, আর ছ'টো হবে এখন।

ভোলা। কিসের সই বারু? আমরা তো কিছু জানিনে।

বট। তা তো ভালই, জানবার দরকার নেই। No knowing inquire of the,—আমায় তো চেনেন? If I stand like a champion of my fathercountry wont, you like,—Ladies and gentlemen'—being, bring,—brought up as ratepayers, wont you sign in this deed of darkness prepared by my hand—some hand?

হর। আসল কথাটা কি বটুবারু? আপনি কি কমিশনার ইলেক্ট হ'বার চেষ্টায় আছেন?

ভোলা। সে কি! তা কি সম্ভব? বটু-বারুই পুরাণ কমিশনারদের রিজাইন দেবার জন্তে বেশী জেদ করেছেন, এখন উনি কি দাঁড়াতে পারেন?

বট। কেন পারিনি? এই সুযোগ, অল-মোষ্ট ওয়ান সিঙ্গেল অপারচুনিটি, এটা ছাড়া

কি ভাল, Now seats are going abegging round and round, wont I be the foremost to claim your votes—কি বলেন? এই তো কাকির সময়, এই সময়ে—যদি না আমি দাঁড়িয়ে নিদ্রিত থাকি, তা হ'লে আমার লয়াল্টি রাজতন্ত্রি থাকবে কোথায়? বলছেন আমি অনেককে রিজাইন দিতে বলেছি, সে শুধু তা'দের ডিউটিতে তা'দের ওয়েকফুল অর্থাৎ জাগতমান করবার জন্তে। Now when seats are vacant, who else is in this terra-firma more acbefool than my great self to be behind all hands, than the Stand which Pathetically and pedantically I have promised to perforate?

হর। তবে বটুবাবু, তোমার মনে মনে মতলবটা ছিল, এরা ছেড়ে দিলে তুমি কমিশনার হবে? তা বেশ করেছে, তবে এই বছর বি-এল পাশ হয়েছে, নামের একটা তো এ্যাডভোকেটাইজমেন্ট চাই, তাই বুঝি এত মেহনত করে সবাই যাতে রিজাইন দেয়, তার চেষ্টা করেছিলে?

বট। দেখ হরলাল বাবু, তা আমার ইচ্ছে নয়। তবে যে দাঁড়াছি, খালি দেশের উপকারের জন্ত। Think not my worthy friends that selfish wolfish desire has any derivative in my dastardly domiuion over the Diaphragm, ও সব মনেও করবেন না, আমি ভারী নিঃস্বার্থ ব্যাপার।

ভোলা। কিন্তু কি জানেন বটু বাবু, এ সময় আপনি ইলেক্ট হতে দাঁড়ালে লোকে বড়ই ছি ছি কর্বে, সাহেবেরাও আপনাকে কমিনা ঠাওরাবে।

বট। ও কথা আপনি তাববেন না, এখন এ্যারিসটোক্রেটিকস্ গিয়ে Democrates এর দিন পড়েছে। It is dawning at our doors like delightful Diabolics of Delirium tremens, সে কালের বনিয়াদি জটিল অফ দি পিসেরা গিয়ে করপোরেশনে নূতন ইণ্টেলেকচুয়াল এ্যারিসটোক্রেটি টকেছিল; কিন্তু কলির পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হয়েছে, নাইনটিথ সেনচুরি শুডবাই করে করে, বাইসাইকল ঘুরে গেছে; এখন আমরা Jubilee gentlemen will march in doublequick time towards the road to ruin, আমরা ইউনিভারসিটির অক্ষয়পন্ন নব অবতংস, সমস্ত প্রবীণ ধ্বংস করবো। সাহেবেরা আমায় কমিনা ঠাওরাবে। তাঁরা কি মনে মনে জানেন না যে, তাঁদের ইংরেজী শিখে আমি তাঁদের কত বাধিত করেছি? Obligation;—said quodi cum ad interim; sto voceebho!

হর। ই্যা বটু বাবু, আপনার এমন এলোকোয়েন্স আছে? সেরিডেন ফল্লের পরে তো আর এমন ইংরেজী শোনা যায়নি, আমার মনে হয়—আপনার পেটের ভেতর গ্যাংভনিক ব্যাটারি আছে, তারির চার্জে আপনি কথা কন।

বট। ইরেস্পিরেশন—ইরেস্পিরেশন! আমি হচ্ছি একজন জিনিয়াই (Genii) বাই যেনু নট বাই গড্ টট!—জিনি—জিনি—আই! ভোট দিন—আমায় ইলেক্ট করুন, আমি নেক্ট ওয়ার্ল্ডের ডেলিগেড হয়ে বিলেতে যাব—আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রকাশ করবো। লালমোহন, সুরেন বীড়জো, আদ বসু, ডবলিউসী, মারোজী—সব খাদ্যলীর নাম ডুবিয়ে দেব।

হর । তা পারবে—পারবে—নিশ্চয়
পারবে ।

বট । ই্যা সই দিন, সই দিন ।

ভোলা । আমরা গরিব মানুষ, আমাদের
সই নিয়ে আর কি হবে ?

বট । বটে ! দেবে না ? দেবে না ?
নেতার দি গিত্ ? আচ্ছা—থাক্, কষ্টেই ত
নেই, দশটা সই মেরে দেবই দেব । তার পর
ওয়েট্ ! ইলেক্ট হই একবার, দেখিয়ে দেব ।
হরলাল বাবু, জমী কিনে রেখেচ,—পম্প
করাব—পম্প করাব ; ভোলানাথ বাবু,
তোমার অন্দরের ড্রেনের কনেক্সন্ হয়নি,
তা আমি জানি ; একবার সব অনারেল
কমিশনার ভ্যাটারুধা এ্যাস্ এন্-এন্-
বি-এ্যাণ্ড এডেটর বাই-মনথলি বঙ্গবাহন
যে কি, তা দেখতে পাবে ?

হর । বাচলুম ! এর পর তো দেখতে
পাব ? এখন অদর্শন হই, এস ভোলানাথ ।

[হর ও ভোলানাথের প্রস্থান ।

বট । যা গুম্বরে বেটারা, অনগ্রাজুয়েট্
লিটীল্ ডেমস ! ওঃ ! কালীঘাটে পূজো দিয়ে
লেগে গেছি । March ! Quick March !
Vata Krishna Ass. B. A. B. L.

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

প্লে-গ্রাউণ্ড ।

অনঙ্গমঞ্জরী, বরাননী, পাগলিনী ইত্যাদি ।

(গীত)

স্বাধের শারদে শোভে মেদিনী ।

ধোয়া শশধরে মধুর যামিনী ।

স্বান করে উঠে তরুলতা-দল,
খুলে চুল, পরে ফুল, করে বলমল বল ;
সাজে রাজি রাজি যেন শ্রামলা কামিনী ॥
ঘোম্টাটি খুলে হাসে লো দোপাটা,
সেফালি এলায়ে পড়ে লো ঢলে ;
সলিলে নিশিতে কুমুদী হাসে,
দিবসে ভাসে নলিনী ॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রসময়ের বাটী ।

বিম্লি বি ।

বিম্লি । রোস্ রোস্ মুখপোড়া, একবার
দেখে নেব ; আগে আসুন বাবু বাড়ীতে ;
অমনি নকড়া ছকড়া যে সে মানুষ পাসনি ;
কোম্পানীর জানা লোক ; এক এক হত
ছাড়াকে ধরবে আর হরিণবাড়ী পাঠিয়ে দেবে ।
আ মর. মুখে আগুন ; আমি পেটের দায়ে
দাসীহন্তি করতে এসেছি, তা বাবুকে উদ্দিশ
করে আমাকেও ঠাট্টা ! আমি বরাবর বল-
তেম যে, বাবু, তুমি গোবেচারী মানুষ, তোমার
ও কামান-বাড় হ'য়ে কাজ নেই । লাভ
তো ভারী ! লাভে হোতকে কাছারী করতে
যাও, আর এদিকে ডাকের উপর ডাক
ফিরে যায় । গেল মাসে অমন ছটো ভাল
ভাল ওলাউঠো, একদিন কি না রাজা
ডাক্তারের হাতে গে পড়লো ! আর মিস্তির-
দের বাড়ী অমন ইংরাজী জ্বরবিগেরটা,—
সতর সতর দিন শুধে তার পর গেল,—
এটাও পোড়া মাটাং করতে গিয়ে খামোকা
খামোকা ধোয়ালেন । আজ যদি না বাপু ও
পাপ জড়াতে, তবে কার সাধ্য যে তোমায়

কিছু বলে? আর এমনও পাড়া, হজুক
পেলে তো নেচে উঠলো! ছি—ছি—ছি!
কৈ গিল্লী আবার গেলেন কোথায়? ও মা—

(স্কীরোদার প্রবেশ)

স্কীর। কি রে, এনেছিস?

বিমলি। হ্যাঁ, এই নাও, এর চেয়ে তো
বেশী বাছা ডাল পেলেম না; হবে ত এতে?

স্কীর। দেখি? হ্যাঁ, এখনও দু'একটা
কালো কালো কি রয়েছে; তা হবে এখন,
হাতবাছা ক'রে নেব একবার।

বিমলি। বলি মা, বাবুর তো সখ হয়েছে,
বাড়ীতে এসে থিচুড়ি খাবেন, কিন্তু এদিকে
আমরা তাঁর জন্তে রাস্তায় থিচুনি খেয়ে
মরি কেন?

স্কীর। তুই আবার কিসের জন্ত থিচুনি
খেতে গেলি?

বিমলি। ও মা, তা জান না? দোকানে
ব'সে সব খোটাকরছে, ভদর লোকেরাও
সব কত বলছে, আর ছোঁড়ারা তো এক-
বারে বন্দমাতা গেয়ে বেড়াচ্ছে।

স্কীর। কেন, কি হয়েছে, স্পষ্ট ক'রে
বল না? বাবুর উপর কি কেউ রেগেছে?
রোগীর বাড়ী টাকা-কড়ি নিয়ে তো কিছু
গোল হয়নি? কেউ কি জবাব দেবার পর
ভিজিট দেয়নি?

বিমলি। ওগো না গো না, সে কথা নয়,
তায় বাবুর খুব দয়া—সেদিন কেঙলার মার
যখন নিবের হয়, বাবুকে শেষদিন ডেকে নে
যায় না? তা তার তো ঐ দশা! পুরো
বিজিট দেবে কোথেকে? একখানা কাঁসী
আর পিলসুজ বাঁধা দিয়ে তের আনা না
চৌদ্দ আনা পয়সা যোগাড় করে, বাবুর পায়ের
কাছে ধ'রে দিয়ে না মাগী বেঁদে পড়লো;
বাবু অমন ভাড়াভাড়ি বলেন, “থাক থাক
বাছা, তুমি ভয় কোর না; আমার পেড়াপেড়ি

নেই, যা পারলে, এই ঢের।” এই বলে সেই
পয়সা ক'গুণা নিয়ে, বাবু আমার সমুদ্রে হয়ে
এলেন; তার উপর মাগীকে পেরবোধ দিয়ে
বলেন,—“যাও বাছা, এইবার স্থির হয়ে
লোকজন ডাক গে।”

স্কীর। তা সে গুণ আছে, নৈলে কি
আজকের বাজারে এত পসার হয়? কিন্তু
তুই থিচুনির কথা কি বলছিলি?

বিমলি। ওগো, এ জাতব্যবসা নিয়ে নয়,
সেই ষাঁড়ের কাজে কি হয়েছে।

স্কীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই নাপতিনীও কি
বলছিল, সেটা কি সত্য?

(নেপথ্যে) রস। গাড়ী খোল দেও—খোল
দেও, এয়াই কিম্বন, ব্যাগ উঠায়ে লেয়াও।

বিমলি। ও মা, বাবু যে। আমি যাই,
এইবার ডালগুলো রান্নাবরে বামুন ঠাকর-
ণকে দিই গে।

[প্রস্থান।

(রসময়ের প্রবেশ)

স্কীর। কি, আজ যে এত সকাল সকাল
ফিরলে?

রস। কি আর মিছে ঘুরবো, কেশকেশ
আজ কদিনই নেই।

স্কীর। তা হবে বৈ কি! ঐ জন্তেই তো
দেবতা বামুনের উপর ভক্তি উঠে যাচ্ছে।
কি ট্রাফিক আমনি মার বাড়ীর জন্তে
পাঁচকড়া ক'রে তুলে রাখি; ঠাকুরমশায়ের
কথায় মস্তুর পর্যন্ত নিলেম, হাজার কাজ
ফেলে দুটা বেলা জপ করি, যে কিসে একটু
ডাক-ডোকের মত ব্যামো-খামো হয়,—তা
কিছু নয়? গেল বছর এলেন কি না প্লেগ্।
যা, একেবারে ডাক বন্ধ! জ্বর-জাড়ি পর্যন্ত
লোকে লুকুতে লাগলো। আর তোমায়ও
বাবু বলি, তোমার আবার দুঃখটুকু দ্রোতব্য-
টুকু আছে; কৈ, যাও দিকি কাপড়ের

দোকানে—দেখি কেমন কে গরিব বা
আলাপী ব'লে একখানি গামছা অমনি দেয় ?

রস। কি জান, আমাদের প্রোফেসনে
ওটা একটা বিশেষ—

ক্ষীর। থাক, থাক, তোমার আর
লেকচার দিতে হবে না। ভাল, ভাল
গেল—এ বছর এমন বর্ষা, ম্যালেরিয়ার
কি ?

রস। ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তা হ'লে হবে
কি ? ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক বাক্সো,
কুইনাইনের ভেক্সোও অনেকে বুঝেছে—তার
পর পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন, আর কল-
রেজদের তো দিনকাল পড়েছে।

ক্ষীর। ঐ এক মুখপোড়ারা গেছলো,
মরেছিল, কবরেক্সির নাম তো উঠে গেছলো;
আর তুমি যেই পাশটা হলে, অমনি পোড়া
বিধাতা যেন তোমার সঙ্গে শক্ততা করবার
জন্তে বদ্বি মড়াবাদের জাগিয়ে দিলেন।

রস। বিধাতাকে দোষ কেন ? আমার
প্রতি তাঁর যথেষ্ট দয়া আছে। এখানে
আমার চেয়ে কার পসার ? তবে ব্যবসা
মাত্রেরি উঠতি পড়তি আছে।

ক্ষীর। ইঁা পসার ! দোর দোর ঘরে
শরীর ক্লান্ত ক'রে, কটা টাকা আনেন, তাই
চের হলো ! আমার মামার বাড়ার কাছে ঐ
নগেন বদ্বি দেখতে দেখতে কৈপে পড়লো।
সেবার ভাবির বের সময় গে দেখি, ও মা,
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খুঁদের ! ভিড় আর
কুরোয় না। আর সব ওষুধ তো বিক্রী হচ্ছেই,
এক খোস্বাইওয়ালা “কেশরজন” তেল-
গুলোর কাটতি কি ! তুমি তো চুল বাড়ে
ব'লে সাটফিকেট দিয়েছিলে।

রস। তা কি মিথ্যা দিয়েছিলেন ?
হু'শিশি “কেশরজন” মেখেই তো তোমার
চুল ওঠা বন্ধ হয়েছিল ! এখন যে অমন চুল-

গুলি চক্চকে হয়ে চেঁউ খেলে উঠছে, হক
বলতে সেই তেলের গুণেই তো ?

ক্ষীর। ইস, ভিজ়ে ব্রেরাল আমার !—
রসিকতাও আছে দেখছি যে ?

রস। না, না, সে সব আমি জানি না।
ফ্যাক্ট—ফ্যাক্ট বলি,—

ক্ষীর। আর ফ্যাক্টে কাজ নেই, একটা
ভাল এক্ট করতে বুলে পার না। এই তেল
তৈয়েরার কথ' কত দিন থেকে ব'লে এসেছি,
তা হচ্ছে—হবে—ব'লে ইহজন্মেও হলো না।
আচ্ছা এই বাঙ্গালা কাগজে যে ওষুধগুলোর
বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখি, সবই তো বিক্রী
হচ্ছে ; বাল্লম, বই-টাই দেখে সেই ওষুধই
একটা ভাল টাল ক'রে কর ; এখনকার
ছোঁড়াগুলো রাত জেগে পড়ে পড়ে, নানান
রকম অত্যাচারে, শরীর মাটি ক'রে
ফেলে ; বেশ বিক্রী হবে। তা তার কি
করলে ?

রস। সে তো করেছিলেম ; কিন্তু কি
জান—এক্সটেনসিভ প্রাক্টীস্ নিয়ে থাকতে
হয়, ওদিকে তো মন দেওয়া যায় না। মাঝে
থেকে একটা “মেওরেন্স” বেরিয়েছে, সেটার
অগুণতি কুকাটতি হচ্ছে ; সূখ্যাতিও নাকি
বেরিয়ে পড়েছে। আমি নিজেরই পেসেন্ট-
ধের ভেতর দেখছি, ক'জন ব্যবহার ক'রে
সেরে উঠেছে। লোকটার কপাল ভাল।

ক্ষীর। কে লোকটা শুনি ? কোথাকার
লোক ?

রস। তা চিনিনি ; কাগজে বিজ্ঞাপন
দেখতে পাই—রাণাঘাটে কে জে, সি,
মুখুর্ঘো দিশী কেমিকাল ওয়ার্কস করেছে।

ক্ষীর। তুমিও কেন তাদের সঙ্গে
বখরায় মেশ না ?

রস। আমার যা প্রাক্টীস আছে, তাই
চের ; ও সব ভাল লাগে না।

নেপথ্যে বালকগণ—

“ডাক্তার ভায়া, ডাক্তার ভায়া আছ কি ভাই

ঘরে,

তোমার মূর্ক দেখে বুকটা ফাটে প্রাণটী

কেমন করে।”

রস। কে ও ?

কীর। তাই তো আমিও জিজ্ঞেস করছি,

কে ও ? কারা কি বলে ?

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।—

চড়ে গাড়ী বাড়ী বাড়ী টিপতে গিয়ে নাড়ী।

গেছ'ল কেন কমিশনি নিতে তাড়াতাড়ি ॥

[ক্রত-প্রস্থান।

কীর। ব.ট বটে, ঢলাঢলি বাজারে
উঠেছে! ঘরে তো নাপতিনী দিকার দিয়ে
গেল, বিম্বলি থিও কি বলছিল, এখন ছেলেরা
হাততালি দিচ্ছে! এমন কীর্তি ক'রে এসেছ ?

রস। তা—তা—কি করবো ? ভবানী

বারু অত জেদ করলেন, তাঁর কথা কি
ঠেলতে পারি ? চিঠিখানা এক রকম—

কীর। আমি তা বলছি না; কেন আগে
সই করতে গেছেলো ? আমি একটা বাদীর
বাদী পড়ে আছি, পরামর্শ নিতে নেই—
জিজ্ঞেস করতে নেই ? কার জন্তে তোমার
এত আধিপত্য হয়েছে ? কে এমন শুছিয়ে
ভুলে দেছে ? ছেলের বের সময় সাড়ে ন'
হাজার চাইতে কি মুদং হয়েছিল ? কার
বুকের বলে সে দর হৈকেছিলে ? এই বাড়ী
ঘর-দোর, সোণা দানার পরামর্শ হয়েছে।

রস। তা—তা—কীরোদা—তা তোমার
পাদপদ্মের জোরেই তো সব। তুমি যে
আমার লক্ষ্মী, আমি বাহন—কালপ্যাচা
মাত্র; তা কি ভুলবো !

কীর। তবে কেন এটার বেলায় আমায়
জিজ্ঞেস করা হয়নি ? আমি কি একটা

নোবডি (Nobody) ? আর যদি করেছিলে
সই, তবে পেছিয়ে যাবার সময়ও তো
আমার পরামর্শ নিলে না !

রস। তা যাক, ওতে তোমার আসল
বাজের ক্ষতি হবে না; তোমার টাকার
আমদানী তো কমবে না।

কীর। না, তা কমবে না, কিন্তু পাড়ার
পাঁচমাগী মুচকে হেসে চোক টিপে যখন
ইসেরা করবে, তখন তো আমায় সইতে
হবে ? ভূমি তো আর এসে ভাগ নেবে না ?

রস। যা হবার হয়ে গেছে, ও কথা
কাজ নেই; এস, ক্ষিদে পেয়েছে,—খিচুড়ি
নেবেছে ?

কীর। খিচুড়ি তো নাববেই; আগে
ভূত নাবাই !—আমি অমনি ছাড়বো ?
তোমার বুঝি নেহাত ক, ক্য, কর, ধর, পড়া
স্ত্রী পেয়েছ ? এ্যাক্সার মি—বল, বল ?

(গীত)

লুক্ হিয়ার;—ইউ ডিয়ার হজ্ ব্যাঙ মেরা।

নেড়ে খাড়ু, মেরে ঝাড়ু,

হলো (hallow) শির তোড়েগা তেরা ॥

হোয়াট্ বিজ্ নেস্ হাত-ইউ-হাড্,

ইউ ফুল ফুল টুল ব্যাড্ সে ব্যাড্,

যেতে যেতে হোয়ে ম্যাড্ ইস্তফাতে দিতে
ঢেরা ॥

হাউএভার যেন গিয়েছিলে ইফ্,

কোন মুখেতে স্মৃখেতে ফিরিলে নিয়ে ব্রিফ্;

নাউ এদিক ওদিক হুদিক গ্রিফ্; কাজ
করেছো সেরা ॥

ছি ছি এমন সিলি হউ,

দেখেছি তো নিউ—তোমার মতন ফিউ;

এখন কেউ কেউ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে নিচ্ছ
ঘরে ডেরা ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

বৃষ্ট দৃশ্য ।

—*—

দি কস্মোপলিটান ।

রাজা বিজয়কৃষ্ণ, কমল, ভূতনাথ, নেপেন,
পিয়ারী, বঙ্কু, হরেন, বরেন, খগেন ও
রঙ্গলাল ইত্যাদি ।

ভূত । কেমন, চেয়ারম্যানকে পানস-
জালি ধাক্কা দেওয়াটা ভাল হয়নি ?

কমল । উত্তম হয়েছে ; এতে আমাদের
ভদ্রতাই রক্ষা পেয়েছে ।

নেপেন । আর চেয়ারম্যান শেষটা মন্দ
কাটসি করেননি ।

পিয়ারী । কিন্তু ঐ যে কি একটা কথা
উঠেছে, যে চেয়ারম্যান ডেকে ডেকে সব
ঠাটা করেছেন ?

নেপেন । ও কি হু নয় ;—আফিসের
কতকগুলো ছোঁড়া ঠাটা ক'রে তোয়ের
করেছে ।

বঙ্কু । আচ্ছা—রসময়টা কি করে ?

হরেন । ওটা ঐ রকম পাগল, ও কথা
ছেড়ে দিন । ঐ ভবানীটে ইভিল জিনিয়াস,
ওর জন্তে আমাদের পূর্ণান্ত বদনাম হয়েছে !

খগেন । সে যা'ক, এখন আমাদের
নেস্ট' টেপু' কি ?

কমল । একটা পাবলিক মিটিং করা
আবশ্যক হয়েছে ।

বঙ্কু । আর তাতে যাঁরা আমাদের সঙ্গে
জয়েন করেননি, তাঁদের কণ্ঠে রীতিমত
কণ্ঠে করা উচিত ।

হরেন । না—না, আমার মতে সেটা
আবশ্যক নাই । যদি রেটপেয়াররা রিজাইন্ড
কমিশনারদের ধাক্কা দেয়, তা হলেই
ইনফারেন্সালী ও'দের কণ্ঠে করা হ'ল ;
তার জন্তে আর সেপারেট্ রেজোলিউশনের
প্রয়োজন নেই ।

বরেন । তা হ'লে কিছুই হলো না । আমার
নিজের বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু যে সব
জেণ্টেলমেন আজ রিজাইন্ড দিয়েছেন,
রেটপেয়ারদের উচিত তাঁদের ডেমি-গড্‌সের
মত পূজা করেন । আর যাঁরা দেননি,
ইন্দি ট্রংগেষ্ট্ টায়' সেন্সার করেন ।

বঙ্কু-পিয়ারী । তা বৈ কি, তা বৈ কি,
বরেন বাবু ঠিক বলেছেন ।

কমল-নেপেন । না না—সেটা আর
কাজ নেই ।

খগেন । আমার বোধ হয়, হরেন বাবু
ইজ্‌ব্রাইট ; আমাদের ডিউটি আমরা
করেছি,—বাস—নো মোর । রেটপেয়াররা
আমাদের এ্যাক্সন জঙ্গ করুন ।

বিজয় । আমার বড় দুঃখ হচ্ছে যে,
আমাদের দেশে এখন এমন একজন লোক
নেই, যিনি মিডিয়েটার হয়ে গবর্নমেন্টের
সঙ্গে আমাদের এই গোলমালগুলো মিটিয়ে
দেন । অবশ্য আমায় যা বলবেন, আমি
তা করতে রাজী আছি । আমি বুঝতে
পেরেছি যে, আমাদের দেশের অবস্থা
বড় মন্দ হয়েছে, কিন্তু তবু আমার
আশা আছে ; কেন না, আমাদের প্রেজেন্ট
লেফ্টেনেন্ট গৱর্নর আর ভাইসরয় হ'জনেই
মহাপ্রাণ, তাঁর উপর ইংলণ্ডের সিম্প্যাথী
আমরা অনেকটা পাবি ; যদি এদিকে স্থার
জন উডবরণকে কেউ ভাল ক'রে বুঝিয়ে
বলতে পারেন, আর আপনাদের ভিতর
হ'জন সিমলায় গিয়ে লড' কজ্জ'নকে বলেন,
—যাতে সব দিক্ বজায় থেকে একটা মিট-
মাট হয়ে যায় ।

কমল । ঠিক ঠিক—তার পর এখানে
একান্ত না হয়, শেব, আশা তো নাট ;
বিলেতে চেঁচা ক'রে দেখা যাবে ।

পিয়ারী । সে হরেন বাবুকেই যেতে হবে ।

হরেন। আমরা মাপ করবেন, আর আমিও সব পেরে উঠছি। সিমলায় ডেপুটেশন পাঠাবার কথা বলা ছিলেন, But so far as I can understand it we will get a slap that's all,

বিজয়। তা তো হতেই পারে—তবে মনে করুন, কিচ্ খাচ্ছি, তার উপর আর একটা স্লাপ হবে—মনে করুন, এতে আর কি ?

রঙ্গ। দেখুন, আমি আপনাদের কমিশনার নয়, সামান্য ব্যক্তি, হেসে খেলে বেড়াই; তবে আমার স্নগ্ন বুদ্ধিতে যা আসে, তাই বলি—দেখুন, বাজা যে মিডিয়েটারের কথা বলেন, এইটী আমাদের বিষম ওয়াণ্ট হয়েছে; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেউ হবেন, সে আশা ছেড়ে দিন। The days of Krishna and Pal are passed and gone, তবে আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোক অথচ একটু অফিসিয়াল পোজিসন আছে, যার উপর গবর্ণমেন্টের কনফিডেন্স আছে, হায়ার কোয়ার্টারের সঙ্গে যার একটু টাচ আছে, এমন কোন জেটেলম্যানকে আমাদের কজ্ নিয়ে গবর্ণমেন্টের কাছে মিডিয়েট করতে রাজী করাতে পারি, তা হ'লে বোধ হয়, একটু কাজ হতে পারে, নচেৎ হরেন বাবু যা বলছেন স্লাপ;—সার্প—স্মাট—অ্যাণ্ড সলিড !

বিজয়। রঙ্গলাল বাবু, আপনি কি কাউকে মিন ক'রে বলছেন ?

রঙ্গ। যা ক'রে বলি, সে কথা নয়,—এই আমার কনভিক্শন; আর আপনি জানতে ইচ্ছা করেন, পরে এক সময় বলবো।

ভূত। তা বাপু, এমন অফিসিয়াল টফিসিয়াল নিয়ে যা হয় কর গে, আমরা বাপু আর জড়িও না, আমি আর তোমাদের

এ সব মিটিং ফিটিং এ নেই, তবে রিজাইন্ট দিতে বললে—দিলেম।

কমল। সে কি মশাই ? এই তো সব স্নরু, একটা কাজের মতন কাজ হয়েছে, এখনও ঢের বাকী; এনার্জিই বলুন যার এক্সপেন্সই বলুন, এখন থেকেই আরম্ভ হবে। খাটুনি খরচা ছ'য়েরই সময় এই পড়লো।

ভূত। আমরা বুড়ো স্নুড়ো হয়েছি, এখন আর খাটতে পারি ? তোমরাই সব কর, আর খরচা—সে রাজা আছেন।

হরেন। সার্টেনলি, সার্টেনলি; হিজ নেম উইল গো ডাউন টু পণ্টেরিট।

বিজয়। দেখুন, আমরা যখন যা বলেছেন, দিয়েছি করেছি—আবার বলেন—

রঙ্গ। সার্টেনলি নট ! দি কজ ইজ এ্যাজ মাচ আওয়ার্স এ্যাজ হিজ; সকলেরই এতে স্বার্থ, বিপদ হ'লে সকলেরই মাথায় তা পড়বে। আপনারা এক রিজাইন দিয়েই যে মাথা কিনেছেন, এমন কি হু কথা নয়। অবশ্য রাজার ভুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু সকলেরই তো মিস আছে, সকলেই নিজের নিজের পকেট থেকে যথাসাধ্য দিন। অলরেডি রাজার উপর ঢের ট্যাক্স করা হয়েছে।

হরেন। তা আপনারা দেবেন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ !

নেপেন। বটে, এবার আমরা আপনার ঠেসে রীতিমত আদায়—

কমল। না—না—না, উনি কাউন্সিলে আমাদের জ্ঞান যা করেছেন, তাই যথেষ্ট।

নেপেন। কোয়াইট টু, সে কথা কে অস্বীকার করবে ?

বরেন। বলি, বজ্জে কথাই হচ্ছে, রেঞ্জোলিউশনগুলো কি, তা ঠিক হলো না ? খগেন। আমার বোধ হয় যে সাইলেন্ট

ডিগনিটী মেটেন করা মন্দ নয়, অথচ একটা বেশ কনস্ট্রাক্টিভিস্‌ম্‌ অ্যাজিটেশন্‌ চলুক।

পর্যায়ী। ও যশাই—ও যশাই, শুনছেন ? ইনি বলছেন, সেই বটকুম্‌ আশ নাকি ইদেই হবার চেষ্টা করছে।

ভূত। কে ? সেই ছোঁড়া ? যার মুখে ইংরেজীর ছুঁচোবাজী খেলে ? আমাদের রিজাইন দেওয়ার অস্ত্রে যার মাথা বাধা পড়েছিল ?

কমল। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন তার কথা, সে একটা ফুল, গাভীভাড়াও হয় না বলে কোর্টে যায় না। ঐ এক ছেলেদের হজুকে সভা করে। খবরের 'কাগজে' করম্প-ওন্স লিখে বহাদুরের ক'রে বেড়ায়।

বরেন। এ কিছুই হচ্ছে না, এই যে এত বড় কাজ হলো ; যাতে লোকের উচিত ডেমি-গড্‌স্‌ বলে—

খগেন। আমি বলি, আজকে সবাই টারাদ্‌, কাল কি পরশু একটা কনফারেন্স করা যাক, তাহাতে সব ঠিক করা যাবে।

সুকলে। সেই বেশ—সেই বেশ।

নেপেন। রাজা কি বলেন ?

বিজয়। এ মন্দ কথা নয়, মনে করুন, কি জানেন ? হাঁদের বড় মনে করেছেন, সে সব কোয়ার্টারে বিশেষ কোন আশা নাই। অবশ্য মনে করুন, তাঁরা আমাদের এগেণ্ট হবেন না ; তাঁদের আমরা অবশ্য মন্ত্র করি, কিন্তু মনে করুন, তাঁরা উইল্‌ রাণার রিয়েন্‌ এ্যালুফ্‌। তবে আমার ভো রুখেছেন যে, পাবলিক্‌ গুডের জন্ত যা আবশ্যক, আমি করবো ; মনে করুন, এর জন্তে যদি আমার সর্ব্ব্ব যোগ্য,—আর কান্ট্রী ভাল হয়—

রজ। রাজা, পারমিট মি প্লিজ ; এই যে আমাদের আটাশজন ভিস্‌টীংগ্‌ইস্‌ড কমি-

শনারস্‌, শুধু কমিশনার বগি কেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের সোসাইটীর ইন্টেলেকচুয়াল লিডার্স্‌, এঁরা যে আজ এত বড় একটা নোবল্‌ একজাম্পল দেখিয়েছেন, এর জন্ত সফিসিয়াক্‌টি গ্রেটফুল হতে, কি এনাফ্‌ থ্যাঙ্কস্‌ দিতে আমরা পারি না। দয়ার ডিড্‌স্‌ উইল্‌ বি রেকর্ডেড ইন লেটারস্‌ অব্‌ গোল্ড অন্‌ দি হিস্টোরিক্যাল্‌ পেজেস্‌ অব্‌ পেষ্টেরিটি ! কি এই মহান্‌ হৃদয় যুবক, দিস্‌ ওয়ারদি সয়েন্‌ অফ্‌ অ্যান্‌ এনসেট্‌ : নোবল্‌ফেমিলী, আপনার সমূহ আর্থিক, লৌকিক ও সামাজিক কতি স্বীকার ক'রে, নানাবিধ সমুজ্জল প্রলোভনের উপর প্রলোভনের লোভ সংবরণ ক'রে দেশের জন্ত, নগরবাসিন্দার জন্ত আপনাকে তাঁদের সঙ্গে আইডেন্‌টীকায় করেছেন, পদ সম্পদ সামাজিক গৌরব অনারস্‌সালভ্য স্বার্থ দেশের জন্ত বিসর্জন দিতে বসেছেন, তা দেখে আমি চমকিত ও বিস্মিত হয়েছি ! তাঁর প্রশংসাবাদের বচন আমার অভিধানে কুলায় না। বরোজ্যেষ্ঠ দীন আমি এই মাত্র বলি যে,—স্বখে, স্বাছ্যে, সম্পদে, সম্ভোগে, গৌরবে, গরিমায় নবীন রাজা দীর্ঘজীবী হউন !

সকলে। ব্র্যাভো—ব্র্যাভো ! : থ্রি চিয়ান্স্‌ কব্‌ আওয়ার ইয়ং নোবল্‌ রাজা, এ্যাণ্ড্‌ থ্রি চিয়ান্স্‌ মোর কব্‌ আওয়ার সাক্সেস্‌ উইথ্‌ দি বিনাইন্‌ গভর্নমেন্ট !

বিজয়। এ্যাণ্ড্‌ থ্রি টাইমস্‌ থ্রি চিয়ান্স্‌ মোর কব্‌ আওয়ার ব্রেড নোবল্‌ এ্যাণ্ড্‌ অন্‌সেলকিস্‌ এন্ড্‌-কমিশনারস্‌ ! রঙ্গলাল বাবু, মাই থ্যাঙ্কস্‌ আর অলসো ডিউ টু ইউ।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য ।

বট । পল্লিবাসিগণ !

রাখ, পল্লি বাসি

রাজপথ—রাইটাস' বিল্ডিং ।

বটকৃষ্ণ ।

বট । লেডিস এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন !
আপনারা সকলেই এক্যভান হয়েছেন, আর
বিলম্ব নয়—ক্রতগতি—এই দেশহিতৈষী
নিঃস্বাস্থ্যপন্ন বীরকে ভোট সম্প্রদান করুন ।
কৈ—কৈ, কে? নেই । সিটাজেন্ যে কাকেও
দেখতে পাচ্ছিলে, ঐ যে হু'চার জন আসছে
না? মশাই—মশাই, আসুন, একটা ভারী
দরকারি সংবাদ ।

(তিনজন চাষার প্রবেশ)

এয়েছ—বেশ বেশ, Romans ! না—না
Bengalians ! Friends ! Foes and
countrymen and women ! I come
to bury the resigned commissioners,
—and not to praise them, Country-
men help me to hollow a ground,
that therein I may insert all the
noble and honorable men of my
country ! Former Commissioners
used to call this land of Van de
man's their mother country, but a
more preposterous patriot your
honorable servant call Calcutta his
GRAND MATHER COUNTRY.—Now
who is the greater fool,—I mean
Hero of the Two ;—

১ম চাষা । বলি হ্যাঁগা বাবু, মাথায়
সামলা জড়িয়েচ—তুমিই জড়িয়েছ, আমরা
চাষা লোক, হাতে বেচে খাই, ডেকে অত
ইত্তিরী ক'রে গালাগালটে কেন দিলে বল
দেখি ? ইস, ভারী উদ্ধরনোক !

তুমিও খাও আমিও খাই ।

বট । ছি ছি, খাওয়ার কথা নয় ।
আমায় ভোট দাও, ভোট দাও ; বড় সুযোগ,
বুঝছো না ? রিজাইন দেওয়ার আর অন্য এক-
মাস হাটাহাটি করেছি, তোমাদের লাইসেন্স
আছে, ভোট আছে, আমার দাও ?

ধীরে । ওকি ব'লচে রে ?

১ম চাষা । ছিক বুঝেছি রে

নোকের ছেলের উপর মিছে রেগেছিলাম—
পড়ে শুনে মাথা ধারাপ হয়ে গেছে রে, কল
থেকে গামছাখানা ভিজিয়ে নিয়ে আর,
মাথায় দে, মাথায় দে ।

ধীরে । আনিছি ।

[প্রস্থান ।

১ম চাষা । ও ধেরো—বাবুর মাথা
থেকে সামলাটা খুলে দে, নে খুঁট ক'রে ।
(খুলিতে উত্তত)

বট । কি ! কি ! সামলা খোল কেন ?
মাই লিগাল ডিপ্লোমা ! এডিটোরিয়াল এন্-
সাইন ।

১ম চাষা । আরে বাবুর কি জ্ঞান
আছে ? খুলে নে হিঁচড়ে, দে জল মাথায় ।
আহা হা, উদ্ধরনোকের ছেলে, বাপ মায়ে
দেখে না, এই রকম ক'রে রাস্তা ছেড়ে
দেয় !

(জল লইয়া দ্বিতীয় চাষার প্রবেশ)

ছিফ । নাও মায়া, একটা কলসী
পেয়েছি, তুমি ধর, আমি ঢালি ।

বট । আরে, জল ঢালবে কি ? আমার
কোট ভিজবে বাবে । এ কি ট্রিজন (Treason)
ট্রিজন ! পুলিশ, পুলিশ ! সেক্সেজেনেট্রি রট
মারা পড়ে, পেটি রট মারা পড়ে—

[সকলের প্রস্থান ।

(মহিলা গণের প্রবেশ)

(গীত)

নয় তো এরা মানের দাঁস ।

মানের মাথা ভাতে দিয়ে আঁকা বাঁকা

নামের আশ ॥

বেঁচে থাক কালীনাথ, আছে বটে আছে খাত,

হাত না তুলে পাত শুড়ুলে ছেড়ে কমিশানী

চাষ ।

চারিদিকে যশের গন্ধ, বন্দনীয় সুরেন, বন্দো ;

কৌলিলে করিবে দ্বন্দ্ব বিলটি যাতে না হয়

পাশ ॥

বসু-বংশে পশুপতি, চোখে দেখে দেশের ক্ষতি.

কষ্ট-মনে ভূপেন সনে ঘুরিয়ে নিলে ঘোড়ার

রাশ ।

বিজ্ঞাবলে বলীয়ান, হ'ল নগেন আগুয়ান,

চণ্ডী চলে সিংহবলে তারি পাশে পাশ ॥

দেখে সকল আশা লীন, জানকী নলিন,

ছিঁটে ঘোর কৰ্ম-ডোর, হলেন বাহিরে

বিকাশ ।

দর্পণে অর্পণ কায়, বীরেন্দ্র নরেন্দ্র হায়,

দেখে স্বাধীনতা যায় হলেন হতাশ ॥

দৈয়কুলে সে নামজাদা,

মৌলবী সামসুল হুদা,

মর্মে বুঝে কৰ্মে জুলা প্রাণেতে উদাস ।

দেবী, রাজু, বিনোদ সশাসন,

কান্তি, জ্যোতি, অমৃত, অক্ষর,

মন্মথ, মোহিনী, যোগী, তারণ, সুরেন দাস ॥

লালবিহারী, মণিলাল, ছিক, রাখাচরণ পাল,

কাটাইরে মায়াজাল জোরে-জোরে কাটালেন

পাশ ।

দেখে ধরণ সুরেন রায়, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সায়,

তবে অসমর রামর পাশ দিয়ে তাস ;—

রঙের খেলার ভালা পেল উপহাস ॥

যাক যাক যে যাক সে যাক,

আহা ভাল ক'ণী সুখে থাক, —

সাবাস সাবাস বলি সাবাস আটাশ ॥

পট-পরিবর্তন ।

সুসজ্জিত-তোরণ ।

সমাপ্তি-সজ্জীত ।

(অভিনেত্রীগণ)

ছুটো হেসে হাঁসে হাসিয়ে দেব

এইটুকু সাধ আজ ।

গানটান গেয়ে ফণু দেখাব

নাইকো মনে স্বর্জ ॥

পাঁচজন্য নানচন দেখে প্রাণটা ওঠে নেদো

(তাই) হাসি ছড়াতে খুসী বাঁড়াতে মনট

আসে যেচে

তুট করতে কষ্ট করি কষ্ট হয়ে

দিও না ভাই লাজ ।

ঘটনার মিষ্ট রটনা নট-মটীর কাজ ॥

আমাদের কেউ নয়কো পর,

তোমরা সবাই যান্ত্রিক,

তবে অই আটাশে হেসে হেসে

পর্যাই বীরের তাজ ॥

দেখো ভাই ঠিককী থেক,

মানটী রেখে বদলোনাক ধাঁজ ;

যে মন্দ ভেবে মন্দ করে

তার মাথায় পড়ুক বাজ ॥

গীতিরঙ্গোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ ।

স্ত্রীগণ ।

| | | |
|--|-----|-------------------------------|
| মৃণালিনী মিত্র | ... | হাইকোর্টের উকীল । |
| কামিনীসুন্দরী মিত্র | ... | মৃণালিনীর মধ্যমজাতা । |
| বসন্তকুমারী মিত্র | ... | ঐ কনিষ্ঠজাতা । |
| স্মারদাসুন্দরী মিত্র | ... | ঐ ননদ । |
| নীরদাসুন্দরী মিত্র | ... | ঐ সম্পর্কীয়া ননদ । |
| মুক্তকেশী বস্তু | ... | হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার । |
| সরসীবালা ভদ্র | ... | মুক্তকেশীর কস্তা । |
| অনঙ্গমঞ্জরী গুহ | ... | ঢাকা-বজ্রের সম্পাদিকা । |
| নিভঞ্জনী ভট্টাচার্য্য | ... | ডলেন টায়ার সৈন্তের কর্ণেল । |
| ধাকমণি । | | |
| ননীবালা বিজ্ঞানকার । | | |
| ডাক্তার জি, বি, লাহিড়ী । | | |
| বিরাজমোহিনী সেন । | | |
| ঘটকী, নাপিতনী, নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণ, পাতখোলাওয়ালী, ভলেন্টিয়ার রমণীগণ ইত্যাদি । | | |

পুরুষগণ ।

| | | |
|-----------|-----|-----------------------------|
| বিশ্বম্ভর | ... | মৃণালিনীর কান্ত । |
| স্মারিক | ... | কামিনীসুন্দরীর কান্ত । |
| ঐরাম | ... | বসন্তের কান্ত । |
| জ্যাঠা | ... | মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ-স্বশ্রু । |
| মাধব | | |

গোয়ালী, পাতখোলাওয়ালী, পুরুষগণ, উড়িয়াগণ, ভৃত্য ইত্যাদি ।

তাজ্জব ব্যাপার

গীতিরত্ন

প্রস্তাবনা।

প্রথম দৃশ্য।

বঙ্গনারীগণ।— (গীত)

ফাটকে অটক রব না।

আপন করে যতন ক'রে খুলে দেখে ডানা ॥

বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে,

দিয়েছ শেকল কেটে,

এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি

দখল কর জেমানা ॥

আমরা সব কলেজ যাব নলেজ পাব,

টপ্পা গেয়ে করবো স্তখে বাবুনা ;—

এখন তোমরা কুটনো কোটো বাটনা বাটো,

দাঁও লক্ষ্মাপুঞ্জোর আল্পানা ॥

আমরা সব ছাড়ব শাড়ী রাখব দাড়ি

গাড়ী চড়ে আনাগোনা—

(গুণপুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা।

ছাড়ব না আড়-নয়ন আর মোহন বেগী,

ঐটী নারীর নিশানা ;—

(গুণপুরুষ) ঐটী নারীর নিশানা।

প্রেমের বন্দর রইল অন্দর শুভিয়ে কর

গিরীপনা ॥

বিবাহসভা।

(কস্তা, কন্যা-বাক্সী, বরবাক্সীপ্রভৃতি উপস্থিত)
নাগ্নিনী। ওগো কনে! এই শুপুরিতে
কেটে দিন।

ঘটকী। কাট কাট, শুপুরিতে কেটে
ফেল, সাবধানে জাঁতি ধরো, যেন হাত
কেটো না।

ক্ষীরদা। ছি ছি ছি ছি! কনে এটো
শুপুরি কাটলে, ছোটদাদা ঐ শুপুরিতে টুগালে
করেছিল!

নীরদা। ও কনে! আমাদের টেলা
ফেলার টাকা দাঁও; চূপ ক'রে রয়েছে কেন,
দাঁও না?

ক্ষীরদা। নীরি? তুই তো ভারী জ্যাঠা,
কনেকে তাজ্জব কচ্ছিস কেন? চূপ ক'রে
বোস না।

নীরদা। টেলা-ফেলার টাকা চাব না? বে
হয়ে গেলে ফাঁকি দেবে, তখন তুই দিবি?

ক্ষীরদা। টেলা-ফেলার টাকা নেবার
তুই কে? আমরা বাড়ীর মেয়ে, আমাদের
কি টেলা-ফেলা দৈয়?

নীরদা। না, দেয় না বুঝি, তুই তো
বড় জানিস।

কীরদা। না, তুই বড় জানিস, যন্ত বড় হয়েছিল কি না! কনে, তুমি ওর কথা শুন না ভ কই, ওটা ঐ রকম যার তার সঙ্গে ছুটুমি করে, তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কও, আমার সঙ্গে তোমার ভাব।

নীরদা। আচ্ছা আচ্ছা, কীরি, তুই ধাম, আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিল, নেমন্তন্ন মেয়েরা আহুক, তোকে দেখে নেব।

কীরদা। হাঃ হাঃ হাঃ! তুই আমার দেখে নিবি! তুই আমার একজামিন করবি—হাঃ হাঃ হাঃ!

(কামিনী ও মুণালিনীর প্রবেশ)

কামিনী। ওরে একবারে বেশী করে গোটাকতক হুকো এখানে দে যা না।

ঘটকী। আসুন বড়বোঠাকরুণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সভায় বসুন, এঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছেন।

মুণা। এই যে বসি এই।

(মুক্তকেশী ও সরসীবালা প্রবেশ)

ঘটকী। আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন! বসতে আজ্ঞা হয়, আপনাদের দেৱী হ'ল যে?

মুক্ত। আমার মেরেকে তুলে নিয়ে এলেম, তাইতে একটু দেৱী হলো, ঘুরে আসতে হলো।

মুণা। বসুন বসুন!

ঘটকী। ইনি হচ্ছেন কনের মাসী।

মুণা। আপনার নাম?

মুক্ত। শ্রীমুক্তকেশী বক্সী।

মুণা। বিষয়কর্ম কি করা হয়?

ঘটকী। ভারী হাকিমি কাজ, আপনার কি হগলীতে যাওয়া আসা নেই? উনি সেখানকার জজ কোর্টের সেরেস্তাদার।

মুক্ত। আপনার নামটি কি?

মুণা। শ্রীমুণালিনী মিত্র। আমি হাই কোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করি।

মুক্ত। বেশ বেশ, এই যজ্ঞে আলাপ হ'লো, বড় সম্বন্ধ হলো, মামলা-মোকদ্দমার জন্যে যদি কখনও হগলীতে যাওয়া হয়, অমৃত-গ্রহ ক'রে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন।

ঘটকী। তা দেবেন না—কুটুম্ব হলেন, উনি হচ্ছেন বরের বড় ভাজ, সংসারের কর্তাই উনি।

মুণা। এটা আপনার কত্যা?

মুক্ত। হাঁ।

মুণা। কি নাম ভাই তোমার?

সরসী। শ্রীসরসীবালা ভজ্ঞ।

মুণা। পড়াশুনা হচ্ছে কোথায়?

সরসী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খাড়াইয়ার।

মুণা। তবে এইবারে ফাইন্সাল একজামিন?

মুক্ত। হাঁ, এইবারেতেই একজামিন দেবার কথা, সব ঠিক, ক'মাস ধরে মেহন্নৎ ক'রে সারা রাত জেগে পড়লে, তা অদৃষ্টক্রমে অন্তসত্তা হয়ে পড়েছে, একজামিনের সময় আসতে আসতে ছমাস পার হয়ে যাবে, আর এ বছর কি একজামিন দিতে পারবে?

সরসী। মা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার বোধ হয়, একজামিন দিতে পারবো; আমার বিয়ে ভাগ, এন্ট্রেন্স যখন দিই, তখন আমার ভরা দশমাস, শেষ একজামিনের দিনেই ব্যথা হলো।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

মুণা। কি রে, তুই বাইরে কেন রে?

ভৃত্য। (মেয়েলী স্বরে) আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে আসুন, বড় বাবু কি একটা বলবেন।

মৃণা। এখন আবার কি দরকার ?
বাচ্ছি বা ; যশাই বহুন, আমি আসছি।

[মৃণালিনী ও ভৃত্যের প্রস্থান।

কীরদা। ও কনে ! কথা কচ্ছ না যে ?
তোমার নাম কি বল না, হাসছ যে, নাম
বলতে পার না ?

কনে। তোমার নাম কি বল দেখি
আগে ?

কীরদা। আমার নাম কীরদাসুন্দরী
মত্ৰ, আমার মার নাম ভূর্গেশনন্দিনী মিত্ৰ।

কনে। কি পড় ?

কীরদা। রয়েল রিডার নম্বর ফোর্থ,
গাভার্নস্ গ্রামার, পদ্মমুকুন্দ। তুমি কি পড় ?

কনে। আর এখন পড়ি না, চাকরী
ক

কীরদা। কোথা চাকরী কর ?

কনে। হাবড়া পুলিশের হেড কন্স্টেবল।

কীরদা। কনেষ্টেবল ! কন্স্টেবল মানে
তো—পা—পা—পাহারাওয়ালা—তুমি পাহা-
রাওয়ালা ? হুও ! ছোটদানার পাহারাওয়ালায়
সে বে হবে !

নীরদা। কীরি তো ভারী চালাকী
কচ্ছিস ; পড়াশুনার লড়াই করবি, আমার
সঙ্গে লাগ না।

কীরদা। তুই তো থার্ড ব্লব পড়িস, তুই
আমার সঙ্গে পারবি ? আমি জিওমেট্রি
ধরেছি, তুই তা জানিস ? বল দেখিন, টু
ডেসক্রাইব অ্যান ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল
অপন্ এ গিভন্ ফাইনাইট স্ট্রেট লাইন,
(To describe an equilateral triangle
upon a given finite straight line)
কেমন ক'রে প্রভ কস্তে হয়, বল দেখিন ?

নীরদা। উঃ ! ভারী তো জিজ্ঞেস করি !
চট্ ক'রে বল দেখি, “আমি হই উপরে”
ইংরাজীতে কি হবে ?

কামিনী। আরে ছুঁড়ীগুলো তো বড়
গোল কস্তে আরম্ভ করি।

ঘটকী। করুক করুক, বিবাহসভায় ও
চিরপদ্ধতি আছে। বক্সী ঠাকরুর সঙ্গে
আমাদের মেজবো মহাশয়ের বৃথি এখনও
আলাপ হয়নি, ইনি হচ্ছেন পাঞ্জাবী মেজ
ভাজ।

মুক্ত। বটে বটে ! আপনার নাম ?

কামিনী। শ্রীকামিনন্দরী মিত্র।

মুক্ত। যার বিবাহ হচ্ছে, এইটা আপনার
সব ছোট আয়ের ?

কামিনী। হ্যাঁ।

ঘটকী। শুভকর্য হয়ে থাক, তার পর
একবার ছেলে দেখবেন, যেমন রূপ, তেমন
গুণ, এই বয়সে গেরস্থালীর হেন কাজটা নেই
যে জানে না। আবার শুনেছি নাকি এঁরা
একটু পড়তে শুনতে শিখিয়েছেন।

মুক্ত। বটে, বেশ বেশ।

কামিনী। আচ্ছা বক্সী ঠাকরুণ, পুরুষ-
দের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি
মত ?

মুক্ত। আমার মতে একটু আধটু শিখলে
হানি নাই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়,
তাতে সংসারের ক্ষতি হয় ; শুনেছি,
সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া
শিখেছিল।

কামিনী। তার প্রমাণ আছে, এমন কি
কোন কোন পুরুষ বই পর্যন্ত লিখেছেন ;
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষর কুমার দত্ত,
বঙ্কিমচন্দ্র—

মুক্ত। বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন,
সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এসিয়াটিক সোসা-
ইটিতে তাঁর যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ
হয় যে, যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন
কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি

জীলোক ছিলেন, তাঁর গৌর-দাড়ী কিছুই নাই ।

সয়সী । বন্ধিমচন্দ্রের কথা যা বলছিলেন, যদিও তিনি নিজে একটু আশটু পড়তে শিখে-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা দেখলে বোধ হয় যে, তিনি পুরুষের লেখাপড়ার উপর চটা ছিলেন ; তাঁর ব'য়ে পুরুষ ঘোড়ার চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা বঁধে, পুরুষের জন্তে কাঁদে ! এই রকম ঠাট্টা ক'রে লেখা আছে ।

মুক্ত । আপনাদের কলকাতায় বাস কদিন ?

কামিনী । অনেক দিন হ'ল, আমার দিদিখাশুড়ীর দিদিখাশুড়ী এসে এখানে বাস করেন ।

ঘটকী । হাঁ, হাঁ, ও'র অতি বুদ্ধাপ্রদী-দিশুড়ী—আমায় জিজ্ঞেস করুন, বকুনী ঠাক-রুণ, আমার জিজ্ঞেস করুন ; বড় বনিয়াদি ঘর, ও'দের কুলুজি আমার কণ্ঠস্থ । তারামণি মিত্র, তম্ভ জ্যোষ্ঠা বধু ক্ষামাসুন্দরী মিত্র, তস্য জ্যোষ্ঠা বধু মঙ্গলাসুন্দরী মিত্র, তিনিই আঁট-পুর থেকে নিম্নিকির দারোগা হয়ে কলক-তায় এসে বাস করেন, তস্য জ্যোষ্ঠা বধু জগ-তারিণী মিত্র, বিলেত জানিত ব্যক্তি, সমর-আলা ছিলেন ; তাঁর দুই সংসার, ছোট্টা-কেও বাড়ীতে এনে নিজের কাছে রেখেই প্রতিপালন করেন, একটা হতেও সস্তাম হয় নাই, তাঁর কনিষ্ঠা জা নিস্তারিণী মিত্র, জ্যোষ্ঠা বধু হেমাজিনী মিত্রকে রেখে কালী প্রাপ্ত হন, তাঁর জ্যোষ্ঠা বধু সরোজিনী মিত্র, তাঁর বধু—

(মুণালিনীর প্রবেশ)

এই দেদীপ্যমান সমুখে জাজগ্যমান মুণা-লিনী মিত্র ! হাইকোর্টের উকীল, কবে জজ হয়ে বেঞ্চে বসেন ।

মুণা । পুরুষঠাকরুণ বলছেন, ঠিক নয়

হয়েছে, আপনারা অহুমতি করেন তা বর পাত্রীস্থ করা যায় ।

সকলে । হাঁ হাঁ, শুভকর্মে বিলম্ব কি ?

মুণা । তবে পাত্রীকে নিয়ে যাওয়া যাক,

নাশ্তিনী কোথায় ?

নাশ্তিনী । এই যে আমি ঠিক আছি ।

কামিনী । কনের জুতো দাঁও, কনের জুতো দাঁও ।

ঘটকী । ওগো বেটা'ছলেরা, বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাও না গো—

কামিনী । (নিমন্ত্রিতাগণকে) আসতে আজ্ঞা হয়, বৈঠকখানায় চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অন্তঃপুর—দরদালান ।

(ঘারিক, শ্রীরাম ও মাধব)

মাধব । বড়দাদা কি কচ্ছে

ঘারিক । হাই-আমলা বাটছে ।

রাম । বড়দাদার ভাই খুব গভর, এই ঘজির কাপড়টা বলতে গেলে একলাই কচ্ছে ; আমার তো পোড়া শরীর, চাড়ি ধনে বেটে দিয়েই নড়া ছুটো টাটিয়েছে, হাত নাড়তে পাচ্ছিনি ।

ঘারিক । বড়দাদা না থাকলে এ সংসার একদিন চলে ! গতরে না হয় দু একখানা কল্লম, কিন্তু অমন গুছানটী কেউ আর গুছতে পারবে না, তার ওপর জ্যাঠামশায়ের ভাড়ার থেকে জিনিস বার ক'রে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁতলাবার তেল পলা পলা ক'রে ছ বারে দেবেন ।

শ্রীরাম । আর তার ওপর দানার মুখে কথাকাটা নেই, সদাই হাসি-মুখ ; এক এক সময় জাম্বাঠামশার গল্পনা কি কম দেন ।

মাধব । যাক্ গে, চল ভাই হাতাহাতি ক'রে পানগুলো সেজে নিই গে, তার পর একটু পরিষ্কার ঝরিকার হয়ে নিতে হবে তো, এখনই বরণ-টরণ কত্তে হবে ।

শ্রীরাম । আমি যে ভাই কি ক'রে বাসর জাগবো, তাই ভাবছি, ও এবার বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি যে পোড়া ঘুম হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটা দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে, ছোট ছেলেটা এত কঁাদে, আমার সাড়াও থাকে না ।

ঝরিক । শুনেছি, কনে বড় রসিক, জিন্দ ক'রে ধ'রে বসবো, গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো ।

শ্রীরাম । আমি ভাই ছেলে ঘুম পাড়'বার নাম ক'রে একটু ঘুমিয়ে নেও, ঝানিক রাত্তিরে মেজদা আমার ডেকে ।

ঝরিক । মাধবের ত ঘুম পাবে না ?

মাধব । পোড়া ! এমনতেই যার সারা রাত্তির ঘুম হয় না ; ও সেই অত রাত্তিরে আসে, তার পর খাবার টাবার দিতে শুতে আর রাত কতটুকু থাকে ?

ঝরিক । বড়বাক্ ভাই আজ ধ'রে বেঁধে আসরে বসাতে হবে ।

মাধব । তিনি বসবেন না, আবার তার ওপর বড়বোঁ ঠাকরুণের শরীর অসুখ, রাত জাগা নয় না, তিনি হয় ত বে হয়ে গেলেই বাড়ীর ভেতর এসে শোবেন ।

(গোয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

বাঁটের মুখের খাটা ছুধ কে নিবি তা বল ।
সের করা আধাআধি খালি বল জল ।

মাইরিব লছি ভাই, আমার ভাগলপুরে গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর একবিয়েরেনর ফল ।

টাকাতে ছ' সের, দিচ্ছি এই ডের,
খোঁড়া গাইয়ের গাট ছুধে গায়ে বাড়ে বল ।
ছুধ চড়ালে কড়ার, ননৌ আপনি গড়'য়,
এক বলকে, চলকে ওঠে যেন ঘোবন চমৎস ।

গোয়ালী । কোথা গো কর্মবাড়ীর
লোকেরা, ছুধ নাও ।

মাধব । ঘোষের পো যে, ঘোষের পো
যে ! ঘোষের পো না হ'লে বাড়ী জমকায় না ।

শ্রীরাম । ইস, ঘোষের পোর বার হ'ল,
তবু ব'চলেম ।

গোয়ালী । হাঁগা দাদাবাবুরা, তোমাদের
কি রকম বিবেচনা, এমন সময় আমি তিন
সের ছুধ পাই কোথায় বল দেখি ?

ঝরিক । বলি, এখন এনেছ তো,
বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্ব ছেলেপিলে নিয়ে
এসেছে—

গোয়ালী । আনব না কেন, এ তো গাই-
য়ের ছুধ, তোমাদের ঘোষের পো কি না
পারে ? বল্ল পর, বাঘের ছুধ অবধি আনতে
গারে

মাধব । ঘোষের পো ভাই বড় মজার
লোক, আজ ওকে বাসরে রাখতে হবে ।

শ্রীরাম । হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষের পো, অ
বাড়ী গো কাজ নাই, খাওয়া দাওয়া ক'রে
এখানে থাক, আমাদের সঙ্গে বাসর জাগতে
হবে ।

গোয়ালী । থাকবার ঘোঁ কৈ দাদাবাবু,
গিন্নী আজ তিন দিন হ'ল উলুবেড়ের হাটে
গিয়েছেন, একটা গাই কিনতে, অ জও খব-
রটা নেই, ছুধটুকু মেপে নেবে চল, শীগগির
শীগগির ঘরে যাই ।

মাধব । আহা, থাক না ।

গোয়ালী। না দাদাবাবু, কাল তখন
ভোরে আসবো।

শ্রীরাম। তবে ভাই, আর একটা গান
শুনিয়ে যা, মাথা খাস।

গোয়ালী। সেজদাদাবাবুর গান শোনা
এক বাই।

মাধব। গা না, গা না, আজ আমাদের
দিন।

গোয়ালী। আবার কত এসে পড়বেন।

মাধব। তিনি এখন কোথা, কত কাজে
ব্যস্ত।

গোয়ালী। নেহাৎ ছাড়বে না ত শোন।

(গীত)

আমার শুধুই কি দুখে চলে।

অধু দুখ হলে খুদ মিলতো কপালে ॥

কত মন্ত্র জানি, কত আপনি বাখানি।

এলোচুলে

আমি না থাকলে পরে,

কোন্ নারী বা চাকরী করে,

পেটপোড়া কে দেবে তারে বন্ধ করতে ছেলে ॥

যদি পড়ি আমি জল, নারী ধরা কল,

বারমুখো যার প্রাণেশ্বরী পড়ে পদতলে ॥

এইবার তো হ'ল, মেপে নেবে চল।

সকলে। এস এস।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

— — —

ছাঁদলাতলা।

(বিশ্বস্তর, জ্যাঠা, কুটুম্বগণ ও নাপ্তিনী)

বিশ্ব। ও দাদামশাই, তুমি ওখানে

রইলে কেন? সনাতন কি জানে

নাও, তুমি এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।

জ্যাঠা। বিশ্বস্তর কি ন্যাকা হল, গিন্নী
গিয়েছেন, আমার কি শুভকর্মের জিনিস
হোঁবার যো আছে?

নাপ্তিনী। নাও না গো, বরণ-টরণ ক'রে
নাও না, কেনে কতক্ষণ পিড়িতে দাঁড়িয়ে
থাকবে?

বিশ্ব। এরা সব কোথায় গেল। দোয়ারি,
শ্রীরাম, মাধব কাকেও ঘে দেখতে পাচ্ছিলে,
হ্যারে, ও দোয়ারি—

(ঝারিক, শ্রীরাম ও মাধবের প্রবেশ)

ঝারিক। এই যে কাকা, কাপড়টা ছেড়ে
এলেম।

জ্যাঠা। আচ্ছা, তোদের কি কিছু আক্কেল
নাই, বরকনে পিড়িতে দাঁড়িয়ে, আর তোরা
ং কচ্ছিলি।

শ্রীরাম। রং আবার কি কচ্ছিলেম
জ্যাঠামশায়, পানটান সাজলেম, দুখ জাল
দিলেম, কোন্ দিকে কি করবো?

নাপ্তিনী। নাও নাও গো, আর গোল
করো না, বরণ কর।

বিশ্ব। সনাতন, বরণ কর।

ঝারিক। ছোট মামা ও সব কাজ ভাল
জানে, বরণটা করে ফেল।

(বরণকরণ)

শ্রীরাম। মেজদা ঝারিকে নাও।

ঝারিক। তুমি ঘোর, মাধব গায়ে পড়িস
কেন, ঘোর না।

সকলে।— (গীত)

আহা কেনে কি নয়না হানে।

প্রাণ জরজর মদন-বাণে ॥

ও কেমন চায়, মাথা যে ঘুরে যায়,

আমার লাজুক বর ঘোমটা টানেন।

বড় সেরনা কনে, কত ছালা জানে,
আমার নেয় না মনে—
যানি কর, চার না আমার পানে ;—
কচি বর কিছু জানে না,
কনে বৃষ্টি মানা মানে না,
প্রেমি ভাসাবে সহি প্রাণের টানে ॥

নাশিনী। নাও পিড়ে ধর গো, সাতপাক
ঘুরিয়ে বর-কনেকে শুভদৃষ্টি করাও ; তোমরা
পারবে না, বাঁকরে থেকে চারজন মেয়েকে
ডাকবো ?

হারিক। না, এই আমরাই নিছি, মেয়ে-
দের আর কষ্ট দিবে কাজ নাই।

নাশিনী। নাও তোল, জালমন্দ লোক
খা ক তো সরে যাও, গোঁপ পেকে বাবে,
মাগের ডুয়ে হবে। তোমাদের নিত কিত
ক'রে নাও, পিড়ি সুরা বাইরে
নিয়ে খেতে হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—*—

রাস্তা।

(স্রীলোকগণের আকস্মিক যাইবার বেশে গীত)
রাঁধা বাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।
শিলে লেগেছে আগুন নোড়ার মুখে ছাই ॥
আমাদের ক'রে স্বাধীন, মিন্‌সেরা হ'ল অধীন,
আকস্মিক থেকে বাড়ী গিয়ে ষাটে শুয়ে পাটেপাই।
ব্যাচারা ভাই রাঁধে,
উজনে ফুঁপাড়ে আর কাঁদে,
আপনার কাঁদে আপনি পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই।
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সন্ধ্যা পড়ে পায়,
অন্ধরের গন্ধমাত্র দেখ আর গারে নাই ॥

১ম স্ত্রী। আজ কি ট্রামওয়ে বন্ধ না কি ?
২য় স্ত্রী। তাই তো, বড্ড বেলা হ'ল যে,
ন'টা বাজে ।
৩য় স্ত্রী। বাজুগ্‌ গে, আমার পিসা
বড়বারু !
(নেপথ্যে ।) পাতখোলা লিবি গো ।

(পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর
প্রবেশ ও গীত)

কে পোয়াতী রসবতী খোলা লিবি আয় রে ।

এমন খোলা বিকিয়ে গেলে,

মেলা হবে দায় রে ॥

আমার আপন হাতে গড়া,

পোণে পোড়া গরম বড়া,

দরেতে নরকো চড়া, অমনি পড়ে পায় রে ॥

সোঁদাগন্ধে মন মাতে,

আবার কুড়কুড়ে তাকে,

এ পাতখোলা খেলে পরে

পোলা কোলে পায় রে ॥

পা, ওয়া। পাতখোলা লিবি গো ?

১ম স্ত্রী। ও রে এদিকে আয়, এদিকে

আয়, ক'খানা ক'রে ?

পা, ওয়া। পইসার দশঠোঁ।

১ম স্ত্রী। দশখানা ক'রে, পনেরখানা
দ্বিবিনি ?

পা, ওয়া। নেই, বারঠোঁ মিল্‌বে, মন হয়
লে, নেই চলি ।

১ম স্ত্রী। দে, আর কি করবো ।

৩য় স্ত্রী। আমার এক পরপার দে ।

পা, ওয়া। এই লেও । (খোলা দেওন
ও পরস্য গ্রহণ) পাতখোলা লিবি গো ?

[পাতখোলাওয়ালা ও পাত খাতখোলাওয়া-
লীর প্রস্থান ।

১ম স্ত্রী। তোমারও না কি, ক' মাস ?

৩য় স্ত্রী । আমার ভাই হবে তিন মাস ।

১ম স্ত্রী । আমার ভাই আর চলে না,
সাহেবকে বলেছি ছুটির কথা, পেটের ভেতর
ঠেলে ওঠে, বিড়লে আঁককে বই মাইনে
দেবে না বলেছে, আমাদের ঘে পাজী
আকিস ।

৩য় স্ত্রী । আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই
আঁতুড় খরচ পর্য্যন্ত দেয় ।

১ম স্ত্রী । তোমাদের ভাই "রেলি," তাদের
কথাই জুঁদো ।

৪র্থ স্ত্রী । চল—চল, গাড়া দেখা যাচ্ছে,
ঐ মোড়ে চল, কুঁচি করে চল ।

(গীত)

সকলে ।—আমরা বেরিয়েছি সেই ভোরে ।

হিন্ধেরা ঘর নিকুছে ঘরে ॥

মেল-ডে পড়েছে আজ,

সাহেবের ভারী আঁজ,

কাজ সারতে আজ ঘাম যাবে ঝরে ।

১ম ।—সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদী পিসী,

তার আঙুরে কলম পিষি,

সকলে ।—সাহেব শালা চোখ রাঙ্গালে,

আঁখি ঠারি বকেয়া চালে,

ঠারা চোখে রাঙ্গা মুখের মাথা ঘাম ঘুরে ।

২য় ।—আমি রোলার সদর মেট,

৩য় ।—পিট্রোকোচিন পোরায় আমার পেট,

সকলে ।—

গ্রেহেম গুনামে মোদের রেখেছে ভোরে ।

৪র্থ ।—আমার মনিব টেলার বেকার,

৫ম ।—খ্যাকার আমার করুচুন মেকার,

করেকজন ।—

মনুটিং রেখেছে ভাই আমাদের ধ'রে ।

৬ষ্ঠ ।—যা করেন মোর পোষ্ট আকিস,

৭ম । ভুই তো ভাই তিসি মাঁপিস,

করেকজন ।—

পুলিসে ঢকেছে ইয়ার এরা তিন চোরে ।

সকলে ।—

হিলাম অবলা সরলা, সহে বিরল-জালা,

এখন পুরুষ পাতি, ফুলিয়ে ছাতি,

কলম চালাই সজোরে ।

[সকলের প্রস্থান ।

(দুইজন উড়ের প্রবেশ)

পরশু । মু রহিমিনি, এঁঠা রহিমিনি ।

বিদা । কাঁইকি পরশু ভাই, এতে খপ্পা

কাঁই ? বলাড়িক ভাষ আউছন্তি, রোজকার
করিবি, নেউটা জিবি কৌউটা ?

পরশু । মতে যেতে কৌউ বিদা, কল্কত্তা
মু রহিমিনি, মু বিহানকু জহাজ চড়িকিড়ি

জাজপুর জিব । এ স্বপনা শড়া কৌউটা

গিলা—এ স্বপনা ভাই—স্বপনা ভাই—ই—

(নেপথ্যে স্বপনা ।) ই-ই-ই-ই ।

পরশু । আরে এঁঠো আসো, আরে এঁঠো
আসো ।

(স্বপনার প্রবেশ)

স্বপনা । কাঁইকি ডাকিছু পরশু ভাই ?

পরশু । কড় করিখিলা, জাজপুর জিবিনি ?

স্বপনা । জিবিনি কাঁই ?

পরশু । জুগা খণ্ডি ষিখণ্ডি বোখিলা বাখি

লেউছি ?

স্বপনা । হ—হ ।

পরশু । যত্রা কর—যত্রা কর, জয় প্রভু

জগদনাথ ।

স্বপনা । টিকা ঠারি যা—মধা আউছন্তি,

সাথ জিব ।

পরশু । ধাঁক্ড়ি লেউ—ধাঁক্ড়ি লেউ,

হাঁক দে—হাঁক দে ।

স্বপনা । এ-মধা ভাই—মধা ভাই ।

(নেপথ্যে মধা ।) উ-উ-উ ঠার—

ঠার, আউছি ।

(মহার প্রবেশ)

মহা। অবধাড় পরন্তু ভাই।

পরন্তু। অবধাড়, ভাশ জিব ?

মহা। দেখছিসনি, লুগাপট্টা ঠিক করি
লেউছি, পাঁচ তকা অহাজ ভড়া লেউছি,
বাপো বাপো, কল্কতা সহড়কু মাছব খাড়ে ?
মাইকিনি মরদ বনিব, কঁধা কারিব, জড়
তুড়িব, গ্যাসপানি কাম করিব. আউ মু সব
রমা করিব, গোড় বড়া নাকগুণা পরব, পড়া
পড়া, কল্কতা ছোড়ি পড়া।

বিদা। এ পরন্তু শড়া যেতে উড়িয়াকো
পাগড় করছি।

পরন্তু। বিদা—

বিদা। পরন্তু—

পরন্তু। তু মতে শড়া বলিলি কঁই ?

বিদা। ভলা করছি বলছি, তু মোর কঁড়
করিবি ?

পরন্তু। কঁড় করিমু দেখিকি ? পণ্ডাঠাকুর
কহিকিড়ি তোর জাত বঁট্টা করিব।

বিদা। তু মোর জাত বঁট্টা করবি, শড়া
গোরাড়, মা ড পোকাই দিব।

পরন্তু। কি, তু মতে মারিবি, আসো—

বিদা। মারিব না ত কি, আসো
শড়া।

পরন্তু। শড়া তোর ভোঁউড়ি, মারিবি
ত আসো।

বিদা। আসো না শড়া, পড়াইছি
কঁই ?

পরন্তু। পড়াব না, তোতে কি মু ডুরিমু ?
যদি মারিবি তো মু কসি কি আসো।

বিদা। শড়ার মোচ মু উখাড়ি দিব—

পরন্তু। শড়ার খুঁটা ধড়িকিড়—

মহা। এ পাহারাবালা ! এ পাহারাবালা
মাই ! এ বজাড়ি পাহারাবালা মাই ! দল
হইছি ! দল হইছি !

(তুইজন পাণ্ডার প্রবেশ)

এ পাণ্ডাঠাকুর, আপনাক দেখ, এ বিদা পরন্তু
দল করছি।

১ম পা। আরে দল করছি কঁই ?

পরন্তু। অবধাড়, গোড় লাগছি !

বিদা। অবধাড়, গোড় লাগছি !

১ম পা। জয়, জয়, জয়।

পরন্তু। মতে বিদা শড়া, শড়া বলিল।

বিদা। বলিবি, শড়া তও ; যেতে
উড়িয়াকো পাগড় করছি, কৌউছি এঠারে
ঠারলে মাইকিনি মরদ বনিব, মরদ মাইকিনি
হব।

১ম পা। আরে বিদা, তু শুনিবি, পরন্তু
ঠিক কৌউছি। শড়া বজাড়ি যেতে মরদ
সব মাইকিনি হউছি, মাইকিনি আর পন্থি
চড়বিনি, জগড়নাথ জ বনি, সব পগড়ি
বাধিকিড়ি হপিস বাউছি।

বিদা। হেই আশ্বারামঠাকুর, বলন্তঠাকুর
ঠিক কৌউছি, হেই ?

২য় পা। ঠিক ঠিক, জাত জিব। পড়া
পড়া। ভাগড় ভাগড়।

সকলে।— (গীত)

ভাগড় ভাগড় হো, ধাঁকুড় কুড়

কুড় কুড় পড়াই পড়াই।

বজাড়ি আশড় গোড়কু গড় করুছ ভাই।

কড় মন্তড় পড়ি কিড়ি, পন্থি

ছোড়ি চড়ু গাড়ী,

বজাড়ি মাইকিনিয়া কঁই ;

কল্কতা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই।

মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,

উড়িয়া বনব গধা, উড়েনী সিপাই।

কৌউটী প্রতু জগড়নাথ,

বজাড়ি কাড় নিল জাত,

টান দেহ ছুরি ভাশ চলি বাই।

পঞ্চম দৃশ্য ।

— * —

महागृह ।

(সভাপতিশ্রীলোকগণ)

ননী। পূর্ববক্তা যাহা বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও আমি অস্বাভাবিক করিতে পারি না। এখনও আমাদের স্বা-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই ; কে বলে গোঁফে স্বা-স্বাধীনতার শোভার ছায়া করে ! ভয়গণ, মনে কর, যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই, যখন হাই-কোর্টে ওকালতী করিতে যাই, হাউসে, আফিসে, গুনায়ে যে যে ভয়ী যে যে কার্যে যান, সর্বত্র সর্বকার্যে গোঁফের আবগুক।

সকলে। হিয়ার হিয়ার! (Here!
Here!)

ননী। অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষ-
গণের গৌরব আছে, আর আমরা বাহিরের,
সভায়, জনতায়, গৌরব নাই বলিয়া লজ্জা পাই
—কি ঘৃণা ! কি লজ্জা !

সকলে। শেম্। শেম্! (Shame !
Shame ! করতালি।)

গিরি। চেয়ার-উওম্যান আণ্ড লেডিজ্
(Chairwoman and Ladies) আপ-
নাডের আবশ্যস্বামী ভূট্য, জি, বি, লাহিরি
এল, আর, সি, পি, (G. B. Lahiri, L,
R, C, P,) কে যদি কিছু বস্‌টে ডেন টো
সে বোলে, যে গোর্গের জন্ত ননীবালা বিভা-
লস্বার এই স্রুণ্ডর বক্‌ট্‌টা করুলেন, আর
আপনারা সকলে ব্যাষ্টো, সেই গোর্গ অটি
সটারেই উঠিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা
মহট উপকারও হইতে পারে, আমাদের
ছেলে হওয়া বণ্ড হইতে পারে। (করতালি)
আমাদিগের ডয়ের মটো ওঠেরিয়া
(Ovaria) নামক এক বস্‌ট্‌ আছে,

হাড অপারেশনের (Operation) ডার
টাহা রিমুভ (Remove) করা যায়, টাঙ্ক
হইলে আমাডিগের গৌফ ডার উটিটে পারে,
ও স্টোন হওয়া বণ্ড হয়, এ কথা বিজ্ঞান-
সম্মট; অটএব আমি ঐষ্টাব করি'য়ে, আগে
যে সকল ষ্ট্রীলোক, ডরওয়ান, থানসামা ও
অস্ত্রাভ ভুটোর কাজ করে, টাহাডের উপর
এ বিষয় এক্সপেরিমেন্ট (Experiment)
করা হউক, আমাডের অপেক্ষা টাহাডের
গৌফ-ডা'ডীর অতিক প্রয়োজন। একপে
বিরাজমোহিনী সেন কি বোলেন, টাহ শুনা
আবশ্যক। আমি আর অতিক বাঙ্কাল বন্টে
পারি'টছি না, আপনারা মাপ করিবেন।
(করতালি)

বিরাজ। ডাক্তার গিরিবালা লাহিড়ি
যাহা যোগলেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও
তাহাতে আমার এক বিশেষ আপত্তি আছে।
যতদিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দো-
বস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান
প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বাধীনপরতা। আমার
মতে সকল উন্নতি ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে
হওয়া উচিত; দাড়ি গোঁফ এবং পুরুষের
সন্তান প্রসবের ব্যবস্থার জ্ঞান আপাততঃ
আমেরিকায় মেমোরিয়াল (Memorial)
পাঠান হোক, আমেরিকাবাসিগণ স্ত্রীলোকের
স্বাধীনতার জ্ঞান যাহা যাহা করিয়াছেন,
জগতে তাহা কোন জাতিই করিতে পারেন
নাই—

অনঙ্গ। বোন্দ করেন, বোন্দ করেন. চূপ
দেন, আমিও বজ্জতা করবো বইলে সভায়
আসছি, আমারে কিছু বলতি দেন; এই
দণ্ডায়মান অইলাম; দোভাপতি ঠাকরায়
ও বন্দরমহিলাগণ পূর্ববক্তা শ্রীযুক্ত। বিরাজ-
মোহিনী সেম এষ, এ, মশাঝা বন্ডোন, তাঁর
বিককে আমার কিছু বলবের আছে; তিনি

যে বল্লোন, যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে শঠন: শঠন: অওয়া আবশ্যক, এ কথা আমি না-করছি না, কিন্তু তিনি যে কইলান, আমেরিকাবাসিগণ বরই উন্নত, আমরা তাগোর বাঁটেও লাগি না, এ কথায় আমি ঝাঁকু মারি। উন্নতিকল্পে কল-কস্তা পিছারে পড়ে সত্য, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গৈরব এখনও বোর্ডমান, আপনারা যদ্যপি আমার ডাকা-বজ্ঞেট মধ্যা মধ্যা পাঠ কইরে আমাকে বাত্ব কইরে থাকেন, তা অইলে অবশ্য বন্ধর মায়েমাণ্ডষ মাত্র স্বীকার করবোন যে, স্ত্রীলোকের জন্তই দাহ বিসর্জন কইরে আমি কত ল্যাখছি ! আমাগোর কেন মোচ ওঠবা না ? মোচের জইন্ত আমেরিকার শলা লবার কি আবশ্যক, আমি তো বুঝি না। আমি আপন চইক্ষে ল্যাখছি, ডাকাতে চ্যাংড়াগুলা মোচ উঠাইবার লেগে নাপিতের পুইশা দিয়া থাম্কা থাম্কা খাউরি করে, আমরা বন্ধর মহিলাগণ যইদ্যপি সেই পথ অবলম্বন করি, তা অইলে অইধাবসায় কইরে খাউরি করতে খাউরি করতে অবশ্যই মোচ দেখা দিতি পারে। (করতালি) আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি বজ্ঞনায়ে চিচাইয়ে কইতে পারি যে, পূর্ববঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব। আপাতত যাতদূর আমাগোর আতে আছে, তা ক্যান না করি ? এই যে এককাল আমরা মর্দগোর কাচা আঁটাইয়ে রাখছি, এডা কি বন্ধর-সম্মত ?

সকলে। হিয়ার ! হিয়ার ! (Hear ! Hear !)

অনঙ্গ । আমাগোর অহঃপুর্ববাসী তাগোর হাত রার করছি, এডা কি সৈভ্যতা ?

সকলে। শেম্ ! শেম্ ! (Shame ! shame !)

অনঙ্গ । আমার সোহকারী সোম্পাদিকা ত্রিযুক্তা কহিলীমণি ভোলাপস্তর বোলেন এবং

আমিও সে বাক্যের অহুমোদন করি, যে মর্দগোর কাচা ঘূচিয়ে ডান আর তাগোর থাক চুরি পরান।

সকলে। হিয়ার ! হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি)।

অনঙ্গ । আমার প্রস্তাব অহই বাক্যে ঝা বল্লাদ, কার্যে তা পরিণত করেন, মর্দগোর মারেমানুষের আবরণ দেন।

সকলে। এগ্রিড ! এগ্রিড ! (Agreed ! Agreed !)

অনঙ্গ । বিস্তর বাইক্যাবয় কইরে সোভার সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গৈরব, বিশেষতঃ ডাকার গৈরব রইকা করা আমার কৈর্তব্য, এইজন্য সোভাপতি ঠাকুরাণ আর বন্ধর-মহিলা বয়গণ আমার মার্জনা কর্বোন। (করতালি)

মৃণা । সভাগণ ! বিশেষ কার্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ার আমি সেইখান হইতে একবারে সভার উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং বক্তৃতার জন্য আমি উত্তমরূপ প্রস্তুত নহি। তবে এইমাত্র বলি যে, সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা বজ্ঞেটের সম্পাদিকা ত্রিযুক্তা অনন্মঞ্জরী গুহা মহাশয়া যে সুললিত সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিলেন এবং আপনারা সোৎসাহে করতালিধ্বনি দ্বারা তাহার যেরূপ অহুমোদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার বোধ হয়, সর্ববাদিসম্মত। (করতালি) তিনি যৎদূর বলিয়াছেন যে, পুরুষদের স্ত্রীবশ পরান নিত্য আবশ্যক ; আমার বাড়ীতেই অহ, এইরূপে সেই কার্য প্রাক্-টিকেলি (proctically) আরম্ভ করি। (করতালি) বশস্ত, তুমি বাড়ীর ভিতরে বাও, এখনি তাদের শাড়ী গহনা টহনা পরাও গো। (করতালি)

বিদ্বাজ । আমি এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অহ-

মোদন করি, কেবল একমাত্র কথা যে, আমাদিগের বেকী, কর্ণাভরণ ও হাতের বালা ভাগ করিব না। (করতালি)।

অনঙ্গ। এ কথাই আমার আপত্ত্য নাই, কেন না, দেখা যায় যে, পশ্চিমা ষোড়শ পুরুষ-শুলা কাণে, আঁতে অলঙ্কার পোয়েন, কোমরে কিছু থাকলেও আমার বাধা নাই।

বিরাজ। এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (Second) করি।

ননী। আমি এ প্রস্তাব তরুণপোষণ (Support) করি।

সকলে। সর্ববাদিসম্মত।

(থাকমণির প্রবেশ ও গীত)

আঃ বেঁচেছি।

আমরা সব কাঁচা এঁটেছি ॥

কে দেয় বাবা চুলোর কাঠ,

ভাতার দেখে করে ঠাট,

প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ,

তাইতো মাল টেনেছি।

ছেঁড়ারা নাড়ুক হাঁড়ী,

ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,

যাব যার তার বাড়ী, তাইতে ফুর্তি করেছি ॥

শালারা সব পরক নং,

করুক মোদের দণ্ড২৩,

আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে যেতেছি ॥

মৃণা। থাকমণি বাবু, থাকমণি বাবু, এ যে মিটিং (Meeting)।

থাক। এই যে বাবা, আমিও চেয়ার নিয়ে সিটিং (Sitting)।

মৃণা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস।

থাক। কুণ্ডাল আইসের যত ঠাণ্ডা হয়ে আছি।

অনঙ্গ। বরী কি মাল টানে আসছেন ? হাশা খারে সোতার আসাটা বন্ধ উচিত

অর নাই, আমরাও নাশা খাই, কিন্তু কখন কোথায় ? সন্ধ্যার পর, বালায়, গোপনে।

থাক। তামাক দে রে—

মৃণা। থাকমণি বাবু যে একেবারে পুরুষের বেশে ?

থাক। আমি বাবা তোমাদের মিটিংএর অপেক্ষা রাখিনি, শাড়ী চুড়ী আর ভাল লাগে না।

ননী। থাকমণি বাবু বড় আশ্চর্যে।

গিরি। কিষ্ট প্রকট ডেশহিটৈবী।

থাক। বাবা, কাল আমোদ গাড়িরে গিয়েছে, তামাক দে রে—

মৃণা। থাকমণি, একটু থাম, কাল বড়-দিন, আমাদের এলুমাস্ প্যারেড, (X'mas parade), কর্ণেল নিতম্বিনীর ইচ্ছা যে, গ্রাউন্ড ইলিউমিনেট (Ground illuminate) করে বেশ (Moon-light parade) হয়।

সকলে। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

থাক। আমারও প্যারেড আছে, প্যারেডে আমি ফাষ্ট গ্রেড!

মৃণা। আমার ইচ্ছা, যখন অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয় কলিকাতার আছেন, তখন উনিও আমাদের সঙ্গে প্যারেডে যোগ দেন।

অনঙ্গ। এ বালো যুক্তি, আমি এতে না করছি না, আমি ডাকা ইন্ডেন্ট বেল-ট্রায়ের প্রাইবোন্ট; ইউনিকরম আমার সাথেই আছে, চান্দার ক্যাতাবে আমার নামে ডের টাকা লিখেলন, ডাকা যাইয়েই মনি অর্ডার করবো, এহম চলেন উদ্যোগ করা যাগ।

থাক। তামাক দে রে—

গিরি। আই প্রোপোজ এ ভোট অফ্ থাকস্ টু দি চেয়ার। (I propose a vote of thanks to the Chair)

সকলে হিয়ার হিয়ার! Hear! Hear!) (করতালি)।

যুগ। তবে অভ সভার কার্য শেষ
হউক।

থাক। তামাক দিলিনি—

[সকলের প্রস্থান।



—*—

রাস্তা।

নারীবেশে পুরুষগণ।—

(গীত)

ঘাট হয়েছে বাপ।

সবাই মোদের কর মাপ ॥

মাগীদের স্বাধীন করে, এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,

আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উণ্টো চাপ।

ঘুচে গিয়েছে কাছা, অনদর হয়েছে খাঁচা,

এখন যে প্রাণে বাঁচা গেল জন্মের পাণ ॥

ভাবলেন হবে স্বাধীন, মজা দেবে দুর্দিন.

এখন দিন পেয়ে যিন্ যিন্ নাচে এ কি রে

বাপ দাপ।

মাগীকে মিন্বে করুতে, যে আর বলবে মর্ত্যে,

পৌত্তো তাঁরে ইঁদুর-গর্ভে,

জেনো সে স্বয়ং বলির কাপ ॥

শেলেম কাণমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা,

স্বা-স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ।

মেরেদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,

যেমন পাণ করেছিলাম তেমনি পেলেম

ভাপ ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

গড়ের মাঠ।

(কর্ণেল নিভসিনী ও ভলেন্টিরার রমণীগণ।*)

কর্ণেল। টেনসন, পেটান অ্যাট আর
ইজ-টেনসন—রাইট টার্ন, আজো
বার ৪। বলি তোমরা যুদ্ধে যেতে পারবে তো ?

ভ. সকলে। বলি হ্যাঁগো কর্ণেল।

কর্ণেল। বন্দুক ছুড়তে পারবে তো ?

ভ. সকলে। পারুবো না কেন গো কর্ণেল।

কর্ণেল। তোমাদের যুদ্ধের কি বল ?

ভ. সকলে। নারীর বল. যৌবন বল,

তাতে হয়েছি স্বাধীন বিপ্লব প্রবল।

কর্ণেল। বেশ! রাইট এবাউট টার্ন ৫

—ফ্রন্ট ৬ কুইক মার্চ ৭, হল্ট ৮ জাশনেল সঙ্গ ৯।

ভলেন্টিরারগণ।— গীত।

আমরা কি ভরি অরি।

নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি ॥

আমরা হয়েছি ভলেন্টিরার,

আর করে করি কেশার,

পরেছি এ ইউনিফর্ম হয়েছি মিলিটারি।

আসে যদি কসিয়া, তাড়াইব সুষিয়া,

কাবুল দখল একদিনে পারি ॥

মার্চ মার্চ কুইক মার্চ,

সার্চ সার্চ এনিমি সার্চ,

অন অন টু দি ফ্রন্টিয়ার;—

কটিভটে তলোয়ার বকে বেড়া অরি।

* এখানে সকলে ড্রিল (Drill) করিবে।

- (১) Attention, (২) Stand at your
eae, (৩) Right turn, (৪) As you
were (৫) Right about turn, (৬)
Front, (৭) Quick march, (৮) Halt,
(৯) National song.

| | |
|---------------------------------------|--|
| রাইট লেফট লেফট রাইট | চাঞ্চ চাঞ্চ প্রেজেন্ট কান্নার, |
| ব্যাল্যান্স হেগ হবে ক্রাইট, | ক্রাই ক্রাই ভাইল বেয়ার, |
| কোট ফিট ট্রাউজার টাইট, | রমণী এসেছি ঘোরা রণসজ্জা ধরি ॥ |
| ইন ওয়ার ভলেন্টার নেভার সারি ॥ | ভয়বারি টানিয়া, গাও কল খিটানিয়া, |
| নারীর ভূজবল কে জিনবে তারে বল, | টোডে একম্যাস ডে, অল অফ আস গে ; |
| পুরুষে যা বলে করে আমরা ইসেরায় সারি ! | সিদ্ধ সিদ্ধ সিদ্ধ ভিক্টোরিয়াস সিদ্ধির ॥ |

যবনিকা-পতন ।

1

হীরকচূর্ণ নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

—*—

রাজ-অন্তঃপুর।

(লক্ষ্মীবাই ও মহারাজ মল্লাররাও আসীন)

লক্ষ্মী। মহারাজ! হুঃখিনী রাজমহিষী হওয়ার বোগ্যা নয়; আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুন্দরী। তাঁরা রাজকন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্ট হয়, সে সব ভাল জানেন। অ'মি হুঃখীর মেয়ে, তা'র কিছুই জানিনে, তা'ই বলে কি অধীনীকে একেবারে ভুলতে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন; তবে কেন নাথ, দাসী আজ চার দিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমাকে বুঝা গজনা দাও? তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি; তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এতদিন পূজ-মুখাবলোকন-সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের রূপায় তোমা হ'তে আমি সেই অনির্কটনীর সুখ লাভ করেছি। তোমার আমি ভুলবো? অহা! যে দিন তুমি সজলনয়নে আমার হাতে ধ'রে বসে, "নাথ! আমার গর্ভে রাজপুত্রের উদয় হয়েছে আর আমাদের প্রণয়

গোপন রাখা কর্তব্য নয়, আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন;" সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহজন্মে ভুলব না, তবে আজকাল আমার তিলার্জি অবকাশ নাই, রাজ্য-সংস্কার-বিষয়ে দিব্যরাজি পরিশ্রম কচ্ছে হচ্ছে, সেই জন্তই এই কয় দিন তোমার সঙ্গস্থলান্তে বঞ্চিত ছিলাম।

লক্ষ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্ত আপনাকে অহোরাত্র পরিশ্রম কচ্ছে হচ্ছে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বিশেষ কিছুই নয়। কেবল কতকগুলি কু-লোকের বড় ষড়্ধ ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জন কয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহা'রের নিকট অভিযোগ করে; তা এক্ষণে আমি তা'দের সকলকে আহ্বান ক'রে ষিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

লক্ষ্মী। তবে বোধ হয়, এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিটলো। তা এখন দু-এক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন।

রাজা। প্রিয়ে! এ গোলযোগ ইহজন্মে মিটবার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-স্বর্ঘ্য অন্তমিত হয়েছে, সেই দিন হতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে; সে স্বর্ঘ্য পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, আমাদের হুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজ-সংস্ধান কেবল ব্যাক

মাত্র । যখন রাজা হঠে একজন সামান্য
রেসিডেন্টের খেলনার পুড়ুল হয়ে থাকতে
হচ্ছে, তখন এ যুগে রাজমুহুর্ত শিরে ধারণ
ক'রে, সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা
জটা বকুল ধারণ ক'রে বনে বাস করা সহস্র
গুণে শ্রেয়ঃ ।

লক্ষ্মী । ভাল, নাথ ! সাহেব আপনার
উপর এত বিজ্ঞ কেন ? আপনি কি তাঁর
সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না ?

রাজা । বন্ধুভাবে ! দাসভাবে খেকেও
তাঁর মন পেলাম না । সপ্তাহে নির্দ্ধারিত
দিবসঘরে সহস্র কর্ম ফেলে তাঁর সহিত গিয়ে
সাক্ষাৎ করি, ও রাজ্যসম্বন্ধীয় পরামর্শ
জিজ্ঞাসা করি, তা তাঁর কোন্ পুরুষে রাজত্ব
করেছেন যে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন ?
হিন্দুদের ঘৃণা কতে শিখেছেন, মনের সাথে
ঘৃণাই করেন ।

লক্ষ্মী । আচ্ছা, এ ঘৃণা করার তাঁর
লাভ কি ?

রাজা । লাভ ? নীচাত্তর গর নীচ
প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ! নিজের দেশে কেউ
গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন যে,
তাঁর পূর্বপুরুষগণের কৌশলক্রমে একটা
সরল জাতি, যবনদিগের দৌহ-শৃঙ্খল ত'তে
মুক্ত হয়ে তাঁদের সুস্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছে;
ভাবেন, তাঁদের নীচ দম্ভপ্রকাশের এরাই
উপযুক্ত পাত্র । ইহাদের একটু স্বধ, একটু
উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য দেখলেই তাঁদের মনে
ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হয় । কিসে ইহাদের
পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সত্তত বিব্রত
থাকে । আমি যে কর্ণেল ফেরারের বিধ-
নয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তাঁর অন্য কোন
কারণ নাই ।

লক্ষ্মী । নাথ ! সাহেব যদি মনে মনে
প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকেন যে, আপনার সঙ্গে

কখনই সম্বাবহার করবেন না, তা হ'লে
বিষম বিভ্রাট; তা হ'লে আপনি কদিন
স্বচ্ছন্দে থাকবেন ? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ
ক'রে কি জলে বাস সম্ভব ?

রাজা । তাঁর সন্দেহ কি ? রেসিডেন্টের
সঙ্গে বিবাদ ক'রে ইংরাজ-রাজ-অধীনে কোন্
মিত্র-রাজা নির্ধ্বংসে কালযাপন কতে পারেন ?
তবে আমি সম্প্রতি এক শুভ সংবাদ পেয়েছি
যে, গবর্ণমেন্ট ফেরারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত
ক'রে, এখানে একজন সুবিজ্ঞ ভদ্র
সাহেবকে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন ।

লক্ষ্মী । আহা ! বিধাতা কি এমন দিন
দেবেন ! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না ।

রাজা । তাঁর প্রতি আমার অচলা
ভক্তি থাকে তো অবশ্যই দেবেন । তা
প্রিয়ে ! এখন আমাকে বিদায় দাও;
আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হবে ।
রাজস্বাদি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত
শীঘ্রই কতে হবে । এ সময় আমাকে
সকল কার্য স্বচক্ষে দেখতে হয় । অসময়ে
কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বিশেষ দামোদরের
উপর আমার অধিক সন্দেহ হয় ।

লক্ষ্মী । সে কি নাথ ! দামোদর আপ-
নার অগ্রে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার
বিরুদ্ধাচারণ করবে ?

রাজা । প্রিয়ে ! তুমি নিতান্ত সরলা,
তুমি জান না যে, আজকাল ইংরাজদের সম্বন্ধে
কতে পাচ্ছেই লোকে আপনাকে ধ্বংস জান
করে । অন্ধ স্বার্থপররা ভ্রমেও ভাবে না
যে, একদা তো দামোদরের ফাঁদ আপনারাই
প্রস্তুত করে । তা থাক, প্রিয়ে ! আর আমার
বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি এখন
চ'ললাম ।

লক্ষী। বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে; আর ভাবলে কি হবে? আমিও যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

রেসিডেন্সের গেটের সম্মুখ।

(তর্কেল ফেরার ও দামোদর পন্থের প্রবেশ।)

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি এতদিন রাজসংসারে কাজ করছি; কাগজ-পত্র, লোক জন সব আমার হাতে; আমার অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি ঐ দিক ঠিক কস্তে পায়েই হয়।

ফেরা। আমি ঠিক কস্তে পারবো, তা'র আবার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি পাগল, আমি তো আর হিন্দুদের মত ভীত নই যে, এই সামান্য কর্ণে ভয় পাব? এ তো তুচ্ছ কথা, আমি মনে কলে এও প্রমাণ কস্তে পারি যে, আমি গাইকোন্ডাবংশীয়, বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর নেটিভেরা? তা'দের মধ্যে কে ইচ্ছা ক'রে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে? আগার হকুম না শোনে, কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে?

দামো। তা'র সন্দেহ কি? আপনি রাজার ভাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি; গাইকোন্ডা শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কি না, কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয়, তা'ই বলছি।

ফেরা। আমি মনে কলে সে সিংহাসন ছুদিনে ঘুচাতে পারি। এত বড় সম্পদ, এত অহংকার? আমার বিপক্ষে ষড়্‌রিতা পাঠান হয়েছে। কিন্তু সেটা করা হবে না। আমা-

দের পলিসি সেরূপ নয়। আমরা বার প্রতি বেরূপ ব্যবহার করবো, তা আগেই ঠিক ক'রে রাধি বটে; কিন্তু কাজটা এমনি ফিকিরে করি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমন দেখাই যে, লোকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারে না, বরং আমাদেরকে সুবিচারক ব'লে ধন্যবাদ দেয়।

দামো। তা'র তুল কি? এত গুণ না থাকলে কি আপনারা ভারতের একচ্ছত্র রাভা হতে পাতেন?

ফেরা। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কামরায় যাই। আর দেখ, ভাও পুনিকারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দামো। যে আজ্ঞে, সেলাম; কিন্তু হজুর, গরিবের বিষয় যেন শ্রমণ থাকে। আমি আপনারই অন্তর্গত।

ফেরা। সে বিষয় তোমায় বহুতে হবে না। আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথা নড়চড় হয় না। আমরা কুশান, আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই। তুমি যা কখন শ্রমণেও ভাব নাই, আমা হ'তে তা'ই হবে।

দামো। হজুর! তা হলই হলো। আপনি রাজা হ'ন, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক।

ফেরা। আচ্ছা, আমি এখন চললাম।

[ফেরারের ভিতরে প্রস্থান।

দামো। অগ্রপঞ্চাৎ না ভেবে তো এই বিষয় কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, ভবিষ্যতে যে ইহার কি ফল ফলবে, তা একবারও ভেবে দেখিনি, আর ভাববার সময়ও নাই। অনেক আশায় এ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ছেলেবেলা হতেই মনে বড় হওয়ার আশা, তা'র অনেক দূর সকলও হয়েছে; কিন্তু এতেও আমার ভূষা যেটেনি। এ

তুয়া যেটবারও নয়; বিশ্বচিকা রোগীর
পিণাসার ভার ক্রমেই বলবতী হ'তে থাকে

সুখের তুয়াই মন্থ্যকে কুপথে লয়ে যায়।
আমি এখনও বুঝতে পারি না যে, এ তুয়া
কত দিনে মিটবে। বরদার রাজভাণ্ডার
আমার গুণে এলেই কি আমি সুখী হ'ব ?
এখন তো বোধ হয়, কিন্তু সে পথ কি সহজ ?

ওঃ! তাবলে হ্রদর বিদীর্ণ হয়। অশেনী হিন্দু,
অন্নদাতা—ওঃ! কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা! মহা-
রাজ মলহারায়ণ আমাকে প্রাণের তুলা

ভালবাসেন। তিনি ভ্রমেও কখন আমার
অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর
মন্তকে অনপনের কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্ছি,

তাঁর চিরজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের
মূল সূত্রাঘাত কতে যাচ্ছি ? এ কথা ঘুণা-
করে প্রকাশ হ'লে আমার কি দশা ঘটবে!

মহারাজ আমার কি মনে করেন ? আমার
নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা কি মনে করবে ?
প্রজাপণ আমার কি ভাববে ? সমস্ত ভারত-
বর্ষ, হিন্দুজাতি আমার নামে শিকার প্রদান

করবে। আমি ভ্রগতে জঘন্ কৃতঘ্নতার
উপমাঙ্গল হ'ব। মা বসুন্ধরাও আমাকে স্থান
দান করবেন না। কিন্তু সুখের পথে কখনই

কোমল কুসুম বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি
যখন সুখের আশায় যাচ্ছি, তখন অবশ্যই
কটকমর পথ দিয়ে যেতে হবে। তবে পর-

কাল—সে বাতুলের প্রলাপ, জ্ঞানোন্মত্তের
বচন, মূর্খ ভীষ্মের পল্লিত কথা। কবে
পরকালে কি হবে ভেবে ইহজন্মের সুখ-

স্বচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না।
স্বার্থ অপেক্ষা ভ্রগতে আর প্রিয়তর কি ?
যাই, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়।

আজ আমার অনেক কাজ; তাবলেই
হ্রাসের হ্রাস হয়।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম। আর পারা যায় না, এত মেহনত
পোষায় না; আর আজকাল সাহেবের
যে মেজাজ হয়েছে। কেন বল দেখি, সাহেব
আজকাল একটুডেই রেগে ওঠে ? আগে ত
এমন ছিল না।

দ্বিতীয়। মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে,
সাহেব ফুট পড়ে আছে, কাজেই থেঁকি
হয়েছে।

প্রথম। চাকরি সুখের বাসবাড়ীর।
খাঁটুনি নেই, বুটের গুঁতা নেই, আর অটেল
থাওয়া পাওয়া।

দ্বিতীয়। শুধু তাই! আর পাওনা
খোঁওনা ? কত পাল-পার্কণ হচ্ছে, তা'তে
বকসিসের বন্দোবস্ত কেন ! আমার একটা

রাজসরকারে চাকরি যোগাড় ক'রে নিতে
হবে। সেলিমকে বলব। সে আজকাল
বড়লোক হয়েছে, চিন্তে পারে, তবে তো ?

প্রথম। ও কথা আর মুখে এনো না।
সাহেব শুনেছি কোঁড়ার বাড়ী ধেবে। ছোট
সাহেব শুনেছি কলকাতার বেড়াতে যাবে,

তা হ'লে আমি সঙ্গে যাব। কলকাতা নাকি
বড় গুলজার সহর।

দ্বিতীয়। এমন জারগা কি আর আছে ?
আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের
কাছে চাকরি কতো, সে অনেক দিন সেখানে

ছিল; তাঁর মুখে যে গল্প শুনি, আজব
কাণ্ড ! সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোর বাস্তায়
বাঁধা-রোসনাই ক'রে দেয়। গ্যাসের আলো

জান তো তেল নেই, সলতে নেই, কলে
জলে। চাকর-বাকরকে জল তুলে মবুতে
হয় না; কলে জল আসছে, তেতালা পর্যন্ত

আগনি যাচ্ছে। আর তাই, সে কতই
বলে, মনেও থাকে না। তুমি একদিন দাদার

[প্রস্থান।

বাসার বেণু, তা'র মুখে শুনেলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথম। বোম্বাইও সন্ন্যাসী! আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতীয়। শুনছি, সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে, দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকাতা শহরের মত ক'রে দিতে হবে।

প্রথম। ও বাজে কথা। এ জায়গা আবার কলকাতা শহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ নেই। শহরের মত এখানে লোক ক'টা আছে যে, অত খাজনা দেবে?

(আমিনার প্রবেশ)

ইস, আমিনা বিবি যে, ভোর ফিরতে গেছিলে না কি?

আমিনা। কেন, যাব না কেন? আমার কি সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট পার্কে হাওয়া খেতাম।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আমিনা বিবি! বিলাত সহর কেমন? কলকাতার মতন?

আমিনা। কলকাতা তা'র কাছে আঁজাঝুড়! সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমার সয় না। এই দেখ না, কি ময়লা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে যখন নেবেছিলুম, তখন দেখেছিলে ত। না, তুমি বুঝি তখন হেঁথা ছেলে না—দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যেত।

দ্বিতীয়। ছিলুম না, ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে গেলে বিষম হিলাটে পড়তুম; কোন দিকে যেতে কেনে দিকে যেতাম। তা এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন?

আমিনা। না ভাই, গেল বারে হুঁড়িলে

পড়েছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয়, তা'ই গেলেম না।

প্রথম। কি, জাহাজে ঝড়-ভূকান পেয়েছিলে না কি?

আমিনা। না ভাই! সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতীয়। কি বল না?

আমিনা। আর ভাই! সেখানকার একজন সাহেব আমার দেখে পাগল হয়েছিল। আমার বিয়ে করার জন্তে পেড়াপেড়ি করেছিল, তা মুখে আগুন, তা'কে আমি বে কত্তে যাব কেন?

দ্বিতীয়। সে বুঝি আমারই মতন সাহেব?

আমিনা। না, সে সেখান এক জন বড় সাহেবের বাবুরচি ছিল, তা সেই সাহেব না কি অল্পগ্রহ ক'রে তাকে বালালা মুল্লকের কোথাকার পুলিশের বড় সাহেব ক'রে পাঠিয়েছে। তা'র এখন খুব দবদবা। শুনছি না কি নীগ'গির আমাদের সাহেবের মত বড় লোক হবে।

প্রথম। আছা হা! আমিনা বিবি! এমন দাঁও ছেড়ে দেও, তখন যদি বাবুরচি সাহেবকে বিয়ে কত্তে, তা হ'লে এখন পুলিশ-বিবি হয়ে সাহেবের বগলে বাধুড়। ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

(ত্রস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

তৃতীয়। বেশ যা হোক, মেয়েমানুষের সঙ্গে খোসগল্প করার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি সর্কনাশ হয়েছে, তা'র খবর রাখ না?

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি, হয়েছে কি?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা করুন "হয়েছে কি?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়েছেন। মধা তখী হচ্ছে। সাহেব বলছেন, সর-

বতে বিষ মিশান ছিল। এখন শীগগির এস,
সব চাকরকে ডলব হয়েছে।

দ্বিতীয়। চল।

আমিনা। খোদা জানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গভীরা।

—*—

কক্ষ।

(কর্ণেল ফেরার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে
মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন, ডাক্তার
সিউমার্ডের প্রবেশ)

সিউ। গুড মর্নিং ; আপনি এমন হয়েছেন
কেন ? মুখে কি হয়েছে ?

ফেরার। (বিরক্ত স্বরে) গুড মর্নিং,
(গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

সিউ। ইঃ ! তাই তো, গোটা লাল ভাংছে
যে !-গেলাসে কি ?

ফেরার। আপনি জানেন যে, আমি
প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস ক'রে সরবত খাই ;
কিন্তু আজ এক ডোক খেয়ে আমার এই দশা
ঘটেছে। পূর্বে আরও দুদিন এইরূপ হয়েছিল।
আমি ভেবেছিলাম যে, পামেলোর দোষে
এইরূপ হয়। কিন্তু আজ হঠাৎ আমার
কিছু সন্দেহ হয়েছে, তাই আপনাকে সংবাদ
পাঠাইয়াছি, আপনি একবার পরীক্ষা ক'রে
দেখুন।

সিউ। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে ?

ফেরার। ডাকাছি খানসামা !

নেপথ্যে। খোদাবন্দ !

(খানসামার প্রবেশ)

ফেরার। আবদুল্লাকে ডাক।

খান। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(আবদুল্লাহর সহিত খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ। সরবৎ তুমি তৈয়ার কর ?

আব। হাঁ খোদাবন্দ !

সিউ। আজকার এ সরবৎ কে তৈয়ার
করেছে ?

আব। খোদাবন্দ ! আমি !

সিউ। এতে কি কি মশলা দিয়েছ ?

আব। খোদাবন্দ, লেবুর রস, ওলা আর
কেওড়া।

সিউ। লেবু, ওলা, কেওড়া। জল

কোথাকার ?

আব। খোদাবন্দ ! ফিল্টারের।

সিউ। আপনি কিরূপ বোধ কচ্ছেন ?

সব সরবৎ কি খেয়েছেন ?

ফেরার। না, এক চুমুক খেয়ে তাহাটে
লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার
মাথা ঘুরছে—বুক খড়খড় কচ্ছে।

সিউ। তাই তো ! আচ্ছা খানসামা,
নেবু কোন্ গাছের জ্ঞান ?

আব। এই রেসিডেন্সের বাগানের।

সিউ। আচ্ছা, ও গাছের তলায় কি
কখন সাপ দেখা যায় ?

আব। কৈ খোদাবন্দ, তা তো কখন
দেখিনি।

সিউ। তাই তো, জল কি তাঁবার ডোলে
তোলা হয়েছিল ?

আব। না খোদাবন্দ, চামড়ার ডোলে।

সিউ। তুমি ঠিক জান ?

আব। ঠিক খোদাবন্দ !

সিউ। তাই তো, তুমি কি আফিং

খাও ?

আব। না খোদাবন্দ !

সিউ। তোমার বাপ খাইত ?

আব। না খোদাবন্দ ! তিনি কোন দোষ

করতেন না, কেবল গোঁজা খতেন।

সিউ। তাই তো, তাই তো, গেলাসে কি কিছু নাই? এই যে এটু খাঁকুরি আছে, (গেলাস দেখিয়া) পাকী হইতে আমার বাক্স কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান।]

ফেরার। হাঁ, আর সবৎ ও স্থানে ফেলেছি! দেখুন, ও যদি আবশ্যক হয়। আবহুয়া, ওখানকার মেজে চাঁচিয়া লয়ে এস। (আবহুয়ার তথাকরণ।)

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খান-সামা, খানিক কয়লার গুঁড়া লয়ে এস।

খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এনেছ, দেখি (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটা ও কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) আপনার সিম্পটমস দেখিয়া বোধ হচ্ছে, আপনি আর্সেনিক খাইয়াছেন, তা চারকোল আরসিনিকের চমৎকার এন্টিডোট, আপনি একবু কয়লার গুঁড়া খান। (ফেরার কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ) (Experiments with the sediment in a test tube on a spirit lamp and looking the test tube with a magnifying glass) এগুলো অক্টোহেড্রন বোধ হচ্ছে না। (পুস্তক পাঠ) This is the usual crystalline form of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrons; এ যে নিশ্চয়ই আরসেনিক; এখন কপারি টেষ্ট বলছেন, তাই তো কপার, কপার (পুস্তক উন্টান) "It dissolves in Nitric Acid: the solution possesses the following properties:—It is blue or greenish-blue, a small quantity of ammonia

produces with it a bluish-white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid (Experiments with Nitric acid and ammonia) কৈ, তা যে হলো না। আপনি কপারি টেষ্ট বলছেন কেন? আর বলবেন না, আমি তো টের টেষ্ট ক'রে দেখেলাম, কৈ, কপার তো কোনমতে হলো না। আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল, আমিও ভেজে ভুজে গরম ক'রে ছমড়ে দামড়ে আটপলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, আর্সেনিকও ঠিক হলো, কপার তো কিছুতেই পেলেম না; ভাল, বাড়ী গিয়ে দেখবো, যদি কপার কবুতে পারি। এখন এ চকচকেগুলো কি? গেলাসের গুঁড়ো তো নয়?

ফেরার। গেলাসের গুঁড়ো আসরে কোথা থেকে?

সিউ। তা হ'তে পারে, পামেলোর রসে জরে গিয়ে গেলাসের পাটিকেল বেরুলেও বেরতে পারে; ভাল ঠাণ্ডাতে পাচ্ছিনে, তাই তো (গেলাসের মধ্যে অজুলি পেষণ) এ কি? গেলাসে স্ফাট হলো যে? দেখি (পুনঃ সজোরে পেষণ) স্ফাটই তো বটে, বস, হয়েছে—এতক্ষণে বুঝছি যে, আর কিছু নয়, এ নিশ্চয়ই টায়ামণ্ড; উঃ! Arsenic and Diamond!

ফেরার। (নিঃশব্দে) Arsenic and Diamond !!!

সিউ। কর্ণেল! নিশ্চয়ই কোন পাঁপায়া আপনার অমূল্য জীবনের হস্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমাণ আর্সেনিক আছে, তা'তে বোধ হয়, বিশজন কর্ণেল বধ হ'তে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেনি নি। উঃ! প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি চল্লম; গেলাসটা লয়ে যাই, বধেতে

পাঠাতে হবে; ভাল ক'রে পরীক্ষা করা আবশ্যিক ।

ফেরার । বসেতে পাঠাবেন—Dr Grayর কাছে ? তবে Private and Confidential লিখে দেবেন ।

সিউ । কেন ?

ফেরার । কারণ আছে ।

সিউ । আচ্ছা ; শুডমর্নিং ।

ফেরার । শুডমর্নিং ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তীক্ষ ।

রেসিডেন্সি ।

পেলি ও স্টার সাহেব উপস্থিত ।

পেলি । আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কতে হচ্ছে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না । কার্য উদ্ধার হ'লে গবর্নমেন্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্কেন ।

স্টার । আমি সে আশার এ কার্য্য এতো পরিশ্রম কচ্ছি না । যে ছরাস্ত্রা আমার স্বদেশীয় একজন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কতে উত্তত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ডপ্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার । ইংরাজ-বিষেধী হিন্দুর সর্কনাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে ?

• পেলি । আহা ! আহা ! সাধু ! সাধু ! শ্রিয় স্টার । তুমিই যথার্থ ইংরাজ । যাতঃ

গ্রেটব্রিটেন যে কি শুভকণে তোমা'হেন রক্ত প্রসব করেছিলেন, তা আমি একমুখে বলতে পারিনে । যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার জায় দেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় হতেন, তা হ'লে কি ভারতভূমির এতদিন এত ছরাস্ত্রা থাকিত ? একশত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখনও হিন্দু রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব ! একজন সামান্ত করদ-রাজা হয়ে মহামাত্ত রেসিডেন্টের প্রাণনাশে উত্তত ! উঃ ! একে রেসিডেন্ট, তাতে আবার কর্ণেল ! মনে হ'লে শোণিত উষ্ণ হয় !

স্টার । মহাশয়, যদি অলজ্ঞা সাগর উল্লঙ্ঘন ক'রে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্ত ছই একজন চোর ধরেই কান্ড হই । এইরূপ অত্যাচারী রাজগণকে পদানত কতে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা, ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা । এ বজ্র-মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্ত সৃষ্ট হয়েছে ?

পেলি । তা'র সন্দেহ কি, অত্যাচারীর অত্যাচার হ'তে হিন্দুদিগকে মুক্ত কতেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা । আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, যখন ও মহারাজারেরাই পূর্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচারী ছিল । সেই একজন যখন-রাজাকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত ক'রে মহাত্মা ডেলহাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন । এই নীচাত্তম্য-করণকে পদানত কতে পাগ্লে সর্ড নর্থব্রুকও প্রাভঃস্বরণীয় হবেন, আমাদের নামও হিন্দুদের কিছুকালের জন্ত মনে থাকবে ।

স্টার । কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ । মুখেরা বোঝে না যে, আমরা এ সকল কার্য্য কচ্ছি, সে কেবল তা'দেরই হিতের জন্ত । হিন্দু রাজগণ তাদের রীতিমত শাসন কর্তে পারে না, এই জন্ত সেই সকল রাজ্য আমা

দের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা, নইলে আমা-
দের বুধা ভারগ্রস্ত চরণায় আবদ্ধ কি ?

পেলি। তার সন্দেহ কি ?

সুটার। কিন্তু আপনি দেখবেন, যে সকল
প্রজার হিতের জন্ত এত অর্থ ব্যয় ক'রে, এত
পরিশ্রম ক'রে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহার-
রাও দোষী কি না, প্রমাণ করবার উদ্যোগ
করা যাচ্ছে, সেই সকল প্রজাগণই এর পর
আমাদের কুৎসা করবে এবং “অভ্যাচারীই
হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহা-
রাজকে আমাদের দাও” বলে চীৎকার ক'রে
জালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি
এখনও অসভ্য আর সরল-প্রকৃতি, সেই জন্তই
আমাদের সভ্যতার মর্ম বুঝতে পারে না।
আর কিছুদিন আমাদের সহবাসে থাকলে
সভ্য হবে, তখন আর এরূপ বলবে না।

সুটার। দেখুন দেখি, কত বড় অস্ত্রায়,
মলহাররাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পত্তি
একলা ভোগ কচ্ছে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য
ইংরাজ অস্বাভাব্যে মারা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয়
বলতে পারি, বরদা-রাজত্বের শতাংশের
একংশ হ'লে মলহাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রী
অংশ দ্বারা কত শত ইংরাজ প্রতিপালন হতে
পারে এবং তারা সুখে থাকলে পৃথিবীর কত
উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ। ভারতবর্ষের আর কোন
গুণ থাকুক আর না থাকুক, ধন যথেষ্ট
আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ধোদাবন্দ! মহারাজ আসছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আসছে?

ভৃত্য। ধোদাবন্দ! সঙ্গে আর কেউ নেই,

এক জন কতক শরীর-রক্ষক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেশ হয়েছে। মাষ্টার সুটার,
আপনি যান, রেসিডেন্সের সীমার বাহিরে
যেদূর কথা আছে, সৈন্ত ঠিক ক'রে রাখুন
গে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক্সনকে ব'লে
পাঠান যে, তিনি রীতিমত সৈন্ত লয়ে রাজ-
বাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত
ঔপচার্য্যাদি সিল করেন।

সুটার। াচ্ছা! শুভমর্শি, আমি আর
দেবী করবো না।

[প্রস্থান।

পেলি। আজকের কার্য্য যদি নির্দিষ্ট
সমাধা করতে পারি, তাহা হইলে আমার মূখ
রক্ষা হবে। যে সে নয়, একজন রাজাকে
বন্দী করা, সহজে যে সম্পন্ন হয়, এরূপ বোধ
হয় না। যা হোক, বন্দনা আমাদের সৈন্তবল
আজকাল বিস্তার।

(মলহাররাওয়ের প্রবেশ)

আসুন মহারাজ !

রাজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়ে-
ছিলেন, তাহ একবার সাক্ষাৎ কতে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হলেম, আপনার
শারীরিক কুশল তে ?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অহ-
সজ্ঞানের কতদূর হ'ল ?

পেলি। আজ্ঞে, সেই সম্পর্কীয় কোন
বিশেষ কার্য্যের জন্তই আপনাকে কষ্ট
দিয়েছি।

রাজা। এর আর কষ্ট কি ? আমা দ্বারা
যতদূর হতে পারে, সাহায্য কতে প্রস্তুত আছি।
সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মারও হয়,
তথাপি তার সমুচিত দণ্ডবিধান হ'লে আমি
সুখী হব।

পেলি। আজ্ঞে, এ গোলযোগের সূত্র-
পাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের ক্ষেপ
সাহায্য কচ্ছেন, তার জন্ত আমরা আপনার

কাছে কৃতজ্ঞতাশাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটি অঙ্গগ্রহ করতে হবে।

রাজা। বলুন।

পেলি। আপনি বোধ হয়, অবগত আছেন যে, সকল সাক্ষা বন্দী হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজকে অপরাধী বলে নির্দেশচ্ছে।

রাজা। লোকপরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, আমি দোষী কি না।

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে, ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় আপনার সিংহাসনে বসে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্ত আপনি আপনার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দীভাবে অবস্থিতি করতে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্তব্য নির্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা। (কণেক নিস্তরু থাকিয়া) বন্দী? আমার বন্দী হতে হবে? যথা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে করুন। এক্ষণে আমি আপনাবি হস্তগত।

পেলি। না মহারাজ, আমি তা পারবো না। ইংরাজসৈন্যের ত নীচপ্রকৃতি বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান করে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্তমনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ স্থানে আমি কোন অস্ত্রায় ব্যবহার করতে পারিনি। আপনি অঙ্গগ্রহ পূর্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম করে আপনার রাজ্যে পদার্পণ করুন, তথায় লোকজন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের অঙ্গুষ্ঠাপজ্ঞ আপনাবি সমক্ষে পাঠ করে নিয়মাহুয়ারিক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা। মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিফল বাধা দিতে উত্তত না

হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ করছি, তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত করে, সর্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্তগণ সামান্য লোকের ন্যায় আমার বন্দী করবে, আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটাই কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।

রাজা। ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন,—নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবো, আর সেই অমূল্য স্বাধীনতা-ধন আমা হতে অপহৃত হবে। জগদীশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে?—কে আমার নির্দোষিতা সাব্যস্ত করবে এসে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করবে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ! এখন সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ! এ দুঃসময়ে আমি যে মুক্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি, এও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মিত্র। আহুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

রাত্রিপথ।

(মহন ও আরানের প্রবেশ)

আরা। মহাশয়! কল্পনা করে এ নির্দারক কথা কে গ্রহণাতে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

মহ। আহা! অপ্রেম বাহা কেউ কখন ভাবেনি, তাই হ'ল। ভাই, তুমি কেমন করে তা স্বচক্ষে দেখলে? আমার শুনে যে

মনের ভিতর কেধন আছে, তা আর কি বলবো। আহা! যে ভারতভূমি পুরো কুসুমধাম-সজ্জিত দীপাবলি-তেজে উজ্জলিত নাট্যাশালাসম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি চূর্ণশা হচ্ছে। পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক। দীপ নির্দীপিত। আচ্ছা ভাই, বরদাবাদী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হলেন, অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তারা কি সকলে শবের জ্ঞার এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন করেন?

আয়া। তারা আর করবে কি? কার সাধ্য সেই খেতকান্তি ভীমকার সৈন্তগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়? প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়ন করে, কেবল কয়েক জন ভক্তলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, “এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের জ্ঞার মহারাজকে বন্দী করা নিতান্ত অন্তায়।” তাতে একজন ইংরাজ বিকৃতস্বরে “মহারাজ” এই কথা বলে বিজ্ঞপ করে হেসে উঠলো। কিন্তু গেলি সাহেব তাকে চুপ কর্তে হুকুম দিয়ে ভক্ততা করে বলেন যে, “তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের জ্ঞার বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পার্শ্ববর্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অজ্ঞার ব্যবহার করা হবে না।” একজন গেলি সাহেবকে মিনতি করে বলেন, “যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ-সৈন্তের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্তগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদের নিযুক্ত করুন।”

মদ। তাকে গেলি সাহেব কি বলেন?

আয়া। তিনি তাঁর বাস্তবিক সত্যতার সহিত ভক্তলোকটিকে বাদর বৃত্তিতে দিলেন। বলেন, “এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ-সৈন্যগণ মহারাজী ইংলণ্ডের শরীর শরীর রক্ষা করে, তাহারাই তোমাদের মহারাজের শরীর-রক্ষক হবে, এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।” ভক্তলোকটি বলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান করেন।

মদ। ভাই, কি হ’ল, মহারাজ কি আর কখন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? হিন্দুরাজ্যে বাস করি বলে গৌরব করা কি একবারে শেষ হ’ল?

আয়া। তাই, একবারে নিরাশ হও না। এর মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজাচ্যুত হবেন বলে আশঙ্কা করো কেন? গবর্ণর জেনারেল মত দিচ্ছেন যে, তিনজন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিনজন হিন্দুরাজ মিলিত হয়ে একটী কমিশন বসবে। তাঁদের সম্মুখে যদি মহারাজ আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন, তা হ’লে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হবেন।

মদ। তুমিও যেমন ভাই, “উঠতি মূল পত্তনেই চেনা যায়।” কমিশনটা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এরূপ অপমান কতো না। যে সকল প্রজারা স্বচক্ষে মহারাজের এ চূর্ণশা দেখলে, তাদের সম্মুখে আর তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বসবেন?

আয়া। না না ভাই, এটা তোমার ভ্রম। তুমি তবে বর্তমান গবর্ণর জেনারেল বাচা-হুরকে বিশেষ জান না। তাঁর জ্ঞার অপক-পাতী রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে অহমতি দিয়েছেন যে, যদি কর্ণেল কোরারকে বিবদানের

অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হ'লে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ। যত্ন তাঁর বদাভূতা! কিন্তু আক্ষপের বিষয় যে, তিনি সাধারণকে এ সংকার্ষা দেখাবার অবসর পাবেন না, কারণ, ভারতবর্ষীয় পুলিশ সাক্ষীসংগ্রহবিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সির দুই চার জন সামান্ত ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে মজুর গাড়োয়ান জোগাড় ক'রে পাঠাই মহারাজকে আশ্রয়-মানে পাঠান হবে, তার আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পছন্দ মহাশয় স্বরের ঢেঁকী কুমার।

আয়া। কোন্ পছন্দ?

মদ। মস্তিষ্কর দামোদর।

আয়া। ওঃ! ঐ এক বেটা ধাড়ী পাজি! ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস ক'রে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতালার বসে পরামর্শ করেছেন, কমিশনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্কেন কেন?

মদ। কেন কর্কেন না? পুলিশে ধরেছে, কয়েদ করেছে, কবুল করিয়েছে, আবার কমিশনারদের কাছে লগণ ক'রে বলবে, এ আর বিশ্বাস ক'বে না? পুলিশ কি আর ভেদন লোককে ধরে, না পাঠায়, আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতেও পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা হ'লে রাওজী কি মিথ্যা বলতে পারে?

আয়া। থাক ভাই, আর ও কথা ক'ব নেই। সন্ধ্যা হ'ল, চল বাড়ী ঘাই;

আবার কে কোথা থেকে শুনবে আর সাক্ষী ব'লে ধ'রে নে যাবে।

মদ। মিথ্যা নয়।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বত্তরের প্রবেশ)

কে ও? কে ও? পালায় কে?

স্বত্তর। ও বাবা, কোথায় যাব।—আবার এখানেও শিপুই? না বাবা, আমি কিছুই জানিনে।

মদ। কি গেরো, স্বত্তর, হাঁপাচ্ছ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

স্বত্তর। কে ও, মোদোন নাকি? সত্যই মোদোন না শিপুই? আর ও বোজি কে?

মদ। ও আমাদের আয়ান, চিন্তে পাচ্ছ না?

স্বত্তর। আয়ান চোন্দোর, সত্য তো। কৈ দাঁত দেখি? (মদন ও আগানের হাত) না না, ববোচনা করো, আমি ভয় পেরেছি।

আয়া। ভয় কিসের?

স্বত্তর। আরে, জানো না শোনো না, আমাদের সাক্ষী ধস্তে এসেছিলো।

মদ। সাক্ষী ধস্তে?—কি, কি, ব্যাপার কি?

স্বত্তর। ব্যাপার ডয়ালোক! ভূমি তো বেরিয়ে এলে, আমি মনে করো, দোখিনের কুটুরিতে তামুক খাচ্ছি, ওয়াক বোসি পান তৈয়ের ক'ছে, এমন সোমর মরোজার কে ধাকা দিলে। আমি বোলি কে ও, মোদোন? তা ববোচনা করো, উত্তোর বিলে না, জোরে জোরে ধাকা দিতে লাগলো। আমি বোজাম, পোসোর হকোটা ধোরোতো,—বলি নেমে আসি, দেখি না সিঁড়ির কাছে দোখি কুহুরটো এসে লাড়ালো। আমি বোজেন, দোখি তুই বোরির যবো বা। যনে করো, দোখিতে বরির যবো গেলো।—

মদ । আরে, হয়েছে কি, বল না—ও সব তোমার কে শুনতে চায় ?

ঋত । আরে, তুমি থাকো, সকাল কথা খুলি না বোলি, আমার চোন্দের বুঝতি পারবে কেন ? মোনে করো, সোবে মাত্রে। আমি লাচ দোরটী খুলেচি, অমনি ববোচনা করো, তিন চার বোজি চোকিতে ছায় আমারে পাকড়া কোলে।

মদ । তাদের মধ্যে কি সাহেব ছিল ?

ঋত । না ; সোন্কোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাধা । তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করো, ববোচনা করো, আমি বল্লম, “আমি ভ্রতো আর চিনির এবোসা করি”, তা বল্ল, “সরবোন্তের চিনি ভুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিশে যেতে হবে”, বোলেই, মোনে করো, আমাকে পাচ থেকে ধাকা দিতে দিতে নিয়ে যায় । আমি ববোচনা করো, বড় বিপদে পড়লাম । একজন মোনে করো, আমার গায়ের রোপোরখানা শক্ত মোতো হোয়ে ছুই হস্তে ধরি আছে । আমি একডাবুজি ষাটালেম, মোনে করো, এক ঝঠকান দিয়ে রোপোরখানা ফেলিয়ে ধুয়ে চোকিতের ছায় দোড়িয়ে পালাইয়ে এলাম ।

মদ । আঃ, আঃ ! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার ।

ঋত । অত্যাচার তো, ববোচনা করো, আজকাল অনেকের প্রতিই হচ্ছে, পথে আসতে দেখলেম, জহরিদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ ।

আয়া । কোন্ জহরি ?

ঋত । ঐ কতেচাঁর হেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য নিতে হবে বলে মার্শে মার্শে নিয়ে যাচ্ছে ।

মদ । তা এখন পালাচ্ছ কোথা ? এস, আমার সঙ্গে বাড়ী এস, কোন ভয় নেই ।

ঋত । হাঁ, ভয় নেই তো তুমি স্বল্প, ওদিকে ববোচনা করো, আমার পাকড়া করবার জন্তে প্রেকাটি ঘেরে দিয়েছে, বাড়ী আমি যাবো না । একবার কাছুর বাড়ী যেতে পাল্ল হই—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে, ববোচনা করো, শিপুই ছেড়ে সাহেবের হাঙ্গামা চোলবে না । সেদিন, মোনে করো, দুজন পুলিশের সাহেবকে হাকিরে দিয়েছে । তোমরা থাকো, আমি ববোচনা করো, আর দাঁড়াতে পারিনে । মনে করো, তারা পাচিয়ে পাচিয়ে আসছে ।

[দ্রুতপদে প্রস্থান ।

আয়া । কার বাড়ী গেল ?

মদন । কাদোন । কাদো একজন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয় । আমি প্রায় তাঁর বাড়ীতে থাকি । অতি ভয়লোক । ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন ।

আয়া । ওঃ ! আচ্ছা, এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখছি । ঋতুর বলেই জানি—ব্যাপারখানা কি ?

মদ । ওর বাড়ী পূর্ববঙ্গদেশ, লোকটী বড় সরল, বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুরক্ত । চল্ল এখন যাওয়া বাক, দেখা বাক কি হচ্ছে ।

আয়া । চলুন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—.—

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উতান ।

লক্ষ্মীবাই আসীনা ।

লক্ষ্মী । (রোদনস্বরে গীত)

জংলা স্মি'রিট,—তেওট ।

প্রাণ মম সদা কাঁদিয়ে ।

প্রাণ মম সদা নাথ-বিরহে দহিছে—

ওঃ হোঃ-হোঃ হোঃ ॥

পোড়া বিধি বাম, নিদ্রয় হয়ে,

প্রাণনাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে ॥

আহা! কি কৃষ্ণে এ হস্তভাগিনী এ রাজবাটীতে প্রবেশ করেছিল। অভাগিনীর জন্তই সমস্ত সর্বনাশ হলো। যে দিন হতে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি, সেই দিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত। কেন আমি মহারাজের প্রতি অহুঃস্বাস হলেম? হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমার ভাল-বাসলেন? কেন তিনি এ কুলক্ষণকে আমার করলেন? এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে। লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয়। রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে, সেই জন্তই সর্বদা এই কুসুম-কাননে নির্জনে ব'সে থাকি। কিন্তু এই কুসুম-কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে? পতি যে কি ধন, তা মহারাজের গলে বরমালা দিয়েই জেনেছি—পূর্বে জানতেন না। পূর্বে সর্বদা আপনার রূপের গর্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে গর্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্ত পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি? কেন আমি তাঁর অদর্শনে অলস হতাশনে দগ্ধ হচ্ছি? আহা! এখন মহারাজের

হাত ধ'রে এই কুসুম-কাননে ভ্রমণ কতে আসতেন, তখন এই কানন অমর-ভবন সমূহ বোধ হতো। আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রবোধ-কানন আমার দাবানল-বেষ্টিত ভস্মর নিবিড় বন অপেক্ষ। ভীষণ বোধ হচ্ছে। পতি যে কি ধন, তা বিচ্ছেদ না হ'লে বোঝা যায় না। জ্যোৎস্না না থাকলে অমানিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো? এই সেই কুসুম-কানন,—সেই তরু-দলে পুষ্প-দাম সেইরূপ প্রকৃষ্টিত, সন্ধ্যাবরে সন্ধ্যাজিনী সেইরূপ নিম্নলিভা, নীল কান-জিনীকোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু আমার হৃদয় কেন অলস হতাশনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি;—তার কারণ আছে। অবলা রমণীর—বিশেষ হিন্দু-রমণীর পতি বিনা অস্তগতি নাই। পতি-বিহীন নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত। আহা, আহা! প্রাণনাথ এখন কোথায়?—কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ-অট্টালিকা, সুবাসিত কুসুম-শয্যা প্রণয়িনীগণ-বেষ্টিত হয়ে বীর নিদ্রা হতো না, তিনি কি না এখন ভীষক ইংরাজ সৈন্যগণ-বেষ্টিত ভীষণ কারাগারে নিষ্কিণ! ওঃ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়। আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ বস্ত্রে পাবো? আর কখন কি তিনি আমার নবলিঙ্গর আঁধ আঁধ কথা শুনে তার মুখ চুখন কতে কতে আমার প্রতি স্নেহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ করবেন? আহা, আহা! রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল? এত অপমান? ওঃ! কি পরিতাপ! কি করি? কোথায় বাই? কে আর এখন আমার সহায় হবে? কে আর আমার হৃৎখেঁড়-বী হবে? কে এখন আর আমার বিলাপবাক্যে মহারাজের সাপেক্ষ হবে?—আহা! কুমা যদিও আমার সপত্নীর তনয়া, তবুও তাকে আমার

নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।
কি তার বুদ্ধি! কি তার মহত্ব! কি তার
ভেজ! কিন্তু সকলি বৃথা। হিন্দুকুলের গৌরব-
রবি অস্তমিত। নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী
হব, পথের কাকালিনী হব, উদয়ের অয়ের জন্ত
শিশু সন্তান কোলে ক'রে আমাদের নগরের
ঘারে ঘারে ভ্রমণ করতে হবে। সুখের আশায়,
ভালবাসার আশায়, মহারাজকে আত্মসমর্পণ
করেছিলাম। তার শেষ ফল কি এই?
অনাথিনী ভিখারিনী পথের কাকালিনী!
(নীরবে রোদন)

(কুমাবাইয়ের প্রবেশ)

কুমা। এই যে ছোট মা এইখানে
আছেন। মা, আমি তোমার খুঁজে খুঁজে
বেড়াচ্ছি। ও কি মা, তুমি বসে বসে কাঁদছো
মা;—ছি মা, তুমি রাজমহিষী। সামান্য রমণী
নও, এ তোমার উচিত নয়। হাঁ মা, এখন কি
আমাদের কাঁদবার সময়? রাজমহিষীর বা
রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দো-
ষিতা প্রমাণ করবে? এখন আমাদের কি
কান্নার সময়? কে মা আমাদের কান্নার
ভুলবে? বরং মা, এখন উদযোগ কর, যাতে
মহারাজ ক্ষমিত্ব পান। সমস্ত সংবাদপত্র
আমাদের সহায়। মা, কি বলবো, জগদীশ্বর
আমার রমণী ক'রে সৃজন করেছেন, কিন্তু
ভবও ছাড়ব না। শুনেছি, মহারাজী ইংলণ্ডে-
র বড় দরবার শরীর, এবার মা আমি
তীর দরবার পরীক্ষা করবো।

লক্ষ্মী। বাছা, যদিও তুমি আমার সপত্নী-
তনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া
বলতে মনে মনে বড় অত্যাচার হয়। বাছা,
দিদি খন্ত যে, তোমার মত অমূল্য রত্নকে
গর্ভে ধারণ করেছেন। বাছা, যদিও আমি
তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ-নাগরে তুমিই
আমাদের একমাত্র ভরসা। তোমা বিনে

কে আর আমাদের সাহায্য দেয়? কে
তোমার মতন “মহারাজকে তাঁর রাজ-সিংহা-
সনে আবার বসাব” ব'লে আমাদের আশ্বাস
দেয়? তুমি যদি আমার গর্ভজাত মেয়ে
হতে—তা হ'লে আর আমি কোন সুখের
লালসা করতে না। যদি মা, কোন উপায়ে
তোমার জন্মদাতাকে, আমার হৃদয়েশ্বরকে
উদ্ধার করতে পার। তুমি অতি বুদ্ধিমতী,
তেজস্বিনী রমণী; যথার্থ রাজকুলবালার
গৌরব। তোমা ভিন্ন এ কর্ম আর কাহাকেও
সম্ভবে না। যদি মহারাজকে কোন উপায়ে
আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা, আমার
মার মত ভাববে? সৎমা ব'লে ঘৃণা করবে
না? বল মা, একবার বল। তোমার মত
মেয়ে বহুকালের পুণ্যফলে জন্মায়।

কুমা। হাঁ মা, আমি কি কখন তোমার
অমান্ত করেছি? মা, কখন কি তোমার
সৎমা ব'লে ভেবেছি?

লক্ষ্মী। বাছা, তোমার স্বভাব যে তা নয়।
তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছ?
তবে কি না মা, আমার অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস
নাই।

কুমা। মা! অদৃষ্ট যে আমাদের সকলের
সমান মা! এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে,
আমার আপনি এত স্নেহ করেন। আপনীর
স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ
হচ্ছে, তা আমি বলতে পারিনে। তা মা, রাত
হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ
নাই। মা শুতে পাচ্ছেন না।

লক্ষ্মী। সে কি, দিদি এখনো শোননি।
চল মা বাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গভীর্ণ।

—*—

কমিশন-সভা।

কমিশনারগণ, সাজেট ব্যালিটাইন, স্কাবল, নাজীর, ইন্টারপ্রেটর, উকীলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল, ফেরার, সার লুইস পেলি, দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যাল। মহারাজা যে কর্ণেল ফেরারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি ক'রে জানলে ?

আমি। আমি ঈংরাজ বাহাদুরের নিম্নক খাই, যা যা হয়েচে, সব ঠিক ঠিক বলছি। পিঞ্চ আর রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে, মহারাজা বিষ খাওয়াবেন।

ব্যাল। ঐ দুইজনের মুখে যদি কিছু না শুনতে, তা হ'লে মহারাজা যে কর্ণেল ফেরারকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা ক'রেন, তোমার এ সন্দেহ হত না ?

আমি। না, তা হ'লে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হত না।

ব্যাল। আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিঞ্চ আর রাওজি তোমার কবে বলেছিল ?

আমি। ওরা দুজন মহারাজার বড় পিয়পাজ ছিল।

ব্যাল। আমি তা জিজ্ঞাসা ক'ছি না। পিঞ্চ আর রাওজি তোমার বিষের কথা কবে বলেছিল ?

আমি। ঠিক, পিঞ্চ আর রাওজি তো আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজনে বলেছিল।

ব্যাল। তবে কেন বলে, পিঞ্চ আর রাওজি বলেচে ?

আমি। তা-তা-আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যাল। তুমি কি সত্যানে আছ ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা ক'রেন ?

আমি। আপনি কি তাব'ছেন, আমি মিথ্যা বলছি ? আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাত গিয়েছি ; এই সার্টিফিকেট দেখুন। (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যাল। যদি রাওজি আর পিঞ্চ ব'লেনি, তবে কে বলেছিল ?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ, করিম আর কাশি, হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক। ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা, অত কি মনে থাকে ?—মেয়ে ম'হুয বই তো নয়।

ব্যাল। এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে ?

আমি। না, তা আমি কেমন ক'রে বলবো ?

ব্যাল। যখন তুমি জানলে যে, তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে ব'লে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেন না কেন ?

আমি। আমি জানতাম না যে, হিন্দুরাজা একজন সাহেবকে এমন করবে। এমন তো কখন হয় নি।

ব্যাল। স্টার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ছিল যে, "মহারাজা তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না ?"

আমি। স্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু আমি বল্লাম, বিষ খাওয়ার কথা জানি না ; আমি বা জানতাম, তাই বলছি।

ব্যাল। আচ্ছা, বল দেখি আকবার আলি কি তার ছেলে আবদুল আলি তোমাকে

বলেছিল যে, “মহারাজ! অবশ্যই বিবের কথা বলেছেন।”

আমি। হাঁ, তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যাল। স্টার সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন?

ব্যাল। যখন তোমার ভয় দেখায়?

আমি। কৈ, আমার কেউ ভয় দেখায়নি তো! আমি ভয় পাবার মেয়ে?

ব্যাল। আঃ! আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক’রে?

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিশেষ গিয়েছি, কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত জায়গায় গিয়েছি, (কাঁদিয়া) আমি এরেরিয়ায় গিয়েছি, নাইনিতল পাহাড় গিয়েছি—

ব্যাল। তুমি যদি এই রকম বল; তা হ’লে সিমলে ছেড়ে এগুামানে যেতে পারবে। এখন বল, মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক’রে?

আমি। গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যাল। যাও—

[আমিনার প্রস্থান।

স্বোব। রাওজি রহিমন্।

(রাওজির প্রবেশ ও ইন্টারপ্রিটার দ্বারা শপথ করণ)

স্বোব। বল, তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমার বিষ দিয়েছিল—কিভাবে তুমি সরবতে বিষ দাও, আর কি জন্ম তুমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম-অবতার। আমি রেনিডেলির হাওদালদার, বড় গরিব—আমি কোন মতেই

রাজি হইনি—তবে সেলিম আর যশোবন্তরাও রোজ রোজ এসে বলতো যে, মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কতে চান। তাই শেষে ভাবলাম, অত বড় লোকটা রোজ রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন, না যাওরাটা ভাল হয় না। তাই মনে ক’রে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলেম। মহারাজ আমার বলতে ব’লে অনেক খাতির-বহু কল্লেন, আর বল্লেন, যদি আমি তাঁকে রেনিডেলির খবরাখবর এনে দিতে পারি, তা হ’লে আমার খুশী কর্শেন। আমি বল্লেন, মহারাজ! আমার বিবাহ করবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পাঁচশ টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি কিছু খুশী হলেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিলিতে যেতাম। পিঙ্কণ আমার সঙ্গে যেত। একদিন মহারাজ পিঙ্কণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, সাহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন কি না? পিঙ্কণ বল্লেন, “সাহেব আপনার যাতে ভাল হবে, তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চলুন আপনার ভাল হবে, আর ছোট ভেম সাহেবের আপনার উপর বিশেষ টান আছে।”

স্বোব। পিঙ্কণ সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম-অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয় নি—তার পর পিঙ্কণ গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, হুজনে ঘেবার যাই, সেবার মহারাজ পিঙ্কণকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিঙ্কণ জিজ্ঞেস কল্লেন, “এতে কি আছে?” মহারাজ বল্লেন, “বিষ” পিঙ্কণ বল্লেন, “আমি এ নিয়ে কি করোঁ?” মহারাজ বল্লেন, “সাহেবের খানার মিশায়ে দিও।” পিঙ্কণ বল্লেন, “তা আমি পারোঁ না, সাহেবের হঠাৎ কোন ভাল মন্দ হ’লে আমি ধরা পড়ে যার।

হান । "মহারাজ বলেন, "সে ভয় নাই, সাহেবের
যা হওয়ার হয়, দুই তিন মাস পরে হবে ।"
পিঙ্কি টাকা পেয়েছিল, কত, তা জানিনে ।

স্কাব । তুমি কবে মহারাজের নিকট
বিব পাও, তা বল ।

রাও । সে, যে দিন নরসুর সঙ্গে যাই ।
মহারাজ আমার একটা মোড়ক দিয়ে সাহে-
বের সরবতে মিশিয়ে দিতে বলেন, আর
বলেন যে, কাজ হয়ে গেলে তিনি আমার
এক লাখ টাকা দেবেন । তাই আমি সাহে-
বের সরবতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম ।

ব্যাল । তুমি কত দিন কর্বেল ফেরারের
কর্মে আছ ?

রাও । প্রায় দেড় বছর ?

ব্যাল । সাহেব তোমার ভালবাসতেন ?
তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল ?

রাও । কিছু না, তিনি আমার খুব ভাল-
বাসতেন ।

ব্যাল । সেই জন্তই তুমি একেবারে তাঁর
প্রাণনাশ কতে উত্তত হয়েছিলে ?

রাও । মহারাজ যে আমার টাকা ঘুস
দেব বলে লইয়েছিলেন । আমি গরিব
মানুষ—আমার তিনি এক লাখ টাকা দেব
বলেছিলেন ।

ব্যাল । তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কতে
তুমি একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে ?

রাও । মহারাজ সাহেবকে খুন কতে
চেষ্টা করেছিলেন ।

ব্যাল । হাঁ হাঁ, মহারাজই খুন কতে চেষ্টা-
ধিলেন—কিন্তু তুমি হাতে ক'রে মারতে
চেষ্টা করেছিলে ?

রাও । হজুর, আমি একে গরিব মানুষ,
ভায়, আবার একজন শিশুরে দেখে, আমার
অপরাধ কি ? মোহাই সাহেবের—আমি বড়
গরিব ।

ব্যাল । তুমি সূটার সাহেবের কাছে
বলেছ যে, মহারাজ তোমাকে একটা শিশি
ক'রে বিষ দিয়েছিলেন । তা সে বিষ
সাহেবকে দাওনি কেন ?

রাও । তার একটু আমার গারে পড়ে
গিয়ে ফোঁসকা হয়, তাই পাছে সাহেবকে দিলে
তাঁর কোন বিপদ হয়, সেই জন্ত ফেলে
দিয়েছিলাম ।

ব্যাল । সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়ে-
ছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়বে ব'লে ?

রাও । তা—তা—তা—খর্খ—অবতার, আমি
বড় গরিব ।

ব্যাল । খাচ্ছা—তুমি নরসুর সাক্ষাতে
বলেছিলে যে, তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ ?

রাও । সে আমি মিছে ক'রে বলেছিলাম ।

ব্যাল । মিথ্যা কথা বলে তুমি কিছু
খাক ভাল, না ?

রাও । আজ্ঞে হাঁ—না, আমি গরিব
মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি ?
নরসুর আমার একশবার বিজ্ঞেস কর্তো, তাই
মিছি মিছি বলেছিলাম ।

ব্যাল । সূটার সাহেব অবশ্য তোমাকে
সহস্র সহস্র প্রণী জিজ্ঞাসা করেছেন, আর
তুমি বোধ হয়, সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর
সমক্ষে বলেছ—যাও ।

[রাওজীর প্রস্থান ।

ইন্ট । পিঙ্কি ডিম্বেজ ।

(পিঙ্কির প্রবেশ)

ইন্ট । শপথ কর ।

পিঙ্কি । (শপথকর)

স্কাব । তোমার নাম কি, কি কাজ
কর, এ মোকদ্দমার তুমি কি জান বল ?

পিঙ্কি । আমার নাম পিঙ্কি ডিম্বেজ,
আমি ফেরার সাহেবের বটলার, এ মোকদ্দমার
এমন কিছু জানিনে—ওবে, সেলিম আমার

রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্তে প্রায়ই ডাক্তার
আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছিল—তা
আমি কখন ঘাইনি।

ব্যাল। কখন যাওনি?

পিঙ্ক। না ধর্ম-অবতার।

ব্যাল। রাওজিকে চেন?

পিঙ্ক। চিনি, একসঙ্গে কাজ করি—
মুখের আলাপ।

ব্যাল। রাওজির সঙ্গে কবার রাজ-
বাড়ীতে গিয়েছিলে?

পিঙ্ক। একবারও নয়।

ব্যাল। সে কি! মহারাজ তোমার
কখন কিছু দেননি?

পিঙ্ক। আমি কখন ঘাইনি, তা তিনি
কোথা থেকে দেবেন?

ব্যাল। আর রাওজি যদি বলে থাকে
যে, তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়েছিলে?

পিঙ্ক। ধর্ম-অবতার! তা হলে সে
মিছে কথা বলেছে—আমি কখন ঘাইনি।

ব্যাল। যাও।

[পিঙ্কর প্রস্থান।]

ফেয়া। কর্ণেল ফেয়ার (কর্ণেল ফেয়ার
দণ্ডায়মান ও শপথ করণ) আপনার নাম কি,
আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন?

ফেয়া। আমার নাম রবার্ট ফেয়ার—
বধে আমার কর্ণেল। ১৮ই মার্চ ১৮৭৩ খৃঃ
অঙ্গে বরদার পলিটিকেল রেসিডেন্ট পদে
নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্নিং-
ওয়ার্ক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ
খেতেম। ১৮৭৪ খৃঃ অঙ্গে ৬ই ৭ই নবেম্বর
ছ দিন সরবৎ খেয়ে আমার শরীরে অসুখ
বোধ হয়েছিল। ৮ই সরবৎ ঘাইনি। ৯ই
মর্নিংওয়ার্ক থেকে ফিরে আসতে রাওজি
সেলাম করে—অন্ত দিন সে সেলাম কত

না। আমি তার প্রতি মনোযোগ না করে
ঘরের মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ
পান করেই আমি চিঠি লিখতে বস্লেম।
আধ ঘণ্টা পরে ঘুখে তামাটে স্বাদ পেলেম,
আর শরীর কেমন কর্তে লাগলো। আমার
বেশ বোধ হ'ল, সরবৎ খেয়েই ঐরূপ হয়েছি,
তখন সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্রাসটা ফিরে
টেবিলের উপর রাখবার সময় দেখি, গ্রাসের
গা দিয়ে খাঁকরির মতন গড়িয়ে পড়েছে
আর গ্রাসের তলায় কতকটা ঐরূপ রয়েছে।
আমার মনে কিছু সন্দেহ হ'ল—ডাক্তার
সিউন্নার্ডকে লিখে পাঠালেম। তিনি এসে
পরীক্ষা করে বলেন, সরবতে বিষ মিশান
ছিল।

ব্যাল। মহাশয়! ১৮ই মার্চ বরদার
আসেন, এর পূর্বে আপনি কোথায় ছিলেন?

ফেয়া। এর পূর্বে আমি নর্থ গুজরাটে
পালনপুরে পলিটিকেল রেসিডেন্ট ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম কতদিন করেছিলেন?

ফেয়া। ছয় সপ্তাহ—আমি আরও

অনেক অনেক কর্ম করেছি।

ব্যাল। পালনপুরের কোথায় ছিলেন?

ফেয়া। অপারু সিঙ্গে ফ্রিটিয়ার ব্রিজের
পলিটিকাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর চিফ কমি-
শনার ছিলেন।

ব্যাল। সে কর্ম আপনি কি জন্ত ত্যাগ
করেন?

ফেয়া। আমি ছুটি লয়ে বিলাত গিয়ে-
ছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম
করেছিলেন?

ফেয়া। না।

ব্যাল। কেন?—আপনাকে কি সে
কর্ম থেকে বরতরক করা হয়েছিল?

ফেয়া। না—না—হী—তাই বটে।

ব্যাল। ৭ই মে গাইকোন্সার্ডের লক্ষ্য-
বাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় ?

ফেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ ৭ই মে।

ব্যাল। সেই সময় আপনার সঙ্গে মহা-
রাজের কোনরূপ মনোভাষ্য হয়েছিল ?

ফেয়া। হাঁ—সেই সময় মহারাজ, গব-
র্নর জেনারেল বাহাদুরের কাছে খরিতা
পাঠান।

ব্যাল। ভাল—আপনার মৃত্যুর না
একটা কোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউ-
য়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন ?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যাল। ব্যারামের সময়ও আপনি সর-
বৎ ধেনেন ?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যাল। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দুদিন
বন্ধন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ
হয়েছিল যে, সরবতের দোষে একরূপ হচ্ছে,
তখন সে সময় সরবৎ পরীক্ষা করাননি
কেন ?

ফেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝতে
পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর
কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে, কেউ
আমাকে বিষ দেবে।

ব্যাল। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান
করেননি কেন ?

ফেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ
নির্দেশ কর্তে পারি না, বোধ হয়, সে কেবল
ঈশ্বরের অমুগ্ধই।

ব্যাল। এখন আপনি অমুগ্ধ ক'রে
যথার্থ কারণ বলুন, এ মনুষ্যের কমিশন এবং
মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এ স্থানে দোষী নির্দোষী
নির্ণয় হবে।

ফেয়া। অস্ত্র কারণ আমি কিছু এখন
নির্দেশ কর্তে পাচ্ছি না—

ব্যাল। আচ্ছা, আপনি ডাক্তার গ্রোকে
যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে,
আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট
গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে, আপনাকে
বিষ দেওয়া হবে। তাতে আর্দে নিক, ডায়মণ্ড
ডাট আর কপার থাকবে—বলুন দেখি,
কর্ণেল ফেয়ার। কোন্ বিশ্বাসী লোক
আপনাকে এ গোপনীয় সংবাদ দেয় ?

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই।

ব্যাল। স্মরণ নাই বললে চলবে না—
“বিশ্বাসী লোক” গোপনীয় সংবাদ দিলে,
আর তার নাম মনে নেই ?

ফেয়া। অনেক লোকে আমার সংবাদ
দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে
পড়তো।

ব্যাল। বড় লোক হলেই ও কষ্ট
সহ কষ্টে হয়—এখন বলুন দেখি, তাও-
পুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি
না ?

প্রেসি। কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জেন্ট
ব্যালাক্টাইনের প্রস্তাব উত্তর দিন—বৃথা
সময় নষ্ট কর্তে না।

ফেয়া। তাও পুনিকার হলেও হতে পারে।

ব্যাল। মহাশয়! হতে পারের কর্ম
নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—
আপনি ভয়সন্তান, বিদ্বান, নৈতিক পুরুষ
—আপনি এই সামান্ত প্রশ্ন বুঝতে পাচ্ছেন
না ? বলুন একেবারে, তাও পুনিকার কি না ?

ফেয়া। হাঁ, বোধ হচ্ছে সেই।

ব্যাল। আঃ—“বোধ হচ্ছে” ছেড়ে স্পষ্ট
কথা বলুন।

ফেয়া। হাঁ, সেই বটে।

ব্যাল। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়া-
রের উপবেশন)

স্কাব। ডাক্তার সিউয়ার্ড।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কাব। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেরারের বিবপান সন্ধ্যাে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এডুইন সিউয়ার্ড। আমি বরদার রেসিডেন্সির ডাক্তার সাহেব। এই নব্বইয়ের প্রাতে আমি কর্ণেল ফেরারের নিকট হইতে একখানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলাম। বারাণ্ডায় দেখলেম, নব্বু গভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমার দেখে সেলাম করেন না। কিন্তু রাগজি ভাড়াভাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপি নিলে—পূর্বে কখন সে এরূপ কর্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, কর্ণেল ফেরার হাঁ ক'রে বসে আছেন।—আমি মনে কষ্টে, তাঁর হাঁচি পেয়েছে, তার পরে দেখলেম, না—বরাবরই হাঁ ক'রে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলেন, সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা ক'রে তার মধ্য হইতে আসে নিক আর ডায়মণ্ড ডাঠ পেলেম।

ব্যাল। কর্ণেল ফেরার পূর্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় যে, কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ, পূর্বে দুই একদিন বলেছিলেন।

ব্যাল। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। জল আর কয়লা।

ব্যাল। যে জল আর কয়লা পানিবাহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। না।

ব্যাল। তা হ'লে আপনি অভ্যাস করেছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত ক'রে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক

সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষসমৃদ্ধ থাকে তাহলে?

সিউ। মিথ্যা নয়, তখন আমি আটটা ভাবি নাই।

ব্যাল। আচ্ছা, বলুন দেখি ডাক্তার, আসেনিকের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত?

সিউ। ভুলে গিয়েছি।

ব্যাল। আচ্ছা, আমি ব'লে দিতেছি। ৩ গুণ, কেমন ঠিক কি না?

সিউ। আমার মনে হচ্ছে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যাল। ভাল, এটা বলতে পারেন, আসেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ। মহাশয়, আমার আর পেড়া-পীড়ি কেন? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাল। বিলক্ষণ! সকলই দাঁদার উপর বরাত? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ। আজ্ঞে, তা হ'লে বড় বাধিত হই, আমার আর কেন?

[প্রস্থান।

স্কাব। হেমচাঁদ-কতেচাঁদ।

(হেমচাঁদ-কতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথকরণ)

স্কাব। তোমার নাম কি? কি কি জান বল?

হেম। ধর্ম-অবতার। আমার নাম হেমচাঁদ-কতেচাঁদ। আমি এই নগরে জহর-তের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে।

ব্যাল। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম। আমার।

ব্যাল। মল্হাররাও গাইকোরাভকে তুমি কখন কোন হায়া বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না।

ব্যাল। কখন না ?

হেম। কখন না। একবার দেখাতে
লগে গিরেছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল।

ব্যাল। তবে মহারাজের নামে এ সব
খরচ দেখা কেন ?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যাল। মিথ্যা কিরূপ ?

হেম। গজানন্দ ফিটল্ দারোগা মহাশয়
আমার জোর ক'রে লিখিয়ে লয়েছিলেন।

ব্যাল। তুমি লিখলে কেন ?

হেম। না লিখে করি কি ? পুলিশের
মুখে কি ঝগড়া করোঁ ?

ব্যাল। তুমি যথার্থ বলছ, পুলিশের
লোকে তোমার উপর জোর ক'রে তোমার
খাতা বদল ক'রে লয়েছে ?

হেম। মিথ্যা বলবার আমার আবশ্যক
কি ? আজও গর্যাক্ত শিপাইরা আমার প্রত্যাহ
বিরক্ত করে।

ব্যাল। তুমি শপথ ক'রে বলছ, মহা-
রাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল
পুলিসের লোকের পীড়নেই খাতা জাল
করেছিলে ?

হেম। হাঁ, আমি শপথ ক'রে বলছি,
কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই,
কেবল পুলিশের ভয়েই খাতার মিথ্যা
লিখেছি।

ব্যাল। চমৎকার ব্যাপার ! আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

কাউ। মহারাজ ! একদে আপনায় যা
বক্তব্য থাকে, বলুন।

রাজা। কর্ণেল ফেরারকে বিষ প্রদান
সম্বন্ধে আমার মাস্তবর প্রিয় শ্রদ্ধ গবর্নর
জেনারেলের মনে আমার প্রতি ভরসার
সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে। সেই সন্দেহ
হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই

অবসর প্রদান করিয়াছেন। আমিও তাঁহার
সম্মানস্বার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে
আমার নির্দোষিতা প্রমাণেচ্ছার বলিতেছি
যে, কর্ণেল ফেরারের সহিত আমার পূর্বে
কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও
নাই। আমি স্বীকার করি যে, আমার ও
মন্ত্রিগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রেসিডে-
ন্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সূচাক-
রূপে সংস্কার করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম।
উজ্জ্বল মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া
২রা নবেম্বর গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের
নিকট একখানি খরিতা পাঠাই। যদিও কর্ণেল
ফেরার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন,
তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন
তিনি বধে গবর্নমেন্ট হইতে একবার অখ্যাতি
লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার
প্রার্থনা অবশ্যই গবর্নর জেনারেল বাহাদুর
গ্রাহ্য করিবেন, এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে
ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫এ নবেম্বর কর্ণেল
ফেরারের প্রতি যে বরমা ত্যাগ করিবার
আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি
ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, কর্ণেল ফেরা-
রের প্রতি যে প্রাণনাশেচ্ছার কখন কোন
প্রকার বিষয় করি নাই ; এবং কখন
কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ
করি নাই। আমি, রাওজি, নবু এবং
দামোদর পহ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে,
তাহার প্রতিবর্ণী মিথ্যা। রেসিডেন্সির
কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত
করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম
ভিন্ন, আমার আজ্ঞার রাজভণ্ডার হইতে
কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি
নির্ভর-চক্ষে কমিশনের সম্মুখে এই সমস্ত
ব্যক্ত করিলাম। আপনাদের সুবিচারের
উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আপনাদের

যদি কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে, আমার বসুন, আমি উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় দৈবর সাক্ষী কবিতা বলিতেছি যে, আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

বাল। মহামান্য কমিশনারগণ! বিনা কারণে বহুতর নির্ভর নিগ্রহ সহ কবিতা বরদার মহারাজ মল্হাররাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাজ্জক আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা করে দেখুন, কি যৎ-সামান্য সংশয়ের বশবর্তী হইয়া তাঁহার অনুল্য স্বাধীনতাদান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ-সমক্ষে সামান্য লোকের ভ্রার অপমান করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই নির্দোষ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাও ল্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিশ-কর্মচারীগণ যে কত বুদ্ধির কোশলে, কত কত পরিশ্রমে, কত অহুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হেমচাঁদ-কতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা ল্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বির প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার পুলিশের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষী-দ্বিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই—কারণ পুলিশগ্রহণগণ যে কত ভয় ও নিরীহ, তাহা কাহারও অবিস্মিত নাই। পালিয়ারেণ্টের বিধিমতে পুলিশ-সংগৃহীত

সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ। এমন কি, পুলিশের সহিত সাক্ষীর সকলরূপ সংশ্রব নিষিদ্ধ—কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই; এখানে পুলিশের হাথেছাচারিত্ব-দমনের কোন বিধি নাই; এখানে পুলিশের ক্ষমতা অসীম—এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিশ ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস অসম্ভব—এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেন্টের সরবতে বিষ পাওয়া গেল। পুলিশের প্রতি অপরাধী অহুসন্ধানের ভার ন্যস্ত লইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিশের মহা অপ-বশ—একে স্বকার্য উদ্ধার, যশোলিপা,—তাহাতে ক্ষমতা অসীম—তখন যে সত্বপায়ে পরিবর্তে কোন কোন স্থলে অসহুপায় ও অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার আর বিচিত্র কি! এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাবা এ দুর্কর্মে সহযোগী, তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে, সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেরারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন, তখন পিঙ্ক সে স্থানে উপস্থিত ছিল। এডভোকেট জেনেরেল মরশার রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতায় পিঙ্ককে আহ্বান করেন—সকলে একাগ্রচিত্তে পিঙ্কর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্তে লাগিলেন ব্রি হইল, পিঙ্কর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু পিঙ্ক ভিত্তিকার ক্ষমতার গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্মকণা লুকা-

রিত ছিল, তাহার অসাধারণ শিল্পক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে এত পরিশ্রমে একজন নির্দোষী রাজার সর্বনাশের জন্ত যে একটি মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিঞ্জ তাহার ভিত্তির মূল উৎপাটন করিল। আর এক ছুরাঙ্গা দামোদর—যাহ হইতে সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্ত দ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে, সৈন্তগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজ দোষ স্বীকার করে।—তখন তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পিত করা হইল; সে স্থানে রাওজি ও নব্বুসর সাক্যোর পোষকতার স্বীকার করিল যে, “আরমেনিক এবং ডায়মণ্ড ডাষ্ট” সেই সঞ্চয় করিয়াছে—আর কোন গোল নাই—স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে, তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান, তবে দামোদরের নিস্তার নাই—কারণ, সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিশের মনোমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃত্রিম পামর দামোদর নিজের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল, এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্বনাশ করিতেছিল—যাহারাজের ঘন দ্বারা নিজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে যে, রাজ্য-মেনে সে সমস্ত হিসাব-পত্র জাল করিয়াছে—কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মহারাজ

তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অহুশাসন-পত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরস্তর রছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—খনিগণ প্রায় জবস্ত কর্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতি পদে তাহাদিগকে বঞ্চনা করে, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, প্রতি পদে প্রভুর সহিত চাতুরী করে—কিন্তু ঐখ্যাত শালিগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহ্যিক গোহাঙ্গে এরূপ অন্ধ হন যে, ভ্রমেও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। আর জুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, মহারাজ অতি মধুর-প্রকৃতি, সর্বদা তাহার সন্তোষ সাধ্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম করে, তাহার চিত্ত কি কখন লুক্কায়িত থাকে? নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়। চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহার মুখে তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই তাহার মুখে নিরপরাধের প্রশংসা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেরারের প্রাণনাশ করার তাহার লাভ কি? রাজ-কার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনোভাব ছিল এবং সেই জন্তই মহারাজ ২২১ নবম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখানি খরিতা পাঠান—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণেল ফেরারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে।

তবে তিনি খরিভার প্রভাত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই এই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দ্বারা আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? থিঙ্ক সেই কুচক্রিগণকে, বাহারী মহারাজার মন্তকে এই বলক্ অর্পণ করিয়াছে !—থিঙ্ক সেই নিরাশয় সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে, বাহারী মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোর মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে ! এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রিদেব পক্ষসমর্থন করিয়াছে, তাহা-দিগকেও থিঙ্ক ।

কমিশনার মহোদয়গণ ! এখন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া নিয়গ-রাধ নির্দ্বিরোধ মহারাজ মলহারায়ণ গাই-কোরাডকে অপমানের সহিত অপদস্থ করা হইয়াছে !—স্বাধীনতা হরণপূরক কারাগারে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সর্বস্ব আবদ্ধ করা হইয়াছে !—কমিশনার মহোদয়-গণ ! একবার দেখুন ! একজন মহৎশীল মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিতান্ত অস-হায় অবস্থায় সুবিচারাকাজ্জার আপনাদি-গের সম্মুখে নিজ নির্দোষিতা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষসমর্থ-নাশয়ে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম । যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়লয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রেীড়িত রজবংশধরের নির্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন । (উপবিষ্ট)

স্কেব । কমিশনার মহোদয়গণ ! আমার

প্রতি যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম । কিন্তু কর্তব্যের অহরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম । আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্জেন্ট ব্যালেটাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কিছু বলি-বার নাই । তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমা-দের মুখোজ্জল করিয়াছেন—কেবল আমা-দের কেন, সমস্ত যুরোপের মুখোজ্জল করিয়া-ছেন । যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই বিভাবলে ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা, এ স্থানেও অক্ষর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন । কিন্তু ভারত-বর্ষে এই তাঁ'র প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন । তজ্জনাই তিনি কতিপয় বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । প্রথমতঃ তিনি পুলিশের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিশের নিন্দা করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিশের নিকট বিল-ক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে—কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এ স্থানের পুলিশে অতি মহৎ এবং ভদ্র ব্যক্তিগণ কণ্ঠ-চারীরূপে নিযুক্ত আছেন ; তাহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । আরও বিবেচনা করুন, গাইকোরাডকে দোষী করার পুলিশের স্বার্থ কি ?—যে কেহ হউক না, একজনকে অপরাধী নির্দেশ করিলেই তাঁহার এ বিষয় কার্য হইতে নিষ্কৃতি পাই-তেন । হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ যে পুলিশের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল তাহার একজন প্রধান

ক্রেতার রক্ষা হেতু। আর এক বিষয়, বিজ্ঞ
সার্জেণ্ট বলিয়াছেন যে, মহারাজের মুখে
নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজমান—কিন্তু
তিনি জানেন না, ভারতবাসীগণ মনোভাব-
গোপনে কত সক্ষম! অন্তরে তাহাদের বত
দূর কষ্ট হটক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব-
দাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়া-
ছেন যে, মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের
নিকট খরিভা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খরিভার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল
কেনারের প্রতি বরদাতাগের আদেশ আসিবে,
তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা করি-
বার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা
করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করি-
লেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেন্ট অস-
ন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, স্তবরাং মহারাজ তাঁহাকে
বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন
—তিনি এক ধমুতে এককালে দুই শয়
যোজনা করিয়াছিলেন—একটা দ্বারা তাঁহার
প্রধান মন্ত্রী খরিভা পাঠাইতেছিলেন, অপর
দ্বারা দামোদর বিশ্ব-প্রয়োগের বন্দো-
বস্ত করিতেছিলেন। আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস,
তাহা কমিশনারগণের নিকট প্রকাশ করি-
লাম, সাক্ষীগণও যে পুলিশ কর্তৃক শিক্ষিত
নয়, তাহারও প্রমাণ হইল। এক্ষণে কমিশ-
নার মহোদয়গণ! যদি আমার মতের
সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষি-
গণের সভা সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন,
তাহা হইলে সার্জেণ্ট ব্যালেন্টাইন্স মহাশয়
যাঁহাকে “প্রপীড়িত রাজ” বলিয়া আক্ষেপ
করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের
সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দারিত করিতে
হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাক্ষ ।

শিবিরভ্যন্তর ।

কর্ণেল কেনার, মাটার কিলিপ.

মাটার উইলসন উপস্থিত ।

উই। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখান

কি কাগজ?

কেনার। “ওভালেন্ড অমৃতবাজার পত্রিকা।”

কিলি। উইলসন! তোমার সঙ্গে ভ্রায়েট

এও, যে কোম্পানীর জানা-শুনা আছে?

উই। কেন?

কিলি। তাদের লিখে পাঠাও যে, এক
রকম ম্যাচ তৈয়ের কর’রে ইণ্ডিয়ান পাঠিয়ে
দেয়, that will “ignite only” the
Native press.

উই। হা!—হা! হা!—এই জন্ত!

তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপ-
নারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোক
কেউ গ্রাহ্যও করে না।

কিলি। না, না, না—এরা আজকাল
ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ
ওভালেন্ড অমৃতবাজার দেখেই তো “পেল
মেল বজ্জেট” সে আর্টিকেলটা লেখে।
হোমের কাগজগুলো আজকাল ভাল চলছে
না। “পেলমেল বজ্জেট” “টাইমস” দুই
খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার
থেকে সিলেক্শন করে? আবার নেটিভ
পেপার বলে নেটিভ পেপার—অমৃত-
বাজার!”

কেনার। নেটিভ পেপারের মধ্যে “হিন্দু
পেট্রি রট” কতকটা ভাল,—ব্যর্থ নয়।

ফিলি। তা, শুধু নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? “ইলিশম্যান” “টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া” কি লোক শাসাচ্ছেন? এঁরা গাইকোরাড়কে যে কি সোণার চক্রে দেখে-ছেন, তা বোঝা যায় না।—পেপার আমার “বখে গেজেট।”

উই। কেন? “পাওনিয়ার” “ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্” “ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান”—

ফেরা। হাঁ, কলিকাতার ও নতুন কাগজ-খানি লিখছে ভাল।

ফিলি। এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিজ্ঞা চাই—এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুস্কর।

ফেরা। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্ছে।

ফিলি। তিনি যে মত স্থির করবেন, তা আমি এখনি বলে দিতে পারি—তিনি তো আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাজ্জী গবর্ণর জেনেরেল এখানে ক’জন এসেছেন?

উই। কর্বেল! আপনার না প্রমোসন্স হয়েছে?

ফেরা। হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ ক’রে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্‌মর্নিং ডাক্তার! ভাল আছেন তো?

সিউ। (সকলকে গুড্‌মর্নিং করিয়া) হাঁ, আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন অস্থি নাই?—এখন আর কপালি টেট্‌ পান না?

ফেরা। (হাস্ত করিয়া) না। আচ্ছা

ডাক্তার, আমার হাঁচি পেয়েছিল, আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সিউ। আপনার হাঁ করা দেখে। হাঁ করা হচ্ছে হাঁচির ইম্পার্টান্ট সিম্প্টম্।

ফিলি। সে যাক্, ডাক্তার, সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার থেকে রেফার কলেন কেন?

সিউ। ও তো আর সাক্ষ্য দেওয়া নয়, যেন ডব্লিন্ ইউনিভার্সিটির তাইভাথোসি একজামিনেসন্স্ আমি তো আর ষ্টাডি ক’রে একজামিন দিতে যাইনি যে, যুখে যুখে কেমিস্ট্রীর প্রক্সের অনর্গল উত্তর দেব? আর সার্জেন্ট ব্যালেটাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি ক’রে জানবো?

ফিলি। তা বটে তো—ডাক্তার! আমার ক্ষমতা থাকলে, তোমার আমি প্রমোসন দিতাম।

সিউ। আমি হকারের কাছ থেকে একখামা চেম্বার্স কেমিস্ট্রী কিনেছি—আবার আরম্ভ করবো—এবার আর আমার কেউ ঠকাতে পারেন না।

ফেরা। আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে। গত মেলের চিঠি পড়ে অবশি একবার নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হজুর সেলাম—

ফেরা। (বিরক্তভাবে) কে ও, দামোদর—তুমি এখানে কেন?

দামো। (করবোধে) আজ্ঞে, ধর্ম-অব-তার, আপনার কাছে এলেম

ফেরা। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

দামো। আজ্ঞে, সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা করে—তাই আপনার শরণাপন্ন হ’তে

এলেম। দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যো নাই।

ফেরা। জান, তুমি আমার প্রাণহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে? কমিশনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করেছ?

দামো। আজ্ঞে! ধর্ম-অবতার, আমি—

ফেরা। চূর্ণ কৃত্তর বিশ্বাসঘাতক—তুই আমার সম্মুখে হ'তে দূর হ। নরঘাতক! কোন্ মুখে তুই আমার কাছে এসেছিস?—দেশের লোকে তোর মুখ না দেখে, বনে যা। এখান হ'তে এখন দূর হ।

দামো। হা বিধাতঃ! আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে। বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ—এরূপ ব্যবহার পূর্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

[প্রস্থান।

ফেরা। ব্রডি ক্রেট।

সিউ। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।



পথ।

(মদন ও আরানের প্রবেশ)

আরা। এমন কমিশন পূর্বে কখন দেখা যায় নাই।

মদ। এমন প্রহসন পূর্বে কখন অভিনীত হয় নাই।

আরা। সে কি?

মদ। তা বই কি, আমার কথা সত্য। ক না, শীঘ্রই জানতে পার্কে।

আরা। আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, যখন কমিশনারদিগের মহারাজকে দোষী করার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন।

মদ। কমিশনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ?

আরা। ইংরাজ কমিশনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দু কমিশনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলেছেন; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম, তাহা অতি চমৎকার।

মদ। যখন তিনজন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দু-রাজা-দিগের মতের আবশ্যক কি?

আরা। না, সেটা হ'বার যো নাই। লর্ড নর্থব্রুক সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয়। এতদিন পর্যাশ্রয় তিনি কোন অস্ত্রায় ব্যবহার করেন নি, সেই ক্ষুদ্র দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাতি ধরে না। এখন যদি তিনি অস্ত্রায়রূপে গাই-কোরাডকে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিফলক নামে কলঙ্ক হবে। এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার স্থায় ভক্তি করে।

মদ। শুনলেম না কি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অজ্ঞমতি নাই। সেদিন তাঁর উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি-মিনতির পর স্বাভাবিক হ'ল যে, উকীলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাকবেন।

আরা। হাঁ, একপ নিয়ম হয়েছে বটে।

তা যাই হোক, দুই একদিনের মধ্যে গবর্ণর জেনারেলের অজিগ্রায় প্রকাশ হবে। আর

আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন যখন বিলেতের “টাইমস্” “পেল্‌মেল বজ্জট” বোম্বাইয়ের “ইন্দুপ্রকাশ” “টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া”, মাদ্রাজের “নেটিভ পাব্লিক ওপিনিয়ন্”, বাকালার “ইংলিশ্‌ম্যান”, “ক্রেণ্ড্‌ অব ইণ্ডিয়া” “অমৃত-বাজার” প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষসমর্থন করেছেন, তখন এত লোকের মনে কষ্ট দিয়া কি লর্ড নর্থব্রুক মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করবেন ?

মদ। ঐ বা বন্ধে, ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাহাতে আবার আমাদের ভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ, অপক্ষপাতী, প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় এক্ষণে গবর্নর জেনেরেল।

আম। আক্ষেপের বিষয়, “হিন্দু পেট্রি-রট” বঙ্গদেশের একখানি প্রধান কাগজ। শুনেছি, তাঁর সম্পাদকও একজন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি তো গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটা কথাও বলেন না, বরঞ্চ বিপক্ষ-পক্ষ সমর্থন করেছেন।

মদ। তাই তো, “হিন্দু পেট্রি-রট” এমন হলো কেন। কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটা জাত্যাংশে তেলি, দেখতে সুশ্রী নন, কিন্তু কথার বার্তার বড় ভাল বোধ হয়েছিল—এখন তিনি “অনারেবল” হয়েছেন।

আম। ওঃ! তাই বলি—তেলি! হাত পিচলে গেলি, অনরেবল্‌ হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। মহাশয়, ঠাড়কাকের বাসায় কি কখন গুরুগম্ভীর বাস করে ?

মদ। সে কথা যাক, “পুনা সার্কজনি ক সভা” গবর্নর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠান, তার কি হলো ?

আম। কৈ, তার কিছুই শুনতে পাইনি। ছব্বত্ত নামোদয়ের কি অবস্থা হয়েছে, শুনেছেন ? এখন আর বাড়ীর বা’র হ’বার যো নাই, পথে বাহির হলেই চতুর্দিক্‌ থেকে তাকে গাণি দিতে থাকে। পরশ্ব শুনলেম, কতকগুলি লোক তাঁর বাড়ীর সম্মুখে মহা গোলযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হলো না, তা নষ্টলে নিশ্চয়ই বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম পেত।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আনলেও পাগ আছে। ওকে জীবন্ত দহু কল্পেও আমার রাগ যায় না।

আম। আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্ত বড় দুঃখ হয়। আহা! দেখুন দেখি, সার্জেণ্ট্‌ ব্যালেক্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল বলে কি না একবারে ওকালতী কর্তে নিষেধ ?—বড় আক্ষেপের বিষয়।

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাতে পারিনে।

আম। ভাই, সকলই বুঝি, কিন্তু করুব কি, আমাদের হচ্ছে “চোরের মার কায়া” বলবারও যো নাই, ফোটবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে “আশা বৈতরণী নদী”—আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে, তাই হবে, দুর্ভাগ্যের দৈবই বল। এখন আমাদের উচিত, সকলে কিছু চাঁদা ক’রে ব্রজভূষণ দাসকে কোম উপায় ক’রে দেওয়া।

আম। হাঁ, আমি “অমৃত-বাজারে” ঐ

বিষয়ে এ চ্চা প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়।

মম। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম। এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে, একবার চল না, কোন সংবাদ এসে থাকে তো জানতে পারা যাবে।

আয়া। বাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গভাঁঙ্ক ।

নগরপ্রান্তে সন্ধ্যাবকুল।*

(একজন উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা— গীত ।

তিলককামদ—রাঁপতাল।

* “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।

রাত্রি গিবা করিছে লোচনবারি।

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরাধিরে ভাসিতাম

আনন্দে,

আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।

এ দুঃখীতোমারি, কায় রে, সহিতে না পারি ॥”

[প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ! এখানেও ভারতের ক্রন্দন-ধ্বনি, এ তাহাকার্য্য কি আমার দিক্কার প্রদান করবার জন্ত আমার অহুসরণ করেছে? কোথাও আমার মুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাণ্ডা, রুত্ন, অর্থপিশাচ বলে ঘৃণা করে। আগে আমি সকলের পূজ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের ঘৃণ্য হয়েছি। যে অর্থের জন্ত আমি এত কল্লম, যে অর্থের জন্ত আমি সকলের চক্ষের বিষ হলেম, যে অর্থের

লালসার অঙ্ক হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কঙ্কর হয়েছে। আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধনসম্পত্তিই আমার অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে। যখন আমার ধনরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়! ওঃ! অর্থলিপ্সা হতে ভরকর আর দিছুই নাই—কিছুতেই মাছুবের এত আর সর্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত মিত্রকেও শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয়।—কর্ণেল ফেরার! তোমার পান্যমধ্যে শত সহস্র কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র মণ হীরক-চূর্ণ তোমার স্তম্ভিত পানীয়কে বিযুক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থলিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তিমধ্যে যে গরল লুক্কায়িত থাকে, তাহা হীরক-চূর্ণ অপেক্ষা সুহৃৎ গুণে তীব্রতর! ওঃ! আমি কি দুঃখীই করেছি। আমার গোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস হ’ল। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হ’তে থাকে। গুল-হাররাও! তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারাগারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য করছো!—সিংহাসনহার্য্য হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ!—এ পাণ্ডুদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জগছে, তার সঙ্গে কোন কষ্টে-রই তুলনা হয় না। সকল প্রকার বাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বের পরকাল বাতুলের প্রলাপ বলে তাচ্ছল্য করেছিলাম। অহু-তাপ যে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি, তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জালা

আর সহিতে পারি না । এ আশুন কি নির্বাণ হবার নয় ?—অথরে কি এমন জলধর নাই, যার বর্ষণে দুর্ভাগা দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্বাণ হয় ?—ওঃ ! জগদীশ্বর ! আর যে সহ্য হয় না—যেখোঁ হইছে, আমার বঁলে দাও, কোন্ প্রাশ্চিত্ত করে এ পাপ-যজ্ঞা হতে নিস্তার পাই ?—ইহকালেই এই—এর পর যদি আবার পর-কাল থাকে—ওঃ বিধাতঃ ! তা হ'লে কি হবে ?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নতুন নরকের সৃষ্টি হবে !—আর যে এখন পরকালকে পূর্বের মত তাকুল্য কর্তে পারি না—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের ভীষণ নৃশি আমায় ভয় প্রদর্শন করে—কি জাগ্রতে, কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমার তাড়না করে !—ওঃ ! আর যে দেখতে পারিনে ।—আর যে সহ্য হয় না—জলে গেলেম, জলে গেলেম ।—হৃদয় যে পুড়ে গেল ।—ওঃ জগদীশ্বর ! আর কেন—এত যজ্ঞগাতেও কি পাপের প্রাশ্চিত্ত হয়নি ? বরঞ্চ এ রসনাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত ক'রে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করোঁ, এ হৃদয়কে পদদলিত ক'রে স্থানে বিনষ্ট কর দেব, তথাপি কখন আর অর্থের কথা মুখে আনবো না, হৃদয়েও স্থান দেব না । জগদীশ্বর ! তোমার কুপ্ত ত অনেক আছে, কিন্তু তোমার তাকুল্য অসম্ভব । তবে কেন এ পাপিষ্ঠের উপর করুণা কর না ?—ওঃ ! বুঝছি । এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয় ।—এ পাপ-কলুষিত হৃদয় তোমার প্রথম মূর্ত্তি স্ফীত জন্য নয়—তবে আমার উপায় কি হবে ? মহা আশ্রয় পরিত্যাগ করেছে—ভূমিও পাপীকে ত্যাগ করে—আমি কোথায় যাব—কোথায় এ হৃদয়ের জালা জুড়াব ? কোথায়

গেলে, কি করে, একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তি লাভ করোঁ ?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবিড় বনে, তমোময় গিরিগুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গভীর সাগরতলে তর তর ক'রে অন্বেষণ ক'রে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভরে লুক্কায়িত আছে ।

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

• প্রথম গভীর ।

রেসিডেন্সিয়ামস্থিত একটা গৃহ ।

মল্লাররাও আসীন ।

রাজা । জগদীশ্বর ! কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখেছিলে ? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে ? ওঃ ! আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি । ভারতবর্ষের মধ্যে সূর্য্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজতন্ত্র মহুয়া আমার প্রাণ, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধনরাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তিপূর্ণ রাজ-ভবন পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে আনন্দময়—একমাত্র পুত্রধনে আমি বঞ্চিত ছিলাম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না—কিন্তু এখন আমি একেবারে অভয় সাগরে নিমগ্ন হলেম, সকল সুখে বঞ্চিত হলেম । এই অল্প দিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্তন হ'ল ?—

সেই সিংহাসন আমার শূন্য, ঐশ্বর্য আমার পরহস্তগত—আর সেই আনন্দের রাজভবন আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্তার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর! কর্ণেল ফেরার আমাকে বিষ-নয়নে দেখলেন,—তঁার স্মৃতি পানীয়মধ্যে বিষ প্রবিষ্ট হ'ল,—সেই বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ করল! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা স্বাধী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন - সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পুত্র-কন্তা-সহবাসে সেও শান্তি লাভ করে—নিকটই বস্ত্র পশু-পক্ষীরাও আমা অপেক্ষা স্বাধী, তারাও ইচ্ছামত বিচরণ কর্তে পারে, ইচ্ছামত আপন স্ত্রী-পুত্রদের নিকট যেতে পারে—কেউ নিবারণ কর্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই। কিন্তু আমি মনুষ্য—রাশী, আমার সে ক্ষমতা নাই!—আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কলঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ ক'রে বন্দী! পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর অগতে কিছুই নাই। প্রায় দুই মাস হ'ল, আমি এখানে বন্দী, জানি না, কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না, তাহাও সন্দেহ। (চিন্তা) কে আমার নামে কলঙ্ক রটনা করলে?—কে আমার সর্বনাশ করলে? কে আমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সহবাসস্থখে বঞ্চিত করলে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, কার ঘোষ দিব? দামোদর! তোমার প্রতি তো কখন কোন অন্তায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে তো আমি প্রাণের তুল্য ভালবাসতাম—তবে কেন তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে?—না, তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাঘ—না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি একা আমার বিরুদ্ধতাচরণ কর? (কর্ণক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? পবর্নর ভেনেরেল বাহাদুরের মনের

সন্দেহ কি নিরাকরণ হবে না? কমিশনার-গণের তো মতের ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক ব'লে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিশ্বাস করেন? বোধ হয় না, বিশেষ বখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুনতে পাচ্ছি, ইংলণ্ডের কতকগুলি সংবাদপত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায়-তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তিলাভ করোঁ না?—কবে হার্ড নর্থব্রকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে?—তঁার অল্পকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ ক'বে আছি—যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভ-সংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে—আহা! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে! আবার আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্র তুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল-চিন্তার নিযুক্ত হ'ব! আবার আমার প্রাণাধিক কুমার স্নমধুর বচন শুনে কর্কটুহর পরিতপ্ত করোঁ, আবার সেই নয়না-নন্দ নবকুমারকে একে লয়ে তার মুখচুষন করোঁ—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল করোঁ—নিরানন্দ রাজভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে! (‘চিন্তা’)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ)

আমুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এক্ষণে বাস কর্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ! এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থা.কতে হবে না। ক্ষণকাল পূর্বেই আমি হার্ড নর্থব্রকের নিকট হইতে অফিসাসনপত্র প্রাপ্ত হয়েছে, এই

রাজা। (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম, তাই হয়েছে। গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার ক'রে আমার সিংহাসন আমার প্রত্যাৰ্পণ করেছেন? জগদীশ্বর! লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন।

মিড্। না মহারাজ, সিংহাসনে বসাবার আশার আপনি জলাঞ্জলি দিল। আপনার প্রতি বরদা-ত্যাগের আদেশ এসেছে।

রাজা। জগদীশ্বর! কি কল্লে! এত আশা দিয়ে আমার একেবারে নিরাশানীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট ক'রে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

মিড্। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্কাসনের আজ্ঞা হয়েছে।

রাজা। হা! নির্কাসন! মহাশয় সদয় হউন—বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। নির্কাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর!—আর নির্কাসনের কথা বলবেন না।

মিড্। আজ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ কর্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন, আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্তে পাবেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অগ্রতুল নাই—গবর্ণমেন্টের সম্মতি লয়ে আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কতে পারেন।

রাজা। মহাশয়! আর স্বচ্ছন্দে কথা মুখে আনবেন না—স্বরাজ্য ত্যাগ ক'রে, বরদা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বাস আর নরকে বাস আমার পক্ষে উভয়ই সমান—প্রিয়ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস কর্কো, সেই স্থানেই নরক-যন্ত্রণা। মহাশয় নির্দিষ্ট হবেন না, বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

মিড্। ওঃ! কি পাপ! কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার অভিযোগ হয়ে-

ছিল, প্রাণদণ্ডই তার উচিত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অমুকুল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জনা ক'রে কেবল কু-শাসন অপরাধে আপনার প্রতি নির্কাসনের আজ্ঞা দিয়েছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অমুগ্রহ, তাহা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

রাজা। কি বলেন মহাশয়! কু-শাসন অপরাধে নির্কাসিত হচ্ছি? কি আশ্চর্য্য! আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হ'ল? এক বিবদানের অপবাদে আমি দণ্ডী হলেম, বিচারালয়ে নীত হলেম, সর্ব-সমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হ'ল না ব'লে কি আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হ'ল? তবে এ কমিশনের কি আবশ্যক ছিল? এত অর্থ—

মিড্। মহারাজ! আর বুঝা বাস্তব্যে প্রয়োজন নাই—আপনি যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হন।

রাজা। কখন আপনারদের এ কণ্টককে দূর করার কল্পনা করেছেন?

মিড্। আজ—এই দণ্ডে।

রাজা। এই দণ্ডে! বরদার কি আমি আর এক নিশাও যাপন কর্তে পাবো না? আহা! প্রিয় স্বদেশ, সাথের রাজ্য, জন্মের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র-কন্যা, প্রিয়তমা ভাৰ্যা, সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাব না!—আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন একবার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় লয়ে আসি—

মিড্। মহারাজ! তার আর অবকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এতকণ সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে এসেছে—আমি আর

অপেক্ষা কর্তে পারিনে—আপনি একপেই
আছেন ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজা । আপনার জিহ্বা কি তপ্ত লোহে
নিখিঁ ? এ নিদারুণ কথা আপনি কিরূপে
মুখে আনলেন ? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশ-
গমনকালে আপনাপন স্ত্রী-পুত্রের নিকট
বিদায় লয়ে এল, আর আমি চিরজীবনের
জন্ত বাব্বা, সিংহাসন, ঐশ্বর্য, প্রিয় মাতৃভূমি,
স্নিপুত্র-পরিবার সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে
চল্লম, আর একবার তাদের নিকট জন্মের
মত বিষয় নিতে পাব না ? কি পরিতাপ !
হা ! জন্ম বিদৌর্ভাগ ! প্রাণেশ্বর ! আমি
জন্মের মত চল্লম—কিন্তু একবার তোমার
দেখতে পেলেম না—বাওয়ার সময় একটা
কথাও কইতে পেলেম না । প্রাণের কুমা !
তোমার হতভাগ্য পিতা জন্মের মত দেশান্ত-
রিত হ'ল, কিন্তু বাওয়ার সময় তোমার
একটা কথাও ব'লে যেতে পেলেম না ।—হা !
একবার জন্মের মত আগরের ধন নবকুমারকে
বাওয়ার সময় কোলে কর্তে পেলেম না—
আহা ! অজ্ঞান শিশু কিছুই জানছে না, তার
অভাগা পিতার কি দুর্দশা হয়েছে । জগদী-
শ্বর ! তুমি নিরাস্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ,
দেখো, আমার অনাথ পরিবারগণ যেন অন্ন-
ভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের
আর সহায় কেউ নাই—এ পৃথিবীতে তাদের
মুখপানে চাইবার আর কেউ নাই ।

মিড্ । মহারাজ, চলুন ।

রাজা । বন্দীকে বন্ধন ক'রে লয়ে চলুন—
আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি ? চলুন,
কোথায় লয়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান ।

রেলওয়ে স্টেশন ।

(বাঙ্গালীয় শকট প্রস্তুত, গ্রহরীগণ ও কর্মচারি-
গণ নিমন্তকে দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্য । (জনান্তিকে) আজ তারের
ধবর সব বন্ধ হ'ল কেন ?

দ্বি-কর্ম্য । (জনান্তিকে) মিড্ সাহেবের
হুজুম, পেগি সাহেব বিলাত গেছেন, উনি
এখন রেসিডেন্ট ।

প্র-কর্ম্য । (জনান্তিকে) গাইকোন্সার্ডকে
কি এই গাড়ীতে এখান থেকে পাঠান হবে ?

দ্বি-কর্ম্য । (জনান্তিকে) হাঁ ।

প্র-কর্ম্য । (জনান্তিকে) সব কাজ এত
চুপি চুপি হচ্ছে কেন ?

দ্বি-কর্ম্য । (জনান্তিকে) পাঁছে প্রজারা
গোলমাল করে ।

প্র-কর্ম্য । (জনান্তিকে) আচ্ছা, রাজা
এখন কোথায় ?

দ্বি-কর্ম্য । (জনান্তিকে) চুপ, ঐ বোধ
হয় সব আসছে ।

(মিড্ সাহেব ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত মল্‌হার-
রাওয়ার অধোবশনে প্রবেশ)

মিড্ । অল্‌ রাইট ?

স্টেশনমাষ্টার । অল্‌ রাইট ।

মিড্ । মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি
শকটারোহণ করুন ।

রাজা । জগদীশ্বর !

মিড্ । আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন
কি ?

রাজা । না, আমি প্রস্তুত আছি—তবে
মহাশয়ের নিকট একটা শেষ অনুরোধ ।
শুনছি, আমার প্রাণাধিকার কন্যা এই নিকটস্থ
দেবমন্দিরে তার হতভাগ্য পিতাকে দেখবার

জন্ত এসেছে, অজমতি দিন, বিশ্বাস না হয়, প্রহরী সঙ্গে দিন,—একবার চিরজীবনের জন্ত তাকে আলিঙ্গন করে আসি। আহা! সরলা বাগিকা উদ্ভাটার দ্বার আমার দেখবার জন্ত এতদূর এসেছে মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অমুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসন-চ্যুত নির্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

মিড্। মহারাজ! কেন অধৈর্য্য হ'ন, কেন আমার বারংবার বিরক্ত করেন, এ আপনার কস্তার সহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন।

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে?—এ অপমান—এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অমুরোধ করাই আমার মূর্ত্তা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুনবো না। রাজ-কুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না।

রাস্তা। (সচকিতে) এ কি! এ না কুমার কণ্ঠধ্বনি?—আমার প্রাণাধিকা কুমা কি এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

এ কি! আমার প্রাণপুতলী লজ্জার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরো-দনে) বাবা! চলে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করে চলে—আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হ'ল—আর কি কুমি তোমার চরণ দেখতে পাবে না? আমার মায় দশা কি হবে?—মা যে আমার আজ পথের কাঙ্গালিনী হ'ল—আহা-হা! এ নিদারুণ বাতী পোনামাজ ভিনি মূর্ছা গেছেন—

ওঃ! বা, মা গো! তোমার দুর্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হ'তে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

রাজা। মা, উঠ মা! আমার হৃদয়ের ধন উঠ—বাবার সময় আর আমার বাধা দিও না—আর মা আমার যুক্ত কর না—আর এ দণ্ড-জ্বলে ছুরিকাঘাত কর না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চলো—ধোর কলঙ্কের ভার লয়ে চির-দুঃখকারে চলো!

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি—আর কঁাদব না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই, তাই কঁদেছি—কিন্তু বাবা, আর কঁাদব না, আর এখানে কঁদে তোমার কঁাদাব না। এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার ঘারে ঘারে ক্রন্দন কর্কো, ভাবভবাসী হিন্দুদের ঘারে ঘারে ক্রন্দন কর্কো, তাদের উৎসাহিত কর্কো, দেখবো, তার উৎসাহিত হয় কি না, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কি না।—স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সম্মুখে ক্রন্দন কর্কো। বাবা, দেখবো, এত ক'রেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না।

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজ-ধিনী—তুমি তা অনায়াসে পার।

মিড্। রাজকস্তার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ, কেন বিলম্ব কচেন?—শীঘ্র যাত্রা করুন।

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে মা, তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

কুমা। ওঃ বাবা!—বাধা!—বাধা! (নীরবে রোদন।)

রাজা। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার সন্তান তোমার নিকট হ'তে জন্মের মত বিদায় হ'ল।

[রাজার শকট আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান।]

(উন্নতভাবে আগুনায়িতকেশে লক্ষ্মীগাই-
রের প্রবেশ)

লক্ষ্মী । কৈ ?—আমার হৃদয়ের কোথা ?
—কৈ, কাকেও যে দেখতে পাচ্ছি না—তবে
কি আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ? ওঃ ! আমি
কোথায় যাব ? রাজত্ববনে কিরে যাব না,
এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কর্কে—

কুমা । মা ! কর কি ? কর কি ? রাজ-
নহিয়ার কি এ স্থানে আসা উচিত ?

লক্ষ্মী । এ কি কুমা, এখানে ? মা, এখানে
আসতে আর দোষ কি ?—আর আমার লজ্জা
কি ?—কাল যখন আমাকে শিশু-
সন্তান কোলে করে নগরের ঘারে ঘারে
ভিক্ষা কত্তে হবে, তখন আমার লজ্জা
কোথায় থাকবে ? এখন বল মা কুমা, মহারাজ
কোথায় ? আমার হৃদয়ের কোথায় ?
আমার কণ্ঠরত্ন কোথায় ? আর যে আমি
সহ কষ্টে পারিনে !—আমি যে তাঁকে এক-
বার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্নত হয়ে

আসছি—বিধাতা তাতও বাধ সাধলে ? এ
নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাধিনী করবার
জন্তই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয়
থেকে ছিঁড়ে লয়ে যাবার জন্তই এ দেশে
এসেছিল ? ওঃ ! বুক যে কেটে যায়—আর
বে সহ্য হয় না ! আমার উপায় কি হবে ?
আমার অভাগা সন্তানের উপায় কি হবে ?
কে সে দুঃখিনীর ছেলের যুথপানে চাইবে ?
আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর ক'রে
কোলে কর্কে ? ওঃ ! মা ! মাগো ! আমি
রাজরাণী পথের কান্দালিনী হলেম ! রাজপুত্র
কান্দাল হ'ল ! হা ! এমন সর্বনাশ কখন
কাকর হয় না—

কুমা । মা ! আর এখানে থাকা উচিত
নয়—নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমার শিবিকা
আছে, চল মা বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে
সকলে একত্রে হাহাকার কর্কে। এতক্ষণ
হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন !—
ওঃ ! মহারাষ্ট্রকুলের গৌরবরবি আজ
অন্তিমিত হ'ল !

— — —
ববনিকা-পতন ।

বিলাপ

বা

বিভাসাগরের স্বর্গে আবাহন।

পাত্রপাত্রী

পুরুষ ।

দেবগণ, ঋষিগণ, পুণ্যাস্থাগণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বালক—(বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পোত্র),
গায়িকাগণ, সাঁওতালগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

সরস্বতী, বঙ্গভাষা, দয়া, দেবীগণ, অঙ্গরাগণ ইত্যাদি ।

প্রথম তরু ।

প্রথম দৃশ্য ।

সময়—উষা ।

(বুদ্ধিত-কমলবনে সরস্বতী আসীন)

সরস্বতী ।— গীত ।

কেন গো সংসার আজি মলিন এমন ।

পরেছে প্রকৃতি সতী শোক-আবরণ ॥

অরুণ কিরণ-রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাথা,

বিবাহ মাথিয়ে ব'র কেন গো পবন ।

সলিলে নলিনী-মালা,

কি যে আজি পেলো জালা,

নাথে হেরে নতশিরে নীরে নিমগন ।

ফুটেও ফুটে না কলি, কলিতে বসে না অলি,

ভূণ-ঢাকা নীল পাখা করে না গুঞ্জন ।

নর নারী পশু পাবী, সকলের বরে আঁধি,

জীবের যেন গো আজি নাহিক জীবন ॥

(বঙ্গভাষার প্রবেশ)

বঙ্গভাষা ।— গীত ।

আশায় পড়িল চাই ।

আহা বিভাসাগর নাই, বিভাসাগর নাই !

জীর্ণবাস দূর ক'রে, নব সাজ দিল মোরে,

সে জন নাহিক আর কার পানে চাই ।

পর-ভাষা প্রিয় জ্ঞান, রাধোঁনা আমার মান, ধূলা-মাখা খালি পায়, নতমুখে চ'লে যায়,
 রাজস্বারে অপমান যাব কার ঠাই । শিশুর অধরে নাই হাসির কিরণ ॥
 বধা হয় উচ্চ-মিষ্টা, আমার মিলে না ভিক্ষা, শিক্কক পণ্ডিত বড়, শোকে সব মর্যাদাহত,
 কে আর করিবে রক্ষা ঈশ্বরে শুধাই । শিষ্য সনে ক্ষুণ্ণ-মনে কঁদে উভরোল ।
 অভাগিনী বঙ্গভাষা কাদিয়ে বেড়াই ॥ বণিক্ বাণিজ্য ছাড়ি, আশান করেছে বাড়ী,
 সরস্বতী ।— অধ্যাপকগণ ধায় শূন্ত করি টোল ॥
 আহা কে তুমি গো বালা, মরি শোকেতে বিহ্বলা, জাতি বর্ণ নাহি ভেদ, সবাই করিছে খেদ,
 আকুলিত প্রাণে গাও শোক-গাথা । ঈশ্বর বিহনে গেছে ধর্ম্মবেশ ঘুচে ।
 কোথা এলোকেশে যাও, কেন শূন্ত পানে চাও, অন্তঃপুরে কুলবালা, ধরাসনে অঙ্গ ঢালা,
 কি তাপ তোমার হৃদে দিল বল ধাতা ॥ অবিরল অশ্রুজল আঁচলেতে মুছে ॥
 নয়নের নীর-রেখা, মলিন বয়ানে লেখা, আঁধার করিয়ে ঘর, কোথা গেলে সাধুবর,
 কার নাহি পেয়ে দেখা খুঁজিয়ে বেড়াও । তাপিত সম্মানে ফেলি কোথায় চলিলে ।
 স্বয়ং যেন চেনা চেনা, কে মা পরিচয় দে না, লক্ষ লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষ্মেতে হয়ে পূরণ,
 নারী আমি মোর কাছে লজ্জা কেন পাও ॥ তব শোকে বঙ্গ আজ ভাষায় সলিলে ॥
 বঙ্গভাষা । বীণাধিনি জিনি, কার স্মৃতিবাণী, ধূ ধূ ধূ জলে চিতা, মরেছে আমার পিতা,
 ও মা বীণাপাণি তুমি না হেথায় ? কাদিয়ে কাদিয়ে দেবি হইছ কাতর,
 জনম-দুখিনী, তোমার নন্দিনী, হা বিত্তাসাগর আহা হা বিত্তাসাগর ॥
 দেখ মা আজি গো কাদিয়ে বেড়াই ॥ সরস্বতী । আহা, নাহিক ঈশ্বর ?
 সরস্বতী । আহা বঙ্গভাষা, তোর হেন দশা, বঙ্গভাষা । বিত্তার সাগর মা গো দয়্যার সাগর !
 আর আর বাছা মোর কাছে আর । সরস্বতী । আহা,
 কেন মা কাতরা, বল বল স্মরা, বড়ই আমাদের সে মে পূজিত যতনে ।
 নলিন-নয়নে কেন ধারা বয় ॥ বঙ্গভাষা । গ্রাসে বুঝি কাল তাই অমূল্য
 কোমল বলিয়ে, কোলেতে পালিয়ে, রতনে ॥
 সকল দুহিতা হ'তে ভালবাসি । সরস্বতী । আহা,
 বঙ্গবাসিচর, কোমল-সুন্দর, তাই আজি কেঁদে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ ।
 সে সবারে তাই তোরে সঁপে আসি ॥ তাই আজি বসুমতী হলো শূন্ত জ্ঞান ॥
 কও মা গো কথা কিবা পেলে বাথা, (গীত)
 কেবা বাথা বল দিল মা তোমায় ? তাই বুঝি আজি বীণা বাজে না বাজে না ।
 বঙ্গভাষা । মা গো কি বলিব আর, এত ভূষা তবু উষা সাজে না সাজে না ॥
 আজ বঙ্গ হাহাকার, কুসুম নাহিক হাস, বাতাসেতে হা হতাশ,
 বঙ্গবাণী-শিরোমণি তাজেছে জীবন । আস পেয়ে অগ্নি বুঝি গাজে না গাজে না ।
 বিষাদ-বিষন্ন বঙ্গ, নাহি কার্য্য নাহি রঙ্গ, বঙ্গের জয়-মাঝে, শত তপ্ত শেল বাজে,
 একসঙ্গে মনোভঞ্জে করিছে রোদন ॥ আহা বিত্তাসাগর আজ রাজে না রাজে না ॥
 বিত্তার্থী বালকগণ, শোকনীরে নিমগন, বঙ্গভাষা । কোথায় আমার স্থান বল মা শুধাই,
 পিতৃহীন প্রায় করে অশৌচ গ্রহণ । বঙ্গ বিনা বঙ্গভাষা যাবে কার, ঠাই ॥

সরস্বতী । বঙ্গের মঙ্গল হেতু তোমার স্বজন ।

এই স্থানে রহ বাছা পাইবে যতন ॥

এখনও করেকজন আছে মতিমান ।

তারা তোরে সঙ্গ করে অতি প্রিয়জন ॥
বঙ্গভাষা । আশ্বাসে বিশ্বাস মা গো রাখিব
তোমার ।

মধুর মধুর কথা বল বার বার ॥

সরস্বতী । জনক জীবনকালে, পুত্র করে
অবহেলে ।

পিতার মরণে নিজ কার্য্য বুঝি লয় ।

ছিল বিজ্ঞার সাগর, না ছিল অভাব ডর,

এখন দেখিবে বঙ্গ নব অভাবর ॥

অর্থকরী পরভাষা, তাই তাহাকে পিরাসা,

মাতৃভাষে ভালবাসা নয় মূলহীন ।

প্রথম কথাই ছিলে, শিশুকালে মা মা বলে,

যেই ভাষে সে ভাষা কি তুলে কোন দিন ?

মনের সনেতে মন, যেই ভাষে আলাপন,

যে ভাষায় হাসা কঁাদা নিশার স্বপন ।

বঙ্গের সন্তানগণ, মোহঘোরে অচেতন,

একদিন একদিন চিনিবে রতন ॥

ধরার রোদন-ধারা, গেরে তুমি আশ্রয়হারা,

গোলোকে পুলক দেখে আসি মম মনে ।

পুণ্যাত্মা জৈবর অস্তে, জৈবরের পদপ্রান্তে,

বিজ্ঞার সাগর বসে শান্তি-নিকেতনে ॥

[সরস্বতী ও বঙ্গভাষার প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃষ্ট ।

—*—

কলিকাতা, নিমন্তলার ঘাট ।

(একজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ । হা কি দুর্দৈব ! কি পরিতাপ !

বঙ্গভূমি আজ শূন্য হ'ল, বঙ্গভাষা আজ পিতৃ-
হীনা হ'ল, বঙ্গবাসীর প্রতিবন্ধিহীন সমুজ্জল

প্রতিভাপূর্ণ শৌর্যবের ধন আজ করাল
কালের ঘবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হ'ল ! যাঁর
বর্ণপরিচর করে ধরিয়া মাতৃভাষার প্রথম
সোপানে আরোহণ করিয়াছি, যাঁর 'সীতার
বনবাস' 'দেভাল' পাঠে বুঝিয়াছি যে, বঙ্গ-
ভাষা অবজ্ঞার নহে, আদরের সামগ্রী, যিনি
আবজ্ঞানাদি বর্জন করিয়া দেবভাষা-প্রসূত
মাতৃভাষাকে মূললিত মূল্যের সাজে সাজাইয়া
নবীন জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার
চিত্তধুম দৃষ্টিরোধ করিয়া গগনে উথিত
হইতেছে, আজ তাই দেখিতেছি ! ওহো, চক্ষে
দেখিতেছি, তবু যে এ কথা মন বিশ্বাস
করিতে চায় না । এ কি সত্য ! সত্য সত্যই কি
বিজ্ঞাসাগর নাই ! ঐ বহিসংযুক্ত কাষ্ঠস্তূপ
সত্যই কি সেই সরস্বতীর বরপুত্রের শব
ভস্মে পরিণত করিতেছে ? বিপদের বন্ধু
আর কোথায় পাব ! সংসার-সময়ের বিষম
সমস্যার কে আর আমাদেরকে সংপর্শমর্শ
দান করিবে ? সুমিষ্ট শাসনে সেই গুরুদেব
বিনা কে আর আমাদের শতদোষ সংশোধন
করিবে ? রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোতুক-
কথায় কে আর আমাদেরকে সংশিক্ষা
প্রদান করিবে ? মানব-দেহে অনাথনাথ
হয়ে অনাথকে কে আর আশ্রয় দিবে ? হা
বিজ্ঞাসাগর ! হা বিজ্ঞাসাগর ।

নেপথ্যে । হা বিজ্ঞাসাগর ! হা বিজ্ঞা-
সাগর !

(২য় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ । না, যেথা যার না, দাঁড়িয়ে
আর দেখা যায় না ! এই যে তাই তুমি
এখানে, আমিও গালিয়ে এলেম, এ ভীষণ,
মর্শ্বঘাতী দৃষ্ট দেখে কার সাধ্য ?

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ । স্রীলোকেয়া বলে যে, দাঁত
থাক্তে দাঁতের মধ্যস্থ বোকা যার না, তা

যথার্থ। অভাব বিহনে কোন বস্তুর মূল্য উপলব্ধি হয় না, মনুষ্যের যত্নের পরই বোঝা যায় যে, তাঁহার অভাবে সংসারে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জীবনকালে তাঁহার ব্যক্তিগত মহত্বের নিকট, তাঁহার অগাধ বিজ্ঞানবুদ্ধি দয়াদাক্ষিণ্যাদি অতুলনীয় বিবিধ সঙ্গুণের সমক্ষে সকলে প্রণত হইত বটে, কিন্তু আজ তাঁর দেহাবসানে এই ক্ষণে যে ভক্তিমিশ্রিত করুণার দৃষ্ট দেখিলাম, তাহা সম্ভাবিত বলিয়া কখনও স্বপ্নেও অনুমান করি নাই। উচ্চ নীচ ভেদ নাই, সামাজিক পার্থক্যের বিচার নাই, পদ-মর্যাদার প্রাচীর ভঙ্গ হইয়াছে, দীনতার কুণ্ঠিত ভাব, সম্মানের অভিমান, কুলমহিলার অবগুণ্ঠন, বিজ্ঞানাগর বিহনে এ ক্ষণে সকলই আঞ্জি শোকসাগরে বিসর্জন হইয়াছে। এই ভাগীরথীতীর-সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী আজ এক সাধারণ পরিবারের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; একই সমবেদনার ব্যথিত হইয়া সকলে যেন এক সংসারের একমাত্র অবলম্বনের জন্য একপ্রাণে সমস্তের রোদন করিতেছে। একপ যত্নের জন্যও মনুষ্য-জীবন প্রার্থনীয় !

৩য় নাগ। যথার্থ, যথার্থ; যাবতীয় লোককে এমন শোকাকুল হইতে আর ইদানীং দেখা যায় না। তবে দুই একটি লোক একটু কাণযুগো কচ্ছিল—তারা খুব দুঃখ কচ্ছিল বটে—বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের গুণের কথা অনেক বলছিল, তবে ঐ একটু খুঁৎ; বলাবলি কচ্ছে যে, বিধবা-বিবাহের মতটা প্রচার না করলে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকিত না।

৪র্থ নাগ। যারা এই কথা বলে, তাদের দৃষ্টি নিতান্ত অন্ধ, চরিত্রবিশ্লেষণের শক্তি তাহাদের আদৌ নাই, মনুষ্যের প্রবৃত্তির

গভীরতম তলদেশে তাহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে নাই। আমি স্বয়ং একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা আমার চক্ষে মানবী নয়—দেবী। যখন দেখি, দৈহিক বৃত্তি-সমুদয় পতির চিত্তের ভ্রম করিয়া জালাময় প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করত স্বামীস্বর্গকামনার বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তখন তাঁহাদের চরণে মন্তক স্বতঃ অবনত হয়। কিন্তু যখন বিজ্ঞানাগর বন্ধের বিধবার হৃৎথে কাতর হন, তখন সে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা কর সংসারে ছিল? তখন পান্চাত্য শিক্ষার প্রথম ভোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ইংরাজ-সমাজের যত মলা আবর্জ্জনা দি ভাসিয়া আসিয়া আমাদের সমাজের শান্ত সলিলকে কলুষিত করিতেছিল, সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের পবিত্রত্ব অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, সহধর্ম্মিণী বিলাসিনীতে পরিণত হইয়াছিল, বিজ্ঞানমন্ডর, নিধুর টপ্পা অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের স্থান অধিকার করিতেছিল, ভোগবিলাস স্বার্থস্থ ইষ্টমন্ডের কাষ্য করিতে আরম্ভ করিল; পিতা রোহিত মন্তের মূণ্ড উদরসাৎ করিলেন, ভৃত্য পক্ষের বিমাতা সেই পাতে প্রসাদ পাইলেন, পুরোহিত আত্মবস কীর খদিকা-সংযোগে ফলাহার করিয়া একাদশী-ব্রত-পালনে পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন, আর একাদশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা সেই জ্যোতের নিদায়ে জলবিন্দু জিহবার না দিয়া ধর্ম্মরক্ষক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের আহ্বানকালে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, নিশাসমাগমে লালসা উদ্বীপনকারী বিলাসবেশে বিভূষিতা হইয়া সজিনী সধবাগণ স্বামীসঙ্গে পালকে সুকোমল শয্যা শয়ন করিলেন, আর রুক-কেশা মলিনবেশা কোমল-পতিহীনা বাল্য

পার্ব্ব কুটীরে কঠোর শয্যায় মুহূর্ত্ত-মিশ্রিত
কল্প-অগ্নি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া যামিনী-
যাপন করিল। কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কি উপ-
দেশ পাইয়া, কি সঙ্গুণে, সে বয়ঃসন্তাব-
মূলভ মনোবৃত্তি দেহের আসক্তি নিবৃত্ত
করিবে? — উপদেষ্টা নাই, সাধুসঙ্গ নাই,
কাজেই আপনাকে সর্বস্বত্বে বঞ্চিতা উৎ-
পীড়িতা জানে চক্ষু হ'তে অশ্রুজল প্রবাহিত
করিতে লাগিল; বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সেই
অশ্রুকণা মিশ্রিত হইয়া দয়ার সাগরে করু-
ণার তরঙ্গ উৎপত্তি করিল। তিনি যে ব্রত
অবলম্বন করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিলেন, সে ব্রতের সমক্ষে সকল আপত্তি
তিরোহিত হইত; সেই মহাব্রত—দয়া,—
দান তার অন্তর্ধান। বিদ্যাসাগরের প্রতি
কার্য্যে দেখিবে, দান বই আর কিছু নাই। যে
দয়াব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি ভাষাকে জীবন-
দান, সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যদান, অজ্ঞানকে
জ্ঞানদান, শোকাতুরকে প্রবোধদান, ভগ্ন-
র্ত্তকে অভয়দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান,
স্বাধীনকে অন্নদান করিয়াছিলেন, সেই
দয়াব্রতের অন্তর্ধানেই পতিসঙ্গ-জ্ঞান-রহিতা
কুমারী বিধবার কাতরতাতে কাতর হইয়া
তাহাদিগকে পতিদানে উদ্ভোগী হইয়া-
ছিলেন। দয়া জাগিয়া উঠিলে বিদ্যাসাগরের
হৃদয়ে অত্ন কোন বৃত্তি তর্ক জ্ঞান স্থান পাইত
না, স্বদেশবৎসল বীর মাতৃভূমি-রক্ষার্থ
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে
নরহত্যা-পাপের কথা উদয় হয় না, অস্ত্রের
কথা দূরে থাক, আভ্যন্তরিক কলহ বশতঃ
শোণিতাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থা-
পনার্থ শাস্তিদান-কামনায়, দীন দুর্ব্বলকে
রক্ষা করিতে যখন ভগবান্ নারায়ণ দীননাথ
রূপে অবতীর্ণ হন, তখন কুরুক্ষেত্রে বা
যজুবংশধরসকালে, হত্যা মিথ্যা জাতিনাশ

আদি পাপ বলিয়া গ্রন্থ না করিয়া কেবল
দীনের সহায় হইয়া “দীননাথ” নাম কিনিয়া
গিয়াছেন, সেইরূপ বিদ্যাসাগরও সমাজবন্ধন,
লৌকিক নিয়ম, প্রতিপক্ষের তাড়ন তুচ্ছ
জ্ঞান করিয়া একমাত্র কৌমার-বিধবার
কাতরতায় আকুল হইয়া “দয়ার সাগর”
নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

৩য় নাগ। বটে বটে ঠিক; বিদ্যাসাগর
যে দয়াবান্ ছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার
করিবে? কিন্তু বিধবা-বিবাহটা হিন্দুর প্রাণে
কেমন কেমন লাগে, তাই লোকে বলাবলি
করে।

৪র্থ নাগ। হিন্দু কই? হিঁদুয়ানী কে
রাখে? এমন সংসার যদি থাকে, যেখানে
সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়,
যেখানে কঠা গৃহীকে বিলাসের সামগ্রী
না করিয়া সহধর্ম্মিণী ভাবেন, পত্নী পতিকে
শয্যাগুরু না ভাবিয়া ধর্ম্মগুরু জানে, “পতি-
ব্রজা পতিবিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ” বলিয়া
পূজা করেন, বিধবার প্রতি গৃহস্থ সকলে
সমবেদনা জানাইয়া সাহায্য-বাক্যে ও
সদৃষ্টান্তে ব্রহ্মচার্য্য শিক্ষা দেন, দেবপূজাদিতে
রত রাখিয়া পুণ্যপাঠাদি শ্রবণ করাইয়া
আত্মসংযমে প্রবৃত্তি দেন, সেখানে বিধবার
বদনে প্রশান্ত বিবাদ দেখিতে পাইবে, কিন্তু
দৈহিক লালসায় নব-পতি অভিলাষ নয়নে
লক্ষিত হইবে না। আর বিদ্যাসাগর হিন্দু-
শাস্ত্র-সাগর মন্বন করিয়াই বিধবা-বিবাহের
ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন; যে শাস্ত্রিক রের
মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা
সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; সংস্কৃত ব্যাকরণের
স্থিতিস্থাপকতা-গুণে ও ব্যাখ্যাকারিগণের
পাণ্ডিত্যপ্রভায় তাঁহার উক্ত শ্লোকচয়ের
বিপরীতার্থও করা যায় সত্য, কিন্তু এ কথা
বোধ হয় যে, তাঁহার শত্রুগণও বলিবে না যে,

বিজ্ঞানাগর মহাশয় করুণার বেশে দৃঢ়বিশ্বাসে ঋষিবাক্যে নির্ভর না করিয়া, পাশ্চাত্য প্রথার দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজ-সংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহের উত্তোগী হইয়াছিলেন। আচারে ব্যবহারে, নিষ্ঠায় ক্রিয়ায় আজকাল আজীবন করুজন তাঁহার জায় হিন্দুধর্ম প্রতিপালন করিতেছে ? আর পরিচ্ছদ—এই যে জাতীয়-স্বতা জাতীয়তা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব—হুই পাত ইংরাজী পড়িলেই সকলই কোট-পেন্ট-লে-নের কবলগত হয় ; কিন্তু ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার সঙ্গেও রাজপ্রসাদকে তুচ্ছ করিয়া বিদ্যাাগর মহাশয় সেট চিরপ্রচলিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বেশে আজীবন ক্লেপণ করিয়া গিয়াছেন। মাতা পিতাকে অয়ে বঞ্চিত করিয়া সপাত্ৰকা দেবগৃহে উপবেশন করত যবন-জন-প্রিয় পক্ষী-মাংস সংযোগে স্নেচ্ছান্ন ভোজন করিয়া বিধবা-বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাগরের জায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্যপালনাক্ষমা বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

১ম নাগ। যাক, ও সব তর্ক-বিতর্কের দিন আজ নয়, আজ দোষ-গুণ-বিচারের দিন নয়, কাঁদিবার দিন, এস সকলে মিলিয়া নয়নজলে তাঁর চিত্তাভ্রম খোঁত করি, আর তাঁহার কোন অরণ্যার্থ চিহ্নস্থাপনবিষয়ে স্থির করি।

২ম নাগ। তাঁহার অরণ্যার্থ চিহ্ন তো তিনি আপনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন তিনি সকলের স্মৃতিপথে বিরাজ করিবেন, যে যে ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, সেই সেই ব্যক্তিই তাঁহার অরণ্যার্থ চিহ্ন ; যত জন তাঁহার অর্থে অল্পকম্পায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

পদসম্মন লাভ করিয়াছে, তাঁরা সকলেই তাঁর অরণ্যার্থ চিহ্ন ; তাঁহার স্থাপিত বিজ্ঞান-মন্দির সকল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী, তাঁহার দানভাণ্ডার সকলই তাঁর অক্ষয় অরণ্য-চিহ্ন ; তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবে, তাঁহার জন্ত আবার অস্ত্র অরণ্যচিহ্নের প্রয়োজন কি ?

১ম নাগ। না না, কি জান, তবু এখন-কার একটা প্রথা হয়েছে, একটা পরিদৃষ্টমান স্থায়ী অরণ্যচিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক না হ'লে আমাদের দেশের কলঙ্ক হবে।

২ম নাগ। কি, পটপ্রতিমা ? যে মহাত্মা যাবজ্জীবন আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার মর্ত্যের কার্যের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে এরূপ সম্মানপ্রদর্শন কখনই তাঁহার অহুমোদিত হইবে না। চিত্র তো তাঁর প্রতি হৃদয়ে অঙ্কিত, দেবদেবীর পটের সঙ্গে বিজ্ঞানাগরের পট বহু গৃহে বিরাজ করিতেছে, ভবিষ্যতে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আদর্শ মহাপুরুষের প্রদর্শিত সংপথের অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণি-মাত্রও অগ্রবর্তী হইতে পারিলে আমরা তাঁহার যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিব। তবে লৌকিকতার অহুরোধে একান্তই যদি কোন দর্শন-চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার মতে বৈদেশিক চিত্রকর-ভাস্করাদির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, যে মহাকাব্যের জন্ত তিনি ধন মন প্রাণ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন কার্য করা উচিত ; একটা অনাধাভ্রম-স্থাপন, যেখানে অনন্তোপায় বালকগণ গ্রাসাচ্ছাদন ও বিজ্ঞান-দান প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করত যাবজ্জীবন সেই মহাপুরুষ বিজ্ঞানাগরের নাম গান করিতে পারে, ইহাই বোধ হয়, সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

নেপথ্যে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !
নাগরিগণ । শেষ কার্য অবসান,—
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

তৃতীয় দৃশ্য ।

(একজন আত্মীয়ের প্রবেশ)

আত্মীয় । হরিবোল হরিবোল হরিবোল,
আর কি, সব শেষ হ'ল, খুব কাজে এসেছি-
লেম, খুব দেখেলেম, দীপ্তির আধার সেই
প্রশান্ত ললাটে, সেই করণাপূর্ণ সহাস্য বদন
আজ হতাশনে আচ্ছন্ন দিলেম, যে স্নেহমাখা
বাহুগল পরিতবাসী অসভ্য সাঁওতালদিগ-
কেও সন্তানের ছায় আলিঙ্গন করিত, যে
পদপ্রান্তে লুপ্ত হইতে মন সত্য-লালসিত
হইত, সেই সকলই আজ বহ্নিস্থে ভস্মসাৎ
করিলাম । হা বিজ্ঞাসাগর, হা বিজ্ঞাসাগর !
যারে সকলে চায়, সেই চ'লে যায়, যে অনে-
কের আশ্রয়, কাল ভায়ে আগেই নেয়, হা
বিজ্ঞাসাগর ! হা বিজ্ঞাসাগর !

সকলে । হা বিজ্ঞাসাগর, হা বিজ্ঞাসাগর !
গীত ।

জান না রে মায়াহীন দীপ্ত হতাশন ।
কার কম কামাধানি করিলি দাহন ॥
জন্মে যার ধরা ধস্ত, যার নামে বদ মান্ত,
আলো করেছিল বঙ্গ-সাহিত্য-কানন ।
দয়ার ক্ষীর-সাগর, ছিল রে বিজ্ঞাসাগর,
কেন রে কঠোর কাল করিলি হরণ !
করে বর্ণপরিচয়, সুকুমার শিশুচর,
অঁধি-জলে ভেসে যায় মলিন বদন ।
প্রবীণের প্রশ্ন করে, দীন কঁদে জ্বর তরে,
বালিকা বিধবা কঁদে করিয়ে শ্ররণ ।
প্রতিভার পরিপূর্ণ, দারিদ্র্যের দর্প চূর্ণ,
সে সাগর-মাঝে ছিল কত রে রতন,
(অনন্ত সাগরে) আহা বিজ্ঞাসাগর মিলন ।
[সকলের প্রস্থান ।

কর্নাটার সমিহিত পার্শ্বতাপ্রবেশ ।

(একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । বোস, দাদা, বোস, এই গাছ-
তলায় বাঁসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়া যাক,
এখন আর পথ চলা অভ্যাস নাই, খানিকটা
এসেই হাঁকিয়ে গেছি ।

বালক । দাদা, কখন কলকতা দেখব ?
ব্রাহ্মণ । এই একটু জিরিয়েই চলতে
আরম্ভ করব আর কি, সন্ধ্যা নাগাদ ইন্ডিয়ানে
পৌঁছিব, সেখানে একটু জলটল খেয়ে নিয়ে
রাত্রেই গাড়াতে চড়ব, কলকতায় গিয়ে
ভোর হবে ।

বালক । হ্যাঁ দাদা, কলকতায় গিয়ে
ঘোড়াগাড়ী চড়ব ?

ব্রাহ্মণ । অদৃষ্ট থাকে, দেবতা বামুনের
আশীর্বাদে চড়বে বই কি, মন দিয়ে লেখা-
পড়া শিখতে পার, আপনার কাজ গুছিয়ে
নিতে পার, সুখী হতে পারবে ; সেই আশা,
তেই ব্রাহ্মণীকে কানিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে মায়া
কাটিয়ে তোমার কলকতায় রেখে আসতে
যাচ্ছি ।

বালক । কার কাছে আমার রেখে
আসবে দাদা ? তুমি না থাকলে, ঠাকুরমা
না থাকলে আমি একলা কার কাছে থাকব
দাদা ?

ব্রাহ্মণ । দাদা, যার কাছে রেখে আসতে
যাচ্ছি, তাঁর কাছে তুমি আমার চেয়েও বড়
পাবে ।

বালক । তিনি কে দাদা ?

ব্রাহ্মণ । তিনি পরিবের মা বাপ, দয়ার
সাগর বিজ্ঞাসাগর ।

(দয়ার প্রবেশ)

দয়া। “দয়ার সাগর বিতাসাধর,” এখানেও
ঐ নাম শুনি, যেখানে যাই, ঐ নাম।
হেথায় গিরিমালাও কি শোকভরে ঐ মধুর
নাম প্রতিধ্বনি কাচে ? আহা ! ও কে হুটী
ব’সে ? আহা, নিবিয়া ছেলেটী, সঙ্গে স্ববির
ব্রাহ্মণ, বোধ হয়, পথিক পথপ্রান্তে কাতর ;
কে বাচা তোমরা এখানে ব’সে ? তোমরা
কি পথপ্রান্তে কাতর হয়েছ ?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটী আমার অতি শিশু,
আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই রৌদ্রে
পর্যন্তপথে চ’লে বড়ই কাতর হ’য়েছিলাম
বটে, কিন্তু বাছা, তোমার মুখ দেখে, তোমার
মিষ্ট কথা শুনে ক্লান্তি যেন কোথায় চ’লে
গেল, যেহে যেন নূতন বল পেলেম, কে মা
তুমি ? কোথায় বাড়ী তোমার মা ? কার
ঘর তুমি আলো করেছ ?

দয়া। বাছা, ঘর আমার বিষ্ণুপুর,
মনে কল্লই কাছে, মনে কল্লই দূর !
আমার বাপের নামটী দয়াময়,
নাম কল্লই যম পায় ভয়,
আমি তাঁর মেয়ে ব’লে,
আমায় লোকে দয়া বলে ;
ঐশ্বৰ্য্যের তাঁর নাই সীমানা,
লুটুক যে সে নাইক মানা।
বাবার সবার প্রতি দয়া,
কেবল মেয়েকে নাই মায়া ;
চিরদিনই হা হতাশ,
চিরদিনই বনে বাস ;
দয়ার পানে দয়া ক’রে
স্থান দেয় না কেউ ত ঘরে।
কিচিং কারুর দয়া হয়
যদি দয়ার দেয় আশ্রয়,
অগ্নি কান্না কাটনী বেদনা যেথা,
হাত ধ’রে মোর নে যায় লেখা।

যুছি যুছাই চক্কর জল,
জন্মে আমার কর্মফল।

ব্রাহ্মণ। আহা, বড় ঘরের মেয়ে হয়ে
এত দুঃখ পাচ্ছ ? আমরা কলকাতায় যাচ্ছি,
আমাদের সঙ্গে বাবে ?

দয়া। সেখায় তোমরা কি করতে যাচ্ছ
বাবা ?

ব্রাহ্মণ। বাছা, আমরা চঃখী, তুমিও চঃখী,
বিশেষ মা, তোমার নামটীও দয়া, মুখটীও
যেন মায়া-মাখা, তোমার কাছে দুঃখের
কথা বলি। যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মতর ছিল, জমীদার
মহাশয় তা কেড়ে নিয়েছেন, ছেলেটী তেমন
লেখাপড়া শেখেনি, তার রুগ, নিজের এই
স্ববির অবস্থা, দিন চলা ভার, পিতৃপিতামহের
নাম রাখবার ভরসা এই পৌত্রটী, এ যদি
লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে মাছুষ হয়, তবেই
ব্রাহ্মণের ঘরটা বজায় থাকে, লেখাপড়া
শেখাবার সঙ্গতিও নাই, এত দিন কিছুই
কতে পারিনি, সম্প্রতি কিছুদিন ত’লো, কল-
কাতা থেকে একজন মহাপুরুষ এসে এখানে
বাস করেছিলেন, পরস্পরায় শুনলেম যে,
তাঁর অতুল বিনায়া, অসীম দয়া, এমন কি, এই
পাহাড়ী সাঁওতালগুলোকে তিনি মানুষ ক’রে
ভুলেছেন, তাঁদের বামো হ’লে চিকিৎসা,
তাঁদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা কিছুতেই
যত্ন কর্তে, অর্থব্যয় করতে ক্রটি করেননি।
এই সাঁওতালেরা তাঁহার নাম শুনে নাচে,
কাঁদে, হাসে, তাঁরে বাবা ব’লে ডাকে।

দয়া। আহা, পরের দুঃখ মাখায় করে,
কজন এমন এ সংসারে ?

মরেও সে জন হয় অমর।

হ্যাঁ, কি বল তার পর ?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর
কাছে এসে সব কথা খুলে বল্লেম, শুনে ব্রাহ্ম-
ণের দুই চক্ষু দিয়ে জলধারা পড়তে লাগল।

শ্রীধরকে আমার কোলে তুলে নিয়ে বললেন,
‘ঠাকুর, ছেলেটা আমার দিন, আমি একে
আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ
ক’রে দেব, এর কোন ভাবনা আপনাকে
ভাবতে হলে না, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে
দেখে যাবেন, তার যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত
আমার কাছে থেকে পাবেন। সে সময় এর
বাপের পীড়া কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ
ব্রাহ্মণীকে আর বৌমাকে বোঝাতে না পারায়
সঙ্গে দিতে পারিনি। এখন সকলকে বুঝিয়ে
সুঝিয়ে তাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি। দশ
দিন চখের আড়ালে থেকে যদি মানুষ হয়,
ভবিষ্যতে ওর ভাল হয়, মিছা মায়া ক’রে সে
কার্য্যে বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে স্বায়-
সম্মত নয়, বিশেষ সে মহাপুরুষকে দে’খে
আর কথা শুনে আমার তাঁর প্রতি বড়ই
শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয়েছে।

দয়্য। ইঁ! বাছা, নিয়ে যাচ্ছ যঁর কাছে,
সংসারে তেমন কজন আছে ?

ব্রাহ্মণ। মা, এ সংসারে তাঁর দ্বিতীয়
নাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎ দয়্যার
সাগর।

দয়্য। ঠাকুর, কি বলে, বিদ্যাসাগর।
ওগো সেই যে আশায় কর্ত্ত আমর।

আহা! সেখা যেও না যেও না,
তার দেখা পাবে না পাবে না।

এ ধরা পাগে ভরা,
আপন নিয়ে সবাই মরা;
অমন মানুষ কি হেথায় রয়,
ভবের জালা সে কদিন সয় ?

ব্রাহ্মণ। কি বল বাছা, কি বল বাছা,
বিদ্যাসাগর মশাই নাই। তাঁর স্বর্গগাত
হয়েছে! আমি যে বড় আশা ক’রে এই বৃদ্ধ-
বয়সে পথকষ্ট স্নেহে এই পৌত্রটীকে তাঁর
হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলাম; না না, তোমার

তুল হয়েছে, তুমি মিছে শুনেছ; অমন মানুষ
গেলে কাঙালের উপায় কি হবে? অনাথেরা
আর কার কাছে দাঁড়াবে? এই সঁওভালেরা
ত পাঁহাড় থেকে ঝাঁপ দেবে। বাছা তুমি
সত্য বলছ? কোথা শুনেলে, কার কাছে এ
সংবাদ পেলে ?

দয়্য। বাছা, সে ছিল আশ্রয় আমার,
ছুংখের ধরায় দয়্যার আধার;
সাথে ক’রে মোরে ঘেত ঘরে ঘরে,
রোদন দেখলে বদন মুছাত;
ব্যথা পেয়ে নিজে
পরের ব্যথা ঘুচাত।

বাছা, তার কত গুণ আমিই জানি,
তারে খুব চিনি খুব চিনি।
পালাল পাখী ফাঁকি দে উড়ে,
ভাঙা খাঁচাখানা গেছে পুড়ে;
দুঃখীর মায়া তুলতে নারি,
আধার খুঁজে ঘুরি ফিরি,
ঘাও বাছা ঘাও ফিরে ঘর,
তোদের নাইক আর বিদ্যাসাগর।

ব্রাহ্মণ। কি সর্কনাশ, সতাই তবে বিদ্যা-
সাগর নাই! হাজার হাজার নিরাশ কাঙাল
যঁর মুখ চেয়ে আশা পেত, তাঁর মৃত্যু হ’ল!
থাকবে কেন, থাকবে কেন, অমন দয়্যার
চিরকাল থাকলে পৃথিবী হতে যে কাঙাল
নাম লোপ পাবে। যে বিদ্যার তুফান, তুফান
জালায় আত্মীয়ের কাছে স্থান পার নাই,
বন্ধুর কাছে স্থান পায় নাই, প্রতিবেশীর
কাছে নিরাশ হয়েছে, কোথায়ও যঁর
আশ্রয় ছিল না, তারই আশ্রয় ছিল
বিদ্যাসাগর। হা দীনবন্ধু, হা পরমেশ্বর!
ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট!

বালক। দাদা, কীদুই কেন, কল্কেতার
চল না।

ব্রাহ্মণ। আর কল্কেতার যাব, কার

কাছে ঘাব, বড় আশার ছাই পড়ল, গরিব
ব্রাহ্মণের অঙ্কুশে বিভাসাগর চ'লে গেল ।

দয়া ! ঠাকুর, কঁাদলে যদি সে আসে,
আমিও কঁাদি ব'সে ।

যা হবার তা হয়ে গেছে,

দুঃখ আর করবে মিছে ;

ভাব দয়াময় হৃদয়কেশে,

কাল ঘাবে না দুঃখ-ক্লেশে ।

সাগরের শিখা অগণন,

আর যত ভক্তজন

রাখতে তাঁর স্মরণ

করেছে মনন

দেবে অনাথে আশ্রয়,

ভেব না, ঘুচবে ভয় ঘুচবে ভয়

ছেলেটীর হাতে ধ'রে

যাও বাছা ফিরে ঘরে,

কাঁদছ যঁার মরণে, তাঁর স্মরণে

কেলে ছুটো ফোঁটা অশ্রু-তল—

ডাকলে পরে মঙ্গলমরে

সবই হবে সুমঙ্গল ।

ব্রাহ্মণ ! এস দাদা, ফিরে চল আর কি ।

হা মধুসূদন, হা ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ! বিভাসাগর
গেল, কি হল, কি হল !

[ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রস্থান ।

(সাঁওতালগণের প্রবেশ)

১ম সাঁও । সত্বা নাশ ভাই সত্বা নাশ ভাই ।

২য় সাঁও । মল ঠাকুর গোসাই, মল ঠাকুর
গোসাই ।

৩য় সাঁও । কাল যমরার মুখে ছাই, মুখে
ছাই ।

৪র্থ সাঁও । মোরা কোথা যাই আর কার
খাই ।

সকলে । চল জঙ্গল বাই আর পণ্ডিত নাই,
পণ্ডিত নাই ।

গীত ।

কি কঠিন জান তোর দেও রে ।

যমরা হামরা বাপ ছিনি নিলি রে ।

সাগর মোদের বাবা, সে সাগর মোদের মা,

গেল বাপ মাতারি মোরা কোথা যাই রে ॥

পণ্ডিত বাবা যেমন, মিলে না ছুটা তেমন,

জলা কপাল সাঁওতালে কে আর পালে-রে ।

কে খেলাবে আর মুঠা ভাত,

ঘুমবে কে আর লিয়ে হাত,

জঙ্গলী যানা ফের জঙ্গলী হব বে ।

খেলিয়া ছেলিয়া সাধ, শিখায়ে কেতাবী বাত,

রাতকা করবে দিন পণ্ডিত বিনা রে ।

চল পাহাড়মে চ'ড়ে, সব কই গির প'ড়ে,

জানসে আর কাজ নাই পণ্ডিত গিয়া রে ॥

[প্রস্থান ।

দয়া । আহা বাঁঘের সনে থাকে বনে

এরাও ব্যাধা পেলে প্রাণে ।

কোথায় গেল বিভাসাগর

তোমার জন্তে সবাই কাতর

আশ্রয়বিহীন করি পালালে আশ্রয়—

কাঁদিতে রাধিয়া গেলে দয়ারে ধরায় ॥

গীত ।

একবার এসে দেখে যাও ।

আকুল সকলে করুণ-নয়নে চাঁও ॥

তোমার বিচ্ছেদে, কত লোক কঁাদে,

সে সবারে হেরে কোমল অন্তরে,

দেখ দেখি, দেখি ব্যাধা পাও কি না পাও ।

গোলোক ত্যজিয়ে, ভুলোকে আসিয়ে,

অতি শোক'ভরে প্রতি ঘরে ঘরে,

শব সম প'ড়ে সব, কোলে তুলে নাও ॥

হা বিভাসাগর, দয়া যে কাতর,

তোমার বিহনে, আমি বলহীনে,

দয়ার আধার দারে দয়ারে বাঁচাও ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বর্গ-পথ ।

(ঋষিগণ)

১ম ঋষি। বিহ্নুলোকে আজি লীলা অহুপম
কিসের কারণ হেন মহাসমাগম—

২য় ঋষি। ধরায় মানব লীলা করি অবসান
পশিবে গোলোকে এক মহাপূণ্যবান,
আবাহন করিবারে সেই মহাজনে
সকল দেবতা আজি মিলে একসনে ।

১ম ঋষি। কি যাগ তপস্যা করি সেই নয়বর
দেবের সমাজে পায় এ হেন আদর ?
যে পদ প্রাণে মোরা ত্যজিয়ে সংসার
আশিষ্য করিতেছি বিজনে বিহার,
অনাধারে অনির্ভায় ঋতুর পীড়ন,
সহ করি মোরা তপ অহুক্ষণ,
দেবের দুলভ ধন সে পদ আশ্রয়,
সংসারী মানব বল কি পুণ্যেতে পায় ?

২য় ঋষি। সাধুর চরিত্র কথা কি বলিব—
দেববার্ষ্য সাধিবারে বহে দেহভার,
তপ জপ ক্রিয়া বর্ষ নিজ প্রয়োজন
লোকধিত তরে এঁর ধরায় গমন ।
ছলেতে ভূষায় কলি লইয়ে মানব
এবার সৃজিছে ভবে নূতন মানব—
পাসরিয়া দেবগুণ মত্ত আত্মজ্ঞানে,
দেবগুণ বৃত্তিচর কিছু নাহি মানে,
পিতা মাতা জন্ত অন্ন দানিতে কাতর
সৌন্দর্যের মৃত্যুকালে হাসে সঙ্কটময়,
স্বার্থ হেতু কতমত করে কদাচার
পাপ স্পর্শের সাগর বর্ণনে তাহার—
সম্ভাষণ হেতু যার আজি আয়োজন
কলি হতে বলী ছিল সেই সাধুজন ।
সত্যের মানবমুখ সদা সত্যে রত
দেবজ্ঞানে বাপ-মায় পূজা অবিরত ।

জাতি বর্ণ ভেদ নাই কিবা মরনারী
দুঃখের বারতা পেলে ঋষি আশি-বারি ।
সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে
কাটাইল নয়লীলা বিছা বিতরণে,
দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে
নিজ স্মৃতি দিয়ে ডায়্য পরহুঃ তরে ।
যে নামে দৈব পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায় ।
বিদ্যার সাগর সেই দ্বার আধার
আসিছেন অমর্য করিতে বিহার ।

২য় ঋষি। তোমার মধুর ভাষ শুনি ঋষিবর
নয়বরে দেখিবারে আকুল অন্তর ।
পূণ্যবান সন্নিধান চল শীঘ্রগতি
দেবগণমাঝে যথা কমলার পতি ।
১ম ঋষি। বিবিধ বাহনে যত সুরপুরবাসী
চলেছে গোলোকপথে পুলকেতে ভাসি ।
সহর্ষে দেবর্ষি যত নরেন্দ্রের সাথে
বাছ ভুলে প্রাণ খুলে হরিগুণে মাতে ।
দেববালাগণ করে মঙ্গল আচার
পবন আপনি বয় পুণ্য সমাচার ।
পরিয়া বিচিত্র বেশ অঙ্গরের বালা
হেসে চলে দলে দলে করে ফুলমালা ।
চল হেরি হরিপদ তাপবিনাশন
বিদ্যার সাগর যথা পাইল আসন ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—*—

বৈকুণ্ঠপুরী ।

দেবদেবী, পুণ্যাত্মা ও অপরাগণ সমবেত,

.বিজ্ঞানসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন ।

অপরাগণ । — গীত ।

কর পুষ্প বরষণ ।

বরষ কুঙ্কম চুয়া বরষ চন্দন ॥

মুক্তি-বার খোল দ্বারা, ঢাল শান্তি বারি-বারা,

ধরা হ'তে হবে তেথা সাধু আগমন ।

মেঘ মেঘ মেঘ চেয়ে, দেবের আদর পেয়ে,

ঈশ্বর-চরণে হ'ল ঈশ্বর মিলন ॥

নাহি অস্থি চর্ম মায়া, জ্যোতির্গর ছায়া কায়া,

দেবমাঝে দেবসাজে দিল দরশন ।

বিজ্ঞান সাগর ব'লে, খ্যাত ছিল মহৌত্তলে,

দয়ার সাগর ব'লে স্বর্গে আবাহন ।

যবনিকা-পতন ।

গান ও কবিতা

বন্দে মাতরম্ ।

১

আমার বাঙলা কাঁড়াল কিসে বল।

কোথায় এমন মোলাম মাটা,

ঘাস-ফসলের পরিপাটি,

এমন মিঠে ফল ॥

২

বনের ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ঢালা,

মায়ের অঙ্গভরা ফুলের মালা;

আবার নদীনালায় নৌকা

ডেলায় লক্ষী চলাচল

৩

কোথায় মরাই মরাই ধানের মোটে,

ভিটের উঠানেতে পদ্ম ফোটে,

কোথায় গোঠে গোঠে ধেয় ছোটে,

হুধে স্রুধার পরিমল ॥

৪

কোথায় এমন বিমল বাতাস বয়,

নাশে নিশার মসী শশীর হাসি,

এমন মধুর সুর্য্যোদয়;

কোথায় ছয় ঋতুতে চাবের ক্ষেতে,

বলদ বয় হল ॥

৫

কোথায় কোলে কোলে ভাতের থালা,

সবার মাথার ওপর শোবার চালা,

কোথায় গাছের ডালে পিটে ফলে,

ফলের খোলে চিনির জল ॥

৬

কোথায় সাজিয়ে মাকে দশভুজা,

এত ভক্তিতরে হয় গো পূজা;

কোথায় বাজিয়ে বাজা, বাগ্গেবীর পায়

সবাই দেয় গো শতদল ॥

৭

বাঙলাভূমির বাঁশবাগানে,

আছে গুপ্তশক্তি কে না জানে;

আজও মাথলে ম চাঁ, ধরলে লাঠি,

পারি কাঁপিয়ে দিতে ধরাতল ॥

৮

বাঙলা কাঁড়াল কিছুর নয়,

কেবল এক ভূত ধরেছে “ভয়,”

সেটা কিছই নয় গো কিছই নয়

মিছে মোহের ছল,—

বলে জয় জয় জয় বন্দমাতা

আন মনের বল ॥

তাই আশায় এসেছি ছুরারে গোষ্ঠী

কাদিরে উঠিছে প্রাণ দেশের হাহাকারে গো ।

(আহা) তারা ক্ষুধার কাতর জ্যোতিহীন অঁখি

অতি ক্ষীণ অঙ্গ যেতে যমালয় বাকি,

জেনে অন্তরঙ্গ আজি পূর্ব্বদ,

কৈদে ডাকিছে তোমা সবায় গো ।

কেহ আহাৰ্য্য বিহনে অসহ আলার,

বৃক্ষ ডালে ঝোলে নিজের দড়ি দেয় গলার,

কা'রে আপনি শমন করে আবাহন,

উপবাস তার বারে গো ॥

কেহ জঠর-জালায় ভীষণ জলিয়ে
প্রোত পাগলের প্রায় মমতা দলিয়ে,
ইহ পরকাল সকল তুলিয়ে,
প্রিয় পুত্র কস্তা দারী মারে গো ।

আহা সাথে পিতা তার হৃথের সংসার,
ধরে অন্নের অভাবে শ্মশান আকার,
স্বহস্তে সবার করিয়ে সংহার,

(হতভাগা) ছোটো রাজঘারে গো ॥

(ওগো) বড় জালা এ পেটের জালা,
তার চেয়ে জালা সদা খালা পালা,
হু' সন্ধ্যা হু' বেলা কীদে ছেলৈগুলা,

বিনা খেদে ক্ষিদে চাপে পরিবারে গো !

বন্দে মাতবম্ মস্ত্রে পাইয়াছ দৌকা,
মা ব'লে ডাকিতে বন্ধ করেছ তো শিক্ষা,
আজি স্বদেশী সোদর মাগিতেছে ভিক্ষা

ভেসে নয়ন আসারে গো ॥

বন্ধ-জননীর চক্ষু দেখে বহে নীর,
শোষণে শুকায়ে গেছে হৃদি-ক্ষীর,
সন্তান রোদনে অধীর, ফিরে ভিখারিণী মা
আজি ঘারে ঘারে গো ।

মা'র পেটের ভাই মরে ভাতের জন্ত,
কেমনে বল না স্থখে মুখে তুলি অন্ন,
(এস) জীবন করি শূন্য,

দিয়ে পাতের ভাতের ভাগ অভাগারে—

আহা তারা মরে গো, মরে গো,
আমার মার ছেলেমেয়ে মরে অনাহারে গো ॥

ক্ষুধায় কাতর, আগছে জঠর,
হুয়ারে ভিখারী মা ।

দেহ জরজর, মর মর মর,
বিপন্ন বেচারী মা ॥

ভদ্র কি ইতর সব একাকার,
হা অন্ন হা অন্ন করণ চাঁৎকার,
স্বদেশী তোমার হাজার হাজার,
আজি অনাহারী মা ।

পূর্ববঙ্গে বড় পড়েছে আকাল,
নিভান উছন খেতে নাহি চাল,
শেল করিমপুর, গেল বরিশাল,
সহে ময়মনসিংহ দুখ ভারি মা ॥
ক্যান ভিক্ষা মাগে কেহ পায়ে পড়ি,
কড়ি বিনে কেহ গলে দেয় দড়ি,
হতাশ উন্মাদে নিজে মেরে বাড়ি,
বধে পুত্র কস্তা নারী মা ।

অন্নপূর্ণারূপে বিতর মা অন্ন,
কর ভাগ্যবতি কর মহাপুণ্য,
নিজে হও ধন্ত, নাশ দেশের দৈন্ত,
নিরন্ন সন্তান তোমার মা ॥
ভীষণ ছুদ্দিনে কর অন্নদান,
এস বঙ্গবাসী মাতার সন্তান,
রাখ উদর-জালায় সোদরের প্রাণ,
মুছাও নয়নবারি মা ॥

— — —

হরি-সঙ্কীর্তন ।

এস কৃষ্ণ তিষ্ঠ এই দীনের হৃদয়-মাঝে ।
তপনতনয়াতটে বিরাজিতে যেমন
মোহন সাজে ॥

(লোকা)

একবার দেখি ওই সুধামাখা মুখে হাসি,
শুনি ওহে প্রেমে বাজুক ব্রজের বানী,
স্বর-লহরে বার হ'ল উদাসী,
গোকুলবালা তাজি গৃহকাজে ।
রাপতাল ।

হরি তুমি সেখা দাঁড়ালে হে অত,
সত্ত ফুটিবে হে এ হৃদয়-পদ্ম,
তাই বলি বনমালী—
পায়ের উপর পাচী তুলি—
(রূপক)

দাঁড়াও হে বাকী ধাজে ॥

(চুট ।)

মন-কাননে ওহে প্রাণধন,

তুমি পুনঃ কর শ্রীকৃষ্ণাবন,

শ্রীমতীজীবন পতিত-পাবন.

শুনি চরণে নৃপুয় আঁহা রণু রণু রণ বাজে ।

নব নব লীলা সেখায় খেল হরি রঙ্গে,

কটকিত হোক তব্ব প্রেমের তরঙ্গে,

বক্সি ভ্রভঙ্গে, চাহিও অপাঙ্গে,

মানস-কুরঙ্গ হেরিবে হরষে রাখালরাজে ॥

(রূপক ।)

ব্রজের বিহঙ্গ, দাঁও প্রেমসঙ্গ—

নহে মরি হরি লাঞ্জে ॥

নীরম-বরণ শ্রাম সতত সদয় ।

নইলে পতিত ভীষের গতি কিসে হয় ॥

দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ মধুর হরিনাম,

যে নামে ভাকিলে পরে

দেয় হে দেখা বাক্যঠাম; হবে শিব ওরে জীব জিহ্বারে মামটী শিখারে ॥

যায় ভয় ভাবনা তুচ্ছকাম প্লকপূরে হৃদয় ॥

আয় ভাই সবাই প্রাণ খুলে গাই,

হরি ব'লে বাহ তুলে নেচে চ'লে যাই,

সেই রাজার রাজার মোহাই ঝিলে.

থাকবে না যম-রাজার ভয় ॥

হরি হরি হরি জয় জয় জয় হরিনামের জয় ॥

দাঁও নাথের ডঙ্কা ঘুচবে শঙ্কা হরিনামের জয়,

জয় জয় জয় শ্রামধন বৃন্দাবন রাধারানীর জয় ।

জয় গৌর নিতাই ঠাকুর গোস্বাই

জগাই মাধাই জয় ॥

খর। ভেসে যায় রে রাশার প্রেমধারে ।

নব নটবর কেবা যোগীবর প্রেম

ঢালে দ্বারে দ্বারে ॥

কাহ্না তব্ব কিবা স্বমকে,

প্রেমধারা চারু চ'খে চমকে,

নাচে ঠমকে ঠমকে আঁহা আঁহা আঁহা,

পড়ে ঢ'লে ঢ'লে বারে বারে ॥

প্রাণেরই ধারা নয়নেয়ি জল,

প্রোমে নাচি মাতে ধরা টলমল ;

বয় বপু বিতুষিত সিত পীত তুলসীহারে ॥

হহকারে গোরো বলে হরিবোল,

যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল ;

কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল—

পাণ্ড পাণ্ডাচারে ॥

কিবা সুখধাম, এই হরিনাম,

বল রে রসনা বল অবিরাম,

যে শিখালে নাম, সে পুরাবে কাম ;

নিম্নে বাবে তোয়ে শব্দপারে ॥

দাঁও বাসনা ভাসান,

তোল নামের নিশান,

বাজারে বিধান, আপনি দৈশান ;

ঐ নাম হরিনাম মধু-ভরা নাম রে—

সদা ফুকারে ॥

বড় অসময় তাই প্রেমময় পড়েছে

ভোমারে মনে ।

(ওহে) তোমা বিনে হরি কারে ধরি তরি,

ডাকি বল কোন্ জনে ॥

এ যে ভীষণ করাল, ব্যাধি এলো কাল,

বিষম অঞ্জাল, তরঙ্গ উন্মাল ;

নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকি হে সঘনে ।

(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি

হরিবোল ।

কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে,

প্রাণের ভরাসে, মরি হা হতাশে ;

(অহে) কালো শলী দেখ আসি রাখহ চরণে ।

(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি

হরিবোল ॥

(ও ভাই) ধরনী কাঁপারে, আকাশ ভাসারে,

তোল হরি হরিবোল ।

ধরিব ত্রীপদে, ভরিব বিপদে,
হরিণাম পান কর জনে জনে ।
প্রাণ যায় শ্রাম যায় বেধ করুণা-নয়নে ॥
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল ॥

৫
 হারাইছু পিসীমায়, কুখার্ড-মাক্কার-প্রায়,
 খাইতে খাইতে হাঁড়ি ঘাড়ে লাটি পড়িল।
 মধ্যজ-ভ্রায়ার যুগে যুহু হাসি ভাসিল ॥
 অন্ন হ'ল প্রাণাধার, অন্নচিন্তা চমৎকার,
 অন্ন বিনে অকিপথে সর্ষেফুল ফুটিল।
 মেজবোর হাসি তার জন্মে শেল বিধি ॥

ক্ষুধাতুরের খেদ ।

[অমূল্যভিত্তিক—parody]

“আবার গগনে কেন সুখাংশ উদয় রে!”
হেমচন্দ্র।

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে ।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠরমাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে ॥
আহার পাবার নয়, তবু কেন ক্ষুধা হয়,
জ্বলে যে জঠরানল কেমনে নিবাই রে ।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে ।

৬

পিসীমার হাতের পোঁতা, আমার পুয়ের লতা,
 ডাঁটাভাবে দাসীমাগী কাঁড় পেটে পুরিল।
 রসনার রস মম কল বেঘে বারিল ॥

তদবধি অনশনে, হ'কাহাতে অন্তমনে,
 আছি ব'সে ভাবি শুধু উদরের ভাবনা।
 ভেবেও কি হ'বে ছাই তাও কিছু বুঝি না ॥
 অন্ন ধ্যান অন্ন জ্ঞান, অন্ন মান অপমান,
 ওরে বিমি তাও কি রে ভিক্ষা ক'রে পাব না?

২

ওই হাঁড়ি ওইখানে, এই স্থানে একমনে,
কত খাব মনে মনে কত দিন করেছি ।
কতবার পিসীমার হাতনাড়া হেরেছি ॥
সে পিসী নাহিক আর, হেঁসল যে অন্ধকার,
কি আশ্বাসে পাত পেড়ে ব'সে আমি রয়েছি ॥

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুন ভোজ হলো,
দেখে বুক ফেটে গেল কিবা ভোজ দেখিলাম।
মরিতেছি আমি দুখে, সবাই গিলিছে সুখে,
দম্ ফেটে মরি হায় কিবা দায় ঠেকিলাম ॥
শত নারী বারান্দায়, নতমুখে ভাত খায়,
নীরব পূর্ণিতমুখী সপ্. সপ্. সপ্. রে,
একদৃষ্টে পাতপানে, চেয়ে সব নথাননে.
'অবিরল বারিধারা নুন্ন:নতে ঝরে রে ;'
রাধুনী দারুণ ঝাল ঝোলে বঝি দেছে রে ॥

অস্তিত্ব যখন তাঁর, বলিভেন বার বার,
ভাতের ভাবনা তোর কোন দিন হবে না।
ওরে দুই হৃৎকার, কি করিলি অভাগার,
কার খোল করে দিলি আমার যে চলে না॥

২

ভারা দেখে পাতপানে, আমি গো তাদের পানে,
চিত্তহারা দুই পক্ষ বাকা নাহি সরে রে।
হেনকালে অকস্মাৎ, “হার কার চাই ভাত.”
বলে মেজসিরী আসি খালা লয়ে ফেরে রে॥

৪

মেজবোর মানভরে, মেজদা নিদ্র হ'রে,
 আমার কাতর কান্না কাণে নাহি তুলিল।
 অভাগীর অন্ন-আশা জন্মশোধ ঘটিল ॥

১০

ভেড়ে গে আঁচল ধরে, লইলাম খালা কেড়ে,
না শুনিছ কাণ পেতে যত গালি দিল বে ॥
বালাম আমার তুমি, মম পেটে লও জমি,
প্রতিদিন দুটা বেলা তোরে যেন পাই রে ।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে ॥

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা ।

ঘুচাব জঞ্জাল সহি ঘুচাব জঞ্জাল ।
খালা হেজে পান সেজে কাটা ব না কাল ॥
হাঁড়ি কুঁড়ি হাতাবেড়ি দূর ক'রে দাও ।
চিনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও ॥
কাশীদাস কুন্ডি বাস দাও টেনে ফেলে ।
সাজাও দেবাজ সই নাটকে নভেলে ॥
ছাইভস্ম কিংবা লিখে গেছে বাসমুনি ।
নাহি তার গিরিজায়া মিগ্গজ রোহিণী ॥
অন্তঃপুর-কারাগারে আর তো রব না ।
কেরানী পতির কথা আর তো সব না ॥
পতি হবে পশুপতি কিংবা জগৎসিং ।
ঝোড়া চ'ড়ে অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং ॥
ললিত হ'লেও চলে নিদেন সুরেন ।
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন ॥
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পতিতে নাই ।
বিজুবী নারীর পক্ষে বিবম বালাই ॥
তাই ব'লে আমি সখি ঘুমায়ে রব না ।
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না ॥
না ধরিলে লাঠি মেরি ভারতলনা ।
ঘুমায়ে ভারত-ভ্রাতা করিয়ে হলনা ॥

প্রোক্লামেশন ।

(বঙ্গ-বিভাগের ও আসামী ফুলার জাহির
হইবার বহুপূর্বে লিখিত ও পরে
১৩১২ জ্যৈষ্ঠ ভারতীতে
প্রথম প্রকাশিত)

বিনয়ে সুধাও গিয়া সিংহাসনতলে ।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন ।
সাত্রাজীকপেতে পরে করান স্মরণ ॥
সু-পুত্র সত্ৰাট হয়ে দিয়াছেন রায় ।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ ।
হবে কি রক্ষিত তাহা কখন যথার্থ ॥
মেনে ল'ব রাজবাধ্য জ্ঞান করি বেদ ।
খ্যেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাতে ।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোর-পাটে ॥
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন ।
হবে কি কখনো ঠিক গোরার মতন ॥
মিষ্টার কুলার যদি বধে গেঁঠো কুলি ।
সত্য কি মরিবে গোর ফাঁসীকাঠে কুলি ॥
কেষ্টার ঘুরির বুড়ি ফুলারে নাশিলে ।
হবে কি সিদ্ধান্ত তার ফেটে গেছে পিলে ॥
জিজ্ঞাসা করিও ভাল ক'রে কদমাজা ।
ইংরাজ বণিক্ ছাড়া আর কে কে রাজা ॥
মাকেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ ।
ভূগের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ ॥
মরে যদি কেঁটা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি ।
তার পুত্র সূত্র-কর্ম পাবে কি গো ফিরি ॥
ছত্ৰিক যতপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়া জাল ।
তবু কি রপ্তানী বন্ধ হবে কত্ৰু চাল ॥
অতি কচি ছেলেনের লুটিতে পকেট ।
কতদিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট ॥

কেবল পকেট নয় ইঁটড়ে বখাট ।
 নোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট ॥
 মরিলে কলুর কুল কেরোসিন তেলে ।
 কলুণীর চুলো* কি গো রাজা দেবে জেলে ॥
 কখন দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার ।
 এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার ॥
 অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয় ।
 জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয় ॥
 “ডিফেন্ডার অফ দি ফেথ” যাহার উপাধি ॥
 কোন্ লাঞ্জে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥
 খৃষ্টানের মত পাশী হিন্দু মুসলমান ।
 পাবে কি রাজার ঘারে চান দান মান ॥
 ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চানের ক্যাণ্টনে ।
 যাবে কি শাসিতে চান গোরার পন্টনে ।
 জাতি ধর্ম বর্ণভেদ না করি বিচার ।
 বিচার কোশলে পদ বাড়িবে প্রজার ॥

*উষান ।

বহদিন হ’তে মনে আছে এক ধাঁধা ।
 এ কথাটা কে কাহারে বলিতেছে দাদা ॥
 ইংরাজ জাতির ভাব,—ভূ-পালের ভাব ।
 অমৃত সমান কথা শুনে কৃষ্ণদাস ॥
 এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্বর্ণ ।
 যাদের পৈতৃক সম্বন্ধ নাহি দিবে কর্ণ ॥
 “কাষ্ট ক্রিড্ কলারের” এইরূপ মানে ।
 এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে ॥
 মহা সভা-সভ্য দলে বোলো ভাল করে’ ।
 বোকার বোকার যেন কার্য্যে দেন ধরে’ ॥
 আরো নানা কথা আছে সেই ঘোরণার ।
 তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥
 তাৎপর্য্যটা একবার হয়ে গেলে ধার্য্য ।
 কোন কার্য্য ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য্য ॥
 “রাইট রাইট” বলে না করে’ চীৎকার ।
 মর্শ্বে মর্শ্বে কৃষ্ণ চর্শ্বে দানিবে ধিক্কার ॥
 যাব না জানাতে ব্যথা দাসখত হাতে ।
 আপনি বাড়িব ভাত আপনার পাতে ॥
 হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি ময় ।
 মারো কাটো ভালবাসো তবু গাব জয় ॥

প্রথম ভাগ সমাপ্ত ।



